সিকান্দরনামা

আলাউল বিরচিত

আহমদ শরীফ
সম্পাদিত

জাতীয় ঐতিহ্য সন্ধানে সদানিরত ও পুথিগতপ্রাণ

অধ্যাপক আলী আহমদ

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বিচিতচিন্তা/সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা/স্বদেশ অন্বেষা/জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে/যুগযন্ত্রণা/কালিক ভাবনা/বাঙলার সূফী সাহিত্য/বাউলতত্ত্ব/সৈয়দ সুলতান-তাঁর যুগ/মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ-সংস্কৃতির রূপ/সওয়াল সাহিত্য প্রভৃতি অনেক।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

॥ সিকান্দরনামা ॥

আলাউল বিরচিত

॥ ভূমিকা ॥

॥ ১ ॥

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাউল একটি প্রখ্যাত নাম। কবির এ খ্যাতিতে জনগণের হুজুগপ্রিয়তার পরিচয় যত রয়েছে, রসিকচিত্তের স্বীকৃতির আভাস নেই তত। জেনে অনুরক্ত হওয়া আর শুনে ভক্ত হওয়ার মধ্যে যে তফাৎ, আলাউলের খ্যাতি বিস্তারেও রয়েছে তেমনি গোঁজা-মিল। এ করে আমরা কবিকে ধন্য করি না, নিজেরাই ধন্য হতে চাই।

আলাউল মুখ্যত অনুবাদক। পদাবলীই কেবল তাঁর মৌলিক রচনা। 'আনন্দবর্মা-রতনকলিকা' গল্পটিতে সম্ভবত দেশজ রূপকথাকে কবি লেখ্যরূপ দান করেছেন। আর রাগতালনামায় তিনি বহুল প্রচলিত রাগতালের ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। কাজেই অনুবাদক হিসেবেই বাঙলা সাহিত্যিকের আসরে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে হবে। আত্যন্তিক প্রীতিবশে আলাউলকে বড় কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে আমরা তাঁকে স্জনপটু কবিদের পাশে রেখে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এতে তাঁর মান বাড়ে না, কেননা, মূল কবির পাশে তিনি অনেকক্ষেত্রে হীনপ্রভ হয়ে পড়েন। তাঁতে আমরা আশা করি অনেক, পাই কম। ফলে ভক্তপাঠক হৃত-গৌরবগর্বের বেদনায় ও গ্লানিতে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে। চিত্তের এই বিষণ্ণ মেদুরতা এড়ানোর জন্যে, আলাউলের কৃতির যথার্থ মূল্যায়নকালে তিনি যে অনুবাদক সেকথা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

শুদ্ধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর অনুবাদ একবস্তু নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুদ্ধ অনুবাদই যথেষ্ট। ধর্মশাস্ত্র, আইন ও দর্শনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু অনুবাদের প্রয়োজন। আর সাহিত্যে সুন্দর অনুবাদই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সাহিত্য তত্ত্বও নয়, তথ্যও নয়। অতএব, তথ্যের শুদ্ধ, তত্ত্বের সুষ্ঠু এবং সাহিত্যের সুন্দর অনুবাদই অভিপ্রেত। সাহিত্যে তথ্যানুগ অনুবাদের ব্যর্থতার নজীর একটা দুটো নয়,—অসংখ্য।

সাহিত্য-অনুবাদকের তিনটে গুণ থাকা আবশ্যিক ; এদের যে কোনো একটার অভাব ঘটলে, সে অনুবাদককে অযোগ্য বলে মানতে হবে :

এক—অনুবাদক স্বভাষায় ব্যুৎপন্ন হবেন।

দুই—যে ভাষা থেকে তিনি গ্রন্থ তর্জমা করবেন, সে ভাষার বাগ্বিধি, প্রবাদ, প্রবচন ও বুলির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে। নইলে গাঁট-কাটা আর ঠোঁট-কাটার অর্থ পার্থক্য বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

তিন—তিনি অবশ্যই মাতৃভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হবেন। সুরুচি ও বৈদগ্ধ্য হবে তাঁর বিশেষ গুণ। অনুবাদকের এ তিনগুণ না থাকলে গদ্যে পদ্যে তাঁর অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ, অসার্থক কিংবা ব্যর্থ হতে'বাধ্য।

আর অনুবাদকের কৃতিবিচারে ও অনুবাদের মূল্যায়নে 'মূলগ্রন্থ অনুদিত গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ'—এ অঙ্গীকার কিংবা প্রতিজ্ঞা স্বীকৃত সত্য অথবা অনুমিত তত্ত্ব হিসেবে মনে রাখা দরকার। তর্জমা মূলের অবয়বের ভাস্কর মূর্তিমাত্র। অন্যকথায় তাকে কাগজের ফুলের মতো কিংবা খেলনার ফলের মতো করে ভাবতে হবে—যার প্রাকৃতবস্তুর মতো রূপ আছে, গন্ধ নেই।

৩

কাজী দৌলতের 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র সম্পূরক হিসেবে রচিত 'আনন্দবর্মা-রতনকলিকা' কাহিনীর কাঠামোটি আলাউল সম্ভবত অলিখিত রূপকথা থেকে পেয়েছিলেন। কেননা, রামজীদাসের 'শশিচন্দ্রের পুথির'ও ঐ একই বিষয়বস্তু। আওধীবুলি বা অযোধ্যার লৌকিক ভাষা ঠেঠ হিন্দি থেকে পদ্মাবতী অনুদিত হয়। তাঁর আর সব গ্রন্থের উৎস হচ্ছে ফারসী।

আলাউল হিন্দি জানতেন বটে। কিন্তু অযোধ্যার বুলির সঙ্গেও তাঁর সম্যক পরিচয় ছিল, এমন কথা বলা চলে না। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করি—জালালপুরে বাসকালে তিনি অযোধ্যাবাসীর মুখে তাদের বুলি শুনে থাকবেন, কিন্তু তবু একজন বাঙালীর পক্ষে বাঙলাদেশে বসে সে-বুলির বাগ্বিধি আয়ত্ত করা যে প্রচুর আগ্রহ ও উদ্যম সাপেক্ষ, সে কথা মানতে হবে। এবং আলাউলেরও যে তা' পুরো ছিল না, তার সাক্ষ্য পদ্মাবতীতে দুর্লক্ষ্য নয়।

ফারসীতেও ছিল তাঁর কেতাবীজ্ঞান। কোন দেশের কাব্যের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা বিদেশীর পক্ষে তো বটেই, স্বদেশীর বেলায়ও দুঃসাধ্য।

বিশেষকরে ভাষাটি যদি হয় বহুবিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ আর কাব্য হয় উন্নতমানের। ফারসী ভাষায় আলাউল যে তেমন ব্যুৎপন্ন ছিলেন না তার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নানা পাতায়।

তিনি যে তাঁর সীমিত বৈদগ্ধ্য সম্বল করে দুস্তর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে তিনিও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা নিবেদন করেছেন উপক্রমে। এ কর্মের দুঃসাধ্যতাকে তিনি সমুদ্র-সাঁতারের উৎপেক্ষায় স্বীকার করেছেন।[১]

॥ ৪ ॥

এ সূত্রে আরো একটি কথা বিবেচ্য। নিযামী ছিলেন বারো শতকের লোক, তিনি ফারসী ভাষায় ক্লাসিকরীতির ও রোমান্টিক ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিন মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত ও শাসিত অঞ্চলে তাঁর কাব্যগুলো ছিল জনপ্রিয়। সেকালে ছাপাখানা ছিল না। প্রতিলিপি পরম্পরায় তাঁর কাব্যগুলো চালু হয়েছিল এশিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার পাঠক মহলে। উত্তরভারতের পদ্মাবতী আলাউলের হাতে আসে একশ' বছর পরে, 'তোহ্‌ফা' আসে আড়াইশ' বছরের ব্যবধানে। আর নিযামীর কাব্য বলতে গেলে এশিয়ার একপ্রান্তের গ্রন্থ অপর সীমায় আলাউলের হাতে পৌঁছে সাড়ে চারশ' বছরেরও কিছু পরে। এর মধ্যে জনপ্রিয়তা অনুসারে প্রতিলিপি তৈরী হয়েছে কত, তা অনুমান করে আজ আর লাভ নেই! প্রতিলিপি যে কত অদ্ভুতভাবে বিকৃতি হতে পারে,—যাঁরা খোঁজ রাখেন তা' তাঁদের কারুর অজানা নেই। কাজেই তর্জমার জন্যে অবলম্বিত আলাউলের পাণ্ডুলিপিগুলো যে বিকৃত ছিল তা' স্বতঃসিদ্ধের মতোই বিশ্বাস্য সত্য বলে' বিবেচিত হওয়া উচিত। কেবল বিকৃতির মাত্রা নিরূপণ করাই দুঃসাধ্য। তবে এও অনুমান-সম্ভব সেকালে লিপিকরেরা ইচ্ছামত গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন করত। আর অনুবাদকদেরও পছন্দমতো গ্রহণ, বর্জন ও যোজনার স্বাবলম্বিত স্বাধীনতা ছিল। এর উপর ছিল লিপিকরের অনবধানতা ও অযোগ্যতা-প্রসূত এবং দুষ্পাঠ্যতাজাত পাঠবিকৃতি ও পাঠবিপর্যয়।

অতএব, কোন্‌টা পাঠবিকৃতিজাত, কোন্‌টা অনুবাদকের অক্ষমতাপ্রসূত, কোন্ অংশ তাঁর অবহেলার অপসৃষ্টি, কোন কোন অংশ পরবর্তী

১ আলাউল পরিচিতি মৎসম্পাদিত 'তোহ্‌ফার ভূমিকা'য় দ্রষ্টব্য।

লিপিকরের দান, কোন্ অংশ অনুবাদকের সচেতন বিবেচনায় বর্জিত আর কোন অংশই বা তাঁর হাতে এসে পৌঁছয়নি, আজ তা' বলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

॥ ৫ ॥

আলাউলের রচনা থেকে তাঁর যে পরিচয় পাই, তাতে বুঝি তিনি সংস্কৃত জানতেন, বাঙলায় তাঁর বৈদগ্ধ্য প্রশ্নাতীত এবং শব্দসম্পদে, অলঙ্কার-তত্ত্বে ও ছন্দ-মাধুর্য-বোধে তাঁর চিত্ত-ভাণ্ডার ঋদ্ধ ছিল। কবিত্বে তাঁর সহজ সঞ্চরণ ছিল আর সুরুচি ছিল তাঁর অন্যতম দুর্লভ সম্পদ। তাঁর মন ছিল রোমান্টিক এবং রূপকথাপ্রবণ। কাহিনী নির্মাণে ও বিন্যাসে তাঁর তৎপরতা যত ছিল, মূলানুগত্যের নিষ্ঠা ছিল না ততটুকু। এ'ও বোঝা যায়, মহৎকাব্যের রসিক এবং বোদ্ধা ছিলেন তিনি, কিন্তু অনুবাদের সময় সে কাব্যের সূচিত শব্দের পরিভাষা গ্রহণে কিংবা ভঙ্গির লাবণ্য সংরক্ষণে তাঁর প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়নি। আবার নিজে বিদগ্ধ কবি ছিলেন বলে স্ব-ভাবের কাব্যিক রূপায়ণে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে আর স্থানে স্থানে। বিজলীর ছটার মতো তা স্বতঃপ্রকাশিত আর প্রদীপ্ত তারার মতো তাঁর কাব্যের সর্বাঙ্গে বিথরিত।

॥ ৬ ॥

আলাউলের[১] কাব্যে মূলের যে-সব অংশ অনুপস্থিত, তার কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতখানি অপ্রাপ্যতাজাত একমাত্র সিকান্দরনামা ছাড়া— অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে তা নিশ্চিত করে বলা দুঃসাধ্য। সিকান্দরনামায় কবি স্পষ্ট করেই তাঁর অক্ষমতা নিবেদন করেছেন। প্রথমে সবিনয়ে জানিয়েছেন তাঁর সীমিত শক্তির কথা: 'নিযামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ
ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহুরস।

১. পুথিতে 'আলাওল' ও কচিৎ 'আলায়ল' পাঠ মেলে। আমরা 'আলাউল' বানিয়েছি। এ নামের অন্তত দুইজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে আমরা জানি,—একজন গৌড়ের দরবেশ, অন্যজন ঈসা খাঁর আত্মীয়। আতাউল্, বদিউল প্রভৃতি অসংখ্য সদৃশ নামও স্মর্তব্য। আরবী অল্/আল্/এল অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি ও সন্ধির নিয়মে উল/উস্/উর/উন/উদ হয়। যেমন আবদুল, আবদুস, আবদুর, আবদুন, অলদীন = উদ্দীন ইত্যাদি। অতএব অল্, আল্, এল্ হচ্ছে পদাশ্রয়ী প্রত্যয় বা পদ। এ দিয়ে আরবী শব্দ আরম্ভ হয় না পরবর্তী পদ গঠন করে মাত্র। কাজেই আল+আউয়াল/আলোয়াল বা 'আলাওল' নাম হতে পারে না। তা ছাড়া এমন নামে উদ্ধত্য ও অহঙ্কার প্রকাশ পায়, তাই এ নাম কোন আস্তিক মানুষ রাখতে পারে না।

সমুদ্র সাঙ্করসম গ্রন্থের গ্রন্থন
বিশেষ ফারসীভাষের বয়েত ভাঙ্গন।
মহন্ত নিযামী বাক্য ইঙ্গিত আকার
বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার।
আরবী ফারসী আর নসরানী এহুদী
পহলবী সঙ্গে পঞ্চভাষের অবধি।

আরবী-ফারসী-আর্মেনীয়, হিব্রু ও প্রাচীন পহলবী ভাষার শব্দে তৈরী নিযামীর কাব্যসৌধ। তার উপর নিযামীর বাক্য ইঙ্গিতময়, কাজেই রস-সমুদ্রে বাঙালী কবির সন্তরণ বিঘ্নিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। দুরূহ শব্দের তরঙ্গাভিঘাতে কবির উত্তরণ ঘটেনি, তিনি সুকৌশলে তা' এড়িয়ে আত্ম-রক্ষা করেছেন মাত্র:

মহন্ত নিযামী শাহা পুরুষ প্রধান
কহিছন্ত 'ধিক এহি সভার বাখান।
সে সব বাঙ্গালা ভাষে দুষ্কর কহন
পরিশ্রমে কহিলেহ সঙ্কট বুঝন।
কেতাবেত এহি কথা অধিক কর্কশ
পণ্ডিতে ঝগড়া বিচারিলে পাএ রোষ।
একেক বয়েত লৈয়া ঝগড়া বহুল
কেহ হএ কেহ নহে বলে বিজ্ঞকুল।
বহু পরিশ্রমে আমি এথেক কহিল
কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িল।

অতএব, সিকান্দরনামায় কবি কেবল কাহিনী-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াসী ছিলেন। নিযামী ছিলেন ফারসী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাত্ত্বিক ও তন্ময় কাব্যের রচয়িতা। তাতে সূফীভাবের ফল্গুও রয়েছে নিহিত। তাঁর কবিভাষা আশ্চর্য সুন্দর। তাঁর বাক্-ভঙ্গির এমন একটি নাটকীয় লাবণ্য রয়েছে, যার আভাস মাত্র নেই আলাউলের অনুবাদে। ফলে, আলাউলের কাব্যে নিযামী বর্ণিত গল্পসার পাই, মূল কাব্যের লাবণ্য ও মাধুর্যের বিশেষ কিছু পাইনে। সিকান্দরনামা নিযামীর বৃদ্ধ বয়সের শেষ রচনা। বৃদ্ধ আলাউলেরও সর্বশেষ অনুবাদ। নিযামীর শ্রেষ্ঠ রোমান্স খুসরু-শিরি ও হফ্‌তপয়কর। আর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা-গ্রন্থ মখজনুল আসরার। আলাউলের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ পদ্মাবতী।

এক বৃদ্ধ কবির কাব্য আর এক বৃদ্ধ কবি অনুবাদ করেছেন। এবং সবাই জানে বৃদ্ধ বয়সে কাব্য রচনায় 'চিত্তে উল্লাস' জাগে না। কাজেই যৌবন-সুলভ বিচিত্রভাবের অভাবে এ কাব্যের রসে ও বর্ণে গাঢ়তা অনুপস্থিত। উভয়েরই কানে তখন ওপারের ডাক বাজ্‌ছে। তাতেই তাঁরা বিব্রত। দু'জনের রচনাতেই রয়েছে হৃত যৌবনের কান্না। তাই তাঁরা ধর্মভাবের ও ভগবৎ-প্রেমের সুরা পান করে পরিত্রাণের পথ খুঁজতেই ব্যস্ত। কাব্যকথা রসিয়ে বলার উদ্যম নেই, কাব্যরসে আর আগ্রহও নেই তেমন। পয়গম্বর সিকান্দরের মহৎ জীবনকথা কথন ও শ্রবণের পুণ্যার্জনই যেন উভয়ের লক্ষ্য। নিযামী তাই স্বদেশী ও স্বজাতি চক্রবর্তীসম্রাট দারাকে বিদেশী ও বিজাতি এবং দেশের স্বাধীনতা অপহারী পরাক্রান্ত বীর সিকান্দরের কাছে গুণে জ্ঞানে ও বলে হীনপ্রভ করে চিত্রিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। সিকান্দরের নবুয়তের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বাধীনতা প্রীতি ভুলিয়েছে। এ হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সের বিকৃত ধার্মিকতা—মানবিকতা নয়। সুষ্ঠু জীবন-চেতনায় মুখর ফিরদৌসীকে আমরা শাহ্‌নামায় অন্যভাবে প্রত্যক্ষ করি।

নিযামী তিন খণ্ডে তিনরূপে—দিগ্বিজয়ী, প্রজ্ঞাবান দার্শনিক ও নবী-রূপে সিকান্দরের কীর্তি, গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। আলাউল কেবল দিগ্বিজয় খণ্ড তথা 'সিকান্দরনামা-ই-বরা' অনুবাদ করেছেন। এক হিসেবে এটি একটি যুদ্ধকাব্য। কাজেই বর্ণনাত্মক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের মাধুর্য আছে। সে দু'খণ্ডের অনুবাদে কাব্যগুণের ঘাটতি প্রজ্ঞা ও তত্ত্বরসে পূরণ হত।

আমাদের আলোচ্য খণ্ডে অবশ্য সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জনের উপকরণের অভাব নেই।

॥ ৭ ॥

এখানে আলাউলের অনুসরণে কাহিনীর সারাংশ তুলে ধরছি :

রুমের ভেতরে মকদুনিয়া নামে এক রাজ্য। সে রাজ্যের রাজা ফয়লকুচ। রাজা নিঃসন্তান। একদিন তিনি মৃগয়ায় বের হয়ে পথে দেখলেন, এক সদ্য প্রসবিণী মৃতানারী, পাশে জীবন্ত শিশু। সে শিশুকে তিনি পরম আগ্রহে তুলে নিলেন কোলে। পুষতে লাগলেন সর্বপ্রযত্নে।

সিকান্দরের পিতৃপরিচয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে দারার বংশেই সিকান্দরের জন্ম, আবার কারুর মতে সিকান্দর ফয়লকুচেরই সন্তান। রাজা শিশুর নাম থুইলেন সিকান্দর। শিশু কলায় কলায় বেড়ে বাল্যে পদার্পণ করল যখন, তখন তার পড়ালেখা শুরু হল। ছেলে মেধাবী, বুদ্ধিমান ও মনোযোগী। তার উপর শিক্ষক হচ্ছেন মহাজ্ঞানী নকুমাখিস।

অল্পকালের মধ্যেই সিকান্দর বিদ্যায় বিদগ্ধ, শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে বিশারদ হয়ে উঠলেন। শারীরশক্তির সঙ্গে মানস উৎকর্ষ ও অস্ত্রপ্রয়োগ-পটুতা তাঁকে উচ্চাভিলাষী করে তোলে। কুমারের জন্ম-মুহূর্তে জোতিষ-গণনায়ও জানা গেছিল, এ শিশু ভুবনবিজয়ী নরপতি হবে। পাঠদান সমাপ্তিকালে বৃদ্ধশিক্ষক নকুমাখিস নিজের সন্তান আরস্তুতালিসের শুভকামনায় পিতৃসুলভ আগ্রহে সিকান্দকে অনুরোধ জানালেন ঃ

> যবে তুদ্মি হৈবে সব ক্ষিতির ঈশ্বর।
> তখনে আদ্মার বাক্য স্মরণ করিও
> গুরুপুত্র আরস্তুরে সাদরে পুষিও।
> তান অনুমতিএ ভুঞ্জিও সুখরাজ
> বুদ্ধিমন্ত পাত্র হোন্তে সিদ্ধ সর্বকাজ।
> যেন তুদ্মি ভাগ্যধর সেহ বিদ্যাধর
> ভাগ্য-বুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।

সিকান্দর গুরুর অনুরোধ উপেক্ষা করেননি। পিতৃবিয়োগে যৌবন উদ্‌গমেই সিকান্দর রাজ্যপাল হলেন। এবং গুরুর অনুরোধ স্মরণে আর-স্তুকে মহাপাত্র করলেন। তারপর শুরু হল তাঁর দিগ্বিজয়। দর্পণ-আবিষ্কার সিকান্দরের অন্যতম কীর্তি।

জঙ্গীরাজ্য আবিসিনিয়া। সে রাজ্যের মানুষ-খেকো বর্বর হাবসীরা মিসরবাসীদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন করে। সিকান্দর ন্যায়পরায়ণ ও বীর নরপতি। তাই প্রতিকারের আশায় তারা সিকান্দরের দ্বারে ধর্ণা দিল। সিকান্দরের প্রথম অভিযান এই জঙ্গীদের বিরুদ্ধেই। রুমদূত তুতিয়ানোসকে জঙ্গীরাজ পলঙ্গরের আদেশে হত্যা করে জঙ্গীরা খেয়েই ফেলল। রুমীদের পথে পেলেও ধরে নিয়ে তারা খেয়ে ফেলে। রুমী সৈন্যরা ভীরু নয়। কিন্তু এই বীভৎস সংবাদে সিকান্দরের সেনাবাহিনীতে

ত্রাসের সঞ্চার হল। এখন উপায়? সিকান্দর আরস্তুর পরামর্শে কয়েক জন জঙ্গী ধরিয়ে আনলেন, তারপর তাদের একজনকে হত্যা করিয়ে রান্নার ও খাওয়ার ভাণ করলেন। এতে অপর বন্দীরা ভারি ভয় পেল। সিকান্দর রাত্রে তাদের বন্ধন ও পাহারা শিথিল রাখার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তারা পালিয়ে গিয়ে রটিয়ে দিতে পারে যে জঙ্গীদের মতো রুমীরাও মানুষ খেকো। এতে সুফল পাওয়া গেল। জঙ্গীরা ত্রাস পেল, আর রুমীরা নির্ভয়ে অমিত বিক্রমে বহু যুদ্ধ করে জঙ্গীরাজ্য দখল করে নিল। কালো জঙ্গী আর গৌরবর্ণ রুমী :

জঙ্গীরুমী যুদ্ধ করে হইয়া মিশামিশি
একদিকে অন্ধকার আর দিকে শশী।

এটিই হলসিকান্দরের প্রথম জয়। জঙ্গীরাজ পলঙ্গরের ধন-ভাণ্ডার সিকান্দরের হাতে এল। সে-সম্পদ তিনি :

'সপ্তদিন দান কৈল মেহবৃষ্টি রীতে।'

মিসরাদি দেশও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। উত্তর আফ্রিকা এভাবে জয় করে সিকান্দর বহুবসতি ও নগর পত্তন করলেন। ইসকান্দরিয়া [আলেকজাণ্ডারিয়া] তার অন্যতম।

জঙ্গী রাজভাণ্ডারে প্রাপ্ত ধনরত্নের কিছু কিছু সিকান্দর অন্যান্য মিত্র রাজাদের কাছেও উপহারস্বরূপ পাঠালেন। দারার কাছেও পাঠালেন। মকদুনিয়া ছিল দারার করদ রাজ্য। উপহার পেয়ে দারা প্রথমে খুশীই হয়েছিলেন। কিন্তু যখন শুনলেন এমনি ধনরত্ন সিকান্দর যত্রতত্র বিলিয়েছেন তখন সম্রাট-সুলভ কুট-বুদ্ধি জাগল তাঁর মনে :

না বুঝি তাহার মনে কিবা ভাব আছে
নতু গর্ব কি করে আম্মার সঙ্গে পাছে।
যাবতে না হৈছে এত 'ধিক বলশক্ত
ছলে তার গর্ব চূর্ণ করিবারে যুক্ত।

সিকান্দর শক্তিমান হয়ে উঠছেন অপরিমেয় সম্পদ পেয়ে। কলিতেই যদি কচলিয়ে না দেয়া যায়, তাহলে তাঁর প্রতিপত্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে,—এ বিবেচনায় দারা সিকান্দরের রায়বারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন

করলেন। এতে সিকান্দর রুষ্ট হয়ে বার্ষিক কর দিলেন বন্ধ করে। কর না পেয়ে দারাও গেলেন ক্ষেপে, করের জন্যে তাগাদা দিয়ে দারা রায়বার পাঠালেন সিকান্দরের কাছে। সিকান্দরের উদ্ধত ব্যবহার পেয়ে রায়বার ফিরে এল। স্থিতধী দারা যদিও জানেন :

যদ্যপি পর্বত নাম ধরএ অচল
গর্ব না রহএ তার দেখি আখণ্ডল।
মূষিকে করএ বাদ বাজের সংহতি
সমুদ্রসাক্ষাতে বিন্দু কি ধরে শকতি।

তবু ভাবেন 'আরবার মর্ম তার বুঝিতে উচিত।' কাজেই তিনি আবার সিকান্দরের কাছে এক বৃদ্ধ রায়বার পাঠালেন। সঙ্গে দিলেন একভাণ্ড তিল আর একটি চৌগানের (পলোখেলার) দণ্ড। এ হচ্ছে প্রতীকি বাণী :

শিশুমতি তুন্মি [সিকান্দর] যুদ্ধ না জান সন্ধান
খেলা খেলি গৃহে থাক লইয়া চৌগান।
আর তিলের 'মত জান মোর সৈন্য অগণিত।'

শক্তিমন্ত যুবা সিকান্দর এ অপমান সহ্য করবেন কেন? তিনি দারা প্রেরিত :

'তিলের ভাণ্ড ছিণ্ডিল প্রান্তরে'
এবং 'বহু কবুতর আনি দিল খাইবারে।'
ভুখিল কৈতরে যোগ্য আহার পাইল
তিল অর্ধে সেইভূমি তিল শূন্য কৈল।'

সিকান্দর দারার রায়বারকে বললেন :

যদ্যপি দারার সৈন্য নাহি পরিমাণ
মোর সৈন্যগণ তার ভক্ষক সমান।

আর পলোখেলায় যেমন :

'চৌগানে মারিয়া গুলি নিজ দিকে আন
তেমনি আপনার ভিতে টানিয়া আনিব ইরান।'

সিকান্দর এমনি পৌরুষবাক্যে দারার রায়বারকে দিলেন বিদায়। দারার রোষাগ্নি জলে উঠল। আপমানিত ও ক্রুদ্ধ দারা বিপুল বাহিনী নিয়ে

মকদুনিয়া যাত্রা করলেন। কয়েকদিন ধরে মরণপণ যুদ্ধ চলল। কিন্তু তখনো জয়পরাজয় অনিশ্চিত। অবশেষে দারার দুই পার্শ্বচর বিশ্বাসভঙ্গ করে দারাকে হত্যা করে। মুমূর্ষু দারার সঙ্গে রণক্ষেত্রে সিকান্দরের দেখা হল। দারা সিকান্দরকে তিনটে অন্তিম অনুরোধ জানালেন ঃ

তিনবাক্য আহ্মার রাখিবা নরপতি ঃ
—বিনা অপরাধে মোরে যে করিল বল
বিচারিয়া আপনে উচিত দিবা ফল।
দ্বিতীয় সেবাএ মোর ছিল যথ রামা
সত্য দৃঢ় রাখি কামভাব দিবা ক্ষেমা।
তৃতীয় দুহিতা মোর রৌশনক নাম
শচী রতি জিনি রূপ অতি অনুপাম।
তোহ্মার সেবাএ দিলুঁ যত্তনে পালিও
কায়ানী বংশের মান্য চিত্তেত রাখিও।

সিকান্দর দারার অন্তিম অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দারার পরাজয়ে ইরান সিকান্দরের পদানত হল। দারার পরাজয়ে সিকান্দরের আত্মবিশ্বাস ও সাহস অমিত হয়ে উঠল। সিকান্দর দিগ্বিজয়ের অভিলাষে বের হয়ে প্রথমে গেলেন ইরানে। সেখানে রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করে, জরথুস্ত্রীয়দের অগ্নিউপাসনা বন্ধ এবং মোগানদের কদাচার নিষিদ্ধ করে এগিয়ে চললেন বাবল (বেবিলন) দেশের দিকে। এই বাবলেই ফিরিস্তা হারূত-মারূত নেমে এসেছিল, এদেশী মেয়ে জোহরাই আসমানে তারা হয়ে ফুটে রয়েছে। বাবলদেশ দখল করে, সেখানেও অগ্নি-উপাসনা মন্দির ছারখার করে দীন ই-ইসলাম জারি করলেন।[১] তারপর গেলেন আজরাবাদে, সেখান থেকে গেলেন ছিফাহানে।

---

১. সিকান্দর ছিলেন নবী। কাজেই বল-প্রয়োগে বিধর্মীদের স্বধর্মে দীক্ষিত করা ছিল তাঁর পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। দিগ্বিজয়ও স্বধর্ম প্রচারের জন্যেই। ধর্মপ্রাণ কবির চোখে এটি পরমত অসহিষ্ণুতারূপ বর্বরতা নয়—গর্ব ও গৌরব করার মতো সুকৃতি। সিকান্দর কোনদেশ আক্রমণের পূর্বে ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠিয়ে সেদেশের খাদ্যবস্তু ও স্বর্ণ চড়া দামে ক্রয় করিয়ে আনতেন, তারপর দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র দেশ সহজে জয় করতেন। এ যুদ্ধ নীতি আজো সুফলপ্রসূ।

ছিফাহানের পথে কায়ানী বংশীয়া এক রূপসী মায়াবীর সঙ্গে সিকান্দর বাহিনীর শক্তি পরীক্ষা হয়। অবশেষে রুমী যাদুকর বলিনাসের তিলিস-মাতের কাছে মায়াবী হার মানল, আর বলিনাস তাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিল। ছিফাহানে পেঁছে সিকান্দর দানে ও দয়ায় সবাইকে তুষ্ট করে আর দেশ-শাসনে দুর্নীতি দূর করে সবার হৃদয় জয় করলেন। তারপর আরস্তুকে পাঠালেন দারাপত্নীর কাছে রৌশনককে শাদীর পয়গাম দিয়ে। দারাপত্নী আগেই লোকমুখে সিকান্দরের গুণপণার নানা কথা শুনে ছিলেন, কাজেই পয়গাম পেয়েই তিনি রাজী হলেন।

দেশময় উৎসব লেগে গেল। গন্ধে-আলোকে-কুসুমে সারাদেশ সজ্জিত হল। কয়েকদিন ধরে দেশময় মহোৎসব চলতে লাগল। এর মধ্যে মহা-ধুমধামে সিকান্দর-রৌশনক বিয়ে হয়ে গেল। কয়েক মাস ধরে পরম-সুখের দাম্পত্য জীবন যাপনের পর রৌশনক সন্তান-সম্ভবা হলে সিকান্দর আরস্তুর সাথে রৌশনককে মকদুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে যথাসময়ে তিনি এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন, সিকান্দরের অভিপ্রায় ক্রমে কুমারের নাম হল ইসকান্দর। রৌশনক পাটরানীরূপে স্বামীর অনুপস্থিতিতে রুম শাসন করতে থাকেন।

এদিকে সিকান্দর ইস্তরখ [ইস্তখর] প্রভৃতি দেশ পদানত করে মক্কায় গেলেন কাবা জিয়ারতে। পথে পথে দু'হাতে ধন-রত্ন দান করে করে তিনি—কেবল জমি নয়—জয় করে চললেন জনগণের চিত্তও। আর করলেন বসতিবিহীন স্থানে জনপদ সৃষ্টি ও নগর পত্তন।

কাবা জিয়ারত শেষে সিকান্দর আজরাবাদের রাজার এক পত্র পেলেন : অবজাখের (ইজাজের ?) দুর্দান্ত রাজা দোয়ালি। তাঁর সামন্ত হচ্ছেন আর্মানরাজ। এঁরা অগ্নি-উপাসক। দোয়ালির প্ররোচনায় আর্মানরাজ নানা অনাচারে সদা নিরত। সিকান্দর যদি এসব দুর্নীতি দূর না করেন, তাহ'লে দীন-ই-ইসলামের চিহ্নও থাকবে না এসব দেশে, অতএব এর প্রতিকারে তাঁর আশু উপস্থিতি প্রয়োজন।

সিকান্দর এ আহ্বানে সাড়া দিলেন। দোয়ালি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করলে, সিকান্দরের আদেশে সে রাজ্যের সবাই 'মুসলমানি দীন পুজে রুমীর নিয়মে।'

এরপরে সিকান্দর বার্দা রাজ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই বার্দার পূর্বনাম ছিল হোরাম। রাজ্যেশ্বরীর নাম নওশবা। তিনি বিদুষী, বুদ্ধিমতী পর্দানশীন ও সুশাসিকা। সিকান্দর রায়বার বেশে গেলেন তাঁর দরবারে। দুনিয়ার সবদেশের রাজার আলেখ্য ছিল নওশবার কাছে। উদ্ধত আচরণ ও চেহারা দেখে নওশবা সিকান্দরকে সহজেই চিনে ফেললেন, বিপদের এমনি ঝুঁকি নেওয়া সিকান্দরের উচিত হয়নি, তিনি ভারি বিব্রতবোধ করলেন। সিকান্দরের গুণমুগ্ধা নওশবা তাঁকে কৃত্রিম তিরস্কারে লজ্জিত করে অভয় দিলেন। নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক বীর-পূজা-প্রবণতাবশে নওশবা সাগ্রহে সিকান্দরের অনুগত হলেন। কয়েকদিনের মেলামেশায় ও প্রীতিভোজে উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। সিকান্দরের আগ্রহে দোয়ালি ও নওশবার বিয়ে হল।

বার্দা থেকে সিকান্দর নতুন দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, ব্যক্তিগত ও রাজকীয় ধন-ভারে যাত্রা মন্থর ও বিঘ্নিত হবে আশঙ্কা করে বলিনাসের পরামর্শে সবাই অর্জিত ধন বাবল-আবার নামের এক নির্জন স্থানে নিশানা দিয়ে দিয়ে পুতে রাখল আর বলিনাস তিলিসমাত প্রয়োগে ভূত-প্রেত যক্ষ এবং বাঘ, সিংহ, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীব সৃষ্টি করে সে ধন পাহারার ব্যবস্থা করল। এরপর নিশ্চিন্তে সবাই নতুন দেশ জয়ে এগিয়ে চলল। এবার আলবুর্জ পর্বতচূড়ার দস্যুদের দুর্গ এক বৈষ্ণবসাধুর কেরামতিযোগে ধ্বংস করে উপত্যকা অঞ্চলের লোকদের নিঃশঙ্ক করলেন সিকান্দর। তারপর কায়ানী বংশীয় সরির রাজাকেও বশে আনলেন। সেখানে তিনি তক্‌ত-ই-ফিরদুন [ফরীদুন] ও জাম-ই-জামশেদ দেখে নয়ন সার্থক মানলেন।

এরপরে গিলান, খোরাসান, নেশাপুর প্রভৃতি দেশ জয় করে এবং অগ্নিপূজা নিষিদ্ধ করে হির্বাদে গেলেন, সেখানেও দীন-ই-ইসলাম জারি করে কিরমান, গজনী, ঘোর, মেসেদ প্রভৃতি পদানত করে হিন্দুস্থান অভিযানে এগিয়ে এলেন তিনি। এখানকার কয়দরাজা স্বেচ্ছায় নিজ দুহিতা, হস্তী, এক অদ্ভুত পাত্র, এক বৃদ্ধ জ্যোতিষী, এক ভিষক ও বহুধন উপঢৌকন দিয়ে বিনা যুদ্ধে সিকান্দরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। কনৌজের রাজা ফর '[ফরাবলী]'-ও তাঁর অনুগত হলেন।

এবার সিকান্দর চীনের দিকে যাত্রা করলেন। পথে 'ফুর' রাজাও তাঁর পদানত হল। তখন ফুগফর তথা চীন সম্রাট ছিলেন খাকান।

তিনি বলখ, খতা, খোতন, ফরগনা, সঞ্জাব, খিরখিজ, কাশগর, চাচ প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তদের নিয়ে সিকান্দরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামবার জন্য এগিয়ে এলেন। সিকান্দর খাকান রাজের কাছে এক পত্র দিলেন:

যুদ্ধরাজে আইলা তুমি আমার সমীপ
ঝঞ্ঝাবাত আগে কেনে জ্বালাও প্রদীপ।
চীন খোতনের যে কস্তুরী মৃগ লৈয়া
আখেটি ব্যাঘ্রের আগে আইলা উগ্র হৈয়া।
মোর ব্যাঘ্রকুল চীনমৃগ দরশনে—
লম্ফ দিতে চাহে সব শিকল ছিণ্ডিয়া
ক্ষেমা ধরি আমি রাখিয়াছি আশ্বাসিয়া।
পত্র পড়ি না করিও তিলেক বিলম্ব
শীঘ্রে লেখ কিবা সন্ধি কিবা যুদ্ধারম্ভ।

একদিকে এ চরমপত্র। অপরদিকে চরমুখে জানলেন, সিকান্দরের সৈন্য-সমুদ্রে তাঁর বিরাট বাহিনীও বিন্দুবৎ। তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন আর রায়বারবেশে সিকান্দরের সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর আনুগত্য মানলেন। সিকান্দর মৃগবহুল তৃণাচ্ছাদিত খাকান রাজ্যে মৃগয়ায় ও বিশ্রামে অনেক দিন যাপন করলেন।

একদিন দরবারে চীনা ও রুমী আমীরদের মধ্যে চীনা ও রুমীর শিল্প-নৈপুণ্য নিয়ে তর্ক বাধল। স্থির হল চীনা ও রুমী শিল্পীরা এক টঙ্গীঘরে চিত্রাঙ্কন করবে। উভয় জাতির শিল্পীর চিত্র যাচাই করে কোন্ জাতির নৈপুণ্য বেশী তা' নির্ণীত হবে।

শিল্পীরা কাজে লেগে গেল। তাদের আঁকা শেষ হয়ে গেলে একদিন সিকান্দর ও রাজা খাকান সপার্ষদ চিত্রদর্শনে গেলেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, দুই বিপরীত দেয়ালে অঙ্কিত দুইপক্ষের চিত্রই হুবহু এক। এ কি করে সম্ভব, তা কেউ ভেবে পান না। অবশেষে বলিনাস মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন, তখন সকৌতুকে সবাই দেখল রুমীপক্ষের দেয়ালে আছে চিত্র, আর চীনা পক্ষের দেয়াল জুড়ে রয়েছে অতিসূক্ষ্ম আয়নার আস্তরণ।

তখন 'সবে বোলে চিত্রকর নাহি রুমীসম
আর চীন কর্মীগণ হয় তেমনি উত্তম।

এবার সিকান্দর দেশে ফেরার বাসনায় খাকান রাজ্য ত্যাগ করলেন। রাজাখাকান তাঁকে উপহার দিলেন এক শিকারী পাখী, এক খোতনী ঘোড়া আর নৃত্যগীত পটিয়সী এক সুরূপা খোতনী বীরাঙ্গনা।

সিকান্দরের দেশে যাওয়া হল না, পথে অবজাখ (ইজাজ) রাজ দোয়ালি এসে গোহারী জানালেন: তিনি সিকান্দরের সঙ্গে দেশান্তরে ছিলেন যখন, তখন রুশেরা এসে তাঁর রাজ্যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, নির্বিচারে লোক হত্যা করেছে, আর অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেছে। সিকান্দর এতে রুষ্ট হয়ে রুশিয়া আক্রমণের অভিপ্রায়ে এগিয়ে গেলেন। জয়হুন নদী পার হয়ে খারজমের ভিতর দিয়ে এগিয়ে পেলেন 'খপচাক' নামের এক বর্বর গোত্রের সাক্ষাৎ। এদের নারীদের কোন শ্লীলতাবোধ নেই, তারা 'মুখ-বুক' অনাবৃতই রাখে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনো কাজ হল না। এদের সর্দারেরা সিকান্দরকে বলে:

তোহ্মার আদেশ সব ধরি শির 'পর
কিন্তু মুখ-বুক না পারিব ঢাকিবার।

তোমরা নারীকে আবৃত রাখ, আর আমরা নারী দেখলে চোখ বুজি; কাজেই নারীর আবরণের আর প্রয়োজন থাকে না:

তোহ্মা সব চরিত্র যে বদন ঢাকন
আহ্মার চরিত্র তেন নয়ান মুদন।

অবশেষে বলিনাসের পরামর্শে আবৃত নারীমূর্তি স্থাপন করে অনেক কৌশলে নারীমনে লজ্জা সঞ্চার করে, সে সমাজে আব্রু চালু করেন তিনি।

এরপরে সিকান্দর রুশ আক্রমণ করলেন। রুশরাজ কিন্তালেব সঙ্গে তাঁর মরণপণ যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই বিরাট বাহিনী। রুশেরা এবং তাদের পক্ষের পরতাসিরা শক্তি সাহসে কারুর চেয়ে কম নয়। একে একে উভয়পক্ষই বীরশূন্য হতে থাকল। রুমী পক্ষের খোতনী বীরাঙ্গনা স্বেচ্ছায় রণক্ষেত্রে গিয়ে অনেক রুশ বীর হত্যা করল। তখনো রুমী পক্ষেও তাকে কেউ জানে না, চেনে না। অবশেষে রুশরাজ কিন্তাল এক 'দেও' ছেড়ে দিল রণক্ষেত্রে। এই বুনো দেওকে কৌশলে ধরতে পারলে সহজেই পোষ মানে আর প্রভুভক্ত হয়। রুশে কেউ কেউ এমনি দেও পোষে। তাকে দিয়ে গোলামের মতো সব কাজ করানো যায়। দেও

যুদ্ধক্ষেত্রে রুমীদের দু'হাতে ছুঁড়তে-মারতে ও আছাড়াতে লাগল। ত্রস্ত রুমীকুল মহাভাবনায় পড়ে গেল। বিশেষ করে খাকান রাজ-প্রদত্ত খোতনী বীরাঙ্গনাকে দেও ধরে নিয়ে গেছে, তার পরিণাম সম্বন্ধে সবাই শঙ্কিত, সিকান্দরও চিন্তাকুল :

যার 'গণ্ডা প্রায় শৃঙ্গ এক ভাল-অধঃস্থান
অগ্র তার কণ্টক বরশী পরমাণ।
মৎস্যের আঁইশ প্রায় গঠন শরীর
কোন অস্ত্র না প্রবেশে আস্থ গুলি তীর।

তাকে ঘায়েল করবেন কিভাবে? অবশেষে বলিনাসের পরামর্শে সিকান্দর নিজেই এক ফাঁস-নিয়ে 'দেও'-এর সম্মুখীন হলেন। তারপর সুকৌশলে 'দেও'-এর গলায় ফাঁস গলিয়ে তাকে টেনে শিবিরে এনে বন্দী করে রাখলেন।

রাত্রে যখন সিকান্দরের শিবিরে নাচ-গানের জলসা চলছিল, তখন সিকান্দরের আদেশে তাকে জলসায় আনা হল। তাকে ভাল ভাল খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হল। সেও নেশায় মত্ত হয়ে নাচতে লাগল। নাচ-শেষে হঠাৎ সে বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরেই সে খোতনী বীরাঙ্গনাকে নিয়ে ফিরে এল। সবাই অবাক। বোঝা গেল নারী বলে খোতনী বীরাঙ্গনাকে হত্যা না করে সে সসম্মানে বন্দী রাখার ব্যবস্থা করেছিল; এখন খাদ্য, পানীয় ও সৌজন্যের বিনিময়ে খোতনীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। খোতনীর শক্তি, সাহস, রণকুশলতা ও রূপে মুগ্ধ হয়ে সিকান্দর এবার তাকে পত্নীর মর্যাদা দিলেন।

দেওকে হারিয়ে রুশেরা হীনবল হয়ে পড়ল। কাজেই সিকান্দর সহজেই জয় পেলেন। রুশরাজ কিন্তাল দোয়ালিরাজের সব ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। এভাবে রুশিয়াও জয় করে সিকান্দর দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

একদিন দরবারে আব-ই-হায়াতের কথা উঠল। কৌতূহল বশে সিকান্দর এবারও দেশে না ফিরে আব-ই-হায়াত সন্ধানে পৃথিবীর একপ্রান্তে অন্ধকার অঞ্চলে সানুচর প্রবেশ করলেন। খোয়াজখিজির ও ইলিয়াস সন্তপ্রসূতবৎসা ঘোড়ীর পিঠে চড়ে অন্ধকারে এগিয়ে গেলেন আব-ই-হায়াতের

সন্ধানে। আব-ই-হায়াত পেয়ে খিজির হলেন অমর ও জলদেবতা আর ইলিয়াস হলেন স্থলপতি। হতাশা-কাতর সিকান্দরকে প্রবোধ দিয়ে এক ফিরিস্তা একটি মণি উপহার দিলেন; বললেন, দেশে ফিরে এটি তোল করে দেখ। সিকান্দর ক্ষুদ্র মণিটি ওজন করতে দিলেন। কিন্তু মণিটির সমান ভারী লৌহ-শিলাদি কোনো বস্তুই পাওয়া গেল না। এই আশ্চর্য মণির সঙ্গে ওজনে তুলিত হতে পারে এমন বস্তু কি জগতে নেই? অবশেষে খিজির আবির্ভূত হয়ে বললেন ঃ

'এক মুষ্টি মৃৎ সঙ্গে করহ তুলন।'

বোঝা গেল, পার্থিব জীবন-ধন-ঐশ্বর্য-কৃতি সবই পরিণামে মাটি হয়ে যাবে। সিকান্দরের মনের কোণে আফসোস : তিনি অমর হতে পারলেন না।

এর পরে এক জায়গায় সিকান্দরের দরবারে এক অচেনা বুড়ো এসে খবর দিলেন, কাছেই এক সুন্দর নগর আছে, সে নগর-পাশে আছে এক উঁচু পর্বত, সে পর্বত থেকে ঃ

নির্গতএ শব্দ এক বজ্র সমসর।
সেই শব্দে নর নাম ধরি ততক্ষণ
আইসহ পর্বত 'পরে—ডাকে ঘন ঘন।
যার নাম ডাকে সেই হই মত্তাকার
সত্বরে চলিয়া যায় পর্বত মাঝার।

অতএব, বুড়ো বললেন ঃ

অমর হইতে যদি চাহ সিকান্দর
চলি যাও সেই দেশে হরিষ অন্তর।

সিকান্দর সেখানে গেলেন। বৃদ্ধের কথা সত্য। কয়েকজন সৈন্য ডাক শুনে শুনে পর্বত উপরে গেল, আর ফিরে এল না তারা। অপর সৈন্যেরা ভয় পেয়ে সিকান্দরকে সে স্থান ত্যাগ করবার জন্য মিনতি করল। সিকান্দর সে কাতর আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না, তাঁকে দেশে ফিরতে হল। সিকান্দর বিশ বছর বয়সে সিংহাসন এবং সাতাইশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন।

।। ৭ ।।

এ কাব্যে সুদূর ইরানের যুগরুচি ও যুগধর্মের কিছু কিছু পরিচয়ও পরোক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। এ অবচেতন প্রতিফলন যৎসামান্য হলেও তার কত-গুলো মানবিক বৃত্তির চিরন্তন লক্ষণ বলে মূল্যবান। সে প্রেক্ষিতে বিচার করলে তা' দেশ-কালের সীমা ডিঙিয়ে সর্বমানবিক হয়ে উঠে এবং ইতি-হাসেরও মূল্যবান উপকরণ হিসেবে সেসবের উপযোগ বাড়ে। তাই আমরা এখানে তেমন কয়েকটি তথ্যের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করব।

আমাদের মনে রাখতে হবে নিযামী বারো শতকের জ্ঞানীপুরুষ, আর তাঁর যে জগৎ তা' ধার্মিক মুসলমানের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা জগৎ। তাঁর জীবনবোধও হচ্ছে সে যুগের প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান শিক্ষিত ধার্মিক ও অভিজাত ধনী মানুষের। তাঁর কবিদৃষ্টি ছিল ধূসর অতীতের এক কল্পলোকে যা' তাঁর কাছেও বারো শ' বছর আগের। ইতিহাস-বিরল সে যুগে অতদূরে দৃষ্টি চলত না। তাই নিযামীর কল্পনা প্রাতিবেশিক প্রভাবেই পুষ্টি পেয়েছে বেশী।

এ্যারিষ্টটলের ছাত্র ও বন্ধু সিকান্দর। ঐতিহাসিক যুগে জ্ঞানচর্চার আদি কেন্দ্র গ্রীস। মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের সোনার যুগের ইরানি কবি নিযামী একথা ভুলেননি, ইরানও যে প্রাচীনতর সভ্যতার সূতিকাগৃহ এবং গ্রীকেরা যে ইরানি মনীষার কাছে ঋণী তার গৌরব-গর্বও প্রকাশ পেয়েছে। সিকান্দর ধনরত্নে তুষ্ট নন, তাই তিনি ঃ

> বুদ্ধির কিতাব যথ ফারসী আছিল
> ইউনানীর ভাষে তারে সুশোভিত কৈল।

আবার রৌসনককে নিয়ে আয়স্ত যখন মকদুনিয়ায় ফিরছেন, তখনও :

> কেতাব সকল আস্ত যথেক শাস্তর
> রত্নধন বাছিয়া চালাইলা বহুতর।

আর একটি চিত্র। সিকান্দর ন্যায়পরায়ণ, সত্যসন্ধ বীর এবং ভাবী নবী। তবু দারার ছরহঙ্গ তথা পার্শ্বচরদ্বয় এসে যখন সিকান্দরকে জানাল যে

> নৃপতির শত্রুনাশ করিব বেহানে,
> কিন্তু আমা দোহানের দারিদ্র্য খণ্ডাইবা
> যথ ধন-রত্ন মাগি দিয়া সন্তোষিবা।

তখন—শাহা সিকান্দর শুনি মহাতুষ্ট হৈল
যে মাগিল ধনপুঞ্জ দিতে আশ্বাসিল।

দারার বিশ্বাসঘাতক ছরহঙ্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সিকান্দর তাঁর বিবেককে প্রবোধ দিচ্ছেন :

শীঘ্রগতি শশক ধরিতে কেহ নারে
তাও বুঝি ধরে মাত্র দেশের কুকুরে।

দুনিয়ার প্রায় সব পরাজয়ের কাহিনীই অনুগতজনের বিশ্বাস ভঙ্গের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে নিযামীর জীবনে নিযামী স্বদেশের সেলজুগ রাজা ও আতাবেগদের (সুবাদার) এমনি ষড়যন্ত্র, হানাহানি, গুপ্তহত্যা এবং ভাগ্যবিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেলজুগ সুলতান শক্তি-সাহসের আধার মাসুদের বিক্রমও কবির শ্রুতিস্মৃতিতে অম্লান ছিল। কাজেই প্রচলিত রাজনীতির এই ক্রূর-চাতুরীটা তাঁর কাব্যের নায়ক ও ভাবী নবী সিকান্দরের চরিত্রেও আরোপ করতে কবি দ্বিধাবোধ করেননি।

কোনো বিশেষ ধর্মাচরণে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সাধারণত গোঁড়ামীরই নামান্তর। ধর্মের ব্যাপারে যা' মিথ্যা তা' সহ্য করার কিংবা মতপথের বিভিন্নতা তথা সত্যের বিচিত্ররূপ স্বীকার করার উদারতা ধার্মিকের বৈচিত্র্যবিমুখ সংকীর্ণচিত্তে দুর্লভ। ধর্ম মানুষকে ধরে রাখে—পড়তেও দেয় না, উঠতেও দেয় না। ধর্মে নিষ্ঠা মানুষকে একদিকে যেমন আত্মধ্বংসী পতন থেকে রক্ষা করে, তেমনি অপরদিকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ ভুলায়। এই রোধ-প্রতিরোধের ছকে ঢালা ধার্মিক জীবনবোধ মানুষের বহু মহৎ সম্ভাবনাকে বীজে নষ্ট করেছে। নিযামীও ধার্মিক। তাই তিনিও কেবল অসংকোচে নয়—সানন্দে ও সগর্বে সিকান্দরকে জরথুস্ত্রীয়, মগান প্রভৃতি নানা জাতির ধর্ম পীড়ন মাধ্যমে উচ্ছেদ করে ইসহাক নবী প্রবর্তিত দীন-ই-ইসলামের প্রচারকরূপে চিত্রিত করেছেন।

কবির এই স্বধর্মনিষ্ঠাই বন্যপশুপ্রায় 'দেও' চরিত্রেও chivalry নৈতিক জীবনচেতনা, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আরোপে প্রেরণা জুগিয়েছে।

একই উৎসে প্রাপ্ত নীতিবোধই প্রকাশ পেয়েছে মগান নারীদের সামাজিক ব্যভিচার উৎপাটনে কিংবা মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের খপচাক নারীদের আব্রু দানে।

এ যুগের জ্ঞানী মনীষীর চিত্তলোকে বিজ্ঞান-বুদ্ধি কিছুটা ক্রিয়াশীল। কিন্তু সেকালে তা' ছিল একান্ত বিরল। ভাগ্যগণনা, জ্যোতিষবিদ্যা, দারু-টোনা, তুকতাক প্রতীক-তত্ত্ব প্রভৃতি যাদুবিশ্বাস-বশ্যতা সে যুগের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনচর্যার অবলম্বন ছিল। ভগবান আর ভূত তাদের জীবনে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেত। তাই গুরু নকুমাখিস-প্রদত্ত প্রতীক-তত্ত্বেও সিকান্দরের দৃঢ়বিশ্বাস এবং প্রয়োগে আগ্রহ প্রত্যক্ষ করি:

নৃপ সুচারু দেখি হরষিত গুরু
নিবলী বলীর অঙ্ক লিখিয়া সুচারু।
সিকান্দর শাহারে সঁপিলা মহাশয়
নামে নামে স্মরিয়া বুঝিতে ভঙ্গ-জয়।
সেই অঙ্কে সিকান্দর করিয়া হিসাব
বুঝিত আপনা যথ অপচয় লাভ।

দারার সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে সিকান্দর মৃগয়ায় বের হয়ে এক পর্বতে দুই হংসের যুদ্ধে একটিকে সিকান্দর অপরটিকে দারা কল্পনা করে এই দ্বন্দ্বের পরিণাম প্রত্যক্ষ করেন। সিকান্দর-কল্প হংসের জয় হ'ল। সিকান্দর বুঝলেন দারার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয় পাবেন।

আবার— সেই পর্বতেত আছে শিলাগৃহ এক
অতি বড় উচ্চ নাহি দ্বার পরতেক।
যার যেই মনোবাঞ্ছা পুছিলে সত্বর
নিষ্কপটে পাএ শুভাশুভের উত্তর।

এখানেও 'নিঃসরিল শব্দ সিকান্দর পাইব জয়।' বলিনাসের অমোঘ তিলিসমাত, কায়ানীবংশীয়া কুমারীর আশ্চর্য মায়া-সৃষ্টি; বৈষ্ণবসাধুর কেরামতি প্রভৃতি আদিম যাদুবিশ্বাস বিবর্তিতরূপে তখনো শিক্ষিত মনেও বদ্ধমূল। নিযামী নিজে কবি, সাধক ও তাত্ত্বিক হলেও, রাজনীতি ও আদর্শশাসকের গুণাগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। তার প্রমাণ তাঁর মখজনুল আসরার গ্রন্থেও রয়েছে। এখানে কয়েকটি নীতির নমুনা দিচ্ছি:

১. না ভাঙ্গিও সৈন্যমন ভাঙ্গিও পর্বত।
সৈন্যমন ভাঙ্গিলে অবশ্য যুদ্ধে হার।

২. জয় পাইলে ভঙ্গকের পিছু না লউক
ধাইবার পন্থ তার বন্ধ না করোক।
জীব রাখি ধায় নিজ মুখে কালি দিয়া
নিরোধিলে যুঝে পুনি প্রাণ উপেক্ষিয়া।

৩. যদ্যপি নৃপতি ভাগ্য অতি প্রজ্বলিত
তথাপিহ সতত থাকিও সচকিত।
ন্যায় ধর্মে থাকিলে অন্যায় পরিহরি
ছোট বড় সকলের স্নেহ মনে ধরি।
চিনিও কপট-সত্য সুজন দুর্জন
সৎকর্মে সতত থাকিও সচেতন।
না হৈবে অনীতি-লোভী নিজ মন সাধে
সর্বত্র কল্যাণমাত্র লোক আশীর্বাদে।

আবার পার্থিব-সাফল্যের তুচ্ছতাও তাত্ত্বিক কবির মনে ক্ষণে ক্ষণে বেদনা সৃষ্টি করেছে। তাই সিকান্দরের মনেও সে বেদনা—সে প্রশ্ন:

যুদ্ধ শেষে—
মৃতকুল দেখি শাহা দয়াবন্ত হৈল
এথ লোক নিঃস্বার্থে কিসকে বধ কৈল।
বুলিতে না পারি তার দোষ নিজ দোষ
কর্ম লেখা অখণ্ড নিঃস্বার্থ মনে রোষ।
বেকতে হরিষ শাহা গোপতে করুণ
মহাজনে ভাবে মনে বৈভব দারুন।
এককালে মৃত্যুজালে বাঝাইব সর্ব
মিথ্যাধন মিথ্যাজন মিথ্যা রাজগর্ব।

কবির জীবনবোধও ধর্মানুগ:

ছল বল হোন্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলে বলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত।
এবং— সাধু লোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়
কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি প্রায় লোপ।

না ভাবিয়া অনুচিত স্থানে করে কোপ।
উত্তমে হরিষে থাকে ভুঞ্জি ভুঞ্জ রীত
পরবিত্তি লোভ হোন্তে নিবারিয়া চিত।

বৃক্ষের রূপকে কবি আদর্শ জীবনের চিত্রও অঙ্কিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন :

অসার সংসার সুখ হোন্তে দুঃখ লভে
সেই ধন্য যাহার কীরিতি রহে ভবে।
ফলবন্ত হোক মহাবৃক্ষ অনুপাম
যার ছায়াতলে পারি করিতে বিশ্রাম।
ক্ষেণে ফল হস্তে দেয়, বৃক্ষ-পত্রে শোভা
ক্ষেণে ছায়া হোন্তে রক্ষা করে সূর্যপ্রভা।
ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল
হেন তরু সুচারু রহুক চিরকাল।
ফলছায়া যুক্ত বৃক্ষ হৈলে সুশোভিত
পরশু লাগাইছে হেন অসাধু চরিত।

এ কথাই কবি অন্যত্র পষ্ট করে বলেছেন :

ধন্য সেই মহাজন সংসার মাঝার
সমূলে নাশএ যেই লোভের বাজার।
বুদ্ধি অনুরূপে করে সংসারের নীত
না করে বহুল ব্যয় না করে সঞ্চিত।
সুকর্মেতে লক্ষ্য দিতে না ভাবে উৎকট
অস্থানেত নষ্ট না করএ এক বট।
সুনামে পুণ্যকামে গোঁয়াইব কাল
সেইজন ধন্য যারে লোকে বলে ভাল।
অতিশয় বৃথা ব্যয় নির্বুদ্ধির যে সুখ
নিজ গৃহ ভাঙ্গিলে কাষ্ঠের কিবা দুখ।
সুজন সকলে কর্ম করে অনুমানি
আপনার লাভ হএ, নহে পর হানি।

এবং— যবে এই জগ সুখ বঞ্চিবার স্থল
উগ্রগামী জনপদে লাগাএ আনল।
বুধজনে সেই পুষ্পে না করে মন লীন
যার বর্ণ গন্ধ না রহএ চিরদিন।
সুখ পুণ্যনামে যত্ন করি কাটে কাল
এ বিনু অস্থির স্থলে কিছু নহে ভাল।
সুখ লাগি আহ্মি সব না আসিছি এথা
সুখ হেতু জন্ম নহে আছে 'ধিক কথা।

সমাজের নানা রীতিনীতিরও আভাস আছে এখানে ওখানে। সম্মানে বা স্বাস্থ্য কামনায় পান— 'সুরা পিয়ো কয়মুচ নৃপরে স্মরিয়া।'

রৌসনকের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরস্তু যখন দারার মহলে গেলেন তখন 'চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী।'

এ হয়তো অগ্নি উপাসক দারা মহলের চিত্র নয়, পর্দানশীন মুসলিম সম্রাজ্ঞীর আলেখ্য।

তারপর 'শুভদিন, ক্ষণ, লগ্ন' দেখে বিয়ের স্থির করা হল, তখন থেকে উদ্যোগ-আয়োজন, সাজ-সজ্জা শুরু :

নানা বর্ণ বানাকুল নাচিছে চামর
লক্ষ লক্ষ উধ্ব´ কৈল নগরে নগর।
স্বর্ণ বর্ণ নানা বস্ত্র কৈল নবগিরি
সহস্রে সহস্রে টানাইলা শূন্য ভরি।
বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল
নানা ভাতি সুবর্ণ কানাত টানাইল।
কৃত্রিম কুসুমপূর্ণ কৈল হাটবাট
যথাতথা যন্ত্র-বাদ্য রাগ-গীত নাট।
ভক্ষ্য শেষে সুগন্ধি ছিটাএ বহুতর
আগর চন্দন মিলি কস্তুরী আম্বর।
কুমকুম জরদ চুয়া গোলাব ফুলেল
নানান সৌরভ নানা ভাতি মেল।

নানাবিধ পাক তৈল করিয়া মিশ্রিত
সুরঙ্গ কুসুম লয়ে করে অঙ্গ হিত।
সিরাবের পঙ্কে হৈল মেদনী পিছল
আবীর সুগন্ধি ধূলে শুকায় সকল।
নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া
বৃক্ষ ডালে হাটেবাটে রাখএ টাঙ্গিয়া।
পঞ্চশাখা ত্রিশাখা দেউটি লক্ষে লক্ষে
মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে।
জলে স্থলে লক্ষে লক্ষে পোড়ে নানা বাজি
ভাতি ভাতি বহুরূপে আইসে সাজি সাজি।

মারোয়া—শুভ ক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিলা
রত্নময় চন্দ্রাতপ উর্ধে আচ্ছাদিলা।
কন্যাকে মার্জনা করে যথ বরাঙ্গনা
শুভক্ষণে শাহা হস্তে বান্ধিল কঙ্কনা।
এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল
শুভ বিবাহের দিন উপস্থিত ভেল।

বরের সাজ—শিরে রত্নময় তাজ জ্যোতিমন্ত গ্রহরাজ
কেশ-রাহু করিছে গরাস
সুবর্ণ শেহরা মাথে মুকুতার জাতে
অপূর্ব তারক সূরপাশ।
বাদলা কাবাই গা'তে নয়ানে ধরএ জোতে
জড়াই কমরে পাটা সোহে
নানা পুষ্প গুঞ্জমাল ঝলমল করে ভাল
হেরি কুলবধূ মন মোহে।
সুবর্ণ পাছড়া গায় মুক্তা দাম ঝলকএ
হেটে শোভে জর্কসি তুমান।

জুলুয়া—জুলুয়ার ক্ষণ যদি হইল নিকটে
কন্যাকে সাজাই আনি বসাইল পাটে।
মধ্যভাগে দিব্য অন্তস্পটে আচ্ছাদিল।...

শাহারে আনিয়া বসাইলা আন ভিতে
আনন্দে জুলুয়া দিলা শাস্ত্র বিধিরীতে।
পট তুলি হাদিয়া অঙ্গুরী করে দিলা
পরশে দোহার অঙ্গ পুলকিত হৈলা।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর
শাহার কোলেত আনি দিলা কন্যাবর।

মা কন্যাকে শেষ উপদেশ দিলেন ঃ

পতি বিনে সতীর নাহিক গুরুজন,
দোহ জগে সুখ-মুক্তি যেই সেবে স্বামী।
কদাপিহ রিষ গর্ব মনে না রাখিবা
প্রেম ভক্তি সেবামাত্র আচরি রহিবা।

মা বরের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে গিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছেন ঃ

কায়ানী বংশেত মাত্র আছে এহি কন্যা।
তোহ্মাতে সপিলুঁ বাপু আজি হৈল ধন্যা।
পিতৃহীন এতিমেরে দয়ায় পালিবা
দোষ কৈলে দারা মুখ চাহিয়া ক্ষেমিবা।
স্ত্রী জাতি হীনমতি রোষরিষ ঘর
আপে মহাবিজ্ঞ তুহ্মি শাহা সিকান্দর।
তোহ্মা হস্তে সমর্পিলুঁ মোর পঞ্চপ্রাণ
তুহ্মি জান প্রভু জানে কি বলিব আন।

এ যেন কোন সাধারণ ঘরের শঙ্কাতুর মায়ের উক্তি ; এক বাঙালী কবির রচনায়ও এমনি কথা পাই, শ্বশুর কনে সমর্পণ করবার সময় জামাতাকে বলছেন ঃ

কুলীনের পো তুহ্মি কি বলিব আহ্মি
হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও, পেট পুরে ভাত। ইত্যাদি

গ্রন্থে তিনটে নারীর রূপ বর্ণনা রয়েছে ঃ মায়াবী, রৌসনক আর খোতনী বীরাঙ্গনার। তিনটিই আলঙ্কারিক বর্ণনায় বিশিষ্ট। এরূপ ক্লাসিক বর্ণনায় রূপ ও রূপসী উপমা-উৎপেক্ষার চাপে হারিয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে, রূপের মাধুর্য নয় পাণ্ডিত্যের বিস্ময়ই আমাদের মুগ্ধ করে।

।। ৮ ।।

আলাউল যেখানে নিজেকে বন্ধন মুক্ত বলে মনে করতে পেরেছেন, সেখানেই তাঁর কবিভাষা ধ্বনিমাধুর্যে ও ব্যঞ্জনাগৌরবে অপরূপ হয়ে উঠেছে। মুক্তার লাবণ্য ও হীরার দীপ্তি পেয়ে তা যেন ভাস্বর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে কাব্যাকাশের সর্বত্র।

কবিভাষা :

একাগ্রচিন্তায়—নয়ান মুদিতে চিত্ত হৈলা প্রকাশিত
পাতিলা মনের ফাঁদ মাথা করি হেট।

কাব্যসৃষ্টির আবেগ—অন্তরে প্রবল হৈল প্রেমের আগুনি।...
মিথ্যা ব্যথা কাব্য না হএ কদাচিত।
o বহু দুঃখে বুদ্ধিপন্থে কাব্য নিঃসরএ
কাব্যবাণী যোগ্য পুনি সকল না হএ।

কাব্য পাঠের ও শ্রুতির ফল :

o পাঠক সবের মনে হোক আনন্দ
শুভগ্রহ হোক যে পড়এ গ্রন্থ ছন্দ।
জ্ঞানহীন জনমন সুমতি পুরোক
চিন্তাকুল জন মন নিচিন্ত হোক।
দুঃখীজন মনে হৈব সুখ উপসম
সঙ্কট যাহার কার্য হোক সুষম।
নৈরাশে ধরে গ্রন্থ-আশা হোক পূর।

এ চরণগুলো রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার অংশবিশেষ স্মরণ করিয়ে দেয়।

সৌভাগ্য—o শাহা ভাগ্য জগতে উজ্জ্বল স্বর্গ পাইল।
o নিশি হারাইয়া দিন পাইল শোভমান।
o পুষ্প বিকশিত হৈল পাইল উদ্যান।

অলঙ্কার—o অন্যায় কুলিশ কৈল দেশের অন্তর
o নবঘন চিকুর বদন চন্দ্রজুতি
সেই মুখ-কুচ পদ্মে হৈল ভৃঙ্গতুল।

০ পরম সুন্দর তনু অভিন্ন মদন

০ শ্যামবর্ণ জঙ্গী যেন বৃক্ষ উচ্চতর

০ জঙ্গী রুমী যুদ্ধ করে হৈয়া মিশামিশি
একদিকে অন্ধকার আর দিকে শশী।

০ ঝলকে তপন তাপে দর্পণ চরিত

০ চমকএ শেল খড়্গ সৌদামিনীসম

০ ভূত ভয়ঙ্কর শব্দ কর্ণে নাহি শুনি
শ্বেত-শ্যাম দুই বর্ণ মাত্র চিনাচিনি।

০ চমকে কৃপাণ যেন বিজুলি তরঙ্গ।

০ দুইদিক হোন্তে যেন দুই মেঘ গর্জিল
অগ্নির সমুদ্র দুই যেন উথলিল।

০ ভূমিকম্প হৈলে যেন নাড়এ পর্বত।

০ দুই সৈন্য ধাইল করিয়া মার মার
যমদূতে বান্ধিলেক নিস্তারের দ্বার।
রক্তপান হেতু মুখ প্রসারিল ক্ষিতি।

০ জ্যোতি-দৃষ্টি রহিতে ছায়ার শক্তিহীন
নিজ অঙ্গ আড়ে লুকাইয়া হএ লীন।
পাকা তাল ফল যেন বৃক্ষ হইতে পড়ে।

০ রিপুরক্তে আসি কর অশ্ব পদ লাল

০ বেদ প্রায় মনে ভাবি এক না এড়িমু

০ অস্ত্র বরিষএ দেখি দুই দিক
পৃথিবী ছাইয়া যেন উড়এ বল্মীক।

০ উল্টা পবনে যেন পলটে তরঙ্গ

০ নিষ্কপটে খসাইল বচনের গাঠি,

০ পন্থ ধূলিসম ধন ছিণ্ডিলা বিস্তর,

০ তৃণ-পত্রে চাহসি পবন রাখিবার।

০ অন্ধকার ছারখার সূর্য দরশনে।

০ হস্তী দেখি সিংহ যেন মহা বেগে ধাইল

o রাহুএ গ্রাসিল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র
o ভূমিকম্প হৈল কিবা সিন্ধু-উথলিল
o কায়ানী বংশের বৃক্ষ ভূমিতে পড়িল
আকাশের চন্দ্র যেন খসিয়া পড়িল।
o সোলেমান পড়িয়াছে পিপীলিকা ঘাএ
মূষিকে মারিছে হস্তী কেবা পাতিয়াএ
o দানে বলি কর্ণ নহে তাহান সমান
o যেন তুহ্মি তেন মোর কন্যা রূপবতী
অধিক শোভিত যেন সূর্য সঙ্গে জ্যোতি।
o বৃদ্ধে যেন অনুশোচে হারাই যৌবন
o তুহ্মি হৈলা সিকান্দরী খালের খোদক
সিকান্দর আপে হৈব সে রত্ন পোষক।

[তুল ঃ ভাষাপথ খননি সবলে ভারতরসের স্রোত আনিয়াছ তুমি। —কাশীরামদাস-সনেট/মধুসূদন]

আপ্তবাক্য—o ধনে ধন বন্দী হএ ধনে ধন টানে
o কথা সে রহিব মাত্র না রহিব আর,
o অতিচারুরূপে নারি বিছাইতে বিছান
যাহা হোন্তে জান আছে উঠন নিদান।
o পুণ্য-নাম-সুখ বিনু কোন্ কার্য ধন
o যৌবন বহিয়া গেলে জীবনে কি কাম
o উদ্যানের উজ্জ্বলতা আছএ তাবৎ
বৃক্ষ পল্লবিত পুষ্প হসিত যাবৎ।
o যাবৎ প্রদীপ আছে পঙ্গের যে রঙ্গ
প্রদীপ বিহীনে কোথা আইসএ পঙ্গ।
o বসন্তে বৃক্ষের শোভা কুসুম অনন্ত
শুকনা কাষ্ঠের মাত্র অগ্নি সে বসন্ত।
o অন্ধ আগে প্রদীপ জ্বালিলে কিবা হএ
মন বিনু চক্ষে কিবা প্রদীপ দেখএ।

০ ছল বল হোন্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলে বলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত।

০ একমুক্তা দুই রত্ন করন না যাএ

০ যত্নে রত্ন পায় যত্নে সর্বসিদ্ধি করে

০ বালচন্দ্র পাএ নিত্য অধিক প্রকাশ

০ সমুদ্রে মিশিলে জল কেবা পায় চিন।

০ পরশ পরশে তাম্র হএ হেমাকার

০ গোপাল বিহীনে গোঠ, শিবা দেখি নাড়ে ঠোঁট
গোপ দেখি ব্যাঘ্রহ ডরাএ।

০ প্রতি অশ্ম-শিলা হোন্তে নহে রত্নলাভ,

০ কিবা সুখ শোভা তায় সম্পদ অধিক
যোগ্যপুত্র হৈব গৃহে উজ্জ্বল মানিক।

০ মূষিকে করএ বাদ বাজের সংহতি
সমুদ্র সাক্ষাতে বিন্দু কি ধরে শকতি।

০ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন
আহারের লোভে ফান্দে বান্ধে পক্ষীগণ।

০ না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘিণ
শীতকালে কার্যেত আসিবে কোনদিন,

০ কষ্ট পাইলে মহাজনে না করে শোচন
শ্যাম ঘনান্তরে আছে শ্বেত বরিষণ।

[তুল ঃ মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে —সত্যেন্দ্রদত্ত]

০ থাকিলে মানস বস্তু মহাশিলান্তরে
বুদ্ধি খড়্গে তাহারে আনিতে পারে করে।

০ সৈন্যমন ভাঙ্গিলে অবশ্য যুদ্ধে হার

০ সূর্য দরশনে হৈব তারক লুকিত

০ দানবৃক্ষে ধর্মফল ধরে পুনঃ পুনঃ

০ অর্থলোভে দরিদ্রে পরাণ করে পণ

০ শৃগাল দেখিয়া কোথা পারীন্দ্র পালাএ

o সময় বুঝিয়া কহে বুধজন কথা
অকালে হাঁকিলে কাটে তাম্রচূড় মাথা।
o সংসার চরিত জান বাদিয়ার বাজি
o উথলিলে সমুদ্র রাখিতে কেবা পারে।
o নৃপতিরে আত্ম না ভাবিও কদাচিত
না কহিবা দৃঢ় বাক্য যদি হএ হিত।
তিলে হেম রত্ন দিয়া দারিদ্র্য খণ্ডাএ
তিলে ধন প্রাণ হরে মহত্ত্ব নাশএ।

[তুলঃ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ —ভারতচন্দ্র]

o বায়ু মধ্যে কতক্ষণ প্রদীপ রহএ।
o বাটে বাটে সমসর মরণ সমএ।
o ব্যাঘ্র দেশে মৃগের বসতি কতক্ষণ
o নর ঘটে নারায়ণ সতত বৈসএ
o না ভাঙ্গিও সৈন্যমন ভাঙ্গিও পর্বত
o স্ত্রীজাতি হীনমতি রোষরিষ ঘর
o ছাড়িয়া ভ্রমের নিদ্রা হও সচেতন
o কোথাত সূর্যের জ্যোতি ধরএ ছায়াএ
o লুকিত না হএ ব্যাঘ্র বিড়ালের চর্মে
o শৃগালে আনিতে নারে ব্যাঘ্রের সংবাদ
o কল বিনু উঠিবারে না পারএ বলে
o রমণীর মন-মর্ম বুঝন না যাএ
o শুভকৃতি সমদ্রব্য নাহিক সংসারে
o সেই ধন্য যেই নর মৃত্তিকা সমান
o ঝঞ্ঝাবাত আগে কেনে জ্বালাও প্রদীপ
o বক মৃত্যু ঘনানে বাজের সঙ্গে বাদ
o জন্মভূমি সমসুখ নাই অন্য ঠাঁই
o হেন সাধ পক্ষী হই নিজ দেশে যাই।
o সঙ্কটের মুক্তিকালে হও বুদ্ধবশ।

আরাকানরাজ চন্দ্রসুধর্মার অভিষেক উৎসবে পৌরোহিত্য করছেন মুসলমান মহামন্ত্রী নবরাজ মজলিস। রাজা শপথ গ্রহণ করছেন তাঁর কাছ থেকেই। যে শপথও আবার ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবিক :

মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সমুখে দাণ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর
না করিবা ছলবল লোকের উপর।
শাস্ত্র নীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত
নিবলীরে বল না করোক বলবন্ত।
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্যধর্ম বন্ত
সুজনেরে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত।
ক্ষেমাধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হইবা
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা।
আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি।

তারপর ঃ

প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ।

এ নিশ্চিতই মুসলিম সংস্কৃতির গাঢ় প্রভাবের ফল। এ প্রভাব বিশেষ ভাবে শুরু হয় ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এবছরেই রোসাঙ্গরাজ নরমিখলে বা মেঙখামঙ গৌড়সুলতানের সাহায্যে হৃতরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিবিধ

সতেরো শতকে নৌবিদ্যায়, নৌবহরে, নৌযুদ্ধে ও জলদস্যুতায় আরাকানীদের জুড়ি ছিল না এদেশে। আরাকানীদের এই গর্বিত দাপট আলাউলের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি সযত্নে আরাকান রাজের শক্তি-প্রতীক নৌবহরের বর্ণনা দিয়েছেন :

অসংখ্যাত নৌকাপাঁতি নানা জাতি নানা ভাতি
সুচিত্র বিচিত্র বাহএ।

জরশি-পাট-নেত লাঠিত চামর যুত
সমুদ্র পূর্ণিত নৌকামএ ॥
আচ্ছাদন দিব্যবস্ত্রে অগ্নি আদি নানা অস্ত্রে
সম্পূর্ণ সুরূপ ভয়ঙ্কর।

বলেছি, সিকান্দরনামা মুখ্যত যুদ্ধ কাব্য। সেকালে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের বিশেষ মর্যাদা ছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী বীরের কদর ছিল অপরিসীম। এ যুগের কুস্তীর মতোই সে যুগে বীরের শক্তি ও সাহস পরীক্ষার মাধ্যম ছিল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। আমাদের দেশে ঈসা খাঁ ও মানসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বোধ করি অদূর অতীতের শেষ লড়াই। য়ুরোপে প্রণয়াদি ব্যাপারে 'ডুয়্যাল'গত শতকেও চলত।

আর একপ্রকারের যুদ্ধ ছিল, যা' সিনেমার পৌরাণিক কাহিনীর ও উপকথার চিত্রে এখনো পাই। এক বীর বহু সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করছে, কাকেও ছুঁড়ে ফেলছে, কাকেও কেটে পাড়ছে, কাকেও বা পায়ে দলে এগিয়ে যাচ্ছে, মার্কিন সিনেমায় আজো তা' চালু রয়েছে। হামজা, হোসেন প্রভৃতি এমনি ধরনের বীর ছিলেন, সেরূপ যুদ্ধের বর্ণনায় পাই:

ডানে কাটে বাঁয়ে কাটে কাটে চারিধার।
লাখে লাখে সৈন্য কাটে কাতারে কাতার ॥
সুমার করিয়া দেখে পঞ্চাশ হাজার।

দুইপক্ষেই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনী ও ব্যূহ থাকলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা উক্ত দু'প্রকার লড়াইয়ের বর্ণনাই দেখি। নিযামী তথা আলাউল সিকান্দরনামায় রণক্ষেত্রের এমনি চিত্রই এঁকেছেন, সার্কাসের খেলোয়ারের খেলের মতো মুষল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, সিফর, গুর্জ, বাণ, খঞ্জর, শেল, খড়্গ, প্রভৃতি নানা অস্ত্র ও শস্ত্র একটার পর একটা হাতে নিয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধ চালিয়ে যায় এক এক বীর। তার হাঁকে-ডাকে বিরুদ্ধপক্ষের পিলে চমকে উঠে। অনেক সময় দুপক্ষের বীরের হাত ও মুখ সমানে চলে। অহঙ্কার, আস্ফালন ও বচসা দুটোতেই সমান উৎসাহ তাদের। এরূপ যুদ্ধ বর্ণনা সাধারণত পুনরাবৃত্তি দোষে অপাঠ্য। সিকান্দরনামা থেকে আমরা এখানে কেবল আড়ম্বরের ভয়াবহতার সামান্য নমুনা দেব:

রজনী প্রভাতে দুইদিকে সাজে বল
মহাদর্পে নিঃসরিল বীরেন্দ্র মণ্ডল।
সমুদ্র কল্লোল প্রায় উথলিল শব্দ
উর্ধ্বে শক্র হেটে বাসুকী হৈল তব্ধ।
দুমদুমি কর্ণাল শব্দে, হস্তী উট ঘন রাএ
সদুপের মুক্তা হৈল কাচ প্রতিপ্রাএ
সৈন্য পদভারে ক্ষিতি করে টলমল
সহিতে না পারে বৃষ হৈতে চাহে তল।

উপক্রমে এবং অন্য অনেক স্থলে কবির তত্ত্ব প্রবণতার আভাস মেলে; এ যেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া, নিজেকে হারিয়ে ফেলা। কর্তব্য ভুলে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে ক্ষণকাল জগৎ ও জীবনের দিশা খোঁজা। কুরআন-অনুগ একটি তত্ত্বচিন্তা এরূপ ঃ

গঠন দেখিলে মনে ভাবিতে উচিত।
নানা বর্ণ চিত্র যথ আছে পৃথিবীত
বুদ্ধিমন্তে হেরে তারে চিত্তে করি ভীত।

এক জায়গায় হৃতযৌবনের জন্যে কবির মর্মভেদী হাহাকার শুনতে পাই ঃ

হা হা বিধি যৌবন না রহে চিরদিন।
কুব্জ হৈল পিষ্ঠ আঁখি হীন জুতি
করপদ নিবর্লী উঞ্চল বড় পথি।
বাউগতি যেই অশ্ব ধাইল ইঙ্গিতে
তিল না আগুলএ শত চাবুক মারিতে।

এ কাব্যে সিকান্দরেরই একক ভূমিকা। কেবল ক্ষণকালের জন্যে দারাকে প্রত্যক্ষ করি। সিকান্দর দাতা, দয়ালু, শক্তিমান, সাহসী, কৌতূহল-পরায়ণ, বিজ্ঞ, সুবিবেচক ও সুবিচারক দিগ্বিজয়ী মহাবীর। কেবল ধর্মের ব্যাপারে ছাড়া আর কোথাও তাঁর পীড়ন নেই। অন্যক্ষেত্রে তিনি দেশের সঙ্গে দেশবাসীর হৃদয়ও জয় করেছেন সর্বত্র। আর দারাও নানা মানবিক গুণে আদর্শ নরপতি। তাঁর আত্মধ্বংসী দোষ হল দাম্ভিকতা।

॥ ৮ ॥

নিযামী

নিযামী গঞ্জাবীর পুরো নাম আবু মুহম্মদ ইলিয়াস। আরবী কায়দার উচ্চারণ করলে তাঁর নাম দাঁড়ায়ঃ আবু মুহম্মদ ইলিয়াস নিযামী গঞ্জাবী ইবনে ইউসুফ ইবনে যকী ইবনে মোয়াইদ নিযামুদ্দীন তথা তাঁর পিতার নাম ইউসুফ, পিতামহ যকী, প্রপিতামহ মোয়াইদ নিযামুদ্দীন এবং তিনি নিযাম বংশীয় ও গঞ্জাবাসী। তাঁর মায়ের নাম রইসা। ইনি এক কুর্দ সর্দারের কন্যা। 'লায়লীমজনু' কাব্যের 'সাকীনামা' অংশে কবি এঁদের নাম করেছেন। ১১৪৫ খ্রীস্টাব্দে নিযামীর জন্ম। শৈশবেই সম্ভবত তিনি পিতৃহীন হয়েছিলেন। তাঁর এক মামা ওমর তাঁকে বাল্য-কালে নির্যাতিত করেছিলেন। তাঁর অপর চাচা (কিংবা মামা) খাজা হাসানই তাঁকে মানুষ করেন। তাঁর গুরুর নাম ছিল অখি ফরাজ বা অখু ফররুখ রয়হানী। তাঁর এক ভাইও কবি ছিলেন। এই কবির নাম কিওয়ামি-ই-মুতারীজী। নিযামীর জন্মস্থান আজও অনির্ণীত। তাঁর জীবনীকারদের কেউ বলেন নিযামীর পিতাই গঞ্জায় এসেছিলেন এবং এখানেই নিযামীর জন্ম। আবার কারুর কারুর মতে নিযামীই গঞ্জাবাসী হন। তবে কবির রচনায় কোহিস্তান কুমের জন্যে যে দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে এবং গঞ্জায় নানা বন্ধনে আটকে পড়ার জন্যে কবির যে বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে মনে হয় কবি কুমেই জন্মলাভ করেন। কিন্তু কোন্ বয়সে ও কি কারণে যে তিনি জন্মভূমি 'কুম' ত্যাগ করে গঞ্জায় এসে বাস করতে থাকেন, তা কেউ জানে না। গঞ্জাবাসী বলেই তিনি গঞ্জাবী। এখানেই ১২০৭ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। গঞ্জার আধুনিক নাম এলিযাবেথপোল, এটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত।

নিযামী তিন বার বিয়ে করেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ প্রথম পত্নীর সন্তান। এবং সম্ভবত কবির একমাত্র সন্তান। নিযামী পাঁচটি গ্রন্থের রচয়িতা। এই পাঁচটির সাধারণ নাম 'খমসা' তথা পঞ্চরত্নকোষ। নিযামীর গ্রন্থগুলোর রচনাকাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য গবেষণায় প্রকাশঃ মখজনুল আসরার ১১৮৪ সনে, খুসরু-শিরি ১১৮৫ সনে, লায়লী-মজনু ১১৯২ সনে,

হফ্‌তপয়কর ১১৯৭ সনে, সিকান্দরনামার প্রথম খণ্ড (সিকান্দর নামা-ই-বরী) ১২০০ সনে এবং এর দ্বিতীয় খণ্ড (সিকান্দর নামা-ই-বাহ্‌রি বা ইকবালনামা) ১২০২ সনে রচিত। তিনি অনেক দিওয়ান, রুবাই, আর কসিদাও রচনা করেছিলেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। এরূপ বিশ পঁচিশ হাজার বয়েতের মধ্যে তাঁর নামে দু'চারটে দিওয়ান এখনো চালু আছে। নিযামী যে ফারসী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স রচয়িতা কবি, ভাষা ও ছন্দের যাদুকর এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুশলী-বাকশিল্পী ও শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ তা' সবাই স্বীকার করে। এই জ্ঞানী পুরুষের মখজনুল আসরার হচ্ছে book of wisdom.। তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ বোধির এই সঞ্চয়ন Plato-র Republique', Bacon's Essays. রুমীর মসনবী, সানাই-র হাদিকা প্রভৃতির মতো ব্যবহারিক ও অধ্যাত্মজীবনের নানা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যের ভাণ্ডার। এটি যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাগ্রন্থ তা' কেউ অস্বীকার করে না। নিযামী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সুফী ছিলেন না, তবে সাধারণভাবে তিনিও মরমীয়া অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। সে অর্থে তিনি তাত্ত্বিক কবিও। মহাকবি জামীও তাঁকে তাত্ত্বিক কবি বলে মানতেন। তাঁর মতে নিযামীর রচনা রোমান্সের আবরণে চিরন্তন মানব সত্যের ও অধ্যাত্মজ্ঞানের আকর। রোমান্সের মধ্যে খুসরু-শিরিঁই নিযামীর শ্রেষ্ঠ রচনা। যদিও তাঁর হফ্‌তপয়কর আর লায়লী-মজনুও অন্য কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকেও উৎকৃষ্ট।

তাঁর অনুকারী এবং ভক্ত কবির সংখ্যাও নগণ্য নয়। আত্তার, জামী, আমীর খুসরু, খাজু, হাতেফি প্রমুখ অনেকেই নিযামীকে আদর্শরূপে বরণ করেছিলেন। হাফেজ, সাদী, ফয়েজী, হাশেমী, আরেফী, মীর্জা ফতেহআলি খান, কাসেমী প্রমুখ অনেক কবিই তাঁর প্রতিভার অসামান্যতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এবং জীবনীকার অওফি, কাজবিনি, দৌলত-শাহ, লুৎফে আলী প্রভৃতিও তাঁর প্রশংসায় মুখর।

নিযামীর শব্দচেতনা, সুচিত শব্দের সুপ্রয়োগের সুষমা, ব্যঞ্জনার অমোঘতা ও ধ্বনি মাধুর্য এবং একটি সামগ্রিক লাবণ্য এমনি আশ্চর্য বাক-কুশলতা ও তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় দেয় যে কোনো একটি শব্দও অতিরিক্ত নয়, পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ যেন ভাষার তাজমহল, যেন

মোনালিসার অবয়ব ! ভঙ্গির এমন অপরূপ নাটকীয় লাবণ্য—ভাষার এমন অদ্ভুত দীপ্তি, বিচিত্র কল্পনার এত ঐশ্বর্য ফারসী সাহিত্যে অন্যত্র দুর্লভ।

গোড়ার দিকে নিযামীর জীবনচরিত যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের পরিবেশিত স্বল্প তথ্যেও সাদৃশ্য কম। তাই নিযামীর বিস্তৃত পরিচয় জানা আজ আর সম্ভব নয়, তবে তিনি যে পার্থিব সম্পদে নির্লোভ, বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন, মর্যাদাবোধে সচেতন, রাজানুগ্রহে বিমুখ, ধর্মাচরণে নিষ্ঠ, জ্ঞানসাধনায় নিরত, তত্ত্বে অনুরক্ত এবং সমাহিতচিত্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সব চরিতকারই একমত।

উপরে আমরা নিযামীর জন্ম, মৃত্যু ও গ্রন্থরচনার যে সনগুলোর উল্লেখ করেছি, তা তাঁর গ্রন্থগুলোর অন্তর্নিহিত তথ্য প্রমাণ থেকেই সংগৃহীত।

মখজনুল আসরারের উপক্রমে তিনি ধর্মাচরণে লোকের শৈথিল্য প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ঃ

(হে রসুল) হয় রণক্ষেত্রে একজন আলি পাঠাও
নয়তো শয়তান প্রতিরোধে একজন ওমর।
পাঁচশ' আশী বছর নিদ্রার পক্ষে যথেষ্ট।

[Either send an Ali to the line of the battle field
OR send an Omar to the gate of Satan.
Five hundred and eighty years are enough to sleep.]

এই পাঁচশ আশী বছর হযরত মুহম্মদের (দঃ) হিযরত কিংবা ওফাতের ইঙ্গিতবহ। মখজনুল আসরার আর্মেনিয়া ও রুমের (আরজানজানের) সুলতান দাউদপুত্র ফখরুদ্দীন বাহরাম শাহর (৫৭৮—৬২২ হিঃ বা ১১৮২-৩—১২২৪-৫ খ্রীঃ) স্তুতি ধারণ করে। সে হিসেবে 'হিযরত' কাল থেকে ৫৮০ বছর নির্দেশিত হয়েছে বলে মেনে নেয়াই সঙ্গত। বিশেষ করে হযরতের হিযরত ও ঘুমের রূপকে জাতীয় দুর্দিনে জাগরণবাণী শুনানো ফারসী ভাষায় এক বিশেষ সাহিত্যিক রীতি বা বাচনভঙ্গি। অতএব, মখজনুল আসরারের রচনাকাল ১১৮৪—৮৫ সন। তাঁর আর একটি উক্তি থেকে বুঝা যায় এই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ। কবির স্বগতোক্তি এরূপ ঃ

Than requirest a friend now, do not
resort to magic spells.
Do not sturdy now, what than shouldst
have learned in forty years.

অতএব হিযরতের ৫৮০ বছর পরে চল্লিশ বছর বয়সে যদি মখজনুল আসরার রচিত হয়, তা' হলে কবির জন্ম সন হিসেবে ৫৪০ হিঃ বা ১১৪৫-৬ খ্রীস্টাব্দ পাই। ৬০৪ হিঃ বা ১২০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিযামী তাঁর খুসরু-শিরি঳ উৎসর্গ করেন সুলতান আবু জাফর মুহম্মদ আতাবেগের (মৃত্যু ঃ ৫৮১ হিঃ বা ১১৮৫ খ্রীঃ) নামে। খুসরু-শিরি঳ রচিত হয় ৫৮৪ হিঃ বা ১১৮৮ সনে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। এর চার বছর পরে ৫৮৮ হিযরীতে সুলতান জালাল-ই-দৌলতউদ্দীন আবুল মুজাফফর ইখতিসান শিরোয়াঁ শাহের আগ্রহে তাঁর লায়লী-মজনু঳ চার মাসে রচিত। আজরবৈজানের আতাবেগ আলাউদ্দিন কিজিল আর্সালানের (কিংবা সম্ভবত মসোলের আতাবেগ নূরুদ্দিন আর্সালান শাহের) উপরোধে উৎসাহিত হয়ে নিযামী তাঁর হফ্‌তপয়কর তথা বাহরাম নামা ৫৯৩ হিঃ বা ১১৯৭ সনে (৩১ শে জুলাই) রচনা করেন।

নিযামীর সিকান্দরনামা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এর তিনটে ভাগ : দিগ্বিজয়ী সিকান্দর, জ্ঞানীপুরুষ সিকান্দর ও নবী সিকান্দর। কবির মতে 'ভিন্নে ভিন্নে তিন মুক্তা বিঁধিতে উত্তম।' প্রথম ভাগের নাম সিকান্দর নামা-ই-বররী (স্থল), অপর দু'ভাগের সম্মিলিত নাম সিকান্দরনামা-ই-বাহরি (সাগর)। এ দু'খণ্ডের অপর নাম ইকবালনামা। সিকান্দরনামার প্রথম খণ্ডকে সরফনামা-ই-খুসরুয়াঁ বলেও কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। সিকান্দর নামা-ই বররী ১২০০ খ্রীস্টাব্দে তথা ৫৯৭ হিযরীতে সমাপ্ত হয়। আর সিকান্দর-নামাই-বাহরি঳ বা ইকবাল নামা লিখিত হয় ১২০২ বা ৫৯৯ হিযরীতে। ডক্টর ব্রাউনের মতে প্রথম খণ্ডে ইকবালনামা (Book of Fortune) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে খিরদনামা (Book of wisdom)। তিনি সিকান্দরনামা উৎসর্গ করেন সুলতান নসরুদ্দীন বিন জাহান পাহলওয়ানকে। এঁর পুরোনাম আবুবকর ইব্‌নে

মুহম্মদ জাহান পাহলওয়ান ইবনে ইলডিগজ। ইনি ছিলেন আজার-বৈজানের আতাবেগ। ৫৯৯ হিযরীতে কবির বয়স ছিল ষাট। সম্ভবত ৬০৪ হিঃ বা ১২০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে নিযামী দেহত্যাগ করেন।

নিযামী আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং হিব্রু আর আর্মানীয় ভাষাও তাঁর জানা ছিল। এ ছাড়া তিনি জ্যোতিবিদ ও গণিতজ্ঞ ছিলেন।

আলাউল নিযামীর দুটোগ্রন্থ—হফ্‌তপয়কর ও সিকান্দরনামা অনুবাদ করেছিলেন। নিযামী সম্বন্ধে আলাউল সিকান্দরনামার বিভিন্ন স্থানে যে সব উক্তি করেছেন, তা' এখানে তুলে ধরছি। এ থেকে নিযামীর প্রতি তাঁর সবিস্ময় শ্রদ্ধাই নয় কেবল, নিযামী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানেরও পরিচয় মিলবে ঃ

০ নিযামীএ তাহার শব্দে পুরিল জগত
বৃদ্ধ কাল তথাপিহ যুবকের মত।

০ নিযামী গঞ্জাবী শাহা কবি-নৃপ ধীর
০ গঞ্জা দেশেত বাস মহন্ত নিযামী।

[নবরাজ মজলিস]···আমা প্রতি করিল আদেশ
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্তনে বিশেষ।
তবে আহ্মি মনেত ভাবিয়া কৈল সার
সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।
সভা শোভাযুক্ত কথা নাহি তথোধিক
আলিম সবের মনে অমূল্য মানিক।···
নিযামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ
ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস।

০ শ্রীমন্ত নিযামী পদে করিয়া ভকতি
পুথিসূত্র কহে আলাউল হীনমতি।
নিযামীর আদি গ্রন্থ মখজনুল আসরার
ঈশ্বরের চিত্রগুপ্ত কথার ভাণ্ডার।

খুসরু ও শিরিঁ কথা দুয়জ কিতাব
লায়লী মজনুঁ তিন এস্ক পরস্তাব।
চতুর্থেত হফ্‌তপয়কর অনুপাম
পঞ্চমে রহিল এহি সিকান্দর নাম।
এহি পঞ্চ কিতাব 'খমস' ধরে নাম।

নিযামীর পরিচিতি রচনায় আমরা দুটো কারণে বিশেষকরে অধ্যাপক গোলাম হোসেন দারাব সম্পাদিত 'মখজনুল আসরার'-এর ভূমিকার উপর নির্ভর করছি। এক ইনি নিযামীর গ্রন্থ রচনার তারিখাদি নির্ণয়ে নিযামীর কাব্যগুলো থেকেই তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, আর এ ভূমিকাই নিযামী সম্বন্ধে আমাদের জানামতে সর্বশেষ রচনা। জার্মান বিদ্বান Bacher সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্যও মনে হয় ক্রটিপূর্ণ। অধ্যাপক Browne Bacher পরিবেশিত তথ্য নির্বিচারে গ্রহণ করেই তাঁর সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। নিযামী সম্বন্ধে পুরোনো আলোচনা রয়েছে মুখ্যত ফারসী জবানে আর আধুনিক গবেষণা রয়েছে প্রধানত জার্মান ভাষায় এবং কিছু কিছু ইংরেজীতে। পুরাণো গ্রন্থের তথ্য অবৈজ্ঞানিক অপকথনের আবরণে আচ্ছন্ন, আর আধুনিক তথ্য-নির্ভর আলোচনা-গ্রন্থ ভাষা জ্ঞানের অভাবে আমাদের আয়ত্তাতীত। এজন্যে তথ্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ে আমাদের সামর্থ্য সীমিত। তাই আমরা এখানে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছি। তবু সিকান্দরনামার অনুবাদক H. Wibberforce Clarke পরিবেশিত তথ্যও অবহেলা করবার মতো নয়। কেননা, তিনি ১৮৮১ সন অবধি ফারসী-জার্মান ভাষায় প্রকাশিত নিযামী সম্পর্কিত সব তথ্যই আলোচনার অন্তর্গত করেছিলেন। আর ১৩২১ সৌর হিযরী সনে (১৯৪২—৪৩ খ্রীস্টাব্দ) ডক্টর রেজাজাদা শফকের 'তারিখ-ই-আদবীয়াতে-ইরান' ইরানের সরকারী শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশিত। নিযামী সম্বন্ধে তাঁর উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণও বিদ্বানমহলের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আমরা এখানে নিযামীর জন্ম, মৃত্যু, গ্রন্থরচনার তারিখ ও প্রতিপোষক সম্বন্ধে Clarke, রেজাজাদা ও দারাবের মত পাশাপাশি পেশ করছি ঃ

	H.W.Clarke ১৮৮১ খ্রীঃ	রেজাজাদা ১৯৪২ খ্রীঃ	দারাব ১৯৪৫ খ্রীঃ
নিযামীর জন্ম	৫৩৫ হিঃ	৫৩৫ হিঃ	৫৪০ হিঃ
ক. জন্মস্থান	কুম	গঞ্জা	কুম
আবাল্য অবস্থান	গঞ্জা	গঞ্জা	গঞ্জা
খ. মখজনুল আসরার রচনা	৫৫৯ হিঃ	৫৭০ হিঃ	৫৮০ হিঃ
প্রতিপোষক :	ফখরুদ্দীন বাহরাম বিন দাউদ	ফখরুদ্দীন বাহরাম বিন দাউদ	ফখরুদ্দীন বাহরাম বিন দাউদ
গ. শিরিখুসরু রচনা	৫৭৬ হিঃ	৫৭৬ হিঃ	৫৮৪ হিঃ
প্রতিপোষক :	শামসুদ্দীন আবু জাফর মুহম্মদ	শাসুমদ্দীন আবু ফাজর মুহম্মদ	আবু জাফর মুহম্মদ
ঘ. লায়লী মজনুঁ রচনা	৫৮৪ হিঃ	৫৮৪ হিঃ	৫৮৮ হিঃ
প্রতিপোষক :	জালাল-ই-দৌলতউদ্দীন আবুল মুজাফফর ইখতিসান বিন মনুচেহ্র	অভিন্ন	অভিন্ন
ঙ. হফ্‌তপয়কর	৫৯৩ হিঃ	৫৯৩ হিঃ	৫৯৩ হিঃ
প্রতিপোষক :	আলাউদ্দীন করব আরসালান	অভিন্ন	অভিন্ন
চ. সিকান্দরনামা : ১ম ও ২য় খণ্ড	৫৯৭ হিঃ	৫৯৭ ও ৬০৭ হিঃ	৫৯৭ ও ৫৯৯ হিঃ
প্রতিপোষক : ১ম খণ্ড	নুসরুতুদ্দীন আবু বকর মুহম্মদ বিন জাহান পাহলওয়ান	অভিন্ন	অভিন্ন
২য় খণ্ড	ইজ্জুদ্দীন মাসুদ বিন নুরুদ্দিন আরসান	—	—
ছ. নিযামীর মৃত্যু	৫৯৯ হিঃ	৫৯৯ হিঃ	৬০৪ হিঃ

আমরা দারাবের মতই গ্রহণ করেছি।

॥ ১ ॥

। সিকান্দরনামায় আলাউলের আত্মকথা ।

'রাগতালনামা' ও 'তোহফা' ছাড়া আলাউলের অন্যসব গ্রন্থেই কবির 'আত্মকথা' মেলে। আরো পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হলে তোহ্‌ফায়ও বোধ করি মিলবে, কিন্তু মনে হয় আলাউলের একক রচনা সম্বলিত রাগতাল-নামার পাণ্ডুলিপি পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। আমরা এখানে কেবল তথ্য হিসাবেই সিকান্দরনামায় বর্ণিত কবির 'আত্মকথা' উদ্ধৃত করছি।* কোনো বিশ্লেষণ কিংবা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এবে অবধান কর গুণী মহামতি
আপনা বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপতি।
গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ ভূম
বৈসে সাধু সৎলোক দেশ মনোরম।
অনেক দানেশ বান্দা খলিফা সুজান
বহুল আলিম গুরু আছে সেই স্থান।
হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যরাজ্য।
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়
মুঞি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়।
কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম লেখা
দুষ্ট হার্মাদের সঙ্গে হই গেল দেখা।
বহুযুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ।
না পাইলুঁ সইদ পদ আছে আউশেষ
রাজ আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ।
রোসাঙ্গেত মুসলমান যতেক আছন্ত
তালিব এলম বুলি আদর করন্ত।
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর
নাটগীত সঙ্গীত[১] শিখাইলুঁ বহুতর।

---

* আলাউলের গ্রন্থগুলোতে বিবৃত আত্মকথা মৎ-সম্পাদিত 'তোহফা-'র ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

১ নাটনীত সঙ্গীত/পাঠগীত সঙ্গীত

বহুত মহন্ত লোকে কৈল গুরু ভাব
সকলের কৃপা হোন্তে হৈল বহু লাভ।
মোর কাব্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে
বহুগ্রন্থ রচিলুঁ মহন্ত সব নামে।
এহিমতে সুখে গোঞাইলুঁ কথকাল
বিধিবশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল।
শাহা সুজা রোসাঙ্গে আইলা দৈবগতি
হতবুদ্ধি পাত্রসবে দিল হতমতি।
আপনার দোষ হোন্তে পাইল প্রমাদ
এক পাপী আহ্মারেহ দিল মিথ্যাবাদ।
কারাঘরে পৈল আহ্মি না পাই বিচার
যথ ইতি বসতি হৈল ছারখার।
সালাসনে[১] মৈল. যেই দিল অপবাদ
অস্থানে পড়িলুঁ বহু পাই অবসাদ।
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
পুত্র দারা সঙ্গে মুই হৈলুঁ পরবশ।[২]
গুণ হেতু মহাজনে করন্ত আদর
ভিক্ষা করি দেয় দারা নিজ রাজকর।[৩]
সৈয়দ মউদ[৪] শাহা রোসাঙ্গের কাজী
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হৈল রাজি।
দয়াল চরিত্র পীর আতুল মহত্ব
কৃপা করি দিলেক কাদিরি খিলাফত।
যত্তপিহ সত্য আহ্মি লই এহি ভার
পরশ পরশে তাম্র হয় হেমাকার।

---

১. সালার্পণে।

২. পুত্রদারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ।

৩. ভিক্ষা করি দেয় দারা পুত্র নিজ কর।

৪. সৈয়দ মসউদ

কলঙ্কে উজ্জ্বল চন্দ্র তিমির নাশএ
কলঙ্কিনী কারাগারে সত্য উপজএ।
সহজে কমলা পণ্ডিতেরে অবিবেক
আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
[সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক]
এহি মতে একাদশ অব্দ[১] বহি গেল
পুনরপি ভাগ্যরঞ্জ প্রকাশিত ভেল।
শ্রীমন্ত নবরাজ আতুল মহন্ত
মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামন্ত।
মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ
সাদরে আনিয়া আজ্ঞা কৈল সভাসদ।
অন্ন বস্ত্রে তোষেন্ত পোষেন্ত নিরন্তর
তান দানে সুসমে শোধম রাজকর।
বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনুভাএ।

তারপর একদিন নবরাজ মজলিস এক ভোজসভা করলেন। সভায় শহরের গুণী জ্ঞানী ও মানী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সে ভোজসভায় মজলিস নানা যুক্তি প্রয়োগে প্রমাণ করতে চাইলেন যে কীর্তির মধ্যে গ্রন্থরচনার এবং গ্রন্থে পরিকীর্তিত হওয়ার কীর্তিই শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী :

পূর্বকালে মহন্ত করিছে নানা কাম
সার মাত্র কেতাবে গ্রথন আছে নাম।
মসজিদ পুষ্কর্নী নাম নিজ দেশে রহে
গ্রন্থ কথা যথা তথা আতিভাবে কহে।
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হএ মন
নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন।
মুর্খ হয় সুপণ্ডিত শুনি পায় জ্ঞান
গ্রন্থ সম মহিমা কোথাতে আছে আন।

১ ক. এহিমতে একাদশ বৎসর। খ. দশম বৎসর
গ. দ্বাদশ বৎসর।

প্রলয় অবধি রহে শুভ কৃতি যশ
নামের মহিমা বাক্য সবে করে বশ।

অতএব, মজলিস—এথ ভাবি আহ্মা প্রতি করিল আদেশ
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্তনে বিশেষ।
তবে আহ্মি মনেত ভাবিয়া কৈল সার
সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।
সভাশোভাযুক্ত কথা নাহি তথোধিক
আলিম সবের মনে অমূল্য মাণিক।
আহ্মার বচনে মজলিস মহাশয়
রচিবারে আজ্ঞা দিলা সরস হৃদয়।

সিকান্দরনামা অনুবাদ করবেন, মনে মনে স্থির করে কবি আপনার অক্ষমতা ও দুঃখ কথা মজলিসকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন ঃ

তবে আহ্মি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল
বিশেষত রাজদায় অধিক জঞ্জাল।
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি

তখন (মজলিসও)—তাহা শুনি মজলিস দয়া কৈল অতি
ভক্ষ্য বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া
আর নানা বিধি দানে মন সন্তোষিয়া।
স্থির করি আহ্মারে করিলা অঙ্গীকার
ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার।

এভাবে রোসাঙ্গরাজ চন্দ্রসুধর্মার মুখ্যমন্ত্রী 'নবরাজ' উপাধিধারী মজলিসের আগ্রহে 'সিকান্দরনামা' রচিত হয়।

॥ ১০ ॥

। সিকান্দরনামার বাঙলা অনুবাদ কাল ।

আলাউলের আত্মকথায় প্রকাশ, শাহ্জাহাঁ-পুত্র সুজা নিহত হবার দশ, এগারো কিংবা বারো বছর পরে তিনি সিকান্দরনামা রচনায় হাত দেন। সুজা রোসাঙ্গরাজ চন্দ্রসুধর্মার (সান্দথুধম্মার) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে ১৬৬০ সনে নিহত হন। অতএব, ১৬৭০, ৭১ কিংবা ৭২ সন থেকে কবি সিকান্দরনামা রচনা করতে থাকেন। এ ক্ষুদ্র

গ্রন্থের অনুবাদে এক বছরের বেশী সময় না লাগারই কথা। বিশেষ করে তোহফা, হফ্‌তপয়কর, রতনকলিকা-আনন্দবর্মার কাহিনী (সতীময়না-লোর-চন্দ্রানীর শেষাংশ) এবং সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (এর শেষাংশ) —এর প্রত্যেকটিই সংবৎসরের পরিসরে রচিত। কাজেই সিকান্দরনামাও ১৬৭৩ সালের মধ্যেই সমাপ্ত বলে অনুমান করা চলে। এর পরে সম্ভবত কবি আর কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। আমাদের ধারণার সমর্থনে একটি যুক্তি এই যে সিকান্দরনামায় কবি বার্ধক্য ও কায়িক জীর্ণতার জন্যে বারবার খেদ প্রকাশ করেছেন। আর অনিচ্ছায় নবরাজ মজলিসের আদেশ অলঙ্ঘ্য জেনে সিকান্দরনামা রচনায় রাজি হয়েছেন :

তবে আহ্মি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।…
নীরস হৈল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।…
…লঙ্ঘিতে আদেশ তান কাহার শকতি
শাস্ত্রে কহে, অন্নদাতা ভয়ত্রাতা বাপ
না ধরিলে তান আজ্ঞা ঘোরতর পাপ।
তেকারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকার।

সুজা-হত্যার নয় বছর পরে (এহিমতে চলে গেল নবম বৎসর) রচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল-এর শেষাংশেও কবি বার্ধক্যের জন্যে আক্ষেপ করেছেন :

বৃদ্ধ হইলুঁ অখনে হৈলুঁ বলহীন।

অতএব, এর আরো তিন-চার বছর পরে কবি কাব্য রচনায় সমর্থ থাকার কথা নয়। ১৬৭৩ সালের পরে কবি কয়বছর বেঁচেছিলেন তা' অনুমান করা নিরর্থক। কারণ কোন অনুমানই যথার্থ হবে না। আর সেই অনুমানে কোনো সাহিত্যিক প্রয়োজনও নেই।

॥ ১১ ॥

। গ্রন্থনাম ।

নিযামীর কাব্যও সাধারণ্যে 'সিকান্দরনামা' কিংবা 'ইসকান্দরনামা' রূপে পরিচিত। আলাউলের কাব্যের নামও 'দারা-সিকান্দরনামা' নয়। ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত বটতলার ছাপা পুথির

শীর্ষনামও 'সেকান্দরনামা'। কালিদাস নন্দী লিপীকৃত ক্রমিক ৫৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায়ও পাচ্ছি :

'ইতি সিকান্দরনামা পুস্তক সমাপ্ত।'

আলাউলের নিজের উক্তিতেও পাই :

'সিকান্দরনামা সম গ্রন্থ নাহি আর।'

দারার সঙ্গে যুদ্ধছাড়াও এতে সিকান্দরের দিগ্বিজয়-কাহিনী পুরো বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কাব্যটিকে 'দারা-সিকান্দর' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত। বটতলার অনুসরণেই আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও ডক্টর সুকুমার সেন সাধারণ্যে এই ভ্রান্ত নাম ছড়িয়েছেন।

॥ ১২ ॥ । ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার ।

কাব্যের সিকান্দরকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, এবার ইতিহাসের সিকান্দরের পরিচয় নেওয়া যাক :

"What first strikes one in Alexander is "the inner energy which makes man truly a man" and consequently a leader of men, identical with virtue of the Italians of the Renaissance. In him intensity of character is accompanied by a powerful imagination for conceiving projects and, for carrying them out, an extra-ordinary clearness of mind—save in moments of physical drunkenness, spiritual intoxication, or passion. Literature and philosophy nourished his imagination and fortified his thought. An assiduous reader of Homer, he wished, by his courage and magnanimity, to re-embody the hero Iliad. A pupil of Aristotle, he owed to the encyclopaedic mind of his teacher something of his vast breadth of conception and of his faith in reason. He placed his genius and the military power which he had inherited, at the service of a certain idea of Hellenism which was in the moral air of his day, took more definite shape in him, and as amplified by the very course of his victories.

... In these circumstances, the magnificent plan of a world-empire—founded by a philosopher king, was

bound to attract the genius who had sat at the feet of Aristotle. "Being accustomed to leave the circle of facts to soar into the sphere of ideas," he rose to the principle that there must be one single master for men, just as there is only one sun to light the earth. Besides, did he not afterwards himself become the sun God, 'Ra' ? Did he not find, for the domination of the world, a basis in the Supernatural ? And by a strange metamorphosis, did not the philosopher-king develop into a godking ?

No doubt Alexander first appears as the leader of the war of revenge on the barbarians and the Colonizer of Mediterranean Asia. But his ambition gradually carries him away. It makes him the heir of the Pharaohs and, like them, the incarnation of Ra ; it makes him the Successor of the king of kings, in this capacity, too, revered as a God and clad with the 'glory' of which the Avesta speaks. In Menphis, in Babylon, in Persepolis, he is intoxicated with mystical Grandeur and Oriental magnificence. Paying no heed to smouldering discontents, he drives on towards mysterious India, "On the confines of the earth." But in all the exaltation of conquest he never loses a certain sense of realities, and concerns himself with noble tasks. He is the discoverer of new lands, the organizer of mankind. He has sympathy with the conquered peoples, especially with the Persians, who had greeted him as a second Cyrus. He wishes to unite nations and races—even by ties of blood and to fuse two worlds in one. The Polis continues to send out swarms, and Asia is covered with Greek cities . But Alexander incorporates 'barbarians' in them. What is more, he refuses to believe "that the great cities of the East, in which the fusion of races of which he dreamed might find a favourable soil, had ceased to play their part. "As he planned to mingle the races to establish concord and peace, so he sought to increase trade between the peoples to ensure their welfare.

The imperialism of an Alexander was creative of a 'new order of things.' In his powerful brain he bore fruitful

thoughts of human interest. Truly one can see in this very complete hero one of the most striking and noblest types of man as a force."

সিকান্দরের প্রাচ্য-বিজয়ের ফলে প্রতীচ্যদেশও নানাভাবে উপকৃত হয়েছে ঃ What the West received from the East was, first, the idea of Empire and king. Worship and lessons in centralised administration, the conlagion of an emphatic, dazzling art, and, lastly, the mystical atmosphere.

সিকান্দর সম্বন্ধে Jougnet বলেন ঃ

He had inherited from his father that lucid mind which giving him a clear view of what was possible, tempered the ardour of his imagination and his passion for adventure. He conceived vast designs, but he could put them off if necessary, and approach his object gradually. But he was not only Philip's son ; his mother was the violent, ambitious Olympias, a princess of wild Epeiros, who is depicted as a monster of Extravagant pride. Given to mystical transports, she was initiated in the orgaistic cults of the Cabeiri, Orpheus, and Dionysos and it was even said that, like a Bacchante, she used to surround herself with serpent familiars. With the same indomitable pride, Alexander was to show, not her superstitiousness, but something of her religious fever, in the idea which he conceived of his person and his mission ; he felt that he was of divine race, descended from Heracles, perhaps the son of God. Sometimes this feeling showed itself in a repulsive way ; it even made him Commit Crimes ; but ordinarily it animated a generous nature, concious of a high mission, sensible to friendship and capable of every charm. Tradition tells us of the Royal nobility of his bearing, of the fire of his glance, terrible in anger and even of the mysterious perfume which rose from his breath and his skin. Alexander had all the physical and moral gifts of a leader of men and retained his ascendency over his soldiers to the end. Yet, little by little his excessive genius isolated

him in the midst of his comrades. His ideas were more and more cutting him off from his comrades.

ঐতিহাসিকদের মতে সিকান্দর পাক-ভারতে পাঞ্জাব, সাইবেরিয়ার শিরদরিয়া অবধি আফ্রিকায় উত্তর আফ্রিকার গোটা অঞ্চল জয় করেন, এবং উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপের অনেক রাজাই তাঁর দরবারে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মিত্রতা রক্ষা করে নিশ্চিন্ত ও ধন্য হয়। M. R. Dobie অনুদিত Pierre Jougnet-এর 'Macedonian Imperialism' গ্রন্থে আলেকজাণ্ডার ও তাঁর সাম্রাজ্যের নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত ইতিহাস আছে। যে ইতিহাস বিদ্রোহে ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিক্ত ও রক্তক্ষরা। কাজেই তাঁর দিগ্বিজয় অম্লান গৌরবে অসামান্য নয়। Jougnet-এর মতে রোকসানা তথা রৌসনক দারা-কন্যা নয়, আমীর Oxyastes-এর কন্যা, অবশ্য সিকান্দর দারার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাকেও বিয়ে করেছিলেন। সিকান্দর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়, এবং আঞ্চলিক ও গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য লোপ কামনায় আন্তর্গোত্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিবাহে উৎসাহ দান করতেন। (Jougnet পৃঃ ৫৫) আর আলেকজাণ্ডারের গুরু ছিলেন এ্যারিস্টটল, তাঁর পিতা নকুমাখিস নন। সিকান্দরের ৩৫৬ খ্রীস্ট-জন্ম পূর্ব অব্দে জন্ম আর ৩২৩ অব্দে মৃত্যু হয়। ৩৩-৩৪ বছরের স্বল্প জীবনে ৮/১০ বছরের সংগ্রাম-সুন্দর প্রয়াস-পরিসরে সেকালের জানা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন তিনি। এমনিতেই এটি একটি আজব ঘটনা, একটি স্থায়ী বিস্ময়, একটি অপরূপ রূপকথা, একটি মায়াবীর যাদু, একটি মায়াকাঠির অদ্ভুত বিচিত্র লীলা।

সম্ভবত এ মুগ্ধতাই সিকান্দরের 'নবুয়ত'-এর উৎস। মুসলমানেরা তাঁকে নবী বলেই জানে ও মানে। তিনি ইসহাক নবীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কোর-আন-উক্ত জুলকর্ণ বা জুলকর্ণাইন বলেই পরিচিত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'আসহাবে কাহাফ' গ্রন্থে ইরানরাজ সাইরাসকেই জুলকর্ণাইন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'জুল' ও 'কর্ণ' হিব্রু শব্দ এবং 'জুল' অর্থ দুই, এবং কারন্ অর্থ শিং। দুই রাজ্যের মেডিয়া ও পার্স প্রতীক হিসেবে সাইরাস দুই সিং বিশিষ্ট মুকুট ধারণ করতেন। সাইরাস, গোরু বা গোরুশ আর খুসরু একই ব্যক্তির যথাক্রমে গ্রীক, ইরানী ও আরবী নাম।

॥ ১৩ ॥

। পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-প্রদত্ত সিকান্দর নামার সব কয়টি প্রতিলিপি এবং বাঙলা একাডেমী সংগৃহীত একখানি, পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে একটি যৌগিক পাঠ তৈরী করেছি। দু'শ নব্বই বছর পরে[১] কবিরচিত বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের দাবী করা চলে না। তিন শতকের সময় পরিসরে বিচিত্র বিকৃতি কাব্যের বর্ণে, শব্দে ও চরণে কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, তা' আজ আর নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। আমরা কেবল আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাস দিয়ে সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে যত্ন করেছি। সর্বত্র সফল হয়েছি—এমন কথা বলা যাবে না। এখানে আমাদের আলোচিত পাণ্ডুলিপিগুলোর 'দিশা' দিচ্ছি :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যবিশারদ-প্রদত্ত পুথি :

১. ক্রমিক সংখ্যা ৫২৫॥ পুথি সংখ্যা ৩৩৫

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৭—১২৭ পত্র বিদ্যমান। অনেকগুলো পত্রের পত্রাঙ্ক ছিন্ন। গোটা পাণ্ডুলিপি-খানিই বিনষ্ট-প্রায়। প্রায় ১৩০/৩৫ বছরের পুরোনো। হস্তাক্ষর মাঝারি।

আরম্ভ : [৮ক পত্রে]

মকরেত মঙ্গল রহিল সেবা লাগি
মন্দ দিষ্টি খণ্ডি গ্রহকুল শুভ ভাগি।
রাশিগ্রহ ··· ··· খণ্ডাই দুষ্কর
বাছিয়া থুইল নাম সাহা সিকান্দর।

শেষ :

হাস্ত [হস্তে] ধরি-পুনি সাহা বসাইল কোলে
নানা ভাতি কৃপয়া কৈল আনন্দ হিলোলে।...
মনে ভাবে য়ভে দিতে মুক্তি ··· ···
প্রেমা মজ্জি এর হইল পরাণেং।

এ পুথির সাংকেতিক সংখ্যা 'ক'।

১৯৬৩ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখে এ ভূমিকা লিখিত এবং একাডেমীতে প্রকাশনার্থ প্রদত্ত। আজ পুরো চৌদ্দ বছর পরে বাঙলা একাডেমী মুদ্রনের ব্যবস্থা করেছে।

২, ক্রমিক সং ৫২৬ ॥ পুথি সং ৩২৭

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। ১৮—১৭২, ১৭৭ পত্র বিদ্যমান। ১৮ সংখ্যক পত্রটি অর্ধছিন্ন। ২৩ম ও ২৫ম পত্র নেই। প্রথম দিকের দুই পত্র ও ১৭২ম পত্রটি বিনষ্ট-প্রায়। লিপিকর কালিদাস নন্দী। ইনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। কাজেই পুথিটির বয়স ১৩০/৩৫ বছর হবে। হস্তাক্ষর জটিল, দুষ্পাঠ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ।

আরম্ভ ঃ নিজভাসে ইঙ্গিতে কহিল রক্ষ কার
সিতিল রাকিল তারে পলাইতে নার।
সময় পাইয়া জঙ্গি ধাইল সত্তরে
কহিল বিত্যান্ত গিয়া নির্পতি গোচরে।

শেষ ঃ য়ার দৈববানি তবে স্নুনিলা শ্রবনে
বহুল য়মূল্য ব্রত্ন য়াছে এই স্থানে।
য়ার স্নুচি জেই জনে বহু দুখ পাএ
ধিক য়নুস্নুচি জেই ছারিয়া চলএ।

এ পুথির সাংকেতিক সংখ্যা ঃ ঋ।

৩. ক্রমিক সং ৫২৭ ॥ পুথি সং ৫৩১

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৭—১৯ ও ২৬—২৮ পত্র বিদ্যমান। জীর্ণাবস্থ। শেষের তিন পত্র একেবারে ছিন্নভিন্ন। লিপিকর আজগর আলি। শতোধ্ব' বছরের পুরোনো। হস্তাক্ষর মাঝারি।

আরম্ভ ঃ। জদি যুদ্ধ করি তার লও পাট তাজ
অপকৃতি অধর্ম্ম ভাবিআ ভাসি লাজ।
কআনি বংশের নৃপ জগতে পুজিত
তার লৈক্ষ ভষ্ট কর্ম্ম না হএ উচিত।

শেষ ঃ [২৮ পত্রের মধ্যাংশ] ঃ

নৃপতি সবেন্নে না করএ বস্তু জ্ঞান
লোক পিরা হিংশা মাত্র করে নিরান্তর
তিলে মাত্র কহিতে শবের মনে ডর।

এ পুথির সাংকেতিক মান ঃ ঞ।

৪. ক্রমিক সং ৫২৮ ॥ পুথি সং ১০

১১″×৭″ পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩৫—৫৩ পত্র বিদ্যমান। শেষ পৃষ্ঠা দুষ্পাঠ্য। প্রায় শতেক বছরের পুরোনো। হাতের লেখা মাঝারি।

আরম্ভ : বুজিলুম তাহার মনে মজিল কুভাব
কপটির সঙ্গে প্রেম কিছু নাই লাব।
আমা প্রতি তার মন না হইল রশ
তেকারনে মোর মনে তাই তার বশ।

শেষ : [৫৩ক পৃষ্ঠা] :
কএআনি বংশের মনে ন রাখি আদর
কন সক্তি পরশ মোহোর কলেবর।
মান হস্ব রাখহ দারা নৃপ হএ
গোপ্ত ··· ··· বেকত আছএ।
কি মোরে মারিতে আইলা দৈবে মারি আছে।

এ পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক সংজ্ঞা : জ।

৫· ক্রমিক সং ৫২৯ ॥ পুথি সং ২৯২

১৭″×৬″ পরিমিত কাগজের দুই পিঠে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১০—৭৭ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে মধ্যে অনেক পাতা নেই। প্রায় পৌনে দু'শ বছরের পুরোনো হস্তাক্ষর। সুন্দর ও সযত্নে লিখিত

আরম্ভ : কলঙ্কে উঝল চন্দ্র তিমির নাসএ।
আপনা দুখের কথা কহিতে অনেক
সহজে কমলা পণ্ডিতেরে অরিবেক।
এই মতে দ্বাদস বৎসর গাঞি গেল
পুনরপি ভাগ্যদএ সপ্রকাসিত ভেল।

শেষ : তৃষ্ণাজোক্ত নির্ম্মল জীবন জল পিআ
নিজ অঙ্গ পাখালিল হরিসে লামিআ।
অশ্বেরে পিআই জল ধোআইল জলে
পাইল অখণ্ড আয়ু মোহা ভাগ্য বলে।
সাহারে জানাইতে পুনি অশ্ব আরোহন।

এ প্রতিলিপির সাংকেতিক মান : খ।

৬· ক্রমিক সং ৫৩০ ॥ পুথি সং ৩৬৬

১৬"×৬" পরিমিত কাগজের দুই পিঠে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১০—৫৬ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে ৫৪ সংখ্যক পত্রটি নেই। লিপিকর ও মালিক ফাজিল মহাম্মদ বলে মনে হয়। হস্তাক্ষর সুন্দর। প্রায় ১৫০/৫৫ বছরের পুরোনো।

আরম্ভ ঃ মহা অশ্বে চড়ি আইল তাম্বধিক বীর
সিকান্দরে সেহ তার কাটিল সরির।
এহি মতে জঙ্গি মুপে বাছিয়া বাছিয়া
জত ২ মোহাবীর দিল পাঠাইয়া।
ঈশ্বর স্বরিয়া নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি
এক শ্বরি সংহাম্বিল সত সঙ্কা ধরি।

শেষ ঃ আর এক দাসি ছিল ভব্য গুণবতি
রূপের নিছনি জাএ সচি রম্ভা রতি।
প্রচাতে আছএ কন্যা রূপের বাখান
তেকারণে ন কহিলুং অধিক এ স্থান।
ভুবন মোহনি বালা তিনগুণ ধরে
জম্র গীত সম নাহি এতিন ভূধরে।

হেন য়ক্ষ্যর পুস্তকের মালিক শ্রী ফাজিল মাহাম্মদ, সাং হুলাইন।

এ পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক সংখ্যা ঃ গ।

৭. ক্রমিক সংখ্যা ৫৩১ ॥ পুথি সং ৫৩২

১১"—৭" পরিমিত কাগজের বই। আন্তে খণ্ডিত। ২—১৭৪ পত্রে সমাপ্ত। ২—১২ ও ১৭০—৭৪ পত্রের নিম্নাংশ ছিন্ন। লিপিকর কালিদাস নন্দী। লিপিকাল ১২১৭ মঘী তথা ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ। হস্তাক্ষর জটিল ও দুষ্পাঠ্য

আরম্ভ ঃ তিলে হএ সুক্ষ মহি রঙ্গিমা সুচারু।
দিপ জদি সমান শ্রীজীছে তারাগণ
সর্গ প্রাপ্তি মুল্য বিনু পুন্তর কারণ
জথ কিছু শ্রীজীয়াছে সংসার ভিতর
পাষাণ স্তাবন তিন্ন তার নাম সর।

শেষ : জেই খুদ্র সিলা খিজিরতার হস্ত দিল
তাকে রাখি তরাজুত জগুনে চাইল।
রাত্তি হোত্তে রাত্তি তোলা পাও সের মণ
তথাপিহ না হইল সিলার তুলন।

লিপিকর : ইতি সিকান্দরনামা পুস্তক সমাপ্ত।
এই পুথি লেখিয়াছি শ্রীকালিদাস
বসতি করেন তিনি ধলঘাটের পাস।
নন্দিবংশে জন্ম হইছে কালিদাস নাম। ......
......লিখীতং শ্রী কালিদাস নন্দি পীং...নন্দিমিত
সাং ধলঘাট ১২১৭ মঘী, তাং ৮ পোউস।

এ প্রতিলিপির সাংকেতিক নাম : ঘ।

৮. ক্রমিক সং ৫৩২ ॥ পুথি সং ২৭৫

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩—১৭৬ পত্র বিদ্যমান। ৭ম-৮ম পত্র নেই। ১ম ও শেষ পত্র দুষ্পাঠ্য। লিপি সাদৃশ্যে প্রমাণ—লিপিকর কালিদাস নন্দী। হস্তাক্ষর জটিল, দুষ্পাঠ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ। প্রায় ১৩০/৩৫ বছর আগের লেখা।

আরম্ভ : এবে অবধান কর গুণী মহামতি
[কবির আত্মকথা] আপনা বিত্যান্ত কহি পুস্তক উৎপতি।
গৌর মৈদ্ধে মুলুক ফতেয়াবাদ ভুম
বৈসে সাধু সদ লোক দেস মনুরম।

শেষ : কোটি ২ য়াসা করি রত্ন হেম ধাএ
জাহার নিবন্ধ থাকে সেই মাত্র পাএ।
অলক্ষিতে হই গেল নিজোজিত কাম
খিজির সমুদ্রে ভ্রমে ইলীয়াছ ভ্রম।

এ পুথির সাংকেতিক সংখ্যা : ছ।

৯. ক্রমিক সং ৫৩৩ ॥ পুথি ২৭৩

১১"×৭" পরিমিত কাগজের বই। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩—১২৬ পত্র বিদ্যমান। অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ। প্রথমদিকের অনেকগুলো পত্র ইঁদুর-দষ্ট। প্রায় ১২৫/৩০ বছর আগের লেখা। হস্তাক্ষরে শ্রী আছে।

আরম্ভ : … … … হইল পল্লবস।
গুণ হেতু মোহাজনে করন্ত আদর
ভিক্ষ্যা করি দেএ পুত্র দারা নিজ কর।
ছৈওদ ছইদ সাহা রোসাঙ্গের কাজি
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হৈল রাজি। …
… … এহিমতে একদশ বচ্ছর বহি গেল
পুনরবি ভাগ্য রঞ্জ প্রকাশিত হৈল।

শেষ : সংসারে নৃপতি জথ ছোট বড় সম কথ
কেহ নাই করে এই কাম।
দেখিল পাইল জথ কিছু নহে এহা মত
পশ্চাতে ঘুসিব লোক নাম।
দৈববাস সিদ্ধি ২ … ….।

এ পুথির সাংকেতিক সংজ্ঞা : ড।

১০. ক্রমিক সং ৫৩৪ ॥ পুথি সং ৬৯১

১১″×৭″ পরিমিত কাগজের বই। আদ্যে খণ্ডিত। অন্ত্য অলিখিত। ৩—১৬৭ পত্রে সমাপ্ত। ৩, ৭, ৮ ও ১৬৭ পত্র বিনষ্ট-প্রায়। লিপির প্রমাণে পেশাদার লিপিকর কালিদাস নন্দী। অতএব, ১৩০/৩৫ বছর আগের লেখা। হস্তাক্ষর জটিল ও দুষ্পাঠ্য।

আরম্ভ : এবে রবধান কর গুণি মোহামতি
রাপনা বিত্যান্ত কহি পুস্তক উৎপতি। …
জার মৈদ্ধে মুলুক ফতেয়াবাদ উত্তম
বৈসে সাধু সদ্‌লোক দেস মনুরম।

শেষ : কিত্ত্যানেরে বন্দনে রাখিল ফাস দিয়া।
শ্বাস বন্ধ হইয়া উলটি দুই আখি
দয়াল হইল সাহা কাতরতা দেখি।
কিত্ত্যানর বন্ধনে রাখি … … …
জয় বাদ্য বাহি রাইলা … …. … ….।

এ পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক মান : ঠ।

১১. ক্রমিক সং ৫৩৫ ॥ পুথি সং ২৭৬

১১″×৭″ পরিমিত কাগজের বই। আন্তন্ত খণ্ডিত। ২—৫৭ পত্র বিস্তমান। মধ্যে ১৩ম পত্রটি নেই। লিপিকর [৩১ ক পৃষ্ঠা] ; 'লেখীতং শ্রী মগল চান্দ নৈস্য।' প্রায় ১২৫।৩০ বৎসরের পুরোনো। কালি ও কাগজ খারাপ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে হরফ মুছে গিয়ে দুষ্পাঠ্য হয়ে উঠছে। হস্তাক্ষর সুন্দর।

আরম্ভ ঃ আদ্দেত নৈরূপ ছিল প্রভু নৈরাকার
চেতন স্বরূপ যদি ইশ্চিল প্রচার।
রতি ঘোর তমময় আকার বর্জিত
মোহা জুতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত।

শেষ ঃ নানা দেস মুছলমান করি বহুতর
বাবুল দেশেত আইলা সাহা সেকান্দর। …
…তথা হোন্তে আজরবোজেত চলি গেলা
জথেক আনল গৃহ জ্বালাই পেলিলা। …
সেই চিরকাল অগ্নি আজ্ঞাএ সাহার
বহুজন নামি তবে কৈল ছারখার।

এ মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটির সাংকেতিক মান ঃ ঙ।

১২. বাঙলা একাডেমী সংগৃহীত পুথি।
এর সাংকেতিক সংখ্যা ঃ ট।

১৩. বটতলার ছাপা পুথি ঃ
১৯৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

আরম্ভ ঃ সেকান্দর নামা।
০ বঙ্গ ভাসা
প্রভুর মহিমা আগে কহিয়ে অপার।
নর অপচরা আদি সর্জ্জন জাহার *
সন্ন পরে আকাশ স্থাপিছে স্তম্ভ বিনু।
প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র শশি ভানু *

শেষ ঃ দোস বিনা নাহি কেহ এতিন ভুবন।
বিনী প্রভু নিরূপ নৈরূপ নিরাঞ্জন *
সমাপ্ত হইল এবে দারা ছেকান্দর।

১২৯৫ বারস পচানব্বই সাল বাঙ্গালার *
আলাওল কৃত সব রস পূর্ণ দেখি।
মুদ্রাঙ্কিত [করিলাম] হৈয়া মোন শুখি *

এর সাংকেতিক মান ঃ চ।

উক্ত তেরো খানা পুথির আলোকে পাঠ-শোধন করেছি। এই তেরো খানি পুথি 'পাঠান্তর' পর্বে বর্ণ প্রতীকী সাংকেতিক মানে চিহ্নিত হয়েছে, যথা ঃ

পুথির ক্রমিক সংখ্যা		বর্ণ-প্রতীকী সাংকেতিক মান
৫২৫	—	'ক'
৫২৬	—	'ঝ'
৫২৭	—	'ঞ'
৫২৮	—	'জ'
৫২৯	—	'খ'
৫৩০	—	'গ'
৫৩১	—	'ঘ'
৫৩২	—	'ছ'
৫৩৩	—	'ড'
৫৩৪	—	'ঠ'
৫৩৫	—	'ঙ'
বাঙলা একাডেমী পুথি	—	'ট'
বটতলার ছাপা পুথি	—	'চ'।

কালিদাস নন্দীর লিপীকৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ৫৩১ সংখ্যক প্রতিলিপিটিকেই (ঘ) আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি। তাঁর লেখা অন্য পাণ্ডু-লিপিগুলোও প্রয়োজন বোধে ঘন ঘন কাজে লাগিয়েছি। ছাপা পুথির শেষ ছয় পৃষ্ঠার (১৯১—৯৬) পাঠ কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি। তবু একে প্রক্ষিপ্ত মনে করবার উপায় নেই। কেননা নিযামীর কাব্যে এ অংশটুকু মেলে। আর ৫৩৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটির (ঙ) মধ্যেই কেবল প্রথম থেকে রোসাঙ্গরাজ চন্দ্রসুধর্মার অভিষেক অংশটুকু পাওয়া গেছে। এজন্যে এই পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত মূল্যবান।

আলাওলের রচনা আমাদের ভাষা-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের অতীত সংস্কৃতির স্বাক্ষর এবং ঐতিহ্যের গৌরব-মিনার।

বাঙলা একাডেমী তাঁর গ্রন্থগুলোর সম্পাদনার ও প্রকাশনার আয়োজন করে এক মহৎ জাতীয় দায়িত্ব পালন করার আংশিক সফল চেষ্টা করেছেন। বাঙলা একাডেমীর অনুরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী-উর্দু'র অধ্যাপক জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী নিযামী ও আলাউলের কাব্যের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা' পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

বাঙলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহমদ শরীফ

ভূমিকার প্রমাণ-পঞ্জী :

১. আলাউল বিরচিত তোহ্ফা (ভূমিকা)। বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. পুথি পরিচিতি ; সাহিত্যবিশারদ সংকলিত। ঐ

৩. Literary History of Persia, Vol II : E. G. Browne

৪. Macedonian Imperialism : P. Jougnet : Translated by M. R. Dobei
(and from Foreword by H. Berr PP XII, XV, XIV)

৫. Tarikh-Adabia-Te-Iran (Published by the Ministry of Education.govt of Iran) 1321 H. S.

৬. Sikander-Nama-E-Bara : H. W. Clarke, 1881

৭. Makhzanol Asrar of Nezami : G. H. Darab, 1945

সিকান্দরনামা

কাব্যপাঠ

॥ সিকান্দরনামা ॥

। নিযামী গঞ্জাবী রচিত ।

॥ আলাউল অনূদিত ॥

॥ ১ ॥

॥ হাম্‌দ ॥

আগ্বেত নৈরূপ ছিল প্রভু নৈরাকার
চেতন-স্বরূপ যদি ইচ্ছিল প্রচার।
অতি ঘোর তমময় আকার বর্জিত
মহা জ্যোতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত।
জুতি-সমুদ্রের আদি বীর্য মোহাম্মদ
ত্রিজগ বীর্য[1] হোন্তে পাইল মুক্তিপদ।
মুঞি ক্ষুদ্রে তোম্মার মহিমা কি কহিব
পুরান মহিমা জান জগতে গাহিব।
অর্ধরাত্রি তোহ্মা স্থানে মাগিএ কুশল
মহিমা হোন্তে[2] পন্থ করহ উঝল।
বাটোয়ার হোন্তে রক্ষা কর জগদীশ
আহ্মা প্রতি শত্রুমন ন করহ রিষ।
প্রথমে সুদঢ় দেও পাছে ধন সুখ
আগে ক্ষেমা বীর্য পশ্চাতে মিঠামুখ।
ন পারি ধরিতে ক্ষেমা যে আপদে আহ্মি
আহ্মা হোন্তে দূর রাখ কৃপাময় স্বামী।
দুঃখবাসে সর্বকাজ হোন্তে হৈলে ধীর
নিজ সেবা হোন্তে আহ্মা না কর বাহির।
যথাতথা যাওঁ গুণ গাওঁ নিরন্তর
যথা থাকোঁ সদাএ ভাবোঁ সেই ঈশ্বর।
চলাচল সব জগ তুহ্মি সে নিশ্চল
সকল কদর্যপূর্ণ তুহ্মি সে নির্মল।

তোহ্মা আজ্ঞা লঙ্ঘি যেই উচ্চ কৈল শির
উগ্রভাবে বিমর্সিল আপনা শরীর।
যেই জনে আন হোন্তে তোহ্মা দিকে চাএ
অন্যভাব মনেতে করিতে না জুয়াএ।
সর্ব কর্মে হোন্তে পাপে বদন ফিরাএ
আপনা বিস্মৃত হৈলে তোহ্মা মর্ম পাএ।
যাবর্ত আছএ এথা আঁখি শুন চিন
এহার অধিক হৈলে ত্রাসে মন লীন।
আপনার দুঃখ সমর্পিলুঁ তোহ্মা স্থান
অল্প বিস্তর ক্ষেমা তুহ্মি মাত্র জান।

॥ ২ ॥

॥ আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ॥

প্রভুর মহিমা আগে কহিএ অপার
নর অপ্সরা আদি সৃজন যাহার।
শূন্য'পরে আকাশ স্থাপিছে স্তম্ভ বিনু
প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র-শশী-ভানু।
নিজ গৃহ আর্শের মহিমা কিছু যথ
কহিতে না পারি তার সংখ্যা আছে কথ।
এক কাঙ্গুরাত থাকি যদি পক্ষীবর
নিশি দিশি অবিশ্রাম উড়ে নিরন্তর।
বিদ্যুতের গতি তুল্য অতি শীঘ্র যাএ
চারিশত বৎসরে কাঙ্গুরা এক পাএ।
যেহেন্ত নির্মিছে প্রভু অতি মহাকাএ
সপ্তমহী আকাশ ঢালের চাকি প্রাএ।
নিলক্ষ্য গগন মহী ডিম্বের আকার
করিছে পবন'পরে গৃহের সঞ্চার।
সিন্ধু আদি নদ নদী পৃথিবী উপর
বৃক্ষ হোন্তে সৃজে ফল সুস্বাদ সর্কর।
জলবিন্দু জিয়াএ মৃত্তিকা তৃণ তরু
তিলে হএ শুষ্ক মহী রঙ্গিমা সুচারু।

প্রদীপ্ত প্রতি সমান স্বজে তারাগণ
স্বর্গ দীপ্তিবন্ত নর পশুর কারণ।
যথ কিছু স্বজিয়াছে সংসার ভিতরে
পাষাণ স্থাবর তৃণ তাঁর নাম স্মরে।
সদা জীবএ সকল বিধির বিধাতা
কিবা ভাল কিবা মন্দ সব ভক্ষ্যদাতা।
তাহান স্বজন জল স্থল পশু নর
সত্য এক সেই স্বামী বর্জিত দোসর।
সব হোন্তে মনুষ্য মহিমা পাইছে বড়
নিজ-দর্শন দিব কহিয়াছে দড়।
আপনার সার বার্তা জানাইতে কারণ
মিত্র এক স্বজিলেক সবার ভাজন।
আপনার ঈশ্বরতা প্রচার লাগিয়া
নিজ অংশে স্বজে মিত্র পূর্ণ[১] রস দিয়া।
অলেখা লিখিতে নারে বিনে দিব্য আক্ষি
তেকারণে মিত্র মূর্তি নিজরূপ সাক্ষী।
দরুদ অনেক কহি যেন মুক্তা বৃষ্টি
যার ভাবে ঈশ্বরে স্বজিল সব স্বষ্টি।
আর্শের কোর্শের জ্যোতি ভুবন সুলতান
যথ নবী অলিগণ সব পূজ্যমান।
শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদএ নর
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথ পয়গাম্বর।
যাবত না যাবে নবী বেহেস্ত ভিতরে
যথেক রসুল সব থাকিবেক দ্বারে।
পাতকীর রক্ষা হেতু অবতার পুণ্য
গিরিসম পাতক স্মরণে হএ শূন্য।
নবীকুল কেরামত ক্ষেতিতে প্রচণ্ড
আকাশের চন্দ্রকে করিছে দুই খণ্ড।
ক্ষেতিতলে নবীর যখন জন্ম হৈল
পূজ্যমান মূর্তি সব ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার দীন প্রচারে কুফর হইল নাশ
বালচন্দ্র পাএ নিত্য অধিক প্রকাশ।
চারি মিত্র নবীর পাতক নাশ গুরু
দীন হীন যথ পুণ্যদাতা কল্পতরু।
তা সভান কৃতিগুণ জগতে প্রচার
লক্ষ এক শক্তি নাহি কহিতে বিচার।

॥ ৩ ॥

॥ মুনাযাত ॥

মহাপ্রভু সর্বগুরু মোহন্ত দায়ক
মুঞি হীন জনপ্রতি হউক রক্ষক।
গৃহ হোন্তে আগে কিছু ন আনিছি আহ্মি।
তুহ্মি দিছ সর্ববাঞ্ছা তোহ্মা বশ্য আহ্মি।
যদি সে উঝল কৈলা মোর প্রদীপেরে
উগ্রবায় হোন্তে আপে রক্ষা কর মোরে।
রুপিতে কারণে যদি কৈলা বীজ দান
যে কিছু রুপিলুঁ তারে কর ফল দান।
গিরিশৃঙ্গে উঞ্চল পাথর জলমএ
ভাগ্য পন্থ হোন্তে না ফিরাও মোরে হাএ।
যেহেন সার্দূল ভাঙ্গে মহা স্রোতধার
কালমুখে তোহ্মা স্থানে মাগম পরিহার।
কদাচিৎ তোহ্মা স্থানে মাগি অব্যাহতি
নিজ গুণে যাতনা না দেও জগপতি।
মোর সে কালিরে কর ধবল প্রকাশ
দ্বার হোন্তে না ফিরাও করিয়া বিরস।
অশুচিরে শুচি কৈলা—মুক্তি-কর্ম-জনে
ভাল মন্দ যথ কৈলা তোহ্মার লেখনে।
তুহ্মি স্বামী আহ্মি সব সহজে সেবক
জীবন তোহ্মার বলে তুহ্মি সে রক্ষক।
বুদ্ধিমন্তে দেখ কে ভাবএ অনুদিন
যথেক সৃজন তোর ঈশ্বরতা চিন।

গঠন দেখিলে মনে ভাবিতে উচিত
এক কক্ষ করতারে গঠিছে নিশ্চিত।
নানা বর্ণ চিত্র যথ আছে পৃথিম্বিত
বুদ্ধিমন্তে হেরে তারে চিত্তে করি ভীত।
বহু পন্থ আছে আহ্মি তুহ্মির উপরে
বিনে তুহ্মি হোন্তে নারে পাইতে তোহ্মারে।
স্বর্গমর্ত্য যথ কিছু আছে নানা স্থান
বুদ্ধির প্রভাবে নরে করে অনুমান।
সেই পন্থে মন সুখে চলিবারে চাই
তুহ্মিও সন্তোষে থাক আহ্মিও এড়াই।
এহি বিনু কর্তব্য নাহিক মোর জন্মে
মুখ না ফিরাওঁ যেন জনমি সুকর্মে।
ভক্তি মাগম আহ্মার চিত্তে দড় কর
তোহ্মার পরম মিত্র সত্য পয়গাম্বর।
সাক্ষী দে'ম ধন্য ধন্য তান চারি মিত
সেই পাত্র সম যোগ্য নাহি সুচরিত।
পরিমাণ হোন্তে'ধিক মনে কর আশা
নিজ দ্বার হোন্তে মোরে না কর নিরাশা।
সীমার বাহিরে যদি অশ্ব ধাবাইলুঁ
পন্থ হোন্তে অশ্ব আহ্মি ফিরাইতে নারিলুঁ।
পন্থ হোন্তে না ফিরএ মন্দ গম্য হএ
আপনার দ্বারে লৈ আসএ কৃপাময়এ।
আহ্মা হোন্তে টুট স্বামী তোহ্মা হোন্তে বুদ্ধি
আহ্মা হোন্তে খোঁজন যেন তোহ্মা হোন্তে সিদ্ধি।
মুঞি বিনে যদি প্রভু তোহোর বাজার
বসাইলা যেন মতে আরতি তোহ্মার।
উজ্বলতা না খণ্ডাই করি অনুরাগ
দানের ভাণ্ডার হোন্তে দেও কিছু ভাগ।
মুঞি ক্ষুদ্র হোন্তে প্রভু কিবা পাইবা তুহ্মি।

তেন ভাব যেন আগে না আছিল আমি।
আগে বিলাইলা না ভুলিও পুনর্বার
এথা যথা তুমি রক্ষক[১] মোর সার।
ইজ্জৎযুক্ত তাজ প্রভু দিলা মোর শিরে
প্রতিপদে হীন নীচ না করিমু তারে।
এ গোপ্ত বস্তু তোমার রাখিলা যার মনে
রক্ষা কর তার প্রতি ঘারের মাগনে।
আমার কর্তব্য প্রভু জানহ আপনে
তেন ফল না দিই রক্ষা কর নিজগুণে।
নিযামীএ এই উচ্চ স্থানের ভিতর
মহা অন্ধকারে অন্ত বিনে পয়গাম্বর।

৪. ।। পয়গাম্বরের সিফৎ ।।

অবতার সব হোন্তে পূর্ণ অবতার
সত্য ধর্ম প্রচারে পাঠাইল করতার।
নবীকুল শিরতাজ অমূল্য মানিক
আদমের সন্তা[১] মধ্যে সবার অধিক।
মোহাম্মদ নাম প্রভু হোন্তে আদি অন্ত
সর্বভূতে জনমিল ক্ষুদ্র কি মহন্ত।
তান জুতি হোন্তে তিন ভুবন উজ্বল
যথেক যে হৈছে আর হৈব যে সকল।
জগতের শ্বেত শ্যামল যথ গৃহক[২]
আশা ত্রাসধারীকুল সহায় রক্ষক।
শরীয়ৎ উদ্যানের বৃক্ষ মনোহর
মহীলগ্ন মূল পাগ[৩] স্বর্গের উপর।
নবী আদি আউলিয়া আম্বিয়া রসুলি
আদরের ভক্ষকের নেয়ামত ওলি।
আ'সাব সবের কার্যে জোবল দেউক
অগ্নি সঙ্গা (?) নর যক্ষ জুতির বর্তক।

ইষ্ট বাক্য হোন্তে তুষ্ট মিষ্ট সপূরণ
জীব জন হোন্তে অঙ্গ সতত শোভন।
তানপদ লয়ে স্বর্গ মহী সুশোভিত
চন্দ্রিমা মলিন—লজ্জা অঙ্গ ইঙ্গিত।
সংসারের নৃপ ছিল আদি রুম রাএ
ভাস্কর দায়ক কি স্থির আকলএ।
জলদ বর্ষণ কর বরিষএ দান
এক হস্তেত রত্তন আর হস্তেত কৃপাণ।
সুশোভিত জগতেত পাই রত্নের প্রসাদ
খড়্গ হোন্তে দীন ইসলাম পাএ সাধ।
আর সব বীর খড়্গে মস্তক কাটএ
তান খড়্গে নৃপকুল ভএ ভঙ্গ হএ।
ঈশ্বরের দানে দোহো যুগের কাবাই
তান অঙ্গ বিনে আর কারো নাই ঠাঁই।
কেবল তাহান অঙ্গে হৈব সুশোভন
ত্রিভুবনে তান যোগ্য নাহি অন্যজন।
হস্তেত দানের কুঞ্জি লইয়া সতত
বহুল কাফির শুন করিলা মুকত।
বিষম সুষম কৈলা শুদ্ধ পন্থে ডাকি
বৃক্ষ শিলা আদি তান কেরামত সাক্ষী।
ধন নাই নিধনী নৃপকুল নৃপ হৈয়া
সেবা ভক্তি কিনিলেক রাজত্ব তেজিয়া।
'শবে মে'রাজ' কথা সকলে জানএ
সকলের মনে তাহা আছএ প্রত্যএ।
আম্মি নহি শক্ত সে সকল কহিবার
সমুখে পুস্তক আছে গুরুতর ভার।
তেঞি পদ ধরিয়া কহিব অল্প আম্মি
পুস্তক রচনা শাহু গঞ্জারী নিযামী।

৫· ॥ মে'রাজ ॥

'দিল'[১] সঙ্গে বাদ করে মুঞি সে নির্মল (?)
একরাত্রি স্বর্গে সভা রহিল উঝল।
সপ্ত নর সিন্ধুক পূর্ণ রত্ন রাশি রাশি
নীল বর্ণে শুদ্ধ সভা কৈল শুদ্ধ বাসি।
মোহাম্মদ ছিলা সব নৃপকুল রাজা
সংসারে নৃপ জ্ঞানে সবে কৈল পূজা।
বিজুলির গতি শীঘ্র বোরাকে চড়িয়া
অকস্মাৎ নবীকুল ইমাম হইয়া।
সংসারের দর্প সব তেজিয়া তিলেকে
সপ্তস্বর্গ 'পরে গেলা নয়ান নিমিখে।
বহুবিধ রত্নহ অর্জিল সুশোভিত
যে সূর্য আপনার জুতিএ লোহিত।
মৃগ নহে অঙ্গ পূর্ণ কস্তুরী সুন্দর
নক্ষত্র-জ্ঞাতার বুদ্ধি জিনি শীঘ্রতর।
দৃষ্টি পাছে করি নিজ চরণ বাড়াএ
অলক্ষিত গতি চলে মন গম্য প্রাএ।
আপে পন্থ জ্ঞান কথ বর্গ গতি ধার
ধন্য শাহা অশ্ব ধন্য শাহা অশ্ববার।
পদ হেরি গৃহকুল জুতি'ধিক হইল
নবীকুল যারে আসি চরণ বন্দিল।
কোটি[২] 'পরে কোটি গিরি গিরির উপর
শূন্য পৃষ্ঠে আরোহণ হইলা সত্বর।
ছিদিরা পশ্চাৎ যদি গেলা মহাশএ
জিব্রিল রহিল তথা রহিলেক 'হএ'।
উত্তর ফরফে চড়ি আর্শ 'পরে গেলা
আর্শের ফিরিস্তা সব আনন্দিত হৈলা।
ষট দিক তেজিয়া হইয়া অঙ্গহীন
সমুদ্রে মিশিলে যেন কেবা পাএ চিন।

দুই ভাব খণ্ডি মাত্র রহিল একতা
নাস্তুতা খণ্ডিল যদি কথাত ব্যগ্রতা।
বিনি কর্ণে শুনিলেক বচন নিঃশব্দ
বিনি গুরু এথা এমতি হুএ শব্দ।
নির্মল রত্নকুলে পূর্ণ হৈল চিত
আহ্মি সব লাগি অংশ আনিলা কিঞ্চিৎ।
ঈশ্বরের কৃপা দানে মন পূর্ণ হৈল
দেখহ এতিম একচ্ছত্র রাজ্য পাইল।
গমন আগমন যেন হইল সত্বরে
কার গতি এক মতি করিতে না পারে।
যদ্রূপ গেলেক ফিরে আইলা হেন রীত
সঞ্চার উখতা মাত্র না হৈল খণ্ডিত।
জীব হোন্তে যার অঙ্গ সুনির্মল হুএ
তার হেন গতি যুক্ত করিতে প্রত্যএ।
এই ভাল—প্রাণ করি নিছনি তাহান
আর কহি তান চারি মিত্রের বাখান।

৬. ॥ চারি আসহাব প্রশস্তি ॥

সে চারি সমান আর নাহি ক্ষিতি তল
আতুল মহত্ত পাইলা জ্ঞান-সত্য-বল।
সেই চারি মহন্তের এক কায় প্রাণ
ভিন্ন ভাব করে মনে যে জন অজ্ঞান।
চারি রত্ন সে নর গৃহ কমল ভাগে
বিক্রকের অধিকন্ত কোন্ কার্যে লাগে।
দীনের প্রদীপ আবুবকর উসমান
সত্যশুভ রাজেশ্বর পুরুষ প্রধান।
যন্তপি আলির প্রেম দড়ভাবে চিতে
মন শূন্য নহে আর উমর পিরীতে।
ন্যায় দানে স্থির দোহো মহাপুণ্য দান
নবী পাছে এহি চারি ভুবন প্রধান।

সে চারি নিধনে নৃপ ভ্রাতৃযুগ স্থির
প্রচারিয়া কহিলাম চারির তকবির।
সেই চারি মহন্তের অনেক মহিমা
কহিতে না আঁটে প্রাণে কে কহিব সীমা।
ধন্য নবী সর্ব পয়গাম্বর অগ্রগামী
পাপকুল মুক্তি হৈতে কৃপাময় স্বামী।
গোপ্ত ভাণ্ডারের রত্ন সব মর্ম জান
কিঞ্চিত প্রকাশি মহন্তেরে দিলা জ্ঞান।
ভাল মন্দ পন্থ দেখাইলা সর্বজনে
চিন্তাযুক্ত মাত্র পাপী উম্মত কারণে।
গঞ্জা দেশেত বাস মহন্ত নিযামী
কহিছন্ত তোহ্মার উম্মত ক্ষুদ্র আহ্মি।
তোহ্মার চরণে আশা তোহ্মার যে বংশ
দরুদ সালাম হোন্তে ন হএ নির-অংশ।

৭. ।। কিতাবের আগায [উপক্রম] ।।

। জমকছন্দ।

একদিন নিশি ছিল প্রত্যুষের[১] প্রাএ
জাগি চাহে লোকে প্রভাত না পাএ।
চন্দ্র জোতে কর্পূর সমান সব ক্ষিতি
অন্ধকার ভাগ ছিল কস্তুরীর রীতি।
হাট বাট শূন্য দণ্ড জাগরণ শব্দ
স্থির হৈল নৃপদ্বারে দুমদুমির শব্দ।
ডাকোয়াল সব ছিল নিদ্রায় বেঘোর
নিশাচর সুখিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমে চোর।
সে রাত্রি নিযামী শাহা তেজি জগভাব
বুদ্ধি দেশে প্রবেশিলা মনে চিন্তি লাভ।
ভিন্নভাবে শুদ্ধ পন্থে কৈলা সচকিত
নয়ান মুদিত চিত্ত হৈল প্রকাশিত।

পাতিলা মনের ফান্দ মাথা করি হেট
ঝাঝাইতে চিত্ত-কন্নী সচক আখেট।[২]
জানুর উপরে হৈল মস্তকের স্থল
শির তার ধরণী, আকাশ পদতল।
এক অঙ্গী সুস্থ নহে শির পদ ভাগে
বুদ্ধি দেশে মন-'হয়' চালাইলা বেগে।
নিজ অঙ্গ বিসর্জিয়া হৈয়া দিব্যভাব
জীবন পর্যন্ত গেলা মনে চিন্তি লাভ।
ক্ষেণে অপঠন্ত পাঠ শিখন্ত সুবুদ্ধি
ক্ষেণে অগ্রগামী হোন্তে সব ল'ন্ত সুদ্ধি।
অন্তরে প্রবল হৈল প্রেমের আগুনি
উগ্র হৈলা যেন শূন্যে দরশি লাবণি।
[ছত্রাকার ছিল মন না হই সুস্থির]
জ্ঞান-যোগ-নিদ্রা আইল সুচারু গম্ভীর।
জ্ঞান-নবী-'আষা' হোন্তে হইলা সুধীর।
নিদ্রা মধ্যে দেখিলা যে স্বপন চরিত
এক উপবন ফুলে ফলে সুশোভিত।
সে উদ্যানে মধুর সুগন্ধি ফল নিয়া
যাহাকে দেখন্ত তাকে দে'ন্ত বিবর্তিয়া।
প্রভাতে উঠিয়া ভাবিলেন্ত নিজ মনে
জগজনে জ্ঞান পাএ আমার বচনে।
স্বপ্নে বহু মন তুষ্ট কৈলুঁ মিষ্ট ফলে
এক নব গ্রন্থ 'বাচা' জানিতে সকলে।
মনে ভাব নিমিত্ত বসিয়া কোন কাজ
রচিয়া সুচারু গ্রন্থ পূর্ণ কর কাজ।
সুললিত দিব্য শব্দে প্রকাশহো রোদ
অগ্রগামী জীব প্রতি পাঠাও দরুদ।
চিরকাল রহে যেন আপনার নাম
পূরউক পবিত্র গ্রন্থে সবা মনস্কাম।

এ শুভ মধুর ফলে পড়ে যার সাধ
বৃক্ষ আরোপ করি করৌক আশীর্বাদ।
কার কাব্য না হৌক গ্রন্থের ভিতরে
অল্প পুঞ্জি জনে মাত্র পরবিত্ত হরে।
মুঞি সে মস্তক (?) যথ পাছে শীঘ্র মতি
সব রত্ন-বিক্রেকের তুঞি সে নৃপতি।
মুঞি বিবরণ কর্ম কাল ছড়ো হয় [?]
সবে গৃহ বাস করে মুঞি সে গৃহেশ্বর।
এই চারি দেশেত রাখিলুঁ পঞ্চবন
তথাপিহ চোর হোন্তে সুস্থ নহে মন।
যদি মুঞি নিষ্ঠ আছোঁ রত্নকের সিন্ধু
কি টুটিব যদি কেহ হরে বিন্দু।
কৃপাশীল জনে অবিরত পুণ্য হএ
জগ বৃষ্টি জল আসি সমুদ্রে মিলএ।
চন্দ্রতুল্য জ্বালে যদি শতেক প্রদীপ
লঘুবৎ হএ পুনি সূর্যের সমীপ।
এক উপাম সনে[২] শাহা কহিছন্ত আর
অল্প কহোঁ গুণিগণ বুঝহ বিচার।
শুনিয়াছি একজন ছিল অল্প বুদ্ধি
এক হেম তঙ্কা পাইলা করি বহু সুদ্ধি।
শুনিল মনুষ্য মুখে আপনার কানে
ধনে ধন বন্দী হএ ধনে ধন টানে।
এথ শুনি অল্পমতি চলিলা বাজারে
ধন দিয়া ধন টানি আনিবার তরে।
বিচারিতে বণিক দোকানে আগে গেল
সুবর্ণের তঙ্কা পূর্ণ তথাতে দেখিল।
আপনার তঙ্কা গুণতে পেলিল তাহাত
তঙ্কাএ মিলিত তঙ্কা শূন্য হৈল হাত।
এক মুদ্রা বহু তঙ্কা পুঞ্জেত পেলাই
ধন্ধ হৈয়া কথক্ষণ রহিল দাণ্ডাই।

ক্ষেণ ব্যাজে কান্দি মিনতি করিয়া
কহিতে লাগিল সে বণিক সম্বোধিয়া।
বহু দুঃখ করি এহি দেশের ভিতর
এই সুবর্ণ তঙ্কা মাত্র ছিল মোর কর।
শুনিলুম লোক মুখে ধনে ধন টানে
তোর ধন পুঞ্জেত পেলিলুঁ তে কারণে।
ধনেত মিশিল ধন মুঞি হৈলুঁ শূন্য
প্রাণ দান দেও সাধু লাভে মহাপুণ্য।
হাসিয়া বণিকে বোলে শুন হতবুদ্ধি
কোন্ ছারে দিল তোরে হেন হতসুদ্ধি।
সংসারের ব্যবসা করিতে যদি জানে
একে শত না টানএ, শতে এক টানে।
বিস্তরে অল্পরে টানে অল্পে না বিস্তর
এ বুলিয়া তঙ্কা দিলা না লএ বর্বর।
মোর কাব্য রত্ন যেই হরিবারে চাএ
তাহান মহত্ত্ব নাশ হএ একথাএ।
সেই সে বচন যারে লোকে করে ভাব
বহু ডাক ছাড়ে ডাকি কিছু নাহি লাভ।
তঙ্কার রহস্য মাত্র এই লাভ মোর
সে সব সামনে মোরে না বোলএ চোর।
চোর বাটোয়ার মাত্র করে নিজ কাজ
দিবসে না করে ভাবি চারি চক্ষু লাজ।
নিখিলেসে মোর গোপ্ত-ব্যক্ত অনু ভাএ
এক দেশ হোন্তে অন্য দেশে লই যাএ।
সত্য বস্তু সাখী করে নিকলে সকলে
সুবিদ্যা যশ যথেক বিকাএ অল্প মূলে।
তবে যদি যে কিছু দোষ ব্যক্ত হএ
ইষ্ট লোক মনে তার তুষ্ট যে সংশএ।
যদি সে চোরের রবে সভা কর্ণ ফাটে
তথাপিহ কোতোয়ালে তার হস্ত কাটে।

এহি ভাল মোর কার্য মন কুতুহলে
কি উত্তম কি অধম মনুষ্য সকলে।
ভাবিয়া বুঝএ এই সংসার মাঝার
কথা সে রহিব মাত্র না রহিব আর।
আইস গুরু মোরে দেও প্রেম সুরা ভরি
যেন মোহ মুক্ত হৌক আপনা পাসরি।

৮. ।। নিযামীর স্বপ্ন ।।

জমকছন্দ/রাগ ঃ বড়ারি

আপনার গতি কথা জগতের রীত
কহিছন্ত নিযামীএ মহন্ত চরিত।
সকল কহিতে আহ্মি পুস্তক বাড়এ
জ্ঞানবন্তে অল্পে পুনি বিস্তর বুঝএ।
নিযামী তাহার শব্দে পূরিল জগত
বৃদ্ধকাল তথাপিহ যুবকের মত।
বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন মৃগপতি
আপনা শায়েরে রুবাহের রীতি।
রুবাহ নামে এক পশু সুন্দর শরীর
বন বিড়ালের প্রাএ তনু সুরুচির।
রুশ দেশে আছিল রুবাহ এক গুটি
সুবর্ণ কান্তি জিনি অঙ্গের পরিপাটি।
যে দিন বাতাস হৈত কিবা বরিষণ
গার্ত হৈতে বাহির না হৈত কদাচন।
লোম মলিনতা ভাবি আহার তেজিয়া
বিবরে থাকিত সে কুকাল কাটাইয়া।
চর্ম লাগি নিজ রক্ত পানে কাটে কাল
সকলে শরীর পালে—সেই চর্ম-পাল।
মৃত্যু উপস্থিত তার হৈল আসিয়া
চর্ম লাগি লোকে তারে মারএ বেড়িয়া।

আপনার সুন্দর লাগি তার বৈরী হএ
কুরূপ জনেরে দেখ কোনে বা মারএ।
অতি চারুরূপে নারি বিছাই বিছান
যাহা হোন্তে জান আছে উঠন নিদান।
সর্বকার্য হোন্তে 'ধিক তাত দেঅ মন
নামাজে যেমন পুণ্য উজ্বল দর্শন।
মনুষ্য হইলে আপে মনুষ্য চিনিব
সুজনেরে দিব নিত্য পিরীতি রাখিব।
মনুষ্য পাইলে শোভে রত্তনের থানে
লক্ষ লক্ষ ভূমি হেটে আছে কেবা জানে।
যে বৃক্ষের মিষ্টফল মনুষ্যে না খাএ
সহজে লেপন জান কণ্টকের প্রাএ।
পুণ্যনাম সুখ বিনু কোন্ কার্য ধন
বৃদ্ধে যেন অনুশোচে হারাই যৌবন।
যৌবন বহিয়া গেলে জীবনে কি কাম
ব'স ছাড়ি যাএ মাত্র জীবন রহে নাম।
নাড়ী সব ক্ষীণ হএ অস্থি ভিন্ন ভিন্ন
শরীরে[২] না রহে এক স্বরূপের চিহ্ন।
যৌবনের গর্ব যদি বহি গেল ভাই
মন্দভাব কদাপি না দিও কোন ঠাঁই।
উদ্যানের উজ্বলতা আছএ তাবত
বৃক্ষ পল্লবিত পুষ্প হসিত যাবত।
এইরূপ হীন হৈলে ফলে গুণের বাএ
উদ্যান তেজিয়া পক্ষী স্থানান্তরে যাএ।
উপবনে যাএ কোনে হৈলে পুষ্প হীন
হাহা বিধি যৌবন না রহে চির দিন।
কুব্জ হৈলে পিষ্ঠ আঁখি হীন জুতি
কর পদ নিবর্লী উজ্বল রব প্রতি।
বাউগতি যেই অশ্ব ধাইল ইঙ্গিতে
তিল না আগুলএ শত চাবুক মারিতে।

আনন্দ খণ্ডিয়া হইল চিন্তা ব্যাপিত
শ্যামল কস্তুরী হৈল কর্পূর সহিত।
যুবতীর উপহাস্য সমএ পুরুষ
ঘটে শূন্য হৈলে মৃত্যুদাতাবৎ রোষ।[৩]
রাগে পরিহাস্যবৎ হৈল কর্ণ মুখ
পন্থে চলিবারে ছিল বেদন সম্মুখ।[৪] ?
হেনকালে টঙ্গী তেজি গেলে কথা ভাল
না জানি কি মন্দ ভাব উপজএ কাল।
যাবতে প্রদীপ আছে সঙ্গের যে রঙ্গ
প্রদীপ বিহীনে কথা আইসএ পঙ্গ।
যুবাকালে উচিত করিতে বৃদ্ধ কাজ
বৃদ্ধকালে যুবকের কর্ম কৈলে লাজ।
বসন্তে বৃক্ষের শোভা কুসুম অনন্ত
শুকনা কাষ্ঠের মাত্র অগ্নি সে বসন্ত।
রোগজীর্ণ[৫] আপনাকে দেখি যদি খানি
তথাপিহ সুখ আশা মনে অনুমানি।
গমনের কালে মাত্র দেখিএ সমুখে
পুণ্য কর্ম বিনে আর কোন্ কার্য সুখে।
তবে মৃত্যু আগে সব ভাবিতে উচিত
আপনার নাম যেন রহে পৃথিম্বিত।
পড়ি গুনি জানি শুনি যদি পাএ জ্ঞান
জ্ঞানের স্মরণে মাত্র মাগিব কল্যাণ।
নহে আহ্মি হেন কথ শুতিছে ভূমিত
কোনে বা কারে করে স্মরণ কিঞ্চিত।
যদি মোর গুণ-সাধ আইসে কদাচন
অবশ্য মনেতে ভাবি করিও স্মরণ।
গাছা সে তৃণ তরু খণ্ড খণ্ড করে
অবশ্য এসব কুশল আছএ সভারে। ?
বরষিলে আঁখি জল ভূমে থাকি দূর
স্বর্গে' থাকি তোহ্মা 'পরে বরষিব নূর।

পবিত্র তনয় জীব স্মরণ করিয়া
যদি মোর গোর তুহ্মি পরশ আসিয়া।
যেই বাঞ্ছা মাগ তুহ্মি নিরঞ্জন স্থানে
আহ্মি না শুনিব আহ্মি সিদ্ধির কারণে।
দরুদ ভেজিলে তুহ্মি আহ্মিও ভেজিব
তুহ্মি আইলে, স্বর্গ হোন্তে আমিও আসিব।
তোহ্মা সম সজীবে নিশ্চিতে আছি আহ্মি
আহ্মি প্রাণে আসিব সজীবে আইলে তুহ্মি।
আপনা সমাজ ভিন্ন না ভাবিও মোরে
তুহ্মি আহ্মা না দেখ দেখি আহ্মি তোরে।
এ সবে নিদ্রিত হোন্তে মুখ না বান্ধিও
যে সবে শুতিছে তারে স্মরণ করিও।
এ সংসারের সুরা-কটোরী পেলিয়া
নিযামীর গোরে যাহ হরষিত হৈয়া।
অন্য না ভাবিও গুণী সাধু সুচরিত
প্রেম-মদে জ্ঞানে চিত্ত সতত পূর্ণিত।
সেই মদ হোন্তে জান বুদ্ধি সুদ্ধি সার
সেই বিমর্সন্ত হিত সভা পূর্ণকার।
নিযামীএ পাইছে সুরা ঈশ্বরের দান
নাশিয়া অন্যথা ভাব হৈতে দিব্য জ্ঞান।
ঈশ্বর শপথ করি কহন্ত নিযামী
কভু যদি এহি সুরা চাহি থাকি আহ্মি।
যদি মুঞি সুরা ভাক্ষিয়াছম কদাচিত
ঈশ্বর হালাল হোক হারাম দুরিত।
আইস গুরু দেও মোরে সুরা অতি ভাল
নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল।

৯ ।। তত্ত্বকথা ।।

।জমকছন্দ।

যাবত না হৈছে মন মহন্ত চরিত
মহন্ত স্থানেত বৈসন অনুচিত।
যদি তোর আছএ মহত্ত্ব পাইতে মন
স্মরিয়া মহন্ত জন বুলিও বচন।
যদি কেহ না পুছএ না কহিও কথা
নিঃস্বার্থে বচন না পেলিও যথাতথা।
অন্ধ আগে প্রদীপ জ্বালিলে কিবা হএ
মন বিনু চক্ষে কিবা প্রদীপ দেখএ।
তেন কহ যেন লোকে শুনে অনুরাগে
নহে আন জন বাক্য কোন্ কাজে লাগে।
ভক্ষ্য নিদ্রা আরতি সতত যার মনে
জ্ঞান সকল মূল্য জানিবা কেমনে।
বহু মূল্য রত্ন যথ আছে পৃথিম্বিত
প্রকাশ উদিত মাত্র সুর বিদিত।
এহি লাগি ধন পাশে থাকএ জাগর
যেন বিশ্ব যত্তনে পরশে কার কর।
মিষ্ট ফল-বৃক্ষ যদি উঞ্চল না হইত
প্রতি বালকের হস্তে লাঞ্ছনা পাইত।
কার চিন্তা দেখিয়া জ্বালাত বীর্য প্রাএ
সেই অগ্নি হোন্তে পাছে অঙ্গ পোড়া যাএ।
সিন্ধু প্রায় শত্রু জনে দোষ ধুই নাশ
দর্পণের প্রায় কার দোষ না প্রকাশ।
গৃহকার কর মাত্র ধন রত্ন দান
যদি ফিরি দেএ তাহে নহ ক্রোধমান।
যেবা না বেচহ করি গুণহ প্রত্যেক
সূর্যসম জ্ঞান তুঞি আর্শ হএ এক।
সেই কথা পাছে কহ বিচারিয়া কাজ।
সার চক্ষে কহিতে না পাও যেন লাজ।

মন্দভাব-জনেরেহ মন্দ না জুয়াএ
যার যেই মতি অনুরূপ ফল পাএ।
সভারে উত্তম বোল এই মোর নীত
গর্বকারী সঙ্গে মাত্র গর্ব যথোচিত।
এই সংসারেত নৃপকুলে কৈল যত্ন
কার ঠাঁই আছে মুঞি হেন দিব্য রত্ন।
উদ্যানেত সুগন্ধ সুরঙ্গ যথ ফুলে
কে দেখিছে মুঞি হেন সুস্বর বোল বোলে।
প্রতি কার্য হোন্তে এক গ্রন্থ পেখিলুঁ
প্রতিবাক্যে লোক প্রতি জ্ঞান জন্মাইলুঁ।
সর্করা মুখেত দিতে পরিহাস লক্ষে
গোলাপ চিন্তিতে পার ভাবকের চক্ষে।
প্রথম কার্যেত যারে পশ্চাতে হাসাম
বুদ্ধি অনুরূপে বিধি দিছে নানা কাম।
বিধি বশে সর্করা আছএ মোর চিতে
যুগ দ্বার বান্ধি পারেঁ। সভা হাসাতে।
তবে কি মোহোর যুগ বৃক্ষ প্রবলিত ?
যদি নাড়া মূল হৈব শিখিব চরিত। ?
নিজ রক্ত পানে উপবাসে কাট কাল ?
নবদ্বার উপস্থিত হোন্তে সেই ভাল।
সংসারের প্রেম হোন্তে ফিরাইয়া মুখ
আপনে আপনা পাইলুঁ এহি মহা সুখ।
কার কৃপা হোন্তে আর না মিলএ ভক্ষ্য
ভক্ষ্যদাতা এক স্বামী সে মাত্র লক্ষ্য।
তার আজ্ঞা পালনে সতত মোর যত্ন
অব বুলি পতিগৃহ কেড়ে দেও রত্ন।

স্থল মোর এথা আছে মন মোর বাহ্যে
ভক্ষ্য-নিদ্রা-খেলা হোন্তে রহে অন্য কার্যে।
অন্য নারী নহে অগ্নিধারী মোর মাতৃ
মরিয়ম প্রায় অকুমারী পুত্রবতী।

বহু দুঃখে বুদ্ধি পন্থে কাব্য নিঃসরএ
কাব্যবাণী যোগ্য পুনি সকল না হএ।
ধরএ আঞ্জির নাম অন্য ফল কুল ?
সকল বিধবা নহে জোবেদা[২] সমতুল।
হিন্দুস্তান দেশে দুই হিন্দু নিকলিব
একজন চোর এক রক্ষক হইব।
মোর ভকতেরে হেন কৈলুঁ শুদ্ধ রীত
কদাপিহ না হৈব মৃত্তিকা মিশ্রিত।
চিরলার ছত্র গৃহ বালুভুলো 'পরে ?
সুকর্মাএ মাত্র শোভাযুক্ত কর্ম করে।
সুর না থাকিলে গাহে যে জন অগুণ
সুস্বর গীতের আদর সবে করে জান।
ভাল মন্দ যেই আছে কর্মের অন্তরে
লিখকে পাঠকে তারে এড়িতে না পারে।
মোহোর সুরস কাব্য সর্বচিত্তে ভাএ
গুণিগণ মনে লাগে মুক্তা বৃষ্টি প্রাএ।
মিথ্যা ব্যথা কাব্য না হএ কদাচিত
সকল কিতাব হোন্তে শোভা সুললিত।
শাহানামা মধ্যে সিদ্ধ একহি আছন্ত
সর্ব নৃপ কথাএ পূর্ণিত সেই গ্রন্থ।
শাহা সিকান্দর জোলকর্ণ যথ কথা
বহু কাব্য হএ হেতু না কহিল কথা।
যে কিছু লাগিল মনে সেই সে কহিলা
গুরুয়া গ্রন্থন হেতু শঙ্কিতে রচিলা।
মিত্রকুল লাগি থুইল কিঞ্চিত কিঞ্চিত
মিষ্ট দ্রব্য একসর ভক্ষণ অনুচিত।
নিযামীএ যথ পাইল আন-বেঁধা মুক্তা
নিজ তরু যুক্ত তারে কৈল শোভা যুক্তা।

গ্রন্থী কুলে তোহ্মারে করিল সভা নাম
নবীন হৈল যথ আছিল পুরান।
আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরঙ্গমা
যাহে অগ্নি নাশি মন সুখে নাহি সীমা।

১০. ।। খোয়াজ খিজির কর্তৃক নিযামীকে উপদেশ দান ।।

শ্রীযুত নিযামী শাহা পুরুষ মহন্ত
কিতাব রচিতে যদি মনে করিলেন্ত।
খোয়াজ খিজির নবী আসিয়া তাহানে
পাঠ দিলা এহি গ্রন্থ রচিবার মনে।
মোর কটোরার বিন্দু চাহিয়াছ তুহ্মি।
রচহ কিতাব শীঘ্রে তুষ্ট হৈলুঁ আহ্মি।
কাব্য হোন্তে হৈবা তুহ্মি জগ প্রতিষ্ঠিত
তোর কথাএ জোড় না হৈব কদাচিত।
অন্য কার বচন না কহিও কথাএ
এক মুক্তা দুই রন্ধ্র করণ না যাএ।
অকুমারীর মনে যেমন[১] শক্তি ধার
প্রতি বিধবার অঙ্গে না পরশে মার।
কোন চিন্তা না করিও কার্য অনুক্রমে
কিন্তু যত্ন হোন্তে রত্ন পাএ পরিশ্রমে।
যত্নে রত্ন পাএ যত্নে সর্ব সিদ্ধি করে
বিনে বারি শম্বুকে রত্ন গঠিতে না পারে।
নগ ভূমি শুনিতে রাখিলা কর ধরে
বাক্য কুমারীরে দেয় সর্ব বাউ পরে।
তুহ্মি হৈলা সিকান্দরী খালের খোদক
সিকান্দর আপে হৈব সে রত্ন পোষক।[২]
খোয়াজের বাক্য যদি কর্ণ গোচর হৈল
অধিকে অধিক বুদ্ধি উঝলতা হৈল।
তথাপিহ বিচারিলা নিদ্রা জাগরণে
সে ছন্দের ভাব প্রকাশিল সর্বস্থানে।

ছোট নৃপ নহে সেই রাজ রাজেশ্বর
উঞ্চ তাজ শিরে হস্তে যে খড়্গধর।
কথ লোকে তাহানে করিল পাটেশ্বর
পৃথিবী পালেন সুলতান সিকান্দর।
কথ লোকে কহিলেক মহিমা অসীম
সর্ব শাস্ত্রে বিদ্যামন্ত শ্রীমন্ত হাকিম।
কথ লোকে দেখিয়া পবিত্র দ্বীনদারী
কবুল করিল তানে পয়গাম্বর করি।
মুঞি তিন মতে ভাবি প্রকৃত মহন্ত
রোপিলুঁ মধুর বৃক্ষ অতি ফলমন্ত।
একে একে সর্ব কথা কহিমু সুন্দর
নিরঞ্জনে তাহানে করিছে পয়গাম্বর।
ভিন্নে ভিন্নে তিন মুক্তা বিন্ধিতে উত্তম
এক এক প্রতি হৈল বহু পরিশ্রম।
এই সুমহন্তে দিয়া আছে শোভা ভাল
তান নাম মহিমা কহিমু চিরকাল।
অগ্নি পানি না নাশিব না উড়াইব বাএ
যার নাম হোন্তে রহে সতত চিরাএ।
স্থাপিলুঁ তাহান শির চন্দ্র সূর্য স্থান
অবশ্য তা হোন্তে মোর হৈব কল্যাণ।
উঝল তপন হোন্তে আগে পাএ জুতি
উঝলতা দিতে নাহি হায় আর শকতি।
এমত মহন্ত গ্রন্থ রচিলুঁ কমল
যার পাঠে হএ মন-নয়ান উঝল।
মিত্রমনে উঝলতা হোক ভরিপূর
শত্রু বাক্য সন্ধ [বাণ] হোক তাহা হোন্তে দূর।
যদি বা সুস্বাদ যন্ত্র বাজে সুললিত
শত্রু হস্তে হএ কর্ণ শেলের চরিত।
মুঞি আছম এহি গ্রন্থ বাহির অন্তরে
যে আদর করে তারে রাখিমু আদরে।

পাঠক সবের মনে হোক আনন্দ
শুভ গ্রহ হোক যে পড়এ গ্রন্থ ছন্দ।
জ্ঞানহীন জনমন সুমতি পড়ুক
চিন্তাকুল জনমনে নিচিন্তা হোক।
দুঃখীজন মনে হৈব সুখ উপশম
সঙ্কট যাহার কার্য হোক সুসম।
যে জনে পড়িতে নারে মোরে করে ভক্তি
ঈশ্বরে তাহারে দেউক পড়িবারে শক্তি।
নৈরাশে ধরে গ্রন্থ আশা হোক পূর
সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল 'সোকুর'।
আইস গুরু রক্তিম-বরণী কর দান
আপনা পাসরি যেন হএ মিত্রজ্ঞান।
নিযামী গঞ্জাবী শাহা কবি-নৃপ ধীর
কহিছন্ত মহিমা আপনা নৃপতির।
সে সব কহিলে মাত্র নাহি প্রয়োজন
আপনা ঈশ্বর মহিমাএ তুষ্ট মন।
তেকারণে সে সব বচন তেয়াগিয়া
আপনা নৃপতি গুণ কহম বিচারিয়া।

১১. ॥ রোসাঙ্গ-রাজস্তুতি ॥

। দীর্ঘছন্দ/রাগঃ কামোদ।

সুচারু রোসাঙ্গ স্থান নানা ভাতি শোভমান
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম নরপতি
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রতধর্মে[১] সুচরিত
খলনাশ দুঃখিতের গতি।
হেম রত্ন বিরাজিত গৃহ অতি সুশোভিত
শুদ্ধ সুবর্ণের দিব্যপাট
যেহেন অরুণ মেলে প্রবাল[২] ঝলমলে
পরিপূর্ণ তাহার যে ছাট।

ফটিক পাষাণ স্তম্ভ নানা ভাতি চিত্রারম্ভ
মণি-মুক্তা করে ঝলমল
ছোট মহী শুভ ভাল সুপবিত্র কাচ ডাল ?
দেখি লোকে নয়ান সাফল।

ছত্রধারী জনে জন মহাসত্ত পাত্রগণ
মণি মুক্তা কাঞ্চন ভূষিত
পরিলা মোহন বসন বৈসে সভাসদগণ
যেন শক্র ত্রিদশ বিজিত।

হস্তীযূথ মেঘঘটা ছত্র পাট ত্রিজগ ছটা
গুঞ্জরিত মেঘ গরজন
বজ্রপাত চীর করে দশন কুলিশ ধরে
ময়গণে সদাএ বরিষণ।

অশ্বজাত নানা জাতি পবন জিনিয়া গতি
হেমরত্নে 'জীন' সুশোভিত
রজত কাঁচুলী মুখে অশ্ববর ইচ্ছাসুখে
গিরি বনে ধাএ অলক্ষিত।

পয়দল সংখ্যাহীন নানা জাতি ভিন্ন ভিন
নানা বিধি অস্ত্রে সুচকিত
শ্যামল শরীর সব দেখি শক্র পরাভব
শিরে 'পরে রাজ নিয়োজিত।

অসংখ্য নৌকাপাঁতি নানা জাতি নানা ভাতি
সুচিত্র বিচিত্র বাহএ
ঝরোকা শ্রীপাট নেত লাঠিত চামর যুত
সমুদ্র পূর্ণিত নৌকামএ।

আচ্ছাদন দিব্য বস্ত্রে অগ্নি আদি নানা অস্ত্রে
সম্পূর্ণ সুরূপ ভয়ঙ্কর
যথ অশ্ববারে সাজে উড়িয়া না পাএ বাজে
বেগবন্ত জিনি দিব্যশর।

যথ নৌকা দণ্ডলগ্ন বৈরীদল পেখি মগ্ন
ইঙ্গিতে হস্তে নিষেধএ

'তুহ্মি সব রহ এথা নৃপ রিপুকুল যথা,
একসর মুঞি করেঁা ক্ষএ।'
সৈন্যদল কোলাহল দুন্দুভি[১] গর্জন রোল
বৈরীকুল শব্দে দেহ ভঙ্গ
ত্রাসেত পাতাল পুর মহাজল জন্তু পড়
সিন্ধু পুনি উথলে তরঙ্গ।
চতুরঙ্গ অধিকারী ন্যায়-স্বর্গ অধিকারী
নষ্ট-দুষ্ট-কূট বিনাশক
নষ্টানিষ্ট ইষ্টপাল অন্যায় বিপক্ষ কাল
ভুজবলে পৃথিবী পালক।
দর্প কর্ম্ম অণুরক্ত অতি দেব গুরু ভক্ত
দানে রত্তন বরিষে
মহা উঞ্চ ছত্রধারী বাল্যাবধি পুণ্যকারী
জ্ঞান বাক্যে সতত হরিষে।
দিয়া পুষ্কর্ণী সেতু-আদি যথ পুণ্য হেতু
চলে নর রঙ্গ সুগঠিত
জ্ঞানে বুদ্ধ, কুরু মানে বৃহস্পতি সম দানে
প্রজা পালে শ্রীরামহ রীত।
হরিচন্দ্র পাণ্ডুপতি জিনি সত্যবন্ত অতি
উপকারে বিক্রমাদিত্য
যুবাকালে বৃদ্ধকাম অন্তে মুক্তি আত্মে[৩] নাম
হেন নৃপ ক্ষিতি প্রতিষ্ঠিত।
মহাচক্রবর্ত্তী রাজা নৃপকুলে করে পূজা
সাগর অবধি যার সীমা।
ডিঙ্গা জঙ্গে শত শতে আইসে নানা দেশ হোন্তে
শুনি নৃপ আতুল মহিমা
নানা দেশ রায়বার স্তব করে ক্ষাত্র দ্বার
নিত্য বিধি-লক্ষ্যে ভজমান
না পোষে কুলোক মায়া[৪] দেব মনে নৃপ মায়া
তেকারণে সর্ব্বত্রে কল্যাণ।

আর যথ সুমহিমা কহিতে নাহিক সীমা
লোক আশীর্বাদে সব সিদ্ধি
মোহোর মনের সাধ নৃপতির আশীর্বাদ
আশা পূর্ণ করউক বিধি।
চন্দন-চন্দ্রিমাযশ আর অধিক শ্বাস
শতবিংশ হৌক দীর্ঘ আউ
শত্রুনাশ বিঘ্নদূর কীর্তি মহীতল পূর
যথদিন আছে জল বাউ।
রূপে জিনি পুষ্পশর গুণে সিন্ধু রত্নাকর
রসিক নাগর সদাচার
কহে হীন আলাউলে রূপে গুণে ক্ষিতি তলে
মোর নৃপসম নাহি আর।

১২· ॥ রোসাঙ্গ রাজের অভিষেক ॥

। জমকছন্দ ।

হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব
মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য।
রোসাঙ্গ দেশে আছন্ত যথ মুসলমান
মহাপাত্র মজলিস সবার প্রধান।
মজলিস পাত্রের মহত্ত্ব শুন এবে
নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে।
যুবরাজে আইসে যবে পাটে বসিবারে
দাণ্ডাই পূরব মুখে তক্তের বাহিরে।
মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সমুখে দাণ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর
না করিবা ছলবল লোকের উপর।
শাস্ত্র-নীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত
নিবলীরে বল না করৌক বলবন্ত।
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্য ধর্মবন্ত
সুজনেরে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত।

ক্ষেমা ধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা ।
আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি ।
প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ ।
['ঙ' পুথির ১৩ম পত্রটি না থাকায়. এ অংশটি অসমাপ্ত]

১৩. ।। কবির আত্মকথা ।।

পয়ার/রাগ ঃ ভৈরবী

এবে অবধান কর গুণী মহামতি
আপনা বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপতি ।
গৌড় মধ্যে মুলুক[১] ফতেয়াবাদ ভূম
বৈসে সাধু সৎলোক দেশ[২] মনোরম ।
অনেক দানেশ বান্দা[৩] খলিফা সুজান
বহুল আলিম গুরু আছে সেই স্থান ।
হিন্দু কুলে মহা সভা আছে ভট্টাচার্য
ভাগীরথী গঙ্গা ধারা বহে মধ্যরাজ্য ।
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়
মুঞি ক্ষুদ্র মতি তান অমাত্য তনয় ।
কার্য হেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম লেখা
দুষ্ট হার্মাদের সঙ্গে হই গেল দেখা ।
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ ।
না পাইলুঁ সইদ[৪] পদ আছে আউশেষ[৫]
রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ ।
রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত
তালিব এলম[৬] বুলি আদর করন্ত ।
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর ।

পাঠ[৭] গীত-সঙ্গীত শিখাইলুঁ বহুতর।
বহুত মহন্ত লোকে কৈল গুরুভাব
সকলের কৃপা হোন্তে ছিল[৮] বহুলাভ।
মোর কাব্য[৯] এথা প্রকাশিল সব ঠামে
বহুগ্রন্থ[১০] রচিলুঁ মহন্ত সব নামে।
এহি মতে সুখে গোঁয়াইলুঁ কথ কাল
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল।
শাহা সুজা রোসাঙ্গে আইলা দৈবগতি
হতবুদ্ধি পাত্র সবে দিল হতমতি।
আপনার দোষ হোন্তে পাইল প্রমাদ[১১]
এক পাপী আহ্মারেহ[১২] দিল মিথ্যাবাদ।
কারাঘরে পৈলুঁ আহ্মি না পাই বিচার
যথ ইতি বসতি হৈল ছারখার।
শালাসনে[১৩] মৈল যেই দিল অপবাদ
অস্থানে[১৪] পড়িলুঁ বহু পাই[১৫] অবসাদ।
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পর বশ।[১৬]
গুণ হেতু মহাজনে করন্ত আদর
ভিক্ষা করি দেএ দারা নিজ রাজকর।[১৭]
সৈয়দ মসউদ শাহা[১৮] রোসাঙ্গের কাজী
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হৈল রাজি।
দয়াল চরিত পীর আতুল মহত্ত্ব
কৃপা করি দিলেক কাদেরী খিলাফত।[১৯]
যদ্যপিহ সত্য আহ্মি লই এহি ভার
পরশ পরশে তাম্র হএ হেমাকার।
কলঙ্ক উঝল চন্দ্র তিমির নাশএ[২০]
কলঙ্কিণী কারাগারে সত্য উপজএ।
আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক।[২১]

এহি মতে দশ বৎসর গঞ্জি গেল[২২]
পুনরপি ভাগ্য রঙ্গ[২৩] প্রকাশিত ভেল।
শ্রীমন্ত নবরাজ[২৪] আতুল মহত্ত্ব
মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য।[২৫]
মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ
সাদরে আনিয়া আহ্মা কৈল সভাসদ।[২৬]
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর
তান দানে সু-সমে শোধম রাজ কর।
বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনু ভাএ[২৭]
একদিন মজলিস করি মেহমানি
মহা মহা মুসলমান ভুঞ্জাইল[২৮] আনি।
ষট রসে ভুঞ্জাইলা নানা পাকোয়ান[২৯]
চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ বিধান।[৩০]
চন্দন কস্তুরী আদি গোলাপ সুগন্ধ
কর্পূর তাম্বুলে সভা হইল আনন্দ।
বাদ্য[৩১] কবিলাস আদি যন্ত্র সুললিত
কেহ কেহ মধুর সুস্বরে গাহে গীত।
মজলিসে সকলে করন্ত আশীর্বাদ
বিধি পুরাউক তোহ্মা মনে যেই সাধ।
আনন্দের স্থল মাত্র তোহ্মার সমীপ
মুসলমানি দ্বীনে তুহ্মি উজ্জ্বল প্রদীপ।
মসজিদ পুষ্করণী আদি কৈলা পুণ্য কাম-
স্বদেশ বিদেশ পূর্ণ তোহ্মা কৃতি নাম।
সুজনে বাড়াএ[৩৪] বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য
অন্তে যার নাম কৃতি রহে সেই ধন্য।[৩৫]
শুনি মজলিস বাক্য বুলিলা রসাল
মসজিদ পুষ্করণী রহিবে কথকাল।
পূর্ব কালে মহন্তে করিছে নানা কাম

সার মাত্র কেতাবে গ্রথন আছে নাম ।[৩৬]
মসজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে
গ্রন্থ কথা যথা তথা উক্তিভাবে[৩৭] কহে ।
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হএ মন
নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন ।
মূর্খ হয় সুপণ্ডিত, শুনি পাএ জ্ঞান
গ্রন্থ সম মহিমা কথাতে আছে আন ।
প্রলয় অবধি রহে শুভ কৃতি[৩৮] যশ
নামের মহিমা বাক্য সবে করে বশ ।
হীন জাতি নানা দুঃখে উপার্জিয়া মাল
মসজিদ পুকর্ণী দেয় কথেক বাঙ্গাল ।[৩৯]
সুমহন্তে বিনু গ্রন্থে জ্ঞান উপার্জএ[৪০]
স্বদেশে বিদেশে লোকে কৃতি গুণ গাএ ।
এথ ভাবি আহ্মা প্রতি করিল আদেশ
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্তনে বিশেষ ।
তবে আহ্মি মনেতে ভাবিয়া কৈল সার
'সিকান্দর নামা' সম গ্রন্থ নাহি আর ।
সভা শোভাযুক্ত[৪১] কথা তথোধিক
আলিম সবের মনে অমূল্য মাণিক ।
মুছাফেত ইঙ্গিতে কহিছে নিরঞ্জন
বহুল বাড়িছে[৪২] কথা অর্থ বিচারণ ।
নিযামীর ঘোর বাক্য বুঝন কর্কশ
ভাঙ্গিয়া কহিলে তাহে আছে বহু রস ।
আহ্মার বচনে মজলিস মহাশএ
রচিবারে আজ্ঞা দিল সরস[৪৩] হৃদএ ।
তবে আহ্মি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধ কাল
বিশেষ যে রাজ দায় অধিক জঞ্জাল ।
নিরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি
তাহা শুনি মজলিস দয়া কৈল অতি ।

ভক্ষ্য বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া
আর নানা বিধি দানে মন সন্তোষিয়া ।[৪৪]
স্থির করি আহ্মারে করিলা অঙ্গীকার
ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ [৪৫] রচিতে পয়ার ।
সমুদ্র-সাঞ্চর সম গ্রন্থের গ্রন্থন
বিশেষ ফারসী ভাষের বয়েত ভাঙ্গন ।
মহন্ত নিযামী পদ [৪৬] ইঙ্গিত আকার
বিশেষত পঞ্চ ভাষ কিতাব মাঝার ।
আরবী ফারসী আন্ত নস্‌রানী ইহুদী
পাহ্‌লবী সঙ্গে পঞ্চ ভাষের অবধি ।
আহ্মি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য
কেবল শ্রীমন্ত মজলিস ভাগ-লক্ষ্য ।[৪৭]
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বর কৃপা অতি
লঙ্ঘিতে তাহান আজ্ঞা কি মোর শকতি ।
শাস্ত্রে কহে অন্নদাতা ভয়ত্রাতা বাপ[৪৮]
না ধরিলে তার বাক্য ঘোরতর [৪৯] পাপ ।
তেকারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকার
গুরুক স্মরিয়া কৈলুঁ সমুদ্র সাঞ্চার ।[৫০]
গুরু সে পরম বন্ধু গুরু কার্য মূল
ঈশ্বর সদয় গুরু কৃপা হোন্তে কুল ।
মজলিস নবরাজ গুণের সম্পদ
বাক্য রসে সুকুশল মহা বিদগধ ।
আয়ু যশ বৃদ্ধি হোক সতত কল্যাণ
তাহান আরতি হীন আলাউলে ভান ।

১৪ । কাহিনী সার ।
জমকছন্দ/রাগ : সুহি

এবে পুস্তকের সূত্র[১] শুন গুণবন্ত
যেন মতে কহিছন্ত নিযামী মহন্ত ।
সর্ব জগপতি ছিল শাহা সিকান্দর

চারি খুট সংসারে ভ্রমিল নিরন্তর।
চতুর্দিকে জগত দেখিলা ঠামে ঠাম
বহু ছন্দে বান্ধিয়া রাখিলা নিজ নাম।
যেই যেই রাজ্য মারি নিজ বশ কৈলা
যে দেশের সেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।
সবে মাত্র খণ্ডাইলা কাফেরের নীতি
জল স্থল মূল[২] আদি ছিল যথ ইতি।
প্রথমে মারিল 'সিক্কা' রুম দেশান্তরে
সুবর্ণ রঞ্জিত কৈলা রজত উপরে।
বুদ্ধির কিতাব যথ ফারসী[৩] আছিল
ইউনানীর ভাষে তারে সুশোভিত কৈল।
অন্ধকারে জ্যোতি দিয়া জন্মাইল দর্পণ
সেই হোন্তে সবে হেরে আপনা বদন।
নিজ বলে প্রথমে মারিল জঙ্গীরাজ
মহা নৃপ দারা হোন্তে লৈলা তক্ত তাজ।[৪]
রুশি পরআসি [ফরাসী ?] হিন্দু আর করি বল[৫]
ধুইয়া করিল জগ অধিক উজ্জ্বল।
দর্প শুনি চীন নৃপ মানিলেক কর
অনায়াসে হইলেক কায়ানী পাটেশ্বর।
রুম দেশ নৃপতি হইলা অব্দ বিশে[৬]
পয়গাম্বরী পাইলেক বৎসর সাতাইশে।[৭]
যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গাম্বরী
সেই হোন্তে লিখএ তারিখ সিকান্দরী।
যদি হৈলা আপনে লোকের আজ্ঞা[৮] দাতা
সর্বত্র বিজয় তানে[৯] দিলেক বিধাতা।
দ্বীন-খুটি[১০] লাগি সাক্ষী কথ বহুতর।
ক্ষিতি 'পরে এমারত কৈলা বহুতর।[১১]
রুমের অবধি লই হিন্দুস্থান হানে[১২]
বহুবিধ শহর বৈসাইল স্থানে স্থানে।

সমরখন্দ বৈসাইল নানা দেশ আর
তান উপদেশে হৈল চশম বোলগার।[১৩]
সীমা[১৪] হোন্তে 'এয়াজুজ' বাহির করিলা
পর্বতে পর্বতে মহা চঙ্গ আরোপিলা।
এথ 'ধিক সংসারে করিলা বহুকাম
নানা ভাতি প্রকাশিল[১৫] সিকান্দর নাম।
সংসারের কর্ম যথ আছিল সঙ্কট
চৌদিকে 'অম্ভুত'[১৬] কথা করিল প্রকট।
স্বর্গের চরিত্র যথ আদি মুকিজম[১৭] ?
নানা ভাতি প্রকাশিল সকলের নাম।
উত্তরের কুতুপে রুপিল[১৮] এক খুটি
দক্ষিণের অন্তরে চাপিল এক গুটি।[১৯]
এক দড়ি হোন্তে কৈলা নির্ণয় সমস্ত
এক শির উদয়ে দোসর শির অস্ত।[২০]
ভূমিগম্য উদয়-অস্ত যথেক ভ্রমিল
বলের নির্ণয়[২১] করি সমস্ত মাপিল।
জল পন্থে গেল যথ বহিত্রেত চড়ি
সমস্ত মাপিল ভূমিত দিয়া দড়ি।
দুই ডিঙ্গা এক দড়ি বান্ধিয়া সমভাগে
এক পাছে নঙ্গরএ এক যাএ আগে।
দড়ি সব সাঙ্গ হৈলে নঙ্গর করএ
পাছের বহিত্র পুনি সমুখে চলএ।
মৃত্তিকা সদৃশ কৈল সমস্ত নির্ণএ[২২]
অদ্যাপিহ সে নিয়মে বহিত্র চলএ।
যেই স্থানে তার 'হয়' পদ পরশিল
অরণ্য পর্বত সব বসতি হইল।
তাহার সঙ্গতি জন রহিছে স্থানে স্থানে
নানা জাতি হইয়াছে পর্বত কাননে।
এহি মতে নানা কর্ম কৈল ঠামে ঠাম।
মৃত্যু হোন্তে রক্ষা না করিল কোন কাম।

আর যথ অদ্ভুত কর্ম করিল যথ
প্রত্যয় না হৈব বুলি না কহিলুঁ তথ।
সেই ভাল যেই পাঠ করি[২৩] লাগে সুখ
বহু বাক্য বৃথা ভাবে মনে লাগে দুখ।
তেন কহ যেন[২৪] নহে অধিক সংশএ
বুধ জনে মনে ভাবি প্রত্যয় করএ।
মজলিস নবরাজ গুণের নিদান
কাব্য রসগুণ বাক্য সতত অবধান।[২৫]
সর্ব বিঘ্ন[২৬] নাশ হৌক শতবিংশ আউ
কৃতি রহে মহীপূর্ণ যবে জল বাউ।
শ্রীমন্ত নিযামী পদে করিয়া ভকতি
পুথি সূত্র কহে আলাউল হীন মতি।[২৭]
ধীর ধর আলয়ে গেল সব মিত
বিষাদ কণ্টক গেল আছে বিষাদিত।[২৮]
শাহা সিকান্দর গেল সপ্ত দ্বীপ পতি
কেহ না রহিব সকলের এই গতি।
নিযামীর আদি গ্রন্থ মখজনুল আসরার
ঈশ্বরের চিত্র গুপ্ত[২৯] কথার ভাণ্ডার।
খুসরু-শিঁরি কথা দুয়জ কিতাব
লাএলী মজনু তিন এশ্‌ক পরস্তাব।
চতুর্থেত হপ্ত পয়কর অনুপাম
পঞ্চমে রহিল এই সিকান্দর নাম।
এহি পঞ্চ কিতাব 'খম্‌ছ' ধরে নাম
সিকান্দর কথা এবে শুন গুণ ধাম।
[ধন্য মজলিস নবরাজ মহামতি[৩০]
তাঁর নাম রহে সিকান্দর সংহতি।]

১৫০ ॥ সিকান্দরের জন্ম বৃত্তান্ত ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ ভাটিয়াল

রুম দেশে মহানৃপ নামে ফয়লকুচ
তান আজ্ঞা পালি' ছিল যথ রুম রুচ।
ইউনান ভূমেতে ছিল বসতি তাঁহার
'মকদুনি' দেশে ছিল এক পাটোয়ার।
'এসহাক' নবীর আছিল ভ্রাতৃসুত
মহাবুদ্ধি দয়াশীল[১] বহু গুণ যুত।
হেন মতে সুকর্মএ পালিল সর্ব দেশ
ব্যাঘ্র গলে পুচ্ছ আরোপিয়া চলে মেষ।[২]
নাশিল অন্যায় মূল যথ ছিল গুণ
দারা হেন মহানৃপ করিলা পিষুণ।
বলবন্ত ছিল দারা সবার উপর
ফয়লকুচ স্থানে মাগি পাঠাইল কর।
রুমের নৃপতি ছিল অতি শুদ্ধ ভাব
পিরীতি চাহিল দ্বন্দ্বে না বাসিল লাভ।
পাঠাইয়া দিলা বহু দিব্য[৩] রত্ন ধন
দেখি দারা নৃপতির তুষ্ট হৈল মন।
উঞ্চ ভাগ্যবন্ত সঙ্গে আঁটে কোন্ জন
বুদ্ধিমন্ত জনে শান্ত করে হুতাশন।
সিকান্দর যদি সর্ব-বিজয় হইল
দারা আদি ধন জন এক না এড়িল।
সিকান্দর কথা লোকে ভাতি ভাতি কহে
জ্ঞানবন্ত জন মনে সর্ব কথা রহে।
কেহো কহে শুদ্ধভাবে এক সতী নারী
প্রসবের দিবস বিপত্তি হৈল ভারী।
গৃহপতি সনে দৈবে করাই বিচ্ছেদ
প্রান্তরে প্রসবি শিশু হইল প্রাণ ছেদ।[৪]
মৃত্যুকালে পুত্র লাগি ব্যাপিত চিন্তাএ।

কোন পুষিবেক কিবা[৫] কোন জন্তু খাএ।
না জানি তাহারে প্রভু কি সম্পদ দিব
সভার উপরে উঞ্চ ছত্রপতি হৈব।
নৈরাশ হইল শিশু মায়ের মরণে
নিরাশের আশে তারে সঁপিল সুস্থানে।
ফয়লকুচ নৃপ কৈলা আহেরে গমন
দৈব যোগে হৈল তাত অপূর্ব দর্শন।
দেখে এক মৃত নারী ধরণী শয়ন
মদন নিন্দিত[৬] শিশু আছে সজীবন।
নিজ বৃদ্ধাঙ্গুল চোষে নাড়ে হস্ত পাও
দেখিয়া অপূর্ব[৭] নৃপ পুলকিত গাও।
স্বর্গ হোন্তে চন্দ্র যেন পড়িছে ভূমিত
বিধি দিল নৃপ মনে মায়া অতুলিত।
নৃপতি আজ্ঞাএ মৃত ভূমিত গাড়িল
শিশুকে আনিয়া বহু যত্তনে পালিল।
পাট-বিগ্বা শিখাইল নানান প্রকারে
আপনার শেষে রাজ্যপাট দিল তারে।
কেহ বলে দারার বংশেত উৎপতি
আনিয়া পালিল ফয়লকুচ নরপতি।[৮]
শুনিয়া কহিল দুই মত অদ্ভুত
মহন্তে কহিল নিষ্ঠা ফয়লকুচের সুত।
একরামা অনুপামা ছিল নৃপপাশ
চন্দ্র জিনি সুবদনী বদন প্রকাশ।
শচীরতি জিনি অতি রূপের বাখান
শিব-শক্তি সমভক্তি প্রাণের সমান।
তান গর্ভে জন্মিল শাহা সিকান্দর
নবমাস বহি যদি গড়িল উদর।[৯]
জ্যোতিষ ডাকিয়া আজ্ঞা করিল রাজন
কোন গ্রহ কথাতে করিতে অন্বেষণ।

বিচারি চাহিল সবে আকাশের গতি
পরম সম্ভ্রমে যতি স্থির করি মতি [১০]
সিংহ লগ্নে জন্ম হইল মহা বলবান
সেই নিমিত্তে হইল শুক্র চক্ষু কান।[১১]
বিধুন্ত পাইল বৈরী মেষ আরোহণ[১২]
পাট-ভাবে অধিকন্ত তাহার কারণ।[১৩]
মিথুন থাকিয়া বুধ হইল বাহির
চন্দ্র সূর্য দুই হৈলা বৃষ 'পরে স্থির।[১৪]
যথা চন্দ্র সেই রাশি জ্যোতিষে কহএ
শুক্র সঙ্গে এক ঘরে বহু ফলোদএ।
ধনুক ধরিল গুরু শুক্র[১৫] বিনাশিতে
তুলাতে রহিল শনি অতি হরষিতে।
মকরেত মঙ্গল রহিল সেবা লাগি
মন্দ দৃষ্টি খণ্ডি গ্রহ কুল শুভ[১৬] ভাগি।
রাশিগ্রহ শুভ কথা[১৭] খণ্ডাই দুষ্কর
বাছিয়া থুইল নাম শাহা সিকান্দর।
সপ্তগ্রহ বিচারি পাইল[১৮] গ্রহ জ্ঞান
এ শিশু করিব তোম্মা বিজয় ভুবন।
সর্ব শত্রু নাশিয়া হৈব জগপতি
এক ছত্রে শাসিব সকল বসুমতী।
তাহা শুনি নরপতি আনন্দ অপার
দান কৈলা মুক্ত করি ভাণ্ডার দুয়ার।
বহুবিধ উৎসব করিল নৃপমণি
দেশের ভিক্ষুক সব হৈল মহাধনী।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু শশধর কলা
পঞ্চ অব্দে পড়িবারে দিল ছত্রশালা।
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস
যা হোন্তে মিত্র লাভ শত্রু হত্র নাশ।[১৯]

১৬· ॥ সিকান্দরের বিদ্যাভ্যাস ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ মল্লার ।[১]

ধন্য সেই মহাজন[২] সংসার মাঝার
সমূলে নাশএ নিজ লোভের বাজার।
বুদ্ধি অনুরূপে করে সংসারের নীত
না করে বহুল ব্যয় না করে সঞ্চিত ।[৩]
সুকর্মেত লক্ষ দিতে না করে উৎকট[৪]
অস্থানেত নষ্ট না করএ এক বট।
সুখ নামে পুণ্য কামে গোঞাইব কাল
সেই জন ধন্য যারে লোকে বোলে ভাল।
অতিশয় বৃথা ব্যয়[৫] নির্বুদ্ধির সুখ
নিজ গৃহ ভাঙ্গিলে কাষ্ঠের কিবা দুখ।
সুজন সকলে কর্ম করে অনুমানি
আপনার লাভ হএ, নহে পর হানি।
ফয়লকুচ নৃপতির চরিত্র ছিল ভাল
সুনিয়মে নামে ধর্মে[৬] গোঞাইল কাল ।
জ্ঞাতালোক এমত কহিল কথাশুদ্ধি
যদি নৃপ সুত হৈল সুন্দর সুবুদ্ধি।
বাপের মনেত সুখ নাহি এথ'ধিক
যোগ্য পুত্র হৈল[৮] গৃহে উজ্জ্বল মানিক।
ইউনানী হাকিম এক নকুমাখিস[৯] নাম
যার[১০] পুত্র আরস্তুতালিস গুণধাম।
যত্নে তানে আনিয়া সঁপিল সিকান্দর
নানা গুণ পাট-বিদ্যা[১২] শিখাইলা বিস্তর।
মহামহা বিদ্যা আদি রাজনীতি কাজ
সর্বকাজে বহু কৃতি কৈলা যুবরাজ ।[১৩]
জানাইল যথ ইতি গুপ্ত কথা মর্ম
সু-সম করিতে পারে সঙ্কটের কর্ম ।

তথাপিহ নৃপসুতে যথ বিদ্যাগুণ
বহু যত্ন করিয়া শিখাএ পুনঃপুনঃ।
আরস্তুতালিস সেই নকুমাকিস্ সুত
সেই শাস্ত্র[১৪] পড়িয়া হইল গুণ যুত।
পিতা স্থানে যথেক সঙ্কট বিদ্যা পাএ
শাহা সিকান্দর স্থানে সকল জানাএ।
অতিকামে প্রেমভাবে নৃপসুত সেবে
সিকান্দর আদরএ গুরু-পুত্র ভাবে।
বিচারি জানিল যদি নকুমাখিস সকল
এক ছত্রে শাসিবেক পৃথিবী মণ্ডল।
বহু পরিশ্রমে নানা গুণ শিখাইয়া
করে ধরি নিজ পুত্র দিল সমর্পিয়া।[১৫]
বহুল শপথ দিয়া দঢ়াইল বিস্তর
তুহ্মি যদি[১৬] হৈলা সব ক্ষিতির উপর।
মহা মহা[১৭] শক্র শির ভূমি পরশিবে
সপ্ত দ্বীপ হোন্তে নৃপ কর পাঠাইবে।
তখনে আহ্মার গুণ স্মরণ করিও
গুরু পুত্র আরস্তুরে সাদরে পুষিও।
তান অনুমতি-এ ভুঞ্জিও সুখে রাজ
বুদ্ধিমন্ত পাত্র হৈলে সিদ্ধি সর্ব কাজ।
যেন তুহ্মি ভাগ্যধর সেই বিদ্যাধর
ভাগ্য বুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।[১৮]
যদ্যপি সংসারে নাহি ভাগ্যের সমান
বুদ্ধি বিদ্যা সঙ্গে হএ 'ধিক শোভমান।
নৃপসুতে তার সঙ্গে দঢ়াইল বচন
কদাচিত গুরু বাক্য না হএ লঙ্ঘন।
বিশেষ তাহার মোর প্রেম আতুলিত
তান বাক্য বৃথা না করিমু কদাচিত।

মুঞি নৃপ হৈলে পাত্র আরম্ভ সুজান
ঈশ্বর ইহার সাক্ষী যদি হএ আন।
অহিত না হএ সুনিশ্চিত আহ্মি জানি
তান বাক্য বিনে না খাইব অন্ন পানি।
শাহা সিকান্দর যদি নৃপতি হইলা
গুরুর বচন হোন্তে তিল না নড়িলা।
নৃপ সুচরিত দেখি হরষিত গুরু
নির্বলী বলীর অঙ্ক লিখিয়া সুচারু।
সিকান্দর শাহারে সঁপিলা মহাশএ
নামে নামে স্মরিয়া[১৯] বুঝিতে ভঙ্গ-জএ।
সেই অঙ্কে সিকান্দর করিয়া হিসাব
বুঝিত আপনা যথ অপচয় লাভ।
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস[২০]
যেন মিত্র রাখএ অন্যথা হএ নাশ।[২১]
বাক্য হর্তা কর্তা জ্ঞাতা কথেক সুজান[২২]
কদর্য বর্জিয়া রাখে হেম দশবাণ।
সে সব নির্ণয় করি ভাঙ্গিয়া কহিল
নৃপ ফয়লকুচ যদি স্বর্গে চলি গেল।
ক্রমেতে নৃপতি হৈল শাহা সিকান্দর
অন্যায়-কুলিশ কৈলা দেশের অন্তর।
তার ন্যায় হোন্তে দেশ হৈল সুশোভিত
নিচল রাখিল যথ ছিল ভাল নীত।[২৩]
পূর্বের চরিত্র যথ রাজনীতি ধর্ম
'ধিক জ্যোতিময় কৈলা সে সব সুকর্ম।
দারারে পাঠাইলা কর বাপের চরিতে।
কোন মতে অসুখ না দিলা কার চিতে।
কিবা ছোট কিবা বড় পাই মন সুখ
সিকান্দর গুণ গাএ হৈয়া শত মুখ।

বাপ হোন্তে ন্যায় পন্থে বাড়িল ঐশ্বর্য
দর্প কথা যথা তথা শুনি শত্রু বীর্য।
প্রচণ্ড শরীর চারু মহা বলবান
ধাইয়া মোচড়ে ধরি মহা ব্যাঘ্র কান।
মহা ধনুর্ধর হৈল অব্যর্থ সন্ধানী
এক সর বধে হস্তী গণ্ডার পরাণি।
খড়্গা বিদ্যা আদি নানা অস্ত্রে সুচরিত
উড়ানে মারণে[২৪] 'থিক কাক নাহি ভীত।
হয়-গজ-পৃষ্ঠে স্থির ব্বগয়া চতুর
দৃষ্টিমাত্র পশুপক্ষী যাইতে নারে দূর।
অতি বড়[২৫] সাহসিক মহাবীর্যবন্ত।
বীরেন্দ্র মণ্ডল মাঝে সবার মহন্ত।
বিংশতি বৎসর যদি হৈল পূরণ
বহু ভাতি বিচারিল বিজয় লক্ষণ।
সর্ব হোন্তে আপনাকে অধিক পাইল
ভুবন বিজয় চিত্তে আরতি হইল।
বল বুদ্ধি অধিক বিদ্যাএ সচকিত[২৬]
সেই মহাজন পাটে বসিতে উচিত।
রুমদেশে ঘরে ঘরে আনন্দ পূরিল
দেশে দেশে কীর্তি যশ দর্প প্রকাশিল।[২৭]
পর অঙ্গ দুঃখ দেখে নিজ অঙ্গ প্রাএ
কার মন ভঙ্গ তিল মনে নাহি ভাএ।
জল স্থল কর অল্প কৈলা যথোচিত
খণ্ডাইলা সকল কর যে জন দুঃখিত।
রচিল পাষাণ গৃহ বরষিল ধন
কণ্টক নাশিয়া রচিল[২৮] পুষ্পবন
প্রতি দেশে পাঠাইলা একেক অমাত্য
মিত্র তুষ্ট শত্রু ভস্ম পালন অপত্য।

এক হস্তে তাজ, দাতা, একে খড়্গ ধরে
লোহ হেম তরাজু রহে দুই শিরে।[২৯]
ভাগ্য বলে [৩০] যে জনে ভাবএ তেন পাএ
লোহে লোহ হেমে হেম যে যেমত চাএ।
হেন মতে ন্যায় হইল ক্ষিতির মাঝ
প্রতি দেশে প্রশংসএ ধন্য রুমরাজ।
আরস্তু আছিল তান মুখ্য পাত্রবর
ভালমন্দ যুক্তিকথা কৃতির দোসর।[৩১]
সিকান্দর বুদ্ধিমন্ত পাত্রের যুকতি
অল্প দিবসে হইল সর্ব মহীপতি
আইস গুরু মুক্তি[৩২] দাতা দেও মিষ্ট সরবত
পরশ পরশে লৌহ হৌক স্বর্ণবত।

১৭. ॥ জঙ্গীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী ॥

। দীর্ঘছন্দ।

একদিন সিকান্দর জোলকর্ণ নৃপবর
বসিয়াছে রত্নময় পাটে।
মিশ্র হোন্তে কথ[১] জন লৈয়া দুঃখ বিবরণ[২]
নিবেদিতে আইল নিকটে।
দ্বারপাল মুখ্যজন ভূমি চুম্বি ততক্ষণ
জানাইল নৃপতি সাক্ষাত
অলেখা জঙ্গীর সেনা মিশ্রেত দিয়াছে হানা
অর্ধ রাজ্য করিল নিপাত।
প্রকট শরীর অতি বিকৃত মূরতি ভাতি
তনুকান্তি জিনিয়া আঙ্গার
সকলে মনুষ্য খাএ দেখি লোকে ত্রাস পাএ
প্রেতমূর্তি রাক্ষস আকার।
পিঙ্গল উলটা কেশ বড় বিপরীত বেশ
নারীতুল্য গোঁফচুল[৩] হীন

ধবল দশন পাঁতি তেজ শব্দে হএ ভীতি
নাহিক যুবক বৃদ্ধ চিন।
ধন প্রাণ দোহ হরে সর্বলোক কম্পে ডরে
দেশ ত্যাগি প্রবেশিল বন
সে সকল বনবাসী পাছে পাছে লড়ে আসি[৪]
বহু লোক হইল নিধন।
না দেখি উপায় দাএ নৃপতির যুগ পাএ
শরণ ভজিল আহ্মি সবে।
মিশ্র ফারাঙ্ক দেশ রুম আদি লৈব শেষ
নৃপ গিয়া না যুঝহ যবে।
গোপাল বিহীনে গোঠ শিবা দেখি নাড়ে ওঠ
গোপ দেখি ব্যাঘ্রহ ডরাএ
তুহ্মি ক্ষিতিপাল স্বামী নিবেদিল পদে আহ্মি
ভাবি কর মনে যেই ভাএ।
ন্যায়বন্ত দয়াধর জোলকর্ণ সিকান্দর
শুনি হৈল বারব সমতুল
আছে রুম পাটেশ্বর মনেত না বাসে ডর
অবশ্য নাশিমু তার মূল।
হাবসীকুল হীন জাতি মনুষ্য ভক্ষএ নীতি
তাহারে মারিলে নাহি বধ
মরিলে শহীদ হএ জিনিলে কীরিতি রএ
দুইমতে যুদ্ধে আছে পদ।[৫]
মজলিস মহাশএ নবরাজ গুণালএ
আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ
যাবত চন্দ্রিমা সুর কীর্তি মহী ভরপুর
আয়ু কীর্তি বাড়ুক সদাএ।

১৮০ ॥ জঙ্গীরাজের বিরুদ্ধে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা

জমকছন্দ/রাগ : আসোয়ারি

ন্যায়বন্ত শাহা সিকান্দর মহাশএ
বহু সৈন্য কথা শুনি জন্মিল সংশএ।
কহিছে মহন্ত সবে আছে শাস্ত্র নীত
বুদ্ধিমন্ত নির্ভয় হইতে অনুচিত।
মহাপাত্র আরস্তুরে ডাকিয়া আনিল
এ সব রহস্য কহি যুক্তি বিমর্সিল।
আরস্ত বিমর্সিল মনে করি উক্তি
বিজয় হইতে আগে যুদ্ধে দিলা যুক্তি।
উঠ শাহা ভাগ্য পরীক্ষিতে এহি কক্ষা
কাল সর্প মারিয়া লোকেরে কর রক্ষা।
নৃপ হস্তে এহি কর্ম যদি শুভ হএ
অধিকে অধিক ভাগ্য হইবে উদএ।
শত্রু নাশে মিত্র সুখী বৃদ্ধি ধন বল
মিশ্র আদি সর্ব দেশ হোক করতল।
বুদ্ধিমন্ত পাত্রবাক্য শুনি সিকান্দর
'মকদুনি' হোন্তে 'বানা' করিল বাহির
ধনুর্বাণ আদি নানা অস্ত্র খড়্গ চর্ম
অশ্ব অশ্বার অঙ্গে লোহময় বর্ম।[১]
হস্তী হয় উষ্ট্র খর খচ্চর অলেখা
সৈন্য পদ ধূলিএ না পাএ সূর দেখা।
আজ্ঞা দিলা নৃপতি সমুদ্র তীর ছাড়ি
প্রান্তরের পন্থে শীঘ্রে মিশ্র কর ধাম্বী।[২]
দুই অশ্ব লইয়া চলহ একজনা
জঙ্গীর সমরে গিয়া শীঘ্র দেও হানা।
সাহসিক বীর সব হৈল অগ্রগণ্য[৩]
তৃণতুল্য না গণএ হাবসীর সৈন্য।

সসৈন্যে সাজি আইল রুম দেশ কর্তা
ত্রাসিত হইল জঙ্গী পাই সেই বার্তা।[8]
দুই সৈন্য মুখামুখি হইল দরশন
মহা কোলাহল শব্দে পূরিল গগন।
শাহা আগে বীর ভাগে হই অগ্রগণ্য
তৃণতুল্য না গণএ হাবসীর সৈন্য।
তীক্ষ্ণ লোহবদ্ধ অশ্বপদের ধমকে
বসুমতী কম্পমান পর্বত চমকে।
অশ্বকুল[৫] শব্দ আর বীরের হাঙ্কার
স্বর্গ কম্পমান বৃষ শিরে লাগে ভার।
প্রলয় সমান শব্দ দুমদুমি কর্ণাল
অরণ্যের পশুপক্ষী ধাইল সকল।
অতি উষ্ণ রণক্ষেত্র সিন্ধুজল হীন
গন্ধক সমান মহী প্রেতভূত লীন।
মুখামুখি হইয়া রহিল দুই বল
হেনকালে তপন চলিল অস্তাচল।
আপনা বাহিনী লৈয়া নিঃসরিল চন্দ
রাখিল মধ্যস্থ হইয়া দুইকুল দ্বন্দ্ব।
রাখিল কোন্দল ভাঙ্গি শীতল মধ্যস্থ
যার যেই পটবাসে রহে সমস্ত।
আত্ম-পর- জ্ঞাতা চরকুল যদি নিঃসরিল
কথ কথ স্থানে কথ ভ্রমিতে লাগিল।
নিশি মাত্র সুখ দাতা দুখ করি মানা
রহিল বিশ্রাম করি দুই দিক সেনা।
আইস গুরু সুরা দেও হোক এক ভাব
রুমি জঙ্গী প্রায় দুই বর্ণে[৬] নাহি লাভ।

১৯· ॥ প্রভাত ঃ যুদ্ধারম্ভ ॥

রজনী প্রভাত হৈল সাজে দুই বল
মহাদর্পে নিঃসরিল বীরেন্দ্র মণ্ডল।
সমুদ্র কল্লোল প্রাএ উথলিল শব্দ
ঊর্ধ্বে 'শক্র' হেটেতে 'অনন্ত' হৈল তব্ধ।
দুমদুমি কর্ণাল হস্তী উট ঘন রাএ
ছদপের মুক্তা হৈল কাচ প্রতিপ্রাএ।[১]
সৈন্যপদ ভারে ক্ষিতি করে টলমল
সহিতে না পারে বৃষ হৈতে চাহে তল।
রুম নৃপ সিকান্দর আপনা চরিতে
রাগরঙ্গ বাদ্য যন্ত্র মহা আনন্দিতে।
রুম দেশী নিয়মেত[২] সাজাইল সৈন্য
সর্বলোক দেখিয়া বোলএ ধন্য ধন্য।
মনে ভাবে রায়বার পাঠাই প্রথমে
যদি ভজে কোন কাজ যুদ্ধ পরিশ্রমে।
এক রুমি আছিল সুন্দর অনুপাম
নানা বিদ্যা পারগ তুতিয়ানুস নাম।
সাহসিক বলবন্ত অস্ত্রে শস্ত্রে ধীর
সর্বদেশ ভাষ জানে বাক্য সুরুচির।
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত বাক্য সুললিত
যেই জন কথা শুনে দয়া লাগে চিত।
সিকান্দর নিকটে থাকিত অনুক্ষণ
নানাভাষে সন্তোষন্ত সভানের মন।[৩]
তার প্রতি আজ্ঞা কৈলা শাহা সিকান্দর
জঙ্গীরাজ পাশে তুহ্মি চলহ সত্বর।
মোর খড়্গবল কথা কহিতে তাহারে
পন্থ যদি না চিনে মারিব সত্বরে।
জঙ্গীভাষে তার স্থানে কহিও বচন
মোর ক্রোধানল হোন্তে রাখুক জীবন।

এথ শুনি ভূমি চুম্বি চলিলা তখনে
জঙ্গী নৃপ আগে গেলা সত্বর গমনে।
রাজনীতি প্রণাম করিয়া যথোচিত
কহিতে লাগিলা জঙ্গী নৃপতি বিদিত।
দেখ সিকান্দর শাহা মহাকুল জাত[৪]
প্রথম বয়সে রাজ্য পাইল তাহাত।[৫]
সাহসিক মহারাজা সর্ব অস্ত্রে ধীর
সংসারেত তার আগে কে হইব স্থির।
সাক্ষাতে আসিয়া না মাগিলে পরিহার
তিল মাত্র সৃষ্টি নাশ হৈব[৬] তোহ্মার।
সিকান্দর ক্রোধানল যদি সে জ্বলিব
সমুদ্রের জল হোন্তে শান্তি[৭] না পাইব।
তথাপিহ সিকান্দর অতি শুদ্ধ ভাব
দ্বন্দ্বে মন্দ বাসএ[৮] পিরীতে বাসে লাভ।
এথ জানি আগে গিয়া ভেট তাহাক
তান সঙ্গে বিসম্বাদ যুক্ত না হএ তোহ্মাক।[৯]
জঙ্গী নৃপ শুনি তার বচনের দর্প
মহাদর্পে গর্জি উঠে যেন কাল সর্প।
হেন দুর্বচন কহে মোহোর সাক্ষাত
শির ছেদ এহার করহ সহসাত।
পরম সুন্দর তনু অভিন্ন মদন *
আসিয়া ধরিল প্রেত মূর্তি কথজন।
রাহু গ্রহে আসি যেন চন্দ্র গ্রাসিল
মস্তক ছেদিয়া রক্ত থাল পূর্ণ কৈল।
শীঘ্রে আনি দিলেক নৃপতি বিদ্যমান
মধুপ্রাএ একই চুমুকে[১০] কৈল পান।
সঙ্গের মনুষ্য সব আসি শাহা আগে
কান্দি কান্দি কহিল বহুল অনুরাগে।

পৃথিবী মণ্ডলে কেবা দেখিছে হেন নর
ব্যাঘ্র সিংহ প্রেত ভূত কিবা নিশাচর।
সুচারু শরীর বাক্য সুধার অবধি
রক্তপান করে বিনি অপরাধে বধি।
শাহা সিকান্দর শুনি এহি বিবরণ
ক্রোধে শোকে হৈল যেন উগ্র হুতাশন।
আক্ষেপিল[১১] বহুল তুতিয়ানুস লাগি
'নহে' স্থানে পাঠাইয়া হৈল বধ ভাগি।
ব্যাঘ্রহ না খাইব দেখি এহেন মুরতি
পশুর অধম জঙ্গী নহে নর জাতি।
মহাক্রোধে সেই ক্ষণে সংগ্রাম ইচ্ছিল
ধৈর্যবন্ত নৃপ মনে বিমর্ষ রহিল।
ধৈর্য হোন্তে কার্য সিদ্ধি পরবল ভঙ্গ
অধীরতা যুদ্ধ যেন অগ্নিতে পতঙ্গ।
বুদ্ধি বল সমাগমে শত্রু পরাজিব
বিধি পরসনে ধার পশ্চাতে শুধিব।
সে দিবসে যুদ্ধ মাত্র অল্প সমাধান
সামর্থ্যে জঙ্গীর সৈন্য রুমি ত্রাসমান।
সিকান্দর 'বলে' উপজিল মহাভীত
মনুষ্য ভক্ষক নাম শুনিয়া ত্রাসিত। [২]
জঙ্গী সবে হরিষে কহন্ত বারেবার
বিধি আনি মিলাইল সম্পূর্ণ আহার।
চরে আসি কহিল এথেক বিবরণ
শুনি সিকান্দর শাহা চিন্তাযুক্ত মন।[১৩]
মহাপাত্র আরস্তুরে ডাকিয়া তুরিত
বিমর্ষিলা কোন্ কার্য করিতে উচিত।
প্রণাম করিয়া বুদ্ধিমন্ত পাত্রবর
স্তুতি ভক্তি করি কহে শাহার গোচর।

যদ্যপি শাহার ভাগ্য অবিরত জাগে
তথাপিহ এ বাক্য সন্দেহ মনে লাগে।
মনুষ্য মারএ নাম শুনিলেন্ত রাএ[১৫]
তাত শতগুণ ত্রাস মনুষ্য যে খাএ।
সংগ্রামেত হস্ত কাঁপে কাতর যে জন
ধৈর্য ধরি কর এবে·[৫] উপাএ রচন।
রুমি নর ভক্ষে হেন জানাও উপাএ
যেন রুমি জানিল জঙ্গীএ নর খাএ।
সেই মত ত্রাসিত হইব জঙ্গী বল
বিচারিয়া নৃপ আগে কহিল সকল।
চর প্রতি আজ্ঞা দিলা শাহা সিকান্দর
জন কথ জঙ্গীরে ধরিয়া আনিবার।
আজ্ঞা পাই চরগণ করিয়া যত্তন
ধরিয়া আনিল যত্নে জঙ্গী কথ জন।
রুম নৃপ সাক্ষাতে জঙ্গী যদি[১৬] গেলা লৈয়া
ভ্রূকুটি কুটিল মুখ মহাক্রুদ্ধ হৈয়া।
কহিল এসব বান্ধি রাখহ এথাএ
আজি খাইতে মার এক হৃষ্টপুষ্ট কাএ।
আজ্ঞা অনুরূপে বান্ধি সবাকে রাখিলা
পুষ্ট জন সংহারিয়া[১৭] মস্তক কাটিলা।
খণ্ড খণ্ড করিল আজ্ঞা অনুরূপ
দেখি সব জঙ্গীগণ হৈল স্তব্ধ রূপ।
সুপকার ডাকিয়া কহিলা নৃপবর
এহি সব মাংস গাড় মহীর অন্তর।
ছাগলের মাংস রান্ধি আনহ এথাএ
জঙ্গী সবে জানউক নর মাংস খাএ।
এথ শুনি অজা মাংস রান্ধি সুপকার
আনি দিলা শাহা সিকান্দর গোচর।

সিকান্দর সেই মাংস আতি করি খাএ
হস্তে ধরি দন্তে টানি মস্তক দোলাএ।
জঙ্গী ভাষে কহে নৃপ সুপকার ঠাঁই
এমত সুস্বাদ মাংস কভু নাহি খাই।
যদি মুঞি জানিতুম এ মাংস এথ স্বাদ
নিত্য নিত্য ভক্ষিয়া পুরিতুম মন সাধ।
এ বোলিয়া বিবর্তিয়া দিল কথ জনে
সবে বোলে হেন স্বাদ নাহি ত্রিভুবনে।
দেখি জঙ্গী সব শীঘ্রে উড়িল পরাণ
আহ্মি সব এহি গতি আছএ নিদান।
নিজ ভাষে ইঙ্গিতে কহিলা রক্ষকেরে
শিথিলে রাখহ যেন পলাইতে পারে।
সময় পাইয়া জঙ্গী ধাইল সত্বর
কহিল বৃত্তান্ত গিয়া নৃপতি গোচর।
আহ্মি সব কার্যহেতু পন্থক্রমে যাইতে
দৈব গতি বন্দী হৈল রুমি নর হাতে।[১৮]
রুম নৃপ সিংহ ব্যাঘ্র জিনি অজগর
তিলেকে খাইল জঙ্গী পুষ্ট এক নর।
কাঁচা পাকা মাংস হেন আতি করি খাএ
যেন মিষ্ট ফল ইক্ষু সর্করা চিবাএ।
এথ শুনি জঙ্গী সব ত্রাসে কম্পমান
হেন জন হস্তে কার রহিব পরাণ।
যেন রুমি তেন জঙ্গী চিন্তে অন্যে অন্য
ত্রাস যুক্ত হইয়া রহিল দুই সৈন্য।
আর দিন প্রভাতে সাজিল দুই দল
নানা বাদ্য শব্দ হৈল মহা কোলাহল।
দুন্দুভির মহাশব্দ উঠিল গগন
নানা বর্ণে বানা ছত্র ঢাকিল তপন।

ইস্রাফিল ফুকে প্রাএ ফুকিল কর্ণাল
ভেরীকুল শব্দে স্বর্গ বসু হএ[19] কাল।
ঢাক ঢোল দগর বাজাএ বর্ণে বর্ণে
ভূমি তোলপাল শব্দে তালি লাগে কর্ণে।
শিঙ্গা ভেউরের শব্দ অতি ভয়ঙ্কর
শুনিয়া কম্পিত ধরাধর থর থর।
অশ্ব হস্তী উট গণ্ডার খচ্চরের[20] রবে
বীর সিংহনাদ সুরাসুর পরাভবে।
শ্যামবর্ণ জঙ্গী যেন বৃক্ষ উচ্চতর
বিকৃত শরীর অঙ্গ দেখি লাগে ডর।
বহুবিধ বন্দুক ধনু শর হাতে
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ভূমি গতে।
এক চাপে তীরগুলি ক্ষেপে মহাবেগে
মহা বলে রুমি যুদ্ধে পড়িছিল আগে।
দুই দিকে সৈন্য ব্যূহ করি সপূরণ
দুই দিক সৈন্য উঠি আরম্ভিল রণ।
দুই দিক হোন্তে দুই মেঘ গর্জিল
অগ্নির সমুদ্র দুই যেন উথলিল।
জঙ্গী রুমি যুদ্ধ করে হইয়া মিশামিশি
একদিকে অন্ধকার আর দিকে শশী।
বায়ু বেগে অশ্বরে হানিয়া দড় ছাট
মহারণে হানাহানি করে দুই ঠাট।
গোলাগুলি মহাশব্দ ধনুর টঙ্কার
বীরকুল সিংহনাদে বোলে 'মার মার'।
ভুত ভয়ঙ্কর শব্দ কর্ণে নাহি শুনি
শ্বেত শ্যাম দুই বর্ণ মাত্র চিনাচিনি।
সৈন্যচয় মেঘ ঘোর শব্দ[21] গর্জন
গোলাগুলি তীর বজ্রঘাতে বরিষণ।

চমকএ শেল খড়্গ সৌদামিনী সম
রক্ত স্রোত মাংস মেদ-মজ্জাএ কর্দম।
এই মতে সংগ্রাম বাঝিল অতিশএ
কার না হইল কিছু জয় পরাজএ।
রুমি সবে উচ্চধ্বজ[২২] আরোপিল স্থির
মধ্যে সৈন্য রহে সিকান্দর মহাবীর।
গিরিসম মহাব্যূহ[২৩] করিয়া সুসাজ
সেই মতে মধ্যে সৈন্য আছে জঙ্গীরাজ।
ক্ষেণে শান্ত হই রহে দুই দিক সৈন্য
ক্ষেণে যুদ্ধে প্রবেশএ হই অগ্রগণ্য।
তবে এক জঙ্গী বীর অতি মহাকাএ
কটোরাক মুণ্ড যেন তাম্রকুণ্ড প্রাএ।[২৪]
বিকৃত বদন দন্ত তেরচ বহর
থোপা থোপা বক্র কেশ মূর্তি ভয়ঙ্কর।
হস্তীশুণ্ড সম কর চরণ কর্কশ
বজ্রের দোসর অঙ্গ সহজে নিরস।
জোরাচা তাহার নাম মহা বলবন্ত
হস্তীর পঞ্জর ভাঙ্গে উফারএ দন্ত।
জঙ্গী ভাষে বহু দর্পে বাখানে আপনা
শীঘ্রে আসি যুঝহ মরিবে কোন্ জনা।
জোরাচা মোহোর নাম কুঞ্জর পাছার
এক ঘাএ ভাঙ্গি শিলা পর্বত-পাহাড়।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী যদি আইসে মোর আগে
লীলাএ সংহারি তিল ব্যাজ নাহি লাগে।
বজ্রসম অঙ্গ মোর লৌহময় বর্ম
হীরা-লগ্ন বহু অস্ত্রে[২৫] কি করিব কর্ম।
সগর্ব সাহসে যদি করি কোন কাম
কিবা দেব কিবা নর কাকে না ডরাম।

বড় বড় বীরের[২৬] কাটিয়া খাঁও মজ্জা
সহজে মনুষ্য ভক্ষ্য তাহে কিবা লজ্জা।
এ বোলিয়া দাণ্ডাইল ভুরু উলটিয়া[২৭]
মহা দর্পে ডাক ছাড়ে যুদ্ধ দেও আসিয়া।
রুম অশ্ববার এক মহাসাহসিক
তাহার হাঙ্কার নারে সহিতে খানিক।
অগ্নিতে পতঙ্গ সম উড়িয়া পড়িল
এক ঘাএ জঙ্গী তার শির ছেদ কৈল।
আর এক বীর আইল প্রতাপ প্রচণ্ড
আসিতে তাহারে জঙ্গী কৈল দুই খণ্ড।
উগ্রবায়ু প্রাএ আইল আর এক রুমি
আসিতে পেলিল জঙ্গী শির তার ভুমি।
এহি মতে মারিল সত্তর মহাবীর
ত্রাসে আসি নহে কেহ তার আগে স্থির।
সর্ব লোকে অদ্ভুত দেখিয়া হৈল ধন্ধ
রাহুএ গ্রাসিল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র।
টলমল দেখিয়া আপনা দিক সৈন্য
মধ্যে থাকি সিকান্দর হৈলা অগ্রগণ্য।
উত্তাকর (?) জিনি রাজ অশ্ব আভরণ[২৮]
লোহময় বর্ম অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ।
ইয়ামনী কৃপাণ কক্ষে দোলে মনোহর
ধনু-শর আদি অস্ত্র গুরুজ স্পফর।
রত্তন মণ্ডিত 'জিন' বায়ু গতি 'হয়'
শীঘ্রে আরোহিয়া সিকান্দর মহাশয়।
হস্তী দেখি সিংহ যেন মহা বেগে ধাইল
শর প্রাএ [২৯] ছেল দণ্ড করে ভ্রমাইল।
অশ্বরে হানিয়া ছাট যেন বজ্রাঘাত
নয়ন মুটকি আইল জঙ্গীর সাক্ষাত।

হাক্কাম্বিয়া বোলে শুন বৃদ্ধ কাক ধীর
আইল যুবকরাজ রণে হও স্থির।
যদি বা না ধাও আজি ছাড়ি রণ ভূমি
নিজ মুখ পুনি নিরীক্ষিয়া[৩০] দেখ তুম্মি।
রহ বা পালাও তোর দৈবে মুখ কালা
আইসহ সুরঙ্গ করম তবে হৈব ভালা।
মোর খড়্গ ছেল ধরে দর্পণের জুতি
তিলেকে খণ্ডিব তোর কুৎসিত মূরতি।
তুমি শ্যাম নিশি আম্মি উজ্জ্বল প্রভাত
দরশন মাত্র ভস্ম হৈব সহসাত।
এ বোলিয়া সহম্নিষে বাউ[৩১] করি ভর
অলক্ষিতে মারে গদা মস্তক[৩২] উপর।
সর্বজনে ভাবে মনে গিরি উপাড়িল।
বজ্রসম ঘাতে জঙ্গী ভূমিত পড়িল।
অস্থি চূর্ণ হই মজ্জা ছিণ্ডি পড়ে দূরে
দেখিয়া জঙ্গী কুল প্রকম্পে থর হরে।
জোরাচা পড়িল দেখি হই ক্রোধ মন
মহা দর্পে আর জঙ্গী হইল আগুয়ান।
উচ্চ বৃক্ষ সম জঙ্গী দেখি লাগে ভয়
দর্প করি আইল বেগে ধাবাইয়া হয়।[৩৩]
কাল সর্প প্রায় গর্জি আসি তুরমান[৩৪]
প্রথমে শাহার অঙ্গে হানিল কৃপাণ।
'মারিল মারিল' করি মহাশব্দ কৈল
বজ্রসম বর্ম খড়্গ উফারিয়া পৈল।[৩৫]
সেই ঘাও সহি শাহা হানিয়া কৃপাণ
নিমিষে জঙ্গীরে কাটি কৈল খান খান।
আর জঙ্গী আইল মহাপ্রেত সমতুল
আপনার বলবীর্য[৩৬] বাখানে বহুল।

পর্বত উফারিতে পারম তারা জুতি ধরি
অনায়াসে মুণ্ড ছিণ্ডি মারি মত্ত করী।
নীল সিন্ধু পিঁতে পারেঁা একহি চুমুকে
কে আছে হৈতে স্থির মোহোর সমুখে।
কহিতে কহিতে আসি হুইল ঘনান[৩৭]
দুই খণ্ড কৈল শাহা হানিয়া কৃপাণ।
তথোধিক হৃষ্টপুষ্ট আর জঙ্গী আইল
নয়ান মুটুকি শাহা মস্তক কাটিল।
মহা অশ্বে আইলেক তথোধিক বীর
বার্তা না পাইয়া শাহা কাটি পাড়ে শির।[৩৮]
এহি মতে জঙ্গী নৃপে বাছিয়া বাছিয়া
যথ যথ[৩৯] মহাবীর দিল পাঠাইয়া।
ঈশ্বর স্মরিয়া নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি
একসর সংহারন্ত শত সংখ্য বৈরী।[৪০]
সন্ধ্যাবধি যথ বীর আইল শাহা পাশে
ভুজ বলে সকল মারিল অনায়াসে।
অবশেষে ত্রাসে কেহ না আইল সমরে
জয়বাগ্ত বাহি শাহা ফিরি আইল ঘরে।
নৃপতি সাহসে আনন্দিত রুমিগণ[৪১]
ত্রাস পাই জঙ্গীকুল বিষণ্ন বদন।
প্রচণ্ড তেজস্বী[৪২] রবি যদি গেল অস্ত
কোন্দল ভাঙ্গিল চন্দ্র শীতল মধ্যস্থ।
পূর্বের নিয়মে চৌকি প্রহরী রাখিয়া
যার যেই শিবিরে রহিল শান্ত হৈয়া।
শাহা জোলকর্ণ[৪৩] বাগ্ত যন্ত্র নাট গীতে
সমস্ত রজনী গোঞাইল হরষিতে।
রজনী প্রভাতে যদি উগিল তপন
সিকান্দর পরিলেক যুদ্ধ আভরণ।

সর্ব সৈন্য সাজাইয়া পাঠাইলা যুদ্ধে
পূর্বের নিয়মে আপে রহিলেক মধ্যে।
সৈন্য ব্যূহ করিয়া দক্ষিণে বামে স্থির
গিরিসম অতুলিত মহামহা বীর।
জঙ্গী সব নিয়মিত চমকি রহিল
নানা অস্ত্র ধরি সবে রণে প্রবেশিল।
দক্ষিণে হাবসী রাখি বর্বরী যে বামে
জঙ্গীরাজ আপনে রহিল মধ্য ঠামে।
নানা বাদ্য ঘোর শব্দ পূরিল গগন
ত্রাসে ধাএ প্রেত ভূত পশুপক্ষীগণ।
কর্ণাল বিগুল ভেরী অলেখা ফুকিল
জগ পরিব্যক্ত হেন সকলে মানিল।
বহুবিধ গোলাগুলি শরের সন্ধান
পড়িল অলেখা সৈন্য নাহি পরিমাণ।
পুনি মিশামিশি যুদ্ধ হৈল বহুতর
ছেল খড়্গ গদা আদি গুরুজ সিফর।
চমকে কৃপাণ যেন বিজলি তরঙ্গ
দশ পড়ে বিশ আইসে কেহ না দেএ ভঙ্গ।
মহাকায়া জঙ্গীসব অঙ্গ ধর্ম[৪২] সম
কোমল শরীর রুমি না সহে বিক্রম।
দেখি শাহা সিকান্দর সঙ্কট ভাবিয়া
গজ মধ্যে সিংহ যেন পশিল আসিয়া।
জঙ্গীকুল বাহিনী সমুখে হৈয়া স্থির
এক বাণে ভেদে পঞ্চ সপ্ত[৪৫] মহাবীর।
এক অর্ধচন্দ্র বাণে পঞ্চ সপ্ত[৪৬] ছেদে
সূচী মুখে হস্তী হয় জন্ম প্রাএ ভেদে।
টোন হোন্তে শর লৈতে লখন না যাএ
পষ্ঠাপৃষ্ঠে[৪৭] শর বৃষ্টি সম লাগে গাএ।

বীর মুণ্ড পড়ে যেন বৃক্ষ হোন্তে তাল
আচম্বিতে জঙ্গী সৈন্যে উপস্থিত কাল।
তিল অর্ধে বিনাশিল শত সংখ্য বীর
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন পশু নহে স্থির।
অগ্রগণ্য যথ সৈন্য ভঙ্গ দিল রণে
অন্ধকার ছারখার সূর্য-দরশনে।
পাছে পাছে অশ্ব ধাবাইয়া সিকান্দর
অতি ক্রোধে জঙ্গী কুল কাটএ বিস্তর।
পালঙ্গর নামে জান হাবসী নৃপতি
দেখি শাহা জোলকর্ণ আসে শীঘ্র গতি।[২৮]
মহাবীর সবেরে কহিল নৃপবর
উত্তম আহার আইল আম্মার গোচর।
সবে মিলি একত্র হইয়া দেও রণ
কিবা ধর কিবা মার বিজয় লক্ষণ।
যুদ্ধ ভেশ অঙ্গে পৈরাইয়া[২৯] জঙ্গী রাএ
বর্ম চর্ম[৩০] সিফর হাজার মেখি (?) গাএ।
মস্তকের টোপ পরে পত্রের গঠিত
ঝলকে তপন তাপে দর্পণ চরিত।
দিব্য খড়্গ ছেল গদা চর্ম ধনুঃশর
গুরুজ সিফর আদি মুষল মুদগর।
নানা অস্ত্রে বায়ুগতি অশ্বে আরোহিল
আপনি দাণ্ডাই বীরগণে আদেশিল।
সবে মিলি মণ্ডলী করিয়া বেড়ি ধর
ধরিতে না পার যদি তবে প্রাণে মার।
আজ্ঞা পাই বীরগণ ধাইল সত্বর
যে আইসে চাবুক[৩১] প্রাএ হানে সিকান্দর।
সে সবের দুই সর লক্ষে একসর
আসিতে না পারে কেহ শাহার নিয়ড়।

ভঙ্গ দিল জঙ্গী সৈন্য ভয় পাই অতি
সিংহ পাশে আসিতে গজের কি শকতি ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি মনে বহু চিন্তা করি
আগু হৈল পালঙ্গর বীর দর্প করি ।[৫২]
বুলিল আসিছি সিংহ ক্ষেণে হও স্থির
দেখিব কেমন তুহ্মি বলবন্ত বীর ।
সিংহ গন্ধে হস্তী আদি পশু দেএ ভঙ্গ
দুই সিংহ হৈলে বাঝে সংগ্রাম তরঙ্গ ।
ক্ষুদ্র বলে জিনি গর্ব না ধরিও মনে
পালঙ্গর সিংহ হেন বুঝিবা এখনে ।
তোহ্মার আহ্মার যুদ্ধ সমুচিত হএ
এবে সে বুঝিবা মাত্র জয় পরাজএ ।
তোহ্মার চরিত্রে আহ্মি না হই চঞ্চল
কেমন পৌরুষ পরাজিয়া ক্ষুদ্র বল ।
শাহা সিকান্দর বোলে অতি ক্রুদ্ধ হৈয়া
শক্তিহীন থাকে মাত্র. আপনা রাখিয়া ।
কদাচিত না বাখানে উত্তমে আপনা
সংগ্রামে পশিলে ব্যক্ত হৈব বীরপনা ।
তুহ্মি সিংহ বোল আহ্মি হস্তী বর্ণ দেখি
আপনাকে রাজা[৫৩] হেন বোলে কাক পক্ষী ।
শাহার বচনে জঙ্গী অতি ক্রোধ হৈয়া
অশ্বরে হানিয়া ছাট বেগে ধাবাইয়া ।
শাহা শিরে শীঘ্রে খড়্গা হানিলেক কোপে
উফারি পড়িল খাণ্ডা শা'র পত্র টোপে ।[৫৪]
সিকান্দর মহাক্রোধে কৃপাণ হানিল[৫৫]
বর্মে লাগি জঙ্গী অঙ্গে প্রবেশ না হৈল ।
মিশামিশি দুই নৃপ হৈল মহারণ
স্তকিত হইয়া চাহে[৫৬] যথ সৈন্যগণ ।

ভুষণ্ডি তুম্বুর ফাল গুরুজ সিফর
পরশু মুদগর অস্ত্র নারোচ তোমর।
শিক্ষা অনুরূপে যুদ্ধ করে দুইজনে
পালাঙ্গর ঘাও শাহা উড়াইল রণে।
সিকান্দর যথ হানে লাগে জঙ্গী গাএ
বর্ম লাগি না ফুটে শরীরে ব্যথা পাএ।
বিকল হৈল অঙ্গ বিক্রম শীতল
হেন কালে সূর্য অস্তাচল লম্ভিল।
পালাঙ্গর বুলিল শুনহ বীরবর
নিশি হৈল চল গৃহে প্রভাতে সমর।
হাসি বোলে সিকান্দর তোর এহি ইচ্ছা
মাত্র এহি নিযমেত বাক্য নহে মিছা।
কিন্তু তোহ্মা অঙ্গ দেখি শ্যাম নিশি প্রাএ
দেখিতে দিবস মুখ রজনী পালাএ।[৫৭]
প্রভাতে সমর দঢ়াইয়া দুইজন
করিলা[৫৮] যাহার যেই শিবিরে গমন।
মজলিস নবরাজ রসের[৫৯] সাগর
যার গুণ প্রকাশিত[৬০] দিগদিগন্তর।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
আয়ু যশ ধনপুণ্য বাড়ুক সদাএ।
আইস গুরু দেও কালিকার বাকি সুরা
নাশিয়া কদর্য হোক জ্ঞান জ্যোতিপূরা।

২০. ॥ প্রভাত : যুদ্ধারম্ভ ॥

। দীর্ঘছন্দ ।

রজনী প্রভাত যদি   সুশীতল নীল দধি
অগ্নিপূর্ণ কৈল গ্রহরাজ
দুই নৃপ সৈন্য চয়   উট খর বৃষ হয়
সাজি আইল রণক্ষেত্র মাঝ।

শ্বেত-শ্যাম বক-কাক   দুই দিকে লাখ লাখ
গঙ্গাযমুনার দুই তীরে
নানা[১] অস্ত্র বিভূষণ   আস্ফালন্ত শরাসন
সিংহনাদ করেন্ত গম্ভীরে।
দুমদুমি কর্ণাল আগু   নানা বর্ণে বাজে বাগু
স্বর্গে তালি লাগে দেব কর্ণে।
স্বর্ণবর্ণ পাটনেত   উপরে চামর শ্বেত
বানা ছত্র উড়ে নানা বর্ণে।
সিকান্দর মহাশএ   অঙ্গে বর্ম লোহমএ
শির 'পরে পত্রের টোপর
তীর গুলি খড়গাঘাত   প্রবেশ না করে তাত
অশ্ব অঙ্গে জড়িত পাথর।
থরহরি লোহ লহি   যেন আনলের জিহি
ত্রিশগজ দীর্ঘ হাতে ছেল
খড়গ অতি তীক্ষ্ণ ধার   নানা অস্ত্র লই আর
বেগবন্ত অশ্বে আরোহিল।
সর্ব সৈন্য করি সাজ   নিঃসরিল রুমরাজ
রণক্ষেত্রে আগে দাণ্ডাইল
রাবণের শক্তি যেন   নিবারণ নহে তেন
শূলপাণি হাতে যেন শূল।
পালঙ্কের সৈন্য সাজি   আরোহিয়া দিব্য বাজী
না আইসএ পূর্বদিন ত্রাসে
এক জঙ্গী মহাকাএ   বাছিয়া হাবসী রাএ
পাঠাইলা যুদ্ধ প্রতিয়াশে।
শালবৃক্ষ সম জঙ্গী   প্রেত মূর্তি শ্যাম রঙ্গি
লোহময় মহাগদা লৈয়া
হানিলেক দড় মুষ্টে   বাহির হইল পৃষ্ঠে
জঙ্গী পড়ে হস্ত প্রসারিয়া।

রণে হৈল অগ্রগণ্য চমকিত সর্ব সৈন্য
অন্বেষে শাহার লাগিয়া
ধাই যাএ মহাবেগে আসিতে শাহার আগে
সিকান্দর হস্তে ছেল লৈয়া।
হানিলেক দড় মুষ্ঠে বাহির হইল পৃষ্ঠে
জঙ্গী পড়ে বাহু প্রসারিয়া
তথোধিক মহাকায় শ্যামগিরি খণ্ড প্রাএ
আর জঙ্গী বিকৃত মূরতি
পাঠাইল[২] পালাঙ্গ নর মারে গিয়া সিকান্দর
ক্ষিতি 'পরে রাখহ অখ্যাতি।
শূল লৈয়া বীর সর্ব বহুল করিয়া গর্ব
আইল সিকান্দর মারিবার
দুঃখিত হইয়া লোক মনে অতি ভাবে শোক
চন্দ্র পাশে রাহুর সঞ্চার।
সিকান্দর মহাবীর আসিতে কাটিল শির
জঙ্গী পড়ে ভূমে কোল দিয়া[৩]
সর্বলোক চমৎকার এথ 'ধিক নাহি আর
অনায়াসে ফেলিল মারিয়া।
বহু বীর এহি মতে মরিল শাহার হাতে
মুখ্য সব হৈল সংহার
তিলে হয় প্রাণ নাশ সর্ব বীর পাএ ত্রাস
যুদ্ধে না নিঃসরে কেহ আর।
তবে শাহা সিকান্দর টুকাইয়া অশ্ববর
প্রকাশিল বাণের তরঙ্গ[৩ক]
পড়িল বহুল সৈন্য যথ ছিল অগ্রগণ্য
পাছে সৈন্য ইচ্ছিলেক ভঙ্গ।
বাহিনী কাতর দেখি জঙ্গী নৃপ মনে দুঃখী
ভাবি চিন্তি পড়িছিল রণ

সিংহ দর্প সিংহ বিনে সহিতে না পারে আনে
ভবিতব্য বিজয় মরণ।
সিকান্দর আগে আসি বোলে অল্প কাষ্ঠ হাসি
তুহ্মি আহ্মি যুঝিতে নিয়ম
ক্ষুদ্র সব সেনা পাইয়া ঘন ঘন মার ধাইয়া
মোর আগে দেখাও বিক্রম।
হাসি শাহা বোলে ভাল তুহ্মি মহা সত্য পাল
প্রভাতে যুঝিতে নিয়মিত
দুই যাম হৈল বেলা পালাইয়া কথা গেলা
তোহ্মা পাইলে আনে কিবা হিত।
আপনি রহিয়া দূরে পাঠাইলা বারে বারে
বাছি বাছি বীরগণে রণে
যথ আইল সবে মৈল বাহিনী কাতর হৈল
না পারি আইলা তেকারণে।
না শুনিয়া পরমাদ হইছে যুদ্ধের সাধ
তিল অর্ধে শূন্য হৈব দর্প
কথা কাক কথা বাজ কথা হস্তী মৃগরাজ
কথা খগপতি কথা সর্প।
এথ শুনি পালাঙ্গর বোলে আত্মরক্ষা কর
গর্ব সর্বনাশের লক্ষণ
অশ্ব ধাবাইয়া বেগে আসি সিকান্দর আগে
করিলেক বাণ বরিষণ।
চর্মধারী সিকান্দর নিবারিয়া তার শর
অর্ধচন্দ্র বাণে ধনু কাটে
লইল দোসর ধনু সে ধনু কাটিল পুনু
জঙ্গীরাজ পড়িল সঙ্কটে।
মহা ছেল করে লইয়া সিকান্দর উদ্দেশিয়া
জঙ্গীনৃপ সবলে ফেলিল

মারিল ঢালের বারি   ছেল গেল দূরে উড়ি
পুন গদা মেলিয়া মারিল।
গুরুজ সিফর আদি   মুষল মুদ্গর ভেদি
একে একে ক্ষেপিল সমস্তে
এক না লাগিল গাএ   পালাঙ্গ মোহ পাএ
সবে আছে অসি খড়্গ হস্তে[৪]।
কৃপণের ধন প্রাএ   রাখিলা না হানি গাএ
বেগে আসে হাতে লৈয়া ফাঁস
দেখি রুমি ত্রাস পাএ   যেন রাহু গ্রহ ধাএ
পূর্ণ চন্দ্র করিতে গরাস।
সিকান্দর প্রভু স্মরি   নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি
ত্রিশ গজ ছেল লৈল কর
চমকে বিদ্যুৎ প্রাএ   দেখি লোকে ত্রাস পাএ
লোভাইতে[৫] কাম্পে থরথর।
হানিলেক দড় মুষ্ঠে   হিয়া ভেদি গেল পৃষ্ঠে
জঙ্গীরাজ পড়িল ভূমিতে
সিকান্দর মহামতি   শীঘ্রে ধাই বায়ু গতি
ছেল কাড়ি লৈল অলক্ষিতে।
নৃপতি ধরণীগত   দেখি জঙ্গী সেনা যথ
বিমুখে ধাইল বীরকুল
পাছে পাছে রুমি সব   করি নানা পরাভব
নানা অস্ত্রে করএ নির্মূল।
পড়িল বহুল জঙ্গী   খড়্গের তরঙ্গ রঙ্গি
বাণে ঠোকাঠুকি ঘন ঘন
রুমি কুলে পাইল জয়   জঙ্গী সব হৈল ক্ষয়
যে আছিল পশিল শরণ।[৬]
সিকান্দর দয়াশীল   অভয় প্রসাদ দিল
কেহ কারে না করিও বল

যথ ছিল পাত্রগণ যুক্তি করি জনে জন
আসিয়া ভজিল পদতল।
আজ্ঞা দিলা সিকান্দর দাগ দিতে শিরোপর
জঙ্গী কুলে চিন রহিবার
সেই হোন্তে জঙ্গীগণ শিরে দাগ সর্বজন
শাহা আজ্ঞা মনে করি সার।
গুণী পালে গুণমন্ত দানে মানে সুমহন্ত
নবরাজ মজলিস সুজান
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত সাহস করি
কবি হীন আলাউলে ভান।[৮]

২১. ॥ সিকান্দরের জয়লাভ ও ধন প্রাপ্তি ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ কেদার/রাগ সুহি

জঙ্গী নৃপ ভাণ্ডারে যথেক দ্রব্য ছিল
রণ ভূমে আনিয়া সকল পূর্ণ কৈল।
সিন্ধুক সহস্র সংখ্য পূর্ণ রত্ন সোনা[১]
একে একে তুলি আনে শত শত জনা।
শত শত নীলা মণি মাণিক্য কোটরী
লক্ষ কোটি দিব্য মূল্য বহু রত্ন ভূরি।[২]
দুই খণ্ড তিন খণ্ড হেম রজতের স্তম্ভ[৩]
সহস্রে সহস্রে বস্তু গৃহের আরম্ভ।
রজতের খুটি মরকত পাট ধারী
ঝরোকা তার বহু নবগিরি[৪] বরাবরি।
আগর চন্দন লক্ষ সুগন্ধি পেটারী
শতে শতে দিব্য গন্ধ কর্পুর কস্তুরী।
এসব বাহন হস্তী উট বৃষ খর
সহস্রে সহস্রে গাড়ী বহুল খচ্চর।
মত্ত হস্তী দিব্য অশ্ব নানাবিধ অস্ত্র
সংখ্যা নাহি নানা বর্ণে নানা দেশী বস্ত্র।

কোটি কোটি হেমতঙ্কা দ্রব্য বহুতর
পূর্ণিত করিল আনি সকল প্রান্তর।
দেখি শাহা সেকান্দর মহা উল্লসিত
একবারে হৈল মন নয়ন পূর্ণিত।
মৃতকুল দেখি শাহা দয়ামন্ত হৈল
এথ লোক নিঃস্বার্থে কিসকে বধ কৈল।
বলিতে না পারি তার দোষ নিজ দোষ
কর্মলেখা অখণ্ড নিঃস্বার্থ মনে রোষ।
বেকতে হরিষ শাহা গোপতে করুণ
মহাজনে ভাবে মনে বৈভব দারুণ।
এক কালে মিথ্যাজালে বাঝিয়াছে সর্ব০
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা রাজ গর্ব।
সব জঙ্গীদেশ আর ফরাঙ্কি বর্বরী
মিশ্র আদি সর্বদেশ নিজ বশ করি।
বিজয় করিয়া নিয়মিত করি কর
রুমদেশ চলি আইল যেথা নিজ ঘর।
শ্রীযুত মহন্ত মজলিস নবরাজ
পুণ্যকর্ম দানধর্ম মনোবাঞ্ছা কাজ।
সিকান্দর কথা শুনি মন হরষিতে
জিজ্ঞাসিল কোন্ কর্ম করিল পশ্চাতে।
তাহান আদেশ-মাল্য পরি নানা ছন্দে
হীন আলাউলে কহে পয়ার প্রবন্ধে।

২২· ।দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা।

জমকছন্দ/রাগ ঃ সুহি

অসার সংসার-সুখ হোন্তে দুঃখ লভে
সেই ধন্য যাহার কীরিতি রহে ভবে।
ফলবন্ত হৌক মহা বৃক্ষ অনুপাম
যার ছায়াতলে পারি করিতে বিশ্রাম।

ক্ষেণে ফল হস্তে দেএ বৃক্ষ পত্রে শোভা
ক্ষেণে ছায়া হোন্তে রক্ষা করে সূর্যপ্রভা।
ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল
হেন তরু সুচারু রহুক চিরকাল।
ফল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ হৈলে সুশোভিত
পরশু লাগাইছে হেন অসাধু চরিত।
জঙ্গীদেশ মারি শাহা মহা হরষিতে
সপ্তদিন দান কৈলা মেহু বৃষ্টি রীতে।
ভিক্ষুক হৈল ধনী আনের কিবা কথা
হেমরত্ন বরিষণ কৈল যথাতথা।
আক্রাঞ্চা সিন্ধু তীর হোন্তে রোদ[১] নীল
বাদ্যধ্বনি কর্ণাল আকাশ পরশিল।
মিশ্রবাসী সন্তোষ করিয়া দানে মানে
কথদিন বিশ্রামি আছিল সেই স্থানে।
যেই স্থানে বিশ্রাম করিলা মহামতি
সেই স্থানে দেশ হইল সম্পূর্ণ বসতি।
বহুল পাষাণ গৃহ ইট পাটিকাল
নানা চিত্র বিচিত্র শোভিত অতি ভাল।
পন্থে পন্থে বসতি নির্মিলা বহু ঘর
পন্থধূলি সম ধন ছিণ্ডিলা বিস্তর।
প্রথম সমুদ্র তীরে বসাইলা নগর
অমরাবতীর তুল্য[২] পরম সুন্দর।
মিষ্ট ফল জল কৃষি দিব্য সেই ঠাম
ইসকান্দরী বলিয়া থুইল তার নাম।
রুম ইউনান ও নানাদেশ ইচ্ছাগত ভুমে
তাহাতে ভ্রমে নৃত্যগীতে অনুক্রমে।
একদিন সিকান্দর মনে অনুমানি
জিজ্ঞাসিলা 'ফলাতুন আরস্তরে আনি।

জঙ্গীদেশ মারি যথ ধন দ্রব্য পাইল
নৃপতি সবেরে অনুরূপে বিবর্তিল।
দারা শাহা লাগি বহু বস্ত্র হেম রত্ন
যোগ্যজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইল যত্ন।
বহু বহু হস্তী উট ভরি অম্বর[১] কস্তুরী
শত শত ভার পট্টবস্ত্র জরদুরী।
রাশি রাশি রজত কাঞ্চন মনোহর
শত শত গাঠি পূর্ণ চন্দন আগর।
অলপ বয়সী বহু পরম সুন্দরী
সুন্দর বালক সব দিল সঙ্গে করি।
ইঙ্গিতে মরম বুঝে সেবাএ কুশল
হাতী ঘোড়া বৃষ খর বহিল সকল।
মদমত্ত বায়ুগতি হেমরত্নে সাজি
বহু বিধ পাঠাইলা বহু মূল্য বাজী।
আর নানা বহুমূল্য বহু বস্তুজাত
পাঠাইলা অনুরাগে দারার সাক্ষাত।
বহু মূল্য বহুদ্রব্য পুঞ্জে পুঞ্জে দেখি
নৃপতি দারার মন আগে হৈল সুখী।
অবশেষে মনে ভাবে হই বিষাদিত
এথ ধন পাঠাইছে মোহোর বিদিত।
আর নৃপ সবেরে পাঠাইছে অনুরূপ
অলেখা পাইছে ধন বুঝিনু স্বরূপ।
মনে ভাবে শিশু হৈল অতি বলবন্ত
মহাকায় জঙ্গীসব মারি কৈল অন্ত।
না বুঝি তাহার মনে কিবা ভাব আছে
নতু গর্ব কি করে আমার সঙ্গে পাছে।
যাবত না হৈছে এথ 'ধিক বল শক্ত
ছলে তার গর্ব চূর্ণ করিবারে যুক্ত।

না করিলে এমত পশ্চাতে নাহি ভাল
সর্ব দিন সমানে না যাএ এহি কাল।
এথ ভাবি দ্রব্য জাত হেরে অনাদরে
না দিল প্রসাদ কিছু রায়বার করে।
মধুর বচনে কিছু না দিল সংবাদ
ফিরি আইল রায়বার পাই অবসাদ।
শাহা সিকান্দর আগে ভূমি চুম্ব দিয়া
যথ ইতি রহস্য কহিল বিরচিয়া।
মনে ভাবে এথ ধন দিলুঁ নৃপ লাগি
সন্তোষ না হৈয়া নৃপ কেন হেন রাগী।[৫]
বুঝিলুঁ তাহান মনে জন্মিল কুভাব
কপটের সঙ্গে প্রেম কিছু নাহি লাভ।
আহ্মা প্রতি তার মন হইল বিরোষ
তেকারণে মন মোর নহে তার বশ।
মনে মনে প্রচার আছএ হিতাহিত[৬]
গুপ্ত নহে ব্যক্ত আছে দর্পণ চরিত।[৭]
এথ ভাবি মন দড় কৈল সিকান্দর
নিশ্চয় দারার সঙ্গে রচিব সমর।
শ্যামল নাশিলুঁ এবে নাশিব ধবল
আবলখ মিশ্রত সব করিব উজ্জল।[৯]
যেন জঙ্গী মারিলুঁ মারিব খোরাসান
কার শক্তি দাণ্ডাইব মোর বিদ্যমান।
এথ ভাবি পূর্ব নিয়মিত যেই কর
না দি' পাঠাইল[১০] দারার গোচর।
সভা বসি করে নিত্য যন্ত্র-বাদ্য গীত
বঞ্চএ নানান সুখে নির্ভয়[১১] চরিত।
একদিন সিকান্দর চলিল অহেরে
মৃগয়া করিতে ফিরে পর্বত কন্দরে।[১২]
ক্ষেণেক পর্বতে উঠে ধাবাইয়া হয়
ক্ষেণেক প্রান্তরে যাই মৃগ বিনাশয়।

তাথ এক পর্বতে উঠিল সিকান্দর
বহু মৃগ পশু[১৩] ছিল তাহার অন্তর।[১৪]
হেনকালে দেখে শাহা পর্বত কন্দরে
বলবন্ত দুই হংস মহাযুদ্ধ করে।
গীমে গীমে পিটাপিটি চঞ্চু খটখটি-[৫]
ঠেলাঠেলি হানাহানি পাখে ছটছটি।
কেহ কারে টানি নেয় আপনার ভিতে
অন্যে অন্যে চঞ্চু ধরি টানে সেই মতে।
মহাক্রোধে দুই হংস চঞ্চু পাখে হানে
মনুষ্য দেখিয়া ভয় না করন্ত মনে।
ধন্ধ হৈল শাহা যুগ-পক্ষী রণ দেখি
আপনার নামে চিন কৈল এক পক্ষী।
রাখিলেক দোসর পক্ষী চিন দারা নাম
বলাবল বুঝিতে রহিল সেই ঠাম।
কথক্ষণ দুই পক্ষী মহাযুদ্ধ কৈল
সিকান্দর নামে চিন পক্ষী জয় পাইল।
দারা নামে চিন পক্ষী পড়িল ভূমিত
প্রাণে মৈল ভঙ্গ না ইচ্ছিল কদাচিত।
সিকান্দর নামে পক্ষী জিনিয়া সমর
উড়িয়া উঠিল উর্ধ্বে পর্বত শিখর।
হেনকালে এক বাজ আসিয়া তুরিত
ধরি খাইল সেই হংস শাহার বিদিত।
তুষ্ট হই সিকান্দর অনুমান করে
বিজয় হইব মোর দারার সমরে।
কিন্তু বাজে ধরি পক্ষী ভক্ষিল তৎকাল
রাজভোগ মোহোর না রৈব চিরকাল।
সর্বত্রে বিজয় মাত্র সুখের কারণ
চিন্তা নাই একদিন অবশ্য মরণ।

এহি মতে ভাবি শাহা হুন্নিয়া অপার
আর বার্তা পাইল শুভাশুভ বুঝিবার।
সেই পর্বতেত আছে শিলাগৃহ এক
অতি বড় উচ্চ নাহি যার পন্নতেক।
যার যেই মনোবাঞ্ছা পুছিলে সত্বর
নিষ্কপটে [৬] পাএ শুভাশুভের উত্তর।
সিকান্দরে ডাকি আনি এক জ্ঞানবন্ত
জিজ্ঞাসিতে পাঠাইলা আপন বৃত্তান্ত।
পর্বত উপরে উঠে সেই মহাজন
প্রভু স্মরি উচ্চ স্বরে পুছিলা বচন।
নিঃসরিল শব্দ সিকান্দর পাইব জএ
দারারে গ্রাসিব কালে জানিও নিশ্চএ।
এ সব রহস্য শুনি শাহ সিকান্দর
মহানন্দে বনান্তর তেজি আইল ঘর।
মহাসভা রচিয়া ডাকিয়া সর্বজন
সুপথ্য ষট রসে করাইলা ভোজন।[১৭]
সুসৌরভ সরাবে সন্তোষিয়া চিত[১৮]
কহিতে লাগিল শাহা নিজ কার্য হিত।[১৯]
ত্রিজগ-রক্ষক বলে মুঞি সিকান্দর
লাগাইল শিরতাজ স্বর্গের[২০] উপর।
লভ্য ভক্ষকেরে[২১] কর কি লাগিয়া দিব
আপনা কাহিল হেন কিসকে জানিব।[২২]
দারা হোন্তে নহি আজি ধনে সৈন্যে উন
তার আজ্ঞাপাল হৈলে বৃথা নাম গুণ।
যবে সেই তাজধারী মুঞি খড়্গ ধারী
খড়্গ হোন্তে তাজপাট কাড়িবারে[২৩] পারি।
যদি বা বহুল সৈন্য আছএ তাহার
রক্ষিতা আছএ মোর এক করতার।

আল্লারে বিজয় দিছে[২৪] দয়াল চরিত
বুদ্ধি মোর প্রবল সামর্থ্য এক চিত।[২৫]
দুই চিত্ত এক হৈলে ভাঙএ পর্বত
অন্যাকরে কেবা কার হএ খুরপাত।[২৬]
আল্লা করোক[২৭] হএ যদি প্রবল ললাট
শত্রু হোন্তে কাড়ি লৈতে পারি রাজ্য পাট।
হইলে দারার হেটে জীবনে কি কাজ
তার করতলে[২৮] বোলি ঘোষে সর্বরাজ।
তুহ্মি সব মহাবুদ্ধি বুঝ কার্য রীত
পদুত্তর দেও মোরে যে হএ উচিত।
এত শুনি সকলে করিয়া আশীর্বাদ
বিধি পূর্ণ করোক পুরোক মন সাধ।[২৯]
আহ্মি সব স্থানে জিজ্ঞাসিলা মহামতি
কহিব মনেতে যেই আইসএ সুকতি।
যেই আজ্ঞা কৈলা শাহা সব চিত্তে লাগে
চীন[৩০] স্থানে দারা নিয়মিত কর মাগে।
বলে হীন নহ তুহ্মি দারা নৃপ হোন্তে
তুহ্মি যেই করিছ, নহি দেখিছে আনে।[৩১]
নিজ ভুজ বলেত শাসিলা জঙ্গীরাজ
কোন নৃপ শাহা সে করিছে হেন কাজ।
বিশেষ তোহ্মার বল দীন ইসলাম
দেব আগে ভুতপ্রেত কি করিব কাম।
তুহ্মি খড়্গধর দারা কটোরা গ্রাহক
তুহ্মি সচেতন সেই সতত মাদক।
তুহ্মি ন্যায়বন্ত সেই অন্যায় অধিকারী
তুহ্মি ধর্মশীল সে অধর্ম মনধারী।
দান হোন্তে জগত পূর্ণিত তোহ্মা নাম
কৃপণ জনের কোথা সিদ্ধ মনস্কাম।

এ লাগিয়া সিংহ মৃগরাজ নাম পাএ
নিজ ভুজ বলে বহু অতিথি ভুঞ্জাএ।
বহু রাজ্য ধনে নহে বিজয় লক্ষণ
সাধু বৃত্তি শুভ কীর্তি সিদ্ধির কারণ।
মনুষ্য কুলেতে জন্ম হইছে যে সকল জন
মনুষ্যতা থাকিলে সে সাফল্য জীবন।
কৃপাল জনের কার্য লোক আশীর্বাদ
সর্বথা কুশল হএ বিধি পরসাদ।
যথা ধর্ম তথা জয় কভু নহে আন
শুদ্ধভাবে সদা লাভ সর্বত্র কল্যাণ।
অবশ্য তোহ্মার জয় সর্ব মতে দেখি
'জয়-ভঙ্গ' 'বিচারি চাহিলুঁ সব লেখি।
জঙ্গী-যুদ্ধে বিচারিয়া পাইল যে মত
দারা সঙ্গে নামে নামে দেখিএ তেমত।
যেন মেঘ স্রোত জলে না লড়এ গিরি[৩২]
শিশির সমান বিন্দু কি করিতে পারি।[৩৩]
যেই সিংহ হস্তী মারি গর্ব চূর্ণ করে
কুরঙ্গ শশকে তারে কি করিতে পারে।
কিন্তু তুহ্মি নিজ পাটে সুখে বসি থাক
শত্রুর চরিত্র আগে ভাল মতে দেখ।
ধৈর্য ধরি থাক তুহ্মি শীঘ্রতা[৩৪] তেজিয়া
অবশ্য এথাতে সেই আসিব সাজিয়া।[৩৫]
দূর পন্থে মহাকষ্টে শ্রান্তমন্ত সৈন্য
অনায়াসে মারিব হইয়া[৩৬] অগ্রগণ্য।
পাত্র সব বচন শুনিয়া সিকান্দরে
জয়ভঙ্গ' বিচারি চাহিল নিজ করে।
দারার নিয়ম কর না দি পাঠাইয়া
নানা সুখ করে নিজ পাটেতে বসিয়া।
আইস গুরু দেও সুরঙ্গিন মধুজল
কদর্য খণ্ডিয়া চিত্ত হউক নির্মল।

২৩. ॥ দর্পণ আবিষ্কার ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ কেদার

এবে অবধান কর, শুন বুধজন
যেন মতে সিকান্দর জন্মাইল দর্পণ ।
সেই ধন্য যার ভবে রহে শুভ চিন
দেখ এই জীবন না রহে চিরদিন ।[১]
শুভাশুভ কীর্তি লেখা কর্ম নিয়োজিত
শুভ কর্মে শুভ নাম রহে পৃথিবীত ।
কষ্ট পাইলে মহাজনে না করে শোচন
শ্যাম ঘনান্তরে আছে শ্বেত[২] বরিষণ ।
তিক্ত বস্তু ঔষধ ভক্ষণে করে গুণ
দুঃখ পাইলে সুজনে সুকর্মে নহে উন ।
পাটে বসি সিকান্দর বঞ্চে নানা সুখ
জুতির্ময়[৩] খড়গেত দেখিল নিজ মুখ ।
মনে ভাবে নিজ মুখ দেখন না যাএ
আত্ম-পরিচয় হেতু রচিব উপাএ ।
হাকিম সবের সঙ্গে যুক্তি স্থির করি
সুবর্ণ রজত তাম্র পিতলাদি করি ।
নানা ধাতু ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রিতে চাহিল ।
সার পাত্র লৌহময় জ্যোতিমন্ত পাইল ।
দীর্ঘে দীর্ঘ মুখ দেখি পাথালে পাথাল
মণ্ডলী আকারে শোভাযুক্ত[৪] হৈল ভাল ।
আছিল রস্‌সম নামে কর্মকার এক
সেই গঠি জ্যোতি দিয়া দেখাইল পরত্যেক ।
পূর্বেতে না ছিল জগে দর্পণ প্রচার
সিকান্দর হৈতে হৈল এ কর্ম সঞ্চার ।
শেষে নানা ভাতি কৈল বুদ্ধিমন্ত জনে
কাচে কাচে চারি কোণে ফটিকে পাষাণে ।[৫]

অন্ধকার লোহারে উজ্জ্বল জুতি করি
নাম থুইলা আপনে আয়না সিকন্দরী।
যদি আসি পড়িল প্রথমে শাহা দৃষ্টি
হস্তে[৬] লই এক চুম্ব দিল তার পৃষ্ঠি।
এবেহ দর্পণ হৈলে জ্ঞানী করগত[৭]
চুম্বি পালে সিকান্দর নবীর সুন্নত।
সুন্নদান[৮] কর গুরু দর্পণের জুতি
থাইতে যেকত হৌক আপনা মূরতি।

২৪ ॥ দারার রায়বার ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ ভাটিয়াল

ছলবল হোন্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলেবলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত।
মহাজনে সংসারেত না বান্ধএ মন
শুদ্ধভাবে আছে পূর্ণ সুখের লক্ষণ।[১]
সংসারে আপনা ধার কাকে না এড়িব
বিন্দু বিন্দু দিয়া পাছে ভারে ভাবে লৈব।
এথ ভাবি সুখ, পুণ্য ধর্মে কর মন[২]
এহি তিন বিনে আর সব অকারণ।
ভক্ত[৩] লোকে কহিল পুরাণ[৪] ইতিহাস
সিকান্দর নাম যদি হইল প্রকাশ।
একদিন বিরচিয়া সভা সুললিত
বসিলেক পাত্র মিত্র হাকিম সহিত।
সুরঙ্গ সুবাস সুরা সঙ্গে উপহার
যন্ত্র গীত বাদ্য নৃত্যে আনন্দ অপার।
নানা জাতি হাকিম সকলে কহে কথা
তান আজ্ঞা[৫] অনুরূপ কার্য যথাতথা।
এক বাক্য জিজ্ঞাসিল শাহা সিকান্দর
ভাতি ভাতি বুধ সবে দেও পদুত্তর।

স্বর্গ প্রাএ সভা শাহা চন্দ্রিমা আকার
হেনকালে আইল দারার রায়বার ।
আগে আসি রাজনীতি প্রণাম করিল
দারা প্রশংসিয়া সিকান্দর প্রশংসিল ।
তার পাছে কহিলেক দারার উত্তর
কি লাগিয়া না দেও পূর্ব নিয়মিত কর ।
কি হেন যোগ্যতা মোরে দেখাও পূর্বাহ্নে
কর দিয়া না পাঠাও কিসের কারণে ।
বাপ হোন্তে হইছ তুমি কথেক ভাজন
মোর আজ্ঞা হোন্তে তুমি ফিরাও বদন[৬] ।
পূর্বনীতি হোন্তে শিশু না ফিরাও মুখ
গর্ব হোন্তে পশ্চাতে আছএ বহু দুখ ।
শুনি শাহা সিকান্দর হৈয়া ক্রোধবন্ত
গর্জিয়া[৭] উঠিল যেন হুতাশ জলন্ত ।
ভুরু যুগ গাঠি দিল, পাকাই নয়ান
তা দেখি রায়বারের উড়িল পরাণ ।
উত্থ বাক্য যোগ্য কহোঁ করি ক্রোধ লেশে[৮]
বুদ্ধিমন্ত শাহা মনস্থির কৈল শেষে ।
তারে বোলি জ্ঞানবন্ত সুমহন্ত ধীর
ক্রোধকালে আপনার মতি রাখে স্থির ।
পুনি কহে স্থির হৈয়া শাহার বিদিত
রায়বার প্রতি ক্রোধ না হএ উচিত ।
না কহি রহিতে নারি ঈশ্বর আদেশ
যার আগে কহে শুনে বুঝে কার্য লেশ ।
ফয়লকুচ নৃপ পাঠাইত দারা আগে
বহু মূল্য নানা দ্রব্য মন অনুরাগে ।
ক্রমেত হিমের কালে বিধি নিযোজিত[৯]
পাইত সুবর্ণ ডিম্ব দৈবের গঠিত ।

সেই অপূর্ব ডিম্ব সঙ্গে বহু বস্তুজাত
পাঠাইত তোহ্মা পিতা দারার সাক্ষাত।
মান্য অনুরূপে ছিল দোহার পিরীত
বাপের নিয়ম পুত্রে রাখিতে উচিত।
জগত বিদিত দারা মহাছত্র পতি
সব নৃপকুল পূজে তাহার আরতি।
আপনেহ তান আজ্ঞা মানিয়াছ পূর্বে
এবে আনমত কার্য কর কোন্ গর্বে।
শুনি ক্রোধে বোলে সিকান্দর নরপতি
সিংহের আহার নিতে কাহার শকতি।
এক ভাতি নাহি রএ জগতের রীত
কাকে পালে কাকে ঘালে সংসার চরিত।
তিলে মহা নৃপতিরে করে খণ্ড খণ্ড
ভিক্ষুকের মস্তকে ধরএ নব দণ্ড।
তুলিয়া পুরান শয্যা বিছাএ নবীন
হীন পাএ মহত্ত্ব, মহন্ত হএ হীন।
কহিও দারার আগে[১০] 'ধিক পরিপাটি
যে দিল স্বুবর্ণ ডিম্ব মৈল যে কুক্কুটি।
ডিম্ব ডিম্ব করি দারা কি কর বড়াই
যে কুক্কুট দিত ডিম্ব সে কুক্কুট নাই।
বারে বারে দিছে ডিম্ব খাইয়াছ তুহ্মি
মার্গ দিয়া সেই ডিম্ব নিকালিব আহ্মি।
প্রতি অব্দ [অদ্রি ?] শিলা হোন্তে নহে রত্ন লাভ
ক্ষেণেক মিত্রতা হএ ক্ষেণেক শত্রু ভাব।
মোর আগে না কহিও দর্পের বচন
খর্গের বচনে তুষ্ট হয়[১১] মোর মন।
সেই ভাব ভাল জান আপনার মনে
যে মোর অশ্বপদ না যাএ ইরানে।

ঈশ্বরে তাহানে দিছে অধিক বৈভব
তাকে শান্তি নাহি কেন এথ করে রব ।
আপনা মতে[১২] আহ্মি আছি এক কোণে
বিসম্বাদ নিঃস্বার্থে[১৩] কর কি কারণে ।
ইচ্ছাগতে কার সনে কলহ না চাহি
যদি কেহ মাগে যুদ্ধ ইন্দ্রেরে না ডরাই ।
যে কিছু দিয়াছে বিধি সোকর না করি
পর বিত্ত চিন্তা কর লোভ অনুসারি ।[১৪]
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন
আহারের লোভে ফান্দে বাঝে পক্ষীগণ ।
আহ্মা সঙ্গে কলহ মাগিলে সবিশেষ
অনায়াসে মারি লৈমু[১৫] ইরানের দেশ ।
মোর বীরপনা হইছে[১৬] তোহ্মা কর্ণগত
তিল অর্ধে জঙ্গীরে করিনু কোন্ মত ।
লীলাএ বধিলুঁ মহা মহা বীরগণ
জঙ্গী হোন্তে খোরাসানী না হএ ভাজন ।[১৭]
কর মাঙ্গ তার স্থানে যেই বলে উন
আন হোন্তে মোর খড়্গ হএ শত গুণ ।[১৮]
যেই বস্তু না পাবে[১৯] মাগিতে না জুয়াএ
পিরীতি রাখহ যেন রাজাএ রাজাএ ।
লোভ ছাড় নষ্ট না করিও নিজ দেশ
চলি যাও রায়বার বচন হৈল শেষ ।[২০]
রায়বারে যদি এই বচন শুনিলা
আপনার বচন সমস্ত পাসরিলা ।
বিজু[২১] গতি চলি শীঘ্রে আসিয়া ইরানে
কহিলা রহস্য সব দারা বিদ্যমানে ।
সিকান্দর বার্তা শুনি রোষ হৈল দারার
আটই উদয় হৈল যেন অতট মাঝার ।[২২]

কষ্টবাক্য সব যদি হইল প্রকাশ
মহাক্রোধ চিন্তানলে ছাড়িল[২৩] নিঃশ্বাস।
পাছে কাষ্ঠ হাসি কহে, শুন পাত্রগণ
ক্ষুদ্র শিশু কহে মোরে হেন দুর্বচন।
দেখ আকাশের গতি[২৪] সংসারের রীত
সিকান্দর যুদ্ধ ইচ্ছে[২৫] দারার সহিত।
ক্ষুদ্র বলে নিজ দেশ সঙ্কট রাখিতে
তার মুখে[২৬] নিঃসরএ ইরান মারিতে।
যগুপি পর্বত নাম ধরএ অচল
গর্ব না রহএ তার দেখি আখণ্ডল।[২৭]
মূষিকে করএ বাদ বাজের সংহতি
সমুদ্র সাক্ষাতে বিন্দু কি ধরে শকতি।
পুনি মনে কার্য ভাবে দারা সুচরিত
আরবার মর্ম তার বুঝিতে উচিত।
শীঘ্রে হাক্কারিয়া আর এক বুধ জন
আজ্ঞা দিলা রুমে যাইতে তুরিত গমন।
এক চৌগানের দণ্ড তার হস্তে দিয়া
এক ভাণ্ড তিল পূর্ণ দিল পাঠাইয়া।
বোলে লই যাও সিকান্দর গোচরে
কিছু না বোলিও মাত্র চাহিও কি করে।
যেই পদুত্তর দেয় শুনি সাবধানে
অবিশ্রামে[২৮] চলি আইস তুরিত গমনে।
আজ্ঞা পাই রায়বার ভূমি চুম্ব দিয়া
বায়ুগতি ইরাকী অশ্বতে আরোহিয়া।
নিশিদিশি অবিশ্রামে চলি নিরন্তর
রুমে গিয়া ভেটিলেক শাহা সিকান্দর।
চৌগানের বারি আদি ভাণ্ডপূর্ণ তিল
দেখি শাহা সিকান্দর ঈষত হাসিল।

দারার আরতি বুঝি কহিল ভাঙ্গিয়া
বুঝ পাত্রগণ পাঠাইছে কি লাগিয়া।
শিশু মতি নহি জান যুদ্ধের সন্ধান
খেলা খেলি গৃহে থাক লইয়া চৌগান।
তিল পাঠাইছে তার বুঝহ চরিত
এই মতে জান মোর সৈন্য অগণিত।
রায়বার প্রতি বুঝি কহে সিকান্দর
প্রথমে শুন চৌগানের পদুত্তর।
আপনার গুণে ভাল পাইল চৌগান
চৌগানে মারিয়া গুলি নিজ দিকে আন।[২৯]
ভাল হৈল হেন বস্তু মোরে কৈল দান
আপনার ভিতে টানি আনিব ইরান।
লইয়া তিলের ভাণ্ড ছিণ্ডিল প্রান্তরে
বহু কবুতর আনি দিল খাইবারে।
ভুখিল কবুতর তবে যোগ্যাহার পাইল
তিল অর্ধে সেই ভূমি তিল শূন্য কৈল।
রায়বার স্থানে হাসি কহে সিকান্দর
এহি মতে কহিও তিলের পদুত্তর।
যগুপি দারার সৈন্য নাহি পরিমাণ
মোর সৈন্য[৩০] গণ তার ভক্ষক সমান।
সিকান্দর পদুত্তর পাই রায়বারে
সত্বরে জানাইল আসি দারার গোচরে।
শ্রীমন্ত নবরাজ মজলিস সুজান[৩১]
প্রলয় অবধি যার রহুক বাখান।[৩২]
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
মহীপূর্ণ শুভ কীর্তি রহুক সদাএ।

২৫. ॥ দারার যুদ্ধযাত্রা ॥

চন্দ্রাবলী ছন্দ/রাগ ঃ কামোদ বা কেদার

সিকান্দর বাক্য শুনিয়া অশক্য
ক্রোধে দারা নরপতি
যেন বিষ পান অঙ্গ কম্পমান
অপমান ভাবি অতি।
সেনাপতি আনি বোলে নৃপমণি
রুমেত যাইব সত্বর
প্রতি দেশ হোন্তে আনি ভাল মতে
শীঘ্রে সৈন্য সজ্জা[১] কর।
ইরানী তুরানী যথ খোরাসানী
ঘোর আদি বদখসান[২]
খারজম গজনীর[৩] চীন আদি বীর
সাজি আইল বিগুমান।
লই নয় লক্ষ সার দিব্য অশ্ববার
পদাতির নাহি ওর
মনেত ভাবিতে লিখিতে লিখিতে[৪]
কায়স্থ কুলেত হৈল ভোর।
হয় অপার হএ অঙ্গ বর্মমএ[৫]
বর্মে শোভে বহু মিলি[৬]
লোহবন্ধ খুর শিলা করে চুর
পর্বত করএ ধূলি।[৭]
সব মহাবীর পরাক্রমে ধীর
অশ্ব সব বায়ু গতি
সৈন্য পদ ভরে মহী থরহরে
হেটে কাম্পে নাগপতি।
দারা মহাশএ দেখি সৈন্য চএ
মনে অতি হরষিত

রুমের বিরোধে যাএ মহাক্রোধে
ভুবন ভেল কম্পিত।
যেই দেশে চলে সৈন্য লৈয়া বলে
শূন্য হএ সেই স্থল
আনের কি কথা হৈল যথা তথা
মহীহীন তৃণ জল।
আরমান দেশ হইল প্রবেশ
লহরিত সিন্ধু প্রাএ
পবন চলন হইল বন্ধন
আর কেবা পন্থ পাএ।
সৈন্য পদরেণু লুকাইল ভানু
বাত বৃষ্টিহ শুকাএ
ক্ষিতি হৈল ভষ্ট খর্গ হৈল নষ্ট
হেন বুঝি অভিপ্রাএ।
যথ দূর আইল সর্ব বশ হৈল[৮]
পশিল দারার শরণ
অরুণ উদএ তম নহি রএ
আইল রুমের ঘনান[৯]
শ্রীমন্ত মহন্ত গুণের নাহি অন্ত
নববাজ মজলিস
ভুবন স্মরণ[১০] যার কীর্তি গুণ
ব্যাপিত হৈল চৌদিশ।
শ্বেত চন্দ্র জ্যোতি সুগন্ধি মালতী
কিরীতি ভুবন পূর[১১]
তান আজ্ঞা বলে হীন আলাউলে
পয়ার রচিল মধুর।

২৬ ॥ দারার অভিযান ॥

জমকছন্দ/রাগ-কহু

কীর্তি[১] সুপবিত্র রত্ন কার্যজ্ঞাতা বুদ্ধি
জগ হোন্তে না খণ্ডোক হেন রত্ন শুদ্ধি।
সেই লোক উচ্চ শির হএ পৃথিবীত
সংসারের কার্যে যার বুদ্ধি প্রজ্বলিত।
খেলা হেলা ভ্রমে না চলিও এহি পন্থে
যত্নে রাখ নিজ বস্তু চোর হস্ত হোন্তে।
না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘীণ
শীতকালে কার্যেত আসিব একদিন।
যদি দারা সসৈন্যে আরমান[২] দেশে আইল
সর্বজনে ভাবে মনে প্রলয় হইল।
লক্ষ লক্ষ দেশ ভঙ্গ গোহারী করে লোক
সিকান্দর আগে আসি কহে দুঃখ সুখ।[৩]
লহরিত সিন্ধু প্রাএ অগণিত[৪] সেনা
তাকে নিবারিব হেন আছে কোন জনা।
শুনি এক পাত্রে কহে সিকান্দর আগে
এক যুক্তি মোর মনে অতি ভাল লাগে।
দূর পন্থে ঘর্ম শ্রমযুক্ত সব সেনা[৫]
অনায়াসে জিনিব রাত্রিত দিলে হানা।
অন্ধকার নিশি শত সহস্র সমান
ত্রাসযুক্ত হই সব হারাইব জ্ঞান।
জোলকর্ণ সাহসিক[৬] দিল পদুত্তর
কোন মতে লুকিত না হএ দিবাকর।
দারার বহল সৈন্য নাহি কিছু ভীত
সূর্য দরশনে হৈব তারক লুকিত।
এক তীক্ষ্ম খড়গে শতজন খণ্ড খণ্ড
এক ব্যাঘ্র করে শত বৃষ[৭] লণ্ড ভণ্ড।

যদি বা কপট হোন্তে সিদ্ধি হএ কাম
তথাপিহ চুরি-যুদ্ধে বীরের কুনাম।
সিকান্দর পদুত্তরে সব হরষিত
আজ্ঞা দিল সৈন্য সাজ করিতে তুরিত।
মিশ্রি আফাঙ্গ রুমী রুসী বর্বরী
জঙ্গী আদি সৈন্য চয় আইল অস্ত্র ধরি।
মহা সেনাপতি লেখি[৮] করিল বিচার
মহাবীর মুখ্য তিন লক্ষ অশ্ববার।
সিকান্দর যুক্তি হেতু সভা বিরচিল
যথেক হাকিম পাত্র ডাকিয়া আনিল।
পরম সুবুদ্ধি কার্যজ্ঞাতা পাত্রগণ
সিকান্দরে প্রকাশিল যুক্তির বচন।
দেখ দারা অগণিত সৈন্য সব লৈয়া
রুম মারিবারে হেতু আইল চলিয়া।[৯]
খড়্গ না ধরিয়া মনে কৈল প্রীতি আশ[১০]
যথ গর্ব কৈল আমি সব হৈল নাশ।
যদি যুদ্ধ করি তার লই পাট তাজ
অপবিত্র অধর্ম ভাবিয়া বাসি লাজ।[১১]
কায়ানী বংশেত নৃপ জগত পূজিত
তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট কর্ম না হএ উচিত।
দৈব করগত মাত্র জয়পরাজয়
অল্প সৈন্য বহু সঙ্গে যুঝন সংশয়।
তুম্মি সব বহু দ্রষ্টা মহা বুদ্ধিমন্ত
পদুত্তর দেও মোরে বুঝি কার্য অন্ত।
পাত্র সবে ভূমি চুম্বি কৈল আশীর্বাদ
আয়ু দীর্ঘ বিঘ্ন নাশ পুরো মন সাধ।
আম্মি সব মনে শাহা আইসে এহি যুক্তি
লজ্জার জীবন হোন্তে মরণে সে মুক্তি।

শুদ্ধভাবে আছ শাহা পাটেত বসিয়া
কার সঙ্গে কলহ কোন্দল না মাগিয়া।[১২]
ধর্মপন্থ ছাড়িয়া যে করিতে আইসে বল
তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈলে না বুলিএ ছল।[১৩]
ধার্মিকের সঙ্গে ধর্ম অধর্মে অধর্ম
সংসারের শাস্ত্রনীতি নিযমিত কর্ম।
গম্ভীরতা তেজি দারা সাজি আইল এথা
না লাগে তোম্মাতে কিছু অপকৃতি[১৪] কথা।
নিজ মুখে আগে বহু দর্প প্রকাশিলা[১৫]
কবুতর হোন্তে সব তিল ভুঞ্জাইলা।
এখনে সৌহাৰ্দ্দভাবে[১৬] বুলিব কাতর
বস্তুজ্ঞান না করি, করিব অনাদর।
সর্বথাএ তোম্মা প্রতি বিধি দিব জয
ছলগ্রাহী প্রতি নহে দয়াল সদয়।
কে কারে মারিতে পারে আপনার বলে
সেই মহাপ্রভু এক পালে এক ঘালে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ কিছু নাহি ডর
আপনার গৃহে যার শত্রু বহুতর।[১৭]
লোক হিংসা ছলবল যে জন করএ
কদাচিত ঈশ্বরে তাহারে না দে জএ।
নাশিলে হিংসুক জন হএ লোক হিত[১৮]
অপকৃতি[১৯] নহে এহি সাধুর চরিত।
যথা শাহা পদ তথা আম্মার মস্তক
বিশেষ দয়াল প্রতি ঈশ্বর[২০] রক্ষক।
তবে কি কায়ানী বংশে আদর রাখিয়া
এখনেহ আগে না যুঝিব অগ্র হৈয়া।
এখনেহ তাহার বুঝিব দয়া রোষ
আত্মরক্ষা হেতু যুদ্ধ কিবা আছে দোষ।

বীরগণ বল বুদ্ধি পাই সিকান্দরে
শুভক্ষণে সাজি আইলা রুমের বাহিরে।[২১]
বর্ম ধরি বীরকুল অশ্ব পাথরিত
শতে শতে মত্তকরী[২২] লোহএ জড়িত।
বাণা ছত্রে ঢাকিলেক অরুণ কিরণ
ধূলি অন্ধকার হৈল না দেখে[২৩] গগন।
তাহার মধ্যেত এক সুরঙ্গিম ধ্বজ[২৪]
ছেল বর দণ্ড উচ্চ পূর্ণ পঞ্চ গজ।
নানা বর্ণ বস্ত্র দণ্ড রত্তনে জড়িত[২৫]
মহা অজগর মূর্তি তাহাতে লেখিত।
শ্যামল চামর গরু ঊর্ধ্বে শোভা করে
মেঘ খণ্ড দেখি যেন পর্বত শিখরে।
ফরিদুন শাহার সেবক ভয়ঙ্কর
কোন মতে[২৬] পাইছিল শাহা সিকান্দর।
প্রহরের পন্থ হোন্তে বাণা পড়ে দৃষ্টি[২৭]
লোকে ভাবে সেই সর্পে গরাসিব সৃষ্টি।
সেই বাণা ধরিয়া সৈন্যের মধ্য ভাগে
প্রহরের অন্তরে রহিল দারা আগে।
মহাদম্ভে লোক বধ না ভাবিও মনে
এথ দর্প এক মুষ্টি মাটির কারণে।
না ভাবএ এহি মহী পত্তন[২৮] দিয়াছে
কথেক গ্রাসিছে কথ গরাসিব পাছে।
পৃষ্ঠ হোন্তে নামাইয়া গরাসে সকল
আগে মিষ্ট ভুঞ্জাইয়া পাছে হলাহল।[২৯]
বীর[৩০] মনে ভ্রম দিয়া রক্ত বরিষএ
পিবএ ভুখিলা ব্যাঘ্রে রাক্ষসের প্রাএ।
দেখি শুনি মহাজনে ক্ষিতির চরিত
নিজ মন তাহাতে না বান্ধে কদাচিত।

না করি রহিতে নারে সংসারের নরে
কীর্তি রহে হেন কর্ম মহাজনে করে।
মজলিস নবরাজ সর্বগুণ 'দধি
রাখিল আপনা কীর্তি প্রলয় অবধি।
সিকান্দর সঙ্গে লোকে গাইব সদ্‌গুণ
দান বৃক্ষে ধর্ম ফল ধরে পুনঃপুন।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
মহন্ত নিযামী পদ করিয়া সহাএ।

২৭. ॥ দারার মন্ত্রণা সভা ॥
জমকছন্দ/রাগ ঃ কেদার

বিজ্ঞজন মাত্র মনে ঈশ্বর কৃপাএ
সাধু[১] লোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পাএ।
কুসঙ্গে উপর্জে গর্ব বুদ্ধি পাএ লোপ
না ভাবিয়া অনুচিত স্থানে করে কোপ।
উত্তমে হরিষে থাকে ভুজ্জি ভুঞ্জা রীত
পরবিত্ত লোভ হোন্তে নিবারিয়া চিত।
যেহেন পাটের পোকে পরবস্ত্র খাইয়া
মুখ বন্ধে[২] মরএ আনলে ঝাম্প[৩] দিয়া
দারা সিকান্দর যদি হৈল মুখামুখি
দারার সামন্ত যথ মনে হৈল দুঃখী।
সবে বোলে গর্বে দারা হিংসুক চরিত
দর্পে মাত্র লোক সব, কেহ নহে হিত।[৪]
ছলে বলে সর্ব লোক হইছে বিমন
সবে ইচ্ছে সিকান্দর কৃপাল স্মরণ।
দারাএ শুনিল যদি আইল সিকান্দর
হস্তী হয় সৈন্যচয় সাজি বহুতর।
বুদ্ধিমন্ত পাত্রমিত্র হাক্কারি নৃপতি
রচিল গোপন সভা করিতে যুকতি।

কহিলেক সিকান্দর সাজি আইল রণে
তারে পরাজয় বোল করিব কেমনে।
ছলে বলে বোল কিবা বুদ্ধির প্রকারে
কহ সবে কোন্ মতে জিনিব তাহারে।
মহা বলবন্ত সুবিজয়[৫] সিকান্দর
মনে ভাবি শীঘ্রে কেহ না দিল উত্তর।
সাদুবান পাত্রসুত ফর্‌রাবুর্জ নাম
বল বুদ্ধি বাক্যে যুদ্ধে[৬] অতি অনুপাম।
নৃপতি সভাতে ছিল যুক্তির সংবাদ
প্রণামিয়া দারাকে করিয়া আশীর্বাদ।
বলে নিবেদন শুন নৃপ মহাশএ
যখনে আছিল আহ্মি সেই সব সমএ।
কায়ানী বংশের নৃপ যদি গেল গড়ে
মহাকাল সর্প আইল রাজা মারিবারে।
জাম-নৃপ জামাতা পাইয়া সে বারতা[৭]
খুড়ারে কহিল মোর ইরানের কর্তা।
কথকাল, জানিও, আহ্মার বংশ হোন্তে
উজ্জ্বল নক্ষত্র খসি পড়িব ভূমিতে।
রুম হোন্তে নিঃসরিব এক মহামুনি[৮]
প্রতি অগ্নি-পূজা গৃহে লাগাইব আগুনি।
সকল শাসিব রাজ্য করি হস্ত হেটে[৯]
বসিব আসিয়া এহি ইরানের[১০] পাটে।
সংসার শাসিব বলে সেই মহাবীর
সবে মাত্র চিরদিন না রহিব স্থির।
সেহি রুমী সিকান্দর বুঝি অনুমানে
খুল্লতাত কহিলা যত্তনে মোর স্থানে।
এ বচন বৃথা নহে শুন রাজেশ্বর
বীর্যবন্ত মহাসাহসিক সিকান্দর।

ক্রোধ পরিহরি মনে সন্দেহ বর্জিয়া
ভ্রমাইয়া রাখ তারে এক রুম দিয়া।
কোন চিন্তা নাহি তারে বিধি দিছে ধন
অর্থ লোভে দরিদ্রে পরাণ করে পণ।
জল দানে অগ্নি শান্ত করি রাজেশ্বর
প্রসাদে তুষিয়া তারে চল নিজ ঘর।[১১]
বহু সৈন্য বল গর্ব না ধরিও মনে
বল হোন্তে নামের ভরম শত গুণে।
ব্যাঘ্রের ভরমে শত বৃষে ত্রাস পাএ
সাহস করিলে এক শিশুএ ধাবাএ।
মুখামুখি হৈলে রণ ক্ষিতির ভিতর
কাক কেহ না মানিব হৈব সমসর।
এহি ঘৃণা মনে[১২] ভাবি চলহ ফিরিয়া
বিত্তহীন জন মনে প্রসাদে তুষিয়া।
বলবন্ত ব্যাঘ্র মরে কণ্টকের ঘাতে
নমরুদ নৃপ মৈল মশকের হাতে।
মত্ত[১৩] হস্তী ডংশি মারে বিঘতিয়া সর্প
বল হোন্তে সাহসের দশগুণ দর্প।[১৪]
তারে বীর বলি যে স্বহস্তে করে রণ[১৫]
তাহা দেখি প্রাণ উচ্চর্গএ [উৎসর্গএ] সৈন্যগণ।
ভিন্ন রহে পুত্র-দারা এক বস্ত্র শীতে
সুতিলে টানএ ধরি আপনার ভিতে।
নৃপতির ত্রাসে কথা আগে না কহিলুঁ
জিজ্ঞাসিলা দেখিয়া এক্ষণে প্রকাশিলুঁ।
যাহার লবণ খাই ইচ্ছি তার ভালা
নহে মোর কি শক্তি দিবারে কর্ণে জ্বালা।
বৃদ্ধ[১৬] বাক্যে দারা শাহা মনে পাইল ত্রাস
লজ্জা ভাবি কৈল ক্রোধ-বচন প্রকাশ।

রক্ত বর্ণ আঁখি ঘুর্টি দিয়া ভুরু যুগে,
যেহেন ভুখিল ব্যাঘ্র হেরে মৃগ দিকে।
আল্লার কৃপাণ তুঞি কোমল জ্ঞানসি
সিকান্দর কৃপাণেরে দড় বাখানসি।
সিকান্দর বলবীর্য দর্শাওসি মোরে
অগ্নি হোন্তে দড়ভাব করসি মোমরে।
তৃণ পত্রে চাহসি পবন রাখিবার
সার লোহা হোন্তে কদলিকা তীক্ষ্ণ ধার।
কহসি চটক বাজ হোন্তে শক্তিধর
ধূলি দিয়া চাহসি কেনে বান্ধিতে সাগর।
মুঞি দারা নৃপকুল মস্তকের তাজ
সিকান্দর নাম লৈতে না বাসসি লাজ।
কুক্কুটের ডিম্ব দড় হস্তে লাগে ভার
নহে পুনি কর্মকার নেহাল সমসর।
কেবা জানে এহি শিশু হই হতমতি
হেন সংগ্রাম করিব মহাজন সঙ্গতি।[১৭]
একবারে করে হেন অসদৃশ কাজ
না চাহে মহত্ত্ব মোর আপনার[১৮] লাজ।
যদি প্রাণে মরএ পাইয়া দুঃখ অতি
ভেক স্থানে কুম্ভীরে না মাগে অব্যাহতি।
এথ 'ধিক বীরকুলে লাজ কিবা আছে
কাতরতা বাক্য কহে কাতরের কাছে।
সুরুজের পাট কেবা পারে লাড়িবার
বসিতে জামশেদ পাটে শক্তি আছে কার।
ইরান ভাঙ্গিতে ক্ষুদ্রে বাণা উর্ধ্ব করে,
বসিতে কায়ানী পাটে মনে আশা ধরে।[১৯]
উচিত কায়ানী বংশ মহত্ত্ব রাখিতে
আপনার যোগ্য স্থানে পদ বাড়াইতে।

তোর মনে আইসে এহি রুম শিশু হ'নে
অব্যাহতি মাগি আহ্মি প্রাণের কারণে।
এ ছার জীবন রাজ্যে আর কিবা কাজ
বৃথা মোর সঙ্গে এথ বীরেন্দ্র সমাজ।
ধিক বহু[২০] কিঙ্করের সঙ্গে না আঁটিব
গো-মেষ পালেরে দেখি ভএ ভঙ্গ দিব।
কথ নৃপ সঙ্গে মোর সিকান্দর প্রাএ
শৃগাল দেখিয়া কথা পারীন্দ্র ডরাএ।
যদি তার নৌকা আইসে মোর সিন্ধু জলে
দেখিব আপনা মুণ্ড অশ্ব পদ তলে।
বৃদ্ধকাল হৈল তোর বুদ্ধি বিপরীত
মোর আগে হেন বাক্য তোর কি উচিত।
বৃদ্ধ হৈলে বলহীন মনে জন্মে ভএ
তেকারণে ছেল ছাড়ি লগুড় ধরএ।
স্তুতি[২১] ভক্তি পূজা মাত্র যুক্ত বৃদ্ধকালে
দোহ মধ্যে বিরোধে মধ্যস্থ হএ ভালে।
সময় বুঝিয়া কহে[২২] বৃদ্ধজন কথা
অকালে হাঁকিলে কাটে তাম্রচুড় মাথা।
অসময় বচনে তিলেকে প্রাণ হরে
বুধ জনে কহিতে চাহিলে কহে ঠারে।
নৃপতিরে আত্ম না ভাবিও কদাচিত
না কহিবা দড় বাক্য যদি হএ হিত।
তিলে হেম রত্ন দিয়া দারিদ্র্য খণ্ডাএ
তিলে ধন প্রাণ হরে মহত্ত্ব নাশএ।[২৩]
অনুচিত নৃপ আগে বাক্য অসম্ভব
তিলে ক্রোধে করে পাত্রমিত্রের[২৪] লাঘব।
কহিও সময় বুঝি কথা যথা যুক্তি
নহে নৃপতির ক্রোধে কেবা পাএ মুক্তি।

নৃপতির ক্রোধ দেখি বৃদ্ধ ত্রাসে কম্পমান
আন ভাতি[২৫] কহিলেক বচন সন্ধান।
বোলে মুঞি পূর্ব্বেত শুনিছি এহি মর্ম
হেন বাক্য গুপ্ত নহে সেবকের ধর্ম।
তেঁই সে কহিল আহ্মি না গুণি সংশএ
সর্বথাএ ইচ্ছি নিজ ঈশ্বরের জএ।
সিকান্দর কি যোগ্য হইতে নৃপ আগে
ক্ষুদ্র নদী মহৎ সমুদ্রে নাহি[২৬] লাগে।
কোটি কোটি নদী ভরে কিঞ্চিত জোয়ারে
ভাটি লক্ষ্যে টানি তিলে সর্ব জল হরে।
স্বর্গে লাগাইছে বিধি নৃপশির[২৭] তাজ
পুষাক্রমে শাহা দ্বারে দিছে রাজ কাজ।
নিজ বলে সিকান্দর জানে ভালে ভালে
বল্মীকের পাখা হএ মরিবার কালে।
দারা নাম শুনি বড় বড় নৃপ কাম্পে
পুত্র কি যুঝিব কর দিছে যার বাপে।
ধীর ধরি যুদ্ধ কর চঞ্চলতা দোষ
পূর্ব কথা শুনিয়া কহিলুঁ ক্ষেম রোষ।
আর বহু ভাতি নৃপতিরে উস্তমিল
শুনিতে শুনিতে দারার ক্রোধ সম্বরিল।
লিখক ডাকিয়া তবে দারা নৃপবরে
লেখিলেক পত্র শাহা সিকান্দর গোচরে।

২৮. । সিকান্দরের নিকট দারার পত্র।

দীর্ঘছন্দ

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লিখিল বহুল ভাতি
সবে এক বিদিত বিধাতা
সেই দিছে বলাবল সবার শরণ স্থল
সকল মাগিতে[১] এক দাতা।

স্বজি চন্দ্র-দিবাকর   মহী হোন্তে স্বজি নর
নানা বর্ণে দিছে রূপ জ্যুতি
কেহ ছোট কেহ বড়   কাকে মৃত্যু কাকে ডর
দুঃখী সুখী অলেখা মুরতি।
সবার অধিক প্রাণ   বুদ্ধি রত্নে শোভমান
অনুরূপে দিছে ঘটে ঘটে
যোগ্যে যোগ্য দিছে জ্ঞান   আত্ম পর চিন স্থান[২]
ভ্রম দিছে তাহার নিকটে।
পাপীরে না কর ভ্রষ্ট   পুণ্য হোন্তে নহে তুষ্ট
ভাব অনুরূপে দিছে ফল
যেই ইচ্ছা সেই করে   কেবা বুঝিবারে পারে
তার আজ্ঞাপাল যে সকল।
সত্য যেবা নাহি চিনে   ভালরে যে মন্দ জানে
না রাখএ মহন্ত মহিমা
বিধি দিছে যোগ্য সুখ   নিজ দোষে পাএ দুখ
এহি ভাব কুমতির সীমা।[৩]
যেই করে মন্দভাব   আদর না হএ লাভ
ভাল বাক্য বুঝিব সুজন
যে থাকে হস্তের তালে   তাকে পরিশ্রম দিলে
শেষে হএ লাজের ভাজন।
তুমি শিশু অল্পমতি   না বুঝ কার্যের গতি
ব্যাঘ্র সঙ্গে চাহ খেলিবার
যুদ্ধ আশা সঙ্গে মোর   কথ সৈন্য আছে তোর
শত এক ভাগ নহে সার।
তেজিয়া মনুষ্য কৃতি   যদি হৈলা সর্প রীতি
নাগরাজ আগে না জুয়াএ
যদি বা ভজহ নাগে[৪]   মোহোর কৃপাণ আগে
ভঙ্গ বিনু[৫] জীবন কথাএ।

অগ্নি শপথ করেঁ।   অহোরমজদা নাম ধরেঁ।
জোরথুস্ত, সূর্য দিব্য লাগে
যথ রুম-রুমবাসী   তিলেকে পেলার নাশি
অগ্নি বৈসাইব পাছে আগে।
খচ্চরের পদরেণু   আলোপ করিয়া ভানু
কিসে লাগে ক্ষুদ্র রুমী রুম
যদি আইসে লোহদণ্ড   মোহোর আনল কুণ্ড
তিলেকে গলিবে[৬] যেন মোম।
সর্বনাশ হৈব গর্বে   যে মতে আছিলা পূর্বে
তেমত সেবাএ বান্ধ মন
যাবত উড়ুক[৭] বাণে   ইন্দ্র বজ্রসম ধানে [হানে ?]
বর্ম ভেদি হরএ জীবন।[৮]
কথা তোর হেন মুণ্ড   করেতে ধরিয়া দণ্ড
দারার সমুখে দণ্ডাইবে
বাণা ফেল ধনু কাট   বর্ম তেজি ফেল পাট[৯]
মোর ক্রোধ তবে এড়াইবে।
নহে দিয়া কর্ণ মুড়া   নাশিব বংশের গোড়া
ক্ষিতি হোন্তে লুকাইব নাম
শশকের[১০] নিদ্রা ঘোর   দেখিয়া হইছ ভোর
শীঘ্রে ধাই উপস্থিত কাম।[১১]
পূর্বের ভকতি হোন্তে   দাসে মুখ-ফিরাইতে
লাজ ভয় না করিলা মন
চলিতে হংসের গতি   হইল কাকের মতি
নিজ গতি হৈলা বিস্মরণ।
আহ্মারে উচিত দিয়া   বিধির দাতব্য লৈয়া
সুখে না থাকিয়া চাহ দ্বন্দ্ব
হইয়া মাটির ছাও   গগন ছুঁইতে চাও
বুঝি দেখ কিবা ভালমন্দ।

সর্ব নৃপতির শির আহ্মি দারা মহাবীর
নৃপকুল হস্তপদ জান
নিজ মুখে নিজ হাতে না মারিব দণ্ডঘাতে
নিজ পদে পরশু না হান ।[১২]
যৌবনের গর্বে তোর না জানসি খড়্গ মোর
খণ্ড করিবেক তোর গল
তোর 'ধিক[১৩] কথ রাজা পাসরি[১৪] আহ্মার পূজা
পাইয়াছে অনুরূপ ফল ।[১৫]
কাউস জামশেদ তাজ মোর শিরে মাত্র সাজ
তার যোগ্য আর কেবা আছে
ইস্‌ফিন্দার কইতন পিতা মোর বাহমন
আহ্মি দারা আছি তার পাছে ।
বুঝিয়া কাজের ভাও নিজ স্থানে চলি যাও[১৬]
স্থল হোন্তে না লাড়িও মোরে ।
সমুদ্র নড়িব যবে সমস্ত ডুবিব তবে
শুন শিশু বুঝ বুলি তোরে ।
পর্বত সমান স্থির আহ্মি দারা মহাবীর[১৭]
আর কি কহিব বারেবার[১৮]
অচল চলিতে মহী কম্পিয়া যাইবে কহি
হিতাহিত বুঝ আপনার ।
শ্রীমন্ত মহাশয় মজলিস গুণালয়
নবরাজ সাধু সুচরিত
তাহান আরতি বলে কহে হীন আলাউলে
পয়ার অমিয়া মিশ্রিত ।

২৯. । দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর ।

জমকছন্দ/রাগ : সিন্ধুরা বা আশাবরি

শুনিয়া দারার পত্র শাহা সিকান্দর
লিখকরে কহিলা লেখিতে পদুত্তর ।

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লেখিলা অনেক
যাহার ইঙ্গিতে হৈল জগত পরত্যেক।
স্বর্গ উচ্চে মহী নীচে সৃজি যোগ্য মতে
সকল ব্যাপিত সে আলগ সর্ব হোতে।[১]
মহী খণ্ড উজ্জ্বল করিছে সৃজি নর[২]
তার হেতু আকাশ ভ্রমএ নিরন্তর।[৩]
নিবলীরে বলী করে বলীরে করে হীন
ভাবিয়া না পাএ বুদ্ধি তার মায়া চিন।
সকলের সেবা যোগ্য সেই এক স্বামী
ইন্দ্র আদি দেব ঋষি কিবা তুহ্মি আহ্মি।
তার দানে চক্ষু-মনে পাইছে বুদ্ধি-জুতি[৪]
তাহার কারণে হএ নর নরপতি।
সংশয় নাহিক তার যেই ইচ্ছা করে
এক শির ছত্র হরি' অন্য শিরে ধরে।
কে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের সূক্ষ্ম গতি
কৃপা হোন্তে পারে মোরে করিতে ভূপতি।
সেই সে করিছে তোহ্মা উঞ্চ সর্বমতে[৫]
না আনিছ তাজ পাট মাতৃগর্ভ হোতে।
সেই স্বামী দিছে তোহ্মা মাহাত্ম্য সকল
আর যারে দিছে তারে যুক্ত নহে বল।[৬]
যে কিছু দিয়াছে প্রভু থাকহ সন্তোষ
ক্ষেমা না ধরিলে মনে পাছে আছে দোষ।[৭]
যদি মোরে বল দিছে কৃপাল চরিতে
ব্যাঘ্র সঙ্গে পারি খড়্গ খেলা খেলাইতে।
তোর পিতা যবে সর্প মারিবারে গেল
রুস্তমে ধরিয়া আগে অশ্ব রোহাইল।
বল গর্বে না রহিয়া[৮] গেল সর্প পাশ
বাহমনে ধরি কৈল সজীবে গরাস।

তেন মোর খড়্গ-নাগে সকল গ্রাসিব
ইরানী তুরানী আদি এক না রহিব।
মোর খুড়া দ্বীন-ইসলাম পয়গাম্বর
তাহান শপথ করেঁা মুঞি সিকান্দর।
এব্রাহীম নবীর কেতাব শুদ্ধ অতি
যাহার ব্যবস্থাএ লোকে চিনে জগপতি।
তাঁর দিব্য করি কহেঁা যদি হএ আন
জোরাথুস্তর দ্বীন ভাঙ্গি আনাইব ইমান।
অগ্নি পূজাকার আদি অগ্নিকুণ্ড ঘর
না রাখিব অহোরমের যথেক গর্ব কর।[৯]
পবিত্র ইসলাম দ্বীনে সকল আনিমু[১০]
এক প্রভু সত্য মনে[১১] কলেমা পড়াইমু।
কস্তুরী কুমকুম হএ দ্বীন মুসলমানি
না রাখিব সমস্ত কাফিরি হিন্দুয়ানি।[১২]
আপনাকে বড় ব্যাঘ্র হেন ভাব মনে[১৩]
ছোট সিংহ সিকান্দর আছি এক কোণে।[১৪]
দুই দিক মধ্য ভাগে আছে মৃগ এক[১৫]
যেই বলবন্ত হএ সেই হরিবেক।[১৬]
পুরুষতা ধর তুহ্মি আহ্মি নহি নারী
যেন তুহ্মি ধনু ধর আহ্মি খড়্গ ধারী।
কদাচিত না ফিরিব শুন দারারাজ
কিবা শির দেওঁ কিবা কাড়ি লওঁ তাজ।
কাফেরের যুদ্ধে না উপেক্ষে মুসলমান
জয় মৃত্যু দোহ মতে সমান কল্যাণ।
আহ্মি নর জাতি তুহ্মি নহ দেবসুত
'ধিক গর্ব শুনি লাগে মনেতে অদ্ভুত।
পর পিতামহ মোর মহন্ত খলিল
নমরুদে বান্ধিয়া আনি অগ্নিতে পেলিল।

অগ্নি মধ্যে পুষ্পোদ্যান কৈল সৃষ্টিপতি
নমরূদের কন্যা দিলা তাহান সঙ্গতি।
সৈন্য অস্ত্র বল তার এক না আছিল
প্রভু বলে নমরূদরে মশকে মারিল।
সৈন্যবল তোর মোর ঈশ্বরের বল
দ্বীন ইসলাম পন্থ বিশেষ উজ্জ্বল।
অতি উচ্চ না করিও আপনার শির
সীসা[১৭] হোন্তে ভাঙ্গিতে পারএ দড় হীর।
সুখে রাজ্য কর তুহ্মি উচ্চ ছত্রপতি
ক্ষুদ্র দ্বীপে দৃষ্টি না করিও মহামতি।
নিবলী আখেট চাহি মৃগয়া করিও।
সিংহের আখেট নিতে মনে না ধরিও।[১৮]
সে ডাল ধরিয়া না নাড়িও কদাচিত
যাহা হোন্তে এক ফল নাড়িবা ঝাড়িত।
যে ভাব ভাবিছ তুহ্মি কিছু নহে সার
তুহ্মি রাজ্য ভুঞ্জ কেহ না ভুঞ্জুক আর।
মহন্ত চরিত্রে দুঃখ না দেএ কার মনে
গরুড়ে ফান্দে বাঝাইতে পারে কোনে।
ইচ্ছাগতে কার সঙ্গে না মাগি কোন্দল
তুহ্মি সাজি আইলা মোরে দেখাইতে বল।
আপনা রাখিয়া[১৯] আহ্মি আছি শুদ্ধ চিতে
তুহ্মি চাহ আহ্মার পিতৃভূমি নিতে।
সে পাইবে যারে দেএ ত্রিজগ ঈশ্বরে
সংসার একত্র হৈলেও দিতে নিতে নারে।
শুনিছ কি জঙ্গীযুদ্ধে মোর বীরপনা
'দাগ' চিন দিয়া নর ভক্ষণ কৈল মানা।
তুহ্মি সচেতন আহ্মি নহি অচেতন
তুহ্মি ভাগ্যধর আহ্মি নহি অভাজন।

তুহ্মি কার্য জ্ঞাতা আহ্মি নহি অচতুর
তিক্তে তিক্ত ভাব ধরি মধুরে মধুর।
ভ্রমে ভোলা না হইও বহু লোক[২০] সাজি
সংসার চরিত জান বাদিয়ার বাজি।
তুহ্মি আহ্মি 'ধিক কথ গ্রাসিছে সংসারে
হীনেরে বাড়াএ পিছে ভ্রম দিয়া মারে।
তুহ্মি খড়্গ ধরিলে আহ্মি খড়্গ ধরি
প্রেমভাব কৈলে প্রেমপন্থ অনুসারি।
তপ্তে তপ্ত শীতলে শীতল আহ্মি জান
কিবা খড়্গ কিবা যম যেই ইচ্ছা আন।
সিকান্দর পত্র যদি কর্ণগত হৈল
ক্রোধানলে দারা-শির-মজ্জা উনাইল।
সেই ক্ষণে চলিল না করি তিল ব্যাজ
বীরভাগে সমস্ত করিয়া যুদ্ধ সাজ।
ভূমিকম্প হৈল যেন নাড়এ পর্বত
ঝঞ্ঝাবাতে উদধি লহর যেন মত।
উথলিলে সমুদ্র রাখিতে কেবা পারে
দৃষ্টি পন্থ বন্ধ হৈল ধূলি অন্ধকারে।
বাণা ছত্র চন্দ্র সূর্য গগন ঢাকিল
মুখামুখি হই দোহ সামন্ত রহিল।
মহাসত্ত ধীর শ্রীমন্ত মজলিস
নবরাজ নামগুণে পূর্ণ দশদিশ।[২১]
ধর্ম কর্মে দান পুণ্যে দেবলোক সুখী
উপকারে ক্ষিতিবাসী তান যশমুখী।
হীন আলাউলে কহে তাহান আরতি
সিকান্দর-দারা কথা মধুর ভারতী।
আইস গুরু ঢাল সুরা শিষ্যের মুখে
মনচিন্তা খণ্ডিয়া পূর্ণিত হৌক সুখে।

৩০. ॥ দারা-সিকান্দরের রণ ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ মল্লার

শূন্ধ[১] বক্রগতি কেবা বুঝিবারে পারে
কাহারে জিয়াএ সুখে কাকে তিলে মারে।
না জানি কাহারে দয়া কাকে করে কোপ
কাকে রাখে কাকে করে চক্ষের আলোপ।
বক্তাএ কহিল যথ[২] মধুর ভারতী
যদি যুদ্ধে সাজি আইল দুই নরপতি।
ডাকওয়াল প্রহরী রাখিয়া নিয়মিত
বর্ম অস্ত্র ধরিয়া রহিল সচকিত।
সৈন্য পৃষ্ঠে চতুর্দিকে সৈন্য নিয়োজিয়া
সকলে বঞ্চিত নিশি জাগিয়া জাগিয়া।
প্রাতঃকালে প্রকাশিত হৈল দিনমণি
রণক্ষেত্রে আইল দোহ যুদ্ধ অনুমানি।
সন্ধিভাবে কেহ না হৈয়া অগ্রগণ্য
রহিল স্থকিত হই দুই দিক সৈন্য।
যৌবনের মদগর্বে কেহ নহে স্থির
নম্রভাবে রহিল তেজিয়া ঊর্ধ্ব শির।
তৃণ জল বিহীনে প্রান্তর যথাতথা
পক্ষীর নাহিক গতি আনের কি কথা।
শান্তি না পাইল যদি ক্রোধের হুতাশে
দুমদুমি কর্ণাল শব্দ উঠিল আকাশে।
ঢাক ঢোল দগরে সঘনে পড়ে কাঠি
শিঙ্গা বিগুলের শব্দে কাম্পে বসু মাটি।
হস্তীর চৌরাশী গণ্ডা বাজএ ঘাঘর
হেটে কাম্পে বাসুকী উপরে পুরন্দর।
ছাটের তরাসে অশ্বপদ দড়বড়ি
খণ্ড খণ্ড পর্বত ধরণী গেল পড়ি।

এস্রাফিল ফুকে যেন প্রলয় বেকত
পদধুলি উঠিয়া ভরিল শূন্য পথ।
এক খণ্ড মেঘ উঠি ঢাকিল আকাশ
অন্ধকার হৈল দৃষ্টি নাহিক প্রকাশ
দুই সৈন্য ধাইল করিয়া মার মার
যমদূতে বান্ধিলেক নিস্তারের দ্বার।
সৈন্য ব্যূহ করি দড় ইরানের পতি[৩]
দক্ষিণে সামন্ত এক ভয়ঙ্কর মূর্তি।
বামে নিযোজিলা সৈন্য দেখি লাগে ভীত
লোহ শরে পর্বত সমান অটলিত।
বাছিয়া প্রগাঢ় সৈন্য রাখিল সমুখে
লুকাইল চন্দ্রারুণ কেহ নাহি দেখে।
মধ্যে সৈন্য আপনে রহিল নৃপবর
অটলিত রৈল যেন বজ্র ধরাধর।
সিকান্দর সৈন্য ব্যূহ করিলা সেই মতে
সুচিত্র বিচিত্র[৪] বেশ সুচারু দেখিতে।
যেই যে মাগিল তারে দিয়া সন্তোষিল
একত্র-মরণ-পন্থ[৫] সবে দড়াইল।
বজ্রগিরি সম স্থাপি আগে পাছে সৈন্য
আপে মধ্যে রহি বাছি কৈল অগ্রগণ্য।
দুই দিক সৈন্য যদি হৈল সুসাজ
আইস আইস শব্দ হৈল বীরেন্দ্র সমাজ।
একবারে উথলিয়া হৈল মার মার
দৈব গতি বন্ধ হৈল কৃপার দুয়ার।[৬]
সৈন্য-ক্রোধ দ্বার প্রকাশিল শীঘ্র গতি
রক্তপান হেতু মুখ প্রসারিল ক্ষিতি।
অগ্নি অস্ত্রে মহাশব্দে ধূম্র[৭] অন্ধকার
মেঘবৃষ্টি প্রাএ শর পড়ে অনিবার।

শেষে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল ছেল শূলে
কৃপাণ পরশু পাশ ভল্ল ভিণ্ডিপালে।
মুষল মুদ্গর গদা গুরুজ সিফর
প্রাণ-নিরপেক্ষ যুদ্ধ খোলা যমদ্বার।[৮]
মত্ত হস্তীকুল গজি মহাবেগে ধাইয়া
দন্তে বিদারিয়া কাকে পেলায় তুলিয়া।
অন্তসূত যুগল দশনে লেপটাএ
বীর খড়্গাঘাতে করীকুম্ভ বিদারএ।
তীক্ষ্ণ খড়্গ হানি কেহো ছিণ্ডে শুণ্ড মুণ্ড
কদলীর বৃক্ষপাএ পড়এ ভূষণ্ড।[৯]
করীকুম্ভ ছেল লগ্নে চিক্কারিয়া ধাএ[১০]
যে হেন গণেশ আসি উপাঙ্গ[১১] বাজাএ।
[দুই দ্বিপ মধ্যে মুণ্ড পড়ে কাটি কাটি
শিঙ্গা ভেরী বিগুল শব্দে কাঁপে মাটি।
হস্তীর চৌরাশী গণ্ডা বাজএ ঘাঘর
হেটে কাঁপে বাসুকী উপরে পুরন্দর।
ছাটের তরাসে অশ্বপদ দড়বড়ে
খণ্ড খণ্ড ধরণী পর্বতমূল নড়ে।
বীরে বীরে যুদ্ধ করে হৈয়া মিশামিশি
বর্ম্ম-অস্ত্রে ধূম্র উঠে পৃথিবী গরাসি।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হৈল জড়াজড়ি
সৈন্যে সৈন্যে[১২] যুদ্ধ করে তীক্ষ্ণ খরাখরি।
রুমী বলে মহাবেগে অস্ত্র আইসে চলি
বিচিত্র[১৩] প্রকারে যেন প্রকাশে বিজুলি।
ইরানের সৈন্য সব হৈল ত্রাস মন
প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ করে বীরগণ।
দারা নৃপে দেখি তারে হৈয়া ক্রুদ্ধ মতি
বাছি বাছি বীর দিল যুঝিতে সম্প্রতি।

দুই সৈন্য তুমুল বাঝিল মহারণ
জয় পরাজয় নাহি দোহো বিচক্ষণ।
ইরানের বীর সব হই ক্রুদ্ধ মন
রুমী সৈন্যে প্রবেশিয়া করন্ত নিধন।
তাহা দেখি শাহা সিকান্দর মহাবীর
আজ্ঞা দিল বীর সব কাটিবারে শির।
কোমল শরীর রুমী প্রবেশিয়া রণ
সহস্র সহস্র বীর করিল নিধন।
সূর্য দরশনে যেন তুষার খসিল
যেই দিন রুমী জএ সৈন্য ভঙ্গ দিল।
এথ দেখি দারা বীর যথ বীর প্রতি
আজ্ঞা দিল সর্ব সৈন্য কাট শীঘ্র গতি।
দুই বল যদি সে হইল একত্তর
আত্মপর চিন নাহি অধিক দুষ্কর।
সমুদ্র উথলে যেন দুই দিক বলে
দেখি স্থকিত হৈল পবন না চলে।
অস্ত্রসব বরিষএ দেখি দুই দিক
পৃথিম্বী ছাহিয়া যেন উড়এ বল্মীক।
পক্ষী সব উড়িতে না পারে উধ্ব' বাটে
অস্ত্র সব পড়ি অলক্ষিতে মুণ্ড কাটে।
অশ্ব ধমকে হএ ধূলি অন্ধকার
বীর সবে যুদ্ধ করে না দেখি ভাস্কর।
অন্ধকার নিশি সম হৈল দিনমণি
অস্ত্রতেজ হৈলে মাত্র হএ চিনাচিনি।
হীরাধার খড়্গ ধরে যথ রুমী বীর
ইরানের সৈন্য সব হৈল অস্থির।
বীরগণ আগে আইসে আরোহি তুরঙ্গ
বহু সৈন্য পাত হৈল কেহ না দেএ ভঙ্গ।

বিদ্যুৎ সঞ্চার অস্ত্র বীরের হাঙ্কার
'মার মার' শব্দ হৈল সংগ্রাম মাঝার।][১৪]
কার গলে ফাঁস দিয়া কেহ মারে টান
অক্ষত ভূগত অঙ্গ শূন্যে উড়ে প্রাণ।
সারি সারি মুণ্ড পড়ে কৃপাণের ঘাতে
অশ্ব পড়ে বেগে দূরে পড়ে অন্য ভিতে।
যে যথা আছিল বন্দী লবণের সুতে[১৫]
পুত্র শির বাপ কাটে বাপ শির পুতে।
বর্ম টোপে অগ্নি উঠে লাগি খড়্গ ঘাত
নানা অস্ত্র জালে হৈল বহু সৈন্য পাত।
বলবন্ত রুমীকুল করিয়া উঠানি
মারিল বহুল সৈন্য নানা অস্ত্র হানি।
তাহা দেখি দারা নৃপ[১৬] মহা ক্রোধ মনে
বহু মণি ভুজ আপে প্রকাশিল রণে।[১৭]
মহাতীক্ষ্ণ মহা খড়্গ হস্তেত ধরিয়া
যাহাকে সমুখে পাএ পেলাএ কাটিয়া।
যথ রুমী বেগে আইসে দারার নিকটে
শীঘ্রে তার মুণ্ড ফেলে অশ্ব পদ হেটে।
মহা বেগবন্ত অশ্ব আপে শিক্ষাবন্ত
বাছিয়া বাছিয়া বহু রুমী কৈল অন্ত।[১৮]
এহিমতে সহস্র প্রচণ্ড রুমী বীর
রক্তে ভাসাইল নিজ হস্তে কাটি শির।[১৯]
তাহা দেখি সিকান্দর মহা ক্রুদ্ধ হৈয়া
প্রলয় রচিল দুই হস্তে খড়্গ লৈয়া।
ঈশ্বর স্মরিয়া হাতে হীরা খড়্গ ধরি
প্রবেশিল সৈন্য মধ্যে বীর দর্প করি।[২০]
মারিয়া ইরানী সৈন্য হাজারে হাজার
রক্ত স্রোত বহাইল ভাঙ্গি পাটোয়ার।

অশ্বপদে আরোপিল বহু হস্তী মুণ্ড
বহু কুম্ভ বিদারি কাটিল দন্ত শুণ্ড।
কোন হস্তী বাহুরিয়া[২১] ফিরে ঘাও খাইয়া
বহু হস্তী নিজ সৈন্য মধ্যে চলে ধাইয়া।
হস্তী ভঙ্গে সৈন্যেত পড়িল মহাভঙ্গ
উলটা পবনে যেন পলটে তরঙ্গ।
তাহা দেখি দারা নৃপ হইল বিস্ময়
মধ্য সৈন্যে আদেশ করিল মহাশয়।
সব বীর একত্র হইয়া শীঘ্র গতি
মণ্ডলী করিয়া বেড়ি মার রুমপতি।
একসর শিশু করে এথেক বিক্রম
বিশেষ যুঝিয়া বহু পাইছে পরিশ্রম।
তুহ্মি সব মহাবীর বিক্রমে বিশাল
যুদ্ধ অবসান কর মারিয়া ছাওয়াল।[২২]
দারার আদেশে[২৩] লক্ষ লক্ষ[২৪] বীর ধাইল
মহা ঝঞ্ঝাবাতে যেন সিন্ধু উথলিল।
মধ্যসৈন্য অগ্রগণ্য একত্র হইয়া
দক্ষিণ বামের সৈন্য মিলিল আসিয়া।
বীরের হুঙ্কার আর অশ্ব পদ শব্দ
কম্পমান বসুমতী বাসুকী রহে স্তব্ধ।
শত্রুর আড়ম্ব দেখি শাহা সিকান্দর
নিজ সৈন্যে আদেশিলা করিতে[২৫] সমর।
তাথ 'ধিক উগ্র হই ধাইল রুমীগণ[২৬]
মিশামিশি দুই সৈন্য বাঝি গেল রণ।[২৭]
বাণ ঘাতে শরবৃষ্টি বীর খড়্গপতি
রক্তস্রোতে পূণিত হইল বসুমতী।
প্রাণ-নিরপেক্ষ যুদ্ধ করে বীরগণ[২৮]
বহুল ইরানী সৈন্য করিল নিধন।

পিপীলিকা জিনি সেনা অসংখ্য তুরুকী
এক পড়ে দশ আইসে হই যুদ্ধ মুখী।
নিবার না হএ সৈন্য আসে লাখে লাখে
অগণিত দেখি যেন[২৯] পতঙ্গের ঝাঁকে।
মধুমক্ষীকুলে যেন প্রকাশিল আল[৩০]
শ্রান্ত হৈল রুমী সৈন্য পাই রণ জাল।
তার মধ্যে এক বীর অতি মহাকায়
বিনাশএ সৈন্যকুল মত্ত হস্তী প্রায়।
নিজ 'বল' মৃত্যু দেখি শাহা সিকান্দর
বিজয়[৩১] ভাবিয়া মনে স্মরিয়া ঈশ্বর।
বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আসি সহসাতে
কাটিল বীরের মুণ্ড হানি খড়্গ ঘাত।
তবে দুই হস্তে হানি সিকান্দর বীর
কাটিয়া ফেলিল বহু অগ্রগণ্য শির।
জোলকর্ণ সাহস দেখিয়া রুমীগণ[৩২]
একবারে সকলে করিল প্রাণপণ।
যেই প্রাণপণে যুঝে রাখএ ঈশ্বরে
জীব আশা মনে ধরি বহু লোক মরে।
পড়িল বহুল সৈন্য ইরানী প্রবীন
অরুণ দর্শনে হৈল তারক মলিন।
হেনকালে অস্তঙ্গিত[৩৩] হৈল দিবাকর
কলহ[৩৪] ভাঙ্গিল সুশীতল শশধর।
দুই সৈন্য শ্রান্ত গেল যার যে শিবির
ধুইলা বদন ধূলি অঙ্গের রুধির।
ডাকোয়াল প্রহরী রাখিয়া পূর্বমতে
রহিলা যুদ্ধের আশা ধরিয়া প্রভাতে।
ডাকোয়াল ডাকি ডাকি বলে ঘন ঘন
ছাড়িয়া ভ্রমের নিদ্রা হও সচেতন।

বহুলোক নিদ্রা হোন্তে চমকিয়া উঠে
অরুণ উদয় হৈলে না জানি কি ঘটে।
কেহ বোলে আজি নিশি অতি দীর্ঘ হোক
কেহ বোলে দিন নহে রজনী থাউক।
কেহ বোলে অনেক মরিব প্রাতঃকালে
বহু প্রাণী রক্ষা পাএ এক সূর্য মৈলে।
কেহ বোলে অমৃত বরিখে শশধর
চিরকাল থাউক সূর্য হই অগোচর।
কেহ মাগে প্রভু স্থানে করিয়া ভকতি
প্রাতঃকালে দুই নৃপ থাউক পিরীতি।
মহাসত্ত্ব বীর মনে মাত্র যুদ্ধভাব
কিবা জয় কিবা স্বর্গ দুই মতে লাভ।
দারার সেবক মুখ্য ছিল দুইজন
নিকটেত সেবাএ থাকিত অনুক্ষণ।
শপথএ[১০] দুই বীর রণে মহা শূর
না হইতে দক্ষিণ বাম হোন্তে দূর।
ছরহঙ্গ দোহান সাক্ষাতে করে কর্ম
বড়হি চতুর দোহো বুঝে মন মর্ম।
দৈবযোগে দোহান অপরাধী হৈল
যুদ্ধকাল ভাবি দারা কিছু না বুলিল।
সে দোহান মনে বহু জন্মিল তরাস
অবশ্য করিব আহ্মা সমূলে বিনাশ।
দারার চরিত্র আহ্মি জানি ভাল ভাল
না মারি রাখিছে আহ্মা দেখি যুদ্ধকাল।
তিল ছিদ্রে করে ইষ্ট বান্ধব নিধন
তার দৃষ্টি কিবা আহ্মি ক্ষুদ্র দুইজন।
যাবত আহ্মারে দারা না মারিছে প্রাণে
উপায় চিন্তিএ তার নিধন কারণে।

সেইমত উচিত চতুর্ম জন কক্ষা
শত্রু প্রাণ নাশি নিজ প্রাণ করে রক্ষা।
এহি যুক্তি দড়াইয়া দোহ হতমতি
সিকান্দর পাশে গেল অলক্ষিত গতি।
ভূমি চুম্বি বোলে, 'শাহা শুন নিবেদন
সহিতে না পারি আহ্মি দারার তাড়ন।
অতি মতি গর্ব তার আকাশে নয়ান
নৃপতি সবেরে না করএ বস্তু জ্ঞান।
লোক পীড়া[৩৬] হিংসা মাত্র করে নিরন্তর
তিলে মাত্র কি হএ সবার মনে ডর।
সর্বজন ত্রাস মাত্র[৩৭] তাহান অন্যায়
হিংসুক নাশিলে সর্বজন রক্ষা পাএ।
আহ্মি দোহো প্রতি তার মনে অতি ক্রোধ
রাখিছে আহ্মারে দেখি তোহ্মার বিরোধ।
আহ্মি দুই থাকিএ দারার দুই পাশে
আজ্ঞা হইলে প্রভাতে বধিব অনায়াসে।
আজুকা রজনী মাত্র থাক সাবধানে
নৃপতির শত্রু নাশ হইব বিহানে।
কিন্তু আহ্মা দোহানের দারিদ্র্য খণ্ডাইবা
যথ ধন রত্ন মাগি দিয়া সন্তোষিবা।'[৩৮]
শাহা সিকান্দর শুনি মহাতুষ্ট হৈল
যে মাগিল ধনপুঞ্জ দিতে আজ্ঞা দিল।
কিন্তু 'ধিক প্রত্যয় না হৈল শাহা মনে
এমত করিব নিজ ঈশ্বরের সনে।
নিজ ভাগ্য ভাবি কৈল কিঞ্চিত প্রত্যএ
এক মহন্তের বাক্য স্মরিয়া মনএ।
শীঘ্রগতি শশক ধরিতে কেহ নারে
তাও বুঝি ধরে মাত্র দোসর[৩৯]ক কুকুরে।

হরষিত দোহ জন ধন রত্ন আশে
রজনী রহিল আসি দারার সম্পাশে।
মজলিস নবরাজ রসময় নিধি[৩৯]
সর্বগুণ অলঙ্কত নির্মিলেক বিধি।
হীন আলাউলে করে আরতি তাহান
জগত পূর্ণিত যার যশের বাখান।[৪০]
আইস গুরু সুরাদানে ভাঙ্গ মন ধন্ধ
খণ্ডিয়া মনের ক্লেশ বাড়ুক আনন্দ।[৪১]

৩১. ॥ দারার নিধন ॥

জমকছন্দ/রাগ ঃ কেদার

যবে এহি জগ সুখ বঞ্চিবার স্থল
উগ্রগামী জনপদে লাগাএ আমল।
বুধজনে সেই পুষ্পে না করে মন লীন
যার গন্ধ বর্ণ না রহএ চিরদিন।[১]
সুখ পুণ্য-নামে যত্ন করি কাটে কাল
এ বিনু অস্থির স্থানে কিছু নহে ভাল।
সুখ-লাগি আম্মি সব না আসিছি এথা
সুখ[২] হেতু জন্ম নহে আছে 'ধিক ব্যথা।
বিবাহ উৎসবে কেবা গর্দভেরে[৩] ডাকে
বিনু যদি কাষ্ঠ জল গৃহেতে না থাকে।
বক্তাএ কহিল কথা পূর্বের চরিত
নিশাগতে হৈল যদি অরুণ উদিত।
সংসার দহনে নিঃসরিল দিবাকর
সতারক লুকিল শীতল শশধর।[৪]
জ্যোতি দৃষ্টি রহিতে ছায়ার শক্তিহীন
নিজ অঙ্গ আড়ে লুকাইয়া হএ লীন।

সেই নিশি দারা বীর সবে জিজ্ঞাসিলা
ত্রাসে সর্বজনে যুদ্ধ অনুমতি দিলা।
বুলিলা প্রভাতে এক রুমী না রাখিব
অল্প সৈন্যে সবে মিলি বেড়িয়া মারিব।
এহি মতে কেহ সত্য কেহ ভ্রম দিয়া
সবে মিলি দারারে রাখিল সান্ত্বাইয়া।[৫]
সিকান্দর দোহ বাক্য মনে অল্প ধরি
হরিষে বঞ্চিল নিশি স্বামী আশা করি।
সবাকে কহিল কালি প্রলয় সময়
দুই মতে লাভ দেখি মৃত্যু কিবা জয়।
দুই বীর প্রভাতে লড়িব স্থল হোন্তে
পর্বত লড়িব হেন সবে ভাবে চিত্তে।
ফিরদুন জামশেদ বংশে দারারাজ
প্রভাতে করিল সৈন্য নানামতে সাজ।[৬]
সার লোহ গিরি প্রাএ সেনা ঠামে ঠাম
স্থাপিল দক্ষিণে সৈন্য মধ্যে পাছে বাম।
দিব্য ধনু হস্তে টোন পূর্ণ দিব্য বাণ[৭]
আর নানা ভাতি অস্ত্র যুদ্ধের সন্ধান।
উঞ্চ বাণা গাড়িল আপনা মধ্যস্থল
চতুর্দিকে সৈন্য যেন বজ্রের অচল।
সিকান্দর চতুর্দিকে সৈন্য নিয়োজিল
মধ্যে রহি সৈন্য সব বাছি বাছি দিল।[৮]
মহাসত্ত রুমী এক সাহস মনে ধরি
রহিল নিচল হই যেন লোহ সার গিরি।
উঠে দুই দিক হোন্তে বীরের হাঙ্কার
আকাশের কর্ণে হৈল[৯] প্রলয় সঞ্চার।
দুমদুমি বাদ্য আন্তে চর্মে পৈল কাঠি
প্রকম্পিত গিরি তোলপাল হৈল মাটি।

স্বর্গ পরশিল ভেরী কর্ণালের রাও
প্রলয় কম্পনে[১০] প্রকম্পিত হস্ত পাও।
সৈন্য ঘন চয় ঘন বরষিল শর
রক্তজলে স্রোত পূর্ণ ধরণী উপর।
গোলাগুলি বজ্রপাত কৈল অগ্নি বৃষ্টি[১১]
প্রলয়ের কালে যেন সংহারএ সৃষ্টি।
দারার বহুল সৈন্য হানে ঘন শর
সহিতে না পারি রুমী হইল কাতর।
তা দেখিয়া সিকান্দর হইল চিন্তিত[১২]
অল্প সৈন্যে বড় যুদ্ধ না হএ উচিত।
সৈন্য প্রতি আদেশিলা তেজি ধনুর্বাণ
মিশামিশি যুদ্ধ দেও ধরিয়া কৃপাণ।
নিয়োজিলা যেই মুখে ছিল যেই সৈন্য
অশ্ব ধাবাইয়া আপে হৈলা অগ্রগণ্য
ভূমিকম্প হৈল কিবা সিন্ধু উথলিল
মহাবেগে ইরানী সৈন্যেত প্রবেশিল।
চর্ম মুখে ঢাকিয়া অশ্বেরে হানি ছাট
অগ্র সৈন্য বিদারিয়া মধ্যে কৈল বাট।
সিকান্দর আপনা রক্ষিতা মনে স্মরি
প্রবেশিল সৈন্য মধ্যে হস্তে খড়্গ ধরি।
খাণ্ডা পরশু ছেল গুরুজ সিফর
নানা অস্ত্র ঘাতে সৈন্য পড়িল বিস্তর।
সিকান্দর সঙ্গতি আছিল যথ বীর
উড়নে[১৩] মারণে বিজ্ঞ সর্ব অস্ত্রে ধীর।
সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল করি প্রাণপণ
লক্ষ লক্ষ বীর কাটি করিল নিধন।
দুই হস্তে সিকান্দর তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি
সর্ব সৈন্য বিনাশএ বিক্রমে কেশরী।[১৪]

পাকা তাল ফল যেন বৃক্ষ হোন্তে পড়ে
নিপাত বহুল মুণ্ড স্কন্ধ ভূমি গড়ে।
পরশু হানিয়া কেহ বিদারে পাঞ্জর
খণ্ড খণ্ড করে মুণ্ড হানিয়া সিফর।[১৫]
মজ্জাএ প্রবেশি ভল্ল ভেদি শির টোপ
বজ্রভেদি রুমীকুল মহা অধিরূপ[১৬]
কৃপাল রক্ষিতা ভাবি নিজ ভাগ্য বলে
সিকান্দর হস্তেত বহুল সৈন্য দলে।[১৭]
কিবা হস্তী কিবা হয় কিবা অগ্রবীর
যাহাকে সমুখে পাএ কাটি পাড়ে শির।
কোন হস্তী ঘাও খাই ফিরএ ভায়রি[১৮]
কোন হস্তী পড়এ কম্পিয়া থরথরি।
কোন হস্তী ঘাও খাই চিক্কার ছাড়এ[১৯]
নিজ সৈন্য মর্দিএ উলটা পন্থে ধাএ।
হয়-হস্তী-মনুষ্য পড়িল পুঞ্জে পুঞ্জে
গৃধ কঙ্ক শৃগাল পূর্ণিত মাংস ভুঞ্জে।
ডাকিনী যোগিনী নাচে[২০] দিয়া করে তালি
লহ্ লহ্ জিহবা রক্ত পিযে জয়[২১] কালী।
যুতে যুতে যমদূত না পায়ন্ত ওর
লিখিতে না পারি চিত্রগুপ্ত হৈল ভোর।
উর্ধ্বে থাকি ধর্মরাজে সৃষ্টি প্রাণ নাশে[২২]
নিজ চক্ষে যে না দেখি পিতারে জিজ্ঞাসে।
দেখি সিকান্দর খড়্গ বিজুলি তরঙ্গ
মহাত্রাসে ইরানী সৈন্যেও পৈল ভঙ্গ।
তা দেখিয়া দারা নৃপ মহাক্রুদ্ধ হৈয়া
আদেশিলা মধ্য সৈন্য যুদ্ধ দিতে গিয়া।[২৩]
দারার ক্রোধানল ইরানী সৈন্য দেখি
সবে প্রবেশিল রণে জীবন উপেখি।

যাহাকে নিকটে দেখে গালি দেএ রোষে
বীর ভাগ এক না রহিল[২৪] দারা পাশে।
অগ্নির সমুদ্রে যেন উঠিল কল্লোল
যুগ-পরিবর্ত-সম হৈল মহারোল।
বীর সঙ্গে যুদ্ধে শ্রান্ত হৈল সিকান্দর
সঙ্কট দেখিয়া মনে স্মরিলা ঈশ্বর।
ঘটিল আসিয়া মৃত্যু না দেখি নিস্তার
তথাপিহ ভাবএ রক্ষিতা করতার।[২৫]
হেনকালে সেই ছরহঙ্গ[২৬] দুইজনে
সময় পাইল যদি ঈশ্বর ঘাতনে।
প্রভু ভয় ছাড়িল মনের উপরোধ
কর্মভোগ লগ্নে হৈল অনুচিত ক্রোধ।
পৃষ্ঠভাগে আসিয়া হানিল তীক্ষ্ণ অসি
বর্ম কাটি দারার মমেত গেল পশি।
আর জনে আসি ছেল মেলিয়া মারিল
পাঞ্জরের সন্ধি ভেদি অস্ত্র নিঃসরিল।
কায়ানী বংশের বৃক্ষ ভূমিতে পড়িল
আকাশের চন্দ্র যেন খসিয়া পড়িল।
রহিল দারার অঙ্গ ক্ষিতি পরশিয়া
আকাশের চন্দ্র রৈল ভূমিগত হৈয়া।
ছত্রধারী ধাইল ফেলিয়া নবদণ্ড
অকস্মাৎ হৈল পাত প্রচণ্ড মার্তণ্ড।
আর জনে আসি বাণা ফেলিল ঠেলিয়া
সর্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল এসব দেখিয়া।
রক্তেত মিশ্রিত মহী হৈল শেষে লাভ
প্রদীপ পবন সঙ্গে কিবা ইষ্ট ভাব।
এই ভঙ্গে দোহজন অশ্ব ধাবাইয়া
সিকান্দর শাহা পাশে রহিল আসিয়া।

বুলিল তোহ্মার শত্রু করিলুঁ বিনাশ
এক ঘাএ প্রাণ তার উড়িল আকাশ।
শাহা ভাগ্য প্রসন্ন দারার হৈল কাল
রিপু রক্তে আসি কর অশ্বপদ লাল।
যে কিছু কহিল আহ্মি নহে কিবা হএ
আসিয়া দেখহ এবে হউক প্রত্যএ।
আপনা বচনে আহ্মি করিল নির্বাহা
আহ্মা প্রতি আজ্ঞা যেন কৈল মহাশাহা।
মনে ভাবে সিকান্দর সে দোহ বর্বর
রাজেশ্বর বধি হস্তা হৈছে শীঘ্রতর।
সচকিত হই মনে করএ শোচন
অপযশ হৈল মোর লাভের কারণ।
বিমর্সিয়া না করি করিলুঁ অপকর্ম
হেন অপুরুষ নহে সাধুজন ধর্ম।
এথ ভাবি কহিলেন্ত দেখাও সত্বর
রক্ত লগ্ন কোথাতে রহিছে রাজেশ্বর।[২৭]
অপকর্মী দোহ বাটোয়ার সঙ্গী হৈয়া
দারার নিকটে আইলা সিকান্দরে লৈয়া।
দেখে দারা ধূলিরক্তে হইছে মিশ্রিত
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ধুলি বিলুলিত।
মিত্রবন্ধু একজন নাহিক নিকট
পড়িছে কায়ানী তাজ হইয়া উলট।
সোলেমান পড়িয়াছে পিপীলিকা ঘাএ
মূষিকে মারিছে হস্তী কোনে পাতিয়াএ।
বংশ ধ্বংস হৈল বাহমন ইসফিন্দিয়ার
উজারিয়া ফিরদুন জামশেদ রাজার।
কায়কোবাদের বংশ বুলিব পুরান
উগ্রবাএ উড়াইয়া কৈল খান খান।

অশ্ব হোন্তে নামি সিকান্দর মহাবীর
কোলে তুলি লইল নৃপতি দারা শির।
চক্ষু মুদি রহিয়াছে জীবনে নৈরাশ
ছটফট করে মাত্র অল্প আছে শ্বাস।
নিজগণে সিকান্দর বুলিল ইঙ্গিতে
দোহ অপরাধী খল যত্তনে রাখিতে।
সিকান্দর যদি কোলে তুলি লৈলা শির
রাজদর্প বচনে বুলিল দারা বীর।
কার হেন শক্তি আছএ ক্ষিতির মাঝ
কোনে আসি পরশে কায়ানী শির তাজ।
মোর শির পরশিতে শক্তি আছে কার
নড়িলে মোহোর শির নড়িব সংসার।
সুখে নিদ্রাগত আহ্মি আছি ভূমি খাটে[২৮]
অন্ত যদি এমত কি কার্য রাজ্য পাটে।
কায়ানী বংশের মনে[২৯] না রাখি আদর
কোনে আসি পরশে মোহোর কলেবর।
মাস্থে হস্ত রাখ এহি দারা নৃপ হএ
গুপ্ত নহে সূর্যসম বেকত আছএ।
কে মোরে মারিতে আইলে দৈবে মারিয়াছে
এক আশীর্বাদ কর মুক্তি হৈতে পাছে।
যেই মাগ লই যাও শির কিংবা তাজ
আপনাক সারি আহ্মি তিল কর ব্যাজ।
আক্ষেপিয়া কহিল কান্দিয়া বহুতর
মুঞি সিকান্দর জান শাহার কিঙ্কর।
পড়িছে তোহ্মার শির ভূমির উপরে
তেকারণে কোলে তুলি লৈলুঁ সাদরে।
মুঞি যদি জানিতুম হৈব হেন গতি
করিতুম কলহ তেজি সেবাএ আরতি।

শোচনে কি ফল, গেল হস্ত হোন্তে কাজ
অগ্নি দিয়া দহিতে ইচ্ছম[৩১] পাট রাজ।
জয় হোন্তে মোর শতগুণ হৈল দুখ
কি পাপে দেখাএ বিধি হেন দিন মুখ।
তুহ্মি মুক্তি পাইলা সুখে[৩২] বিনা শির তাজ
কুকীর্তি রহিল মোর সংসারের মাঝ।
বিধিস্থানে প্রার্থনা করেঁা এক মতি
সিকান্দর চলি হোক শাহার সঙ্গতি।
ঈশ্বর শপথ করি শুন নরেশ্বর
যদি উঠ সেবাএ থাকিএ সিকান্দর।
তবে কি মরণ নহে আপনা ইচ্ছাএ
ঔষধি বিহনে ব্যাধি কর্মে না জুয়াএ।
এক 'নখ'[৩৩] তোহ্মার পূজিতে ইচ্ছা[৩৪] মনে
আপনা শিরের শত রত্ন তাজ হনে।
মুঞি কি কান্দিমু শাহা তোহ্মার কারণে
তোহ্মা লাগি অনুশোচ সকল ভুবনে।
এ ব্যাধি ঔষধি আহ্মি বিচারি না পাই
কান্দি কান্দি পাপ মনে কিঞ্চিত সান্থাই।
কর্ম নিযোজন কেহ এড়াইতে নারে
মনে কি আরতি শাহা আজ্ঞা কর মোরে।
যে কিছু আদেশ কর শিরেত পূজিব
বেদ প্রাএ মনে ভাবি তিল না নড়িব।
শুনি দারা মনে সুখ ভক্তির বচনে
সিকান্দর ভিতে চাহি প্রকাশি লোচনে।
কহিল তুহ্মি সে মোর যোগ্য পাটেশ্বর
বিধি উঞ্চ কৈল তোরে জগত উপর।
রক্ত সিন্ধু ডুবিলুঁ তৃষ্ণাএ দহে প্রাণ
বাক্য না নিঃসরে আগে জল কর দান।

নিজ হস্তে লইয়া সুগন্ধি শুদ্ধ নীর
ভক্তিভাবে পিয়াইয়া চিত্ত কৈল স্থির।
দারা বোলে কি পুছহ দেখ এহি রীত
আগে পালে পাছে ঘালে সংসার চরিত।
যেই আছে পশ্চাতে হইব এহি গতি
যেবা গেল সেহ নহে পাএ অব্যাহতি।
মোর পিতৃসব পড়িয়াছে খড়্গাঘাতে
আহ্মি কোন্ মতে এড়াইব খড়্গ হোন্তে।
মোর আশীর্বাদে হোক সর্বত্র কুশল
এক ছত্রে শাসিও সকল ভূমণ্ডল।
যদি মোরে আদেশিলা মনের আরতি
তিন বাক্য আহ্মার রাখিবা মহামতি।
বিনু অপরাধে মোরে যে করিল বল
বিচারিয়া আপনে উচিত দিবা ফল।
দ্বিতীয় সেবাএ মোর ছিল যথ রামা
সত্য দড় রাখি কামভাব দিবা ক্ষেমা।
তৃতীয় দুহিতা মোর রোস্নক নাম
শচী রতি জিনি রূপে অতি অনুপাম।
তোহ্মার সেবাএ দিলুঁ যত্তনে পালিও
কায়ানী বংশের মান্য চিত্তেত রাখিও।
যেন তুহ্মি তেন মোর কন্যা রূপবতী
অধিক শোভিত যেন সূর্য সঙ্গে জ্যোতি।
সিকান্দর ভক্তি করি বাক্য দড়াইল
শুনিতে শুনিতে দারা পরাণ তেজিল।
হেন কালে রজনী হইল উপস্থিত
রাখিলা দারার অঙ্গ যে মত উচিত।
সিকান্দর সেই শোক মনে অনুমানি
কান্দি কান্দি গোঞাইল সমস্ত রজনী।

আপনাকে অনুশোচ কৈল বারে বার
অবশ্য এ মত দশা আছএ আমার।

৩২. ॥ শ্মশান বৈরাগ্য ॥

। বিলাপ।

রাগ : ধানশী

ভাই কি মিছা ধন্ধ জগত বাসনা
মধু দিয়া পালে বিষ দিয়া ঘালে
ভাবি সারহ আপনা। ধূ।
তিলে নৃপ শির ভূমি করে স্থির
দীন হস্তে দেএ নিধি
পুণ্য হোস্তে মন ভ্রমাইয়া ঘন
করাএ পাপের শুধি।
ভাবি দেখ মনে জন্ম মাটি হনে
পশ্চাতে হইব মাটি
গৃহপণা করি আছ দিন চারি
কেনে 'ধিক পরিপাটি।
অতি 'ধিক লোভ. সহজে অশুভ
ক্ষেমা সে মহত্ত্ব কাম
আজি যেই আছে না রহিব প্যাছে
কর শুভ পুণ্য কাম।[১]
অকার্যেত শত লাগে অবিরত
কার্যে লাগাইতে এক
সেই শত হনে এথ 'ধিক মনে
কেনে ভাব অবিবেক
পুণ্য দান বিস্তি ভাবে শুভ কৃতি
মজলিস নবরাজ

আলাউল ভণি সেহি ধন্য শুনি
করে দোহ যুগ কাজ।

৩৩. ॥ জীবনতত্ত্ব ॥

। পঞ্চালিছন্দ।

প্রভাত হইল যদি অরুণ উদিত
হেমরত্নে দিব্য পাট করি সুশোভিত।
ভাল ভাল মনুষ্য মৃতক সঙ্গে দিয়া
রাজসাজে জন্মভুমি দিল পাঠাইয়া
যথ দিন ঘট মধ্যে আছএ জীবন
কার্য হেতু ভিন্ন জনে ভাবএ আপন।
কায়া ছাড়ি যদি সে বাহির হৈল প্রাণ
সুশয্যা বিলাসীজন ভাব হএ আন।[১]
বায়ু মধ্যে কথক্ষণ প্রদীপ রহএ
পাট বাট সমসর মরণ সমএ।
কার সঙ্গে সংসারে নাহিক পিরীত।
এক আসে আর যাএ এহি ভব রীত।
ব্যাঘ্রদেশে মৃগের বসতি কথক্ষণ
ভাবি মৃত্যুকার্য কর থাকিতে জীবন।
পক্ষীপ্রাএ পাখা সজ্জা কর উড়িবার
বৈভবে না হইও মন অসার সংসার।
বুধজনে নিবুদ্ধি করএ ভ্রম দিয়া
কথ কথ উচ্চ শির পেলিল ছেদিয়া।
জগ গৃহ হোন্তে শীঘ্রে পলটা উচিত
এখনেহ না ছোঁড়হ আপনার রীত।
এ সংসারেত থাকি যেজন সেয়ান
মৃতমাংস তেজিয়া করএ সুধা পান।

আইস গুরু দান কর মদিরা সুরঙ্গ
মহত্ত্ব বাড়উক আত্মতা[২] হোক ভঙ্গ।

৩৪. । সিকান্দর ও জ্ঞানী বৃদ্ধের আলাপ।
[নীতি তত্ত্ব]
জমকছন্দ/রাগ : বড়ারি

মনুষ্য মহত্ত্ব পাইছে সর্ব জীব হোন্তে
সত্যবন্ত ভাগ্য আছে সংহতি তাহাতে।
নর জাত সম কেহ নাহিক সংসারে
অধিকে অধিক বিধি ভাগ্য দিছে যারে।
অতি ভাগ্য বলে সিকান্দর মহাবীর
অশ্ব পদতলে কৈল রিপু দল শির।
জগ তেজি গেল যদি দারা মহাবীর
তার রাজ্য পাটে হৈল সিকান্দর স্থির।
সব ক্ষিতি হৈল করতলে সিকান্দর
অগণিত দ্রব্য ধন পাইল সিকান্দর।
স্বর্গ তারা বৃষ্টি ধারা সম অতুলিত
দেখিতে দেখিতে শাহা হৈল তব্ধ রীত।
একে একে করিয়া বহুল[১] উপার্জন
নানা ভাতি পুষাক্রমে যথ নৃপ ধন।
লক্ষ সংখ্য বাহন বহএ সেই ভার
কার চিত্তে হন্তে তাহা পারে লিখিবার।
সোকর করিলা বহু ঈশ্বর ভাবিয়া
দারার অমাত্যকুল আনিল ডাকিয়া।
মধুর বচনে সন্তোষিল জনে জন
ক্রমে ক্রমে বহু বিধি দিল রত্ন ধন।
সকলের বৃত্তি পূর্ব নিয়মে রাখিলা
মুখ্য মুখ্য বুঝিয়া দ্বিগুণ বাড়াইলা।

সিকান্দর দানে বাক্যে সব হরষিত
সত্যবাদী শাহা সবে করিলা প্রতীত।[২]
দয়াল চরিত্র সৎ সাধু সিকান্দর
সর্বজনে ভক্তিভাবে ভাবিল ঈশ্বর।
ভূমে শির রাখি সবে হৈয়া একমতি
সানন্দিত বহুল করিল ভক্তি স্তুতি।
বুলিলা জামশেদ পাটে তোহ্মা যোগ্য স্থল
নৃপকুল শির আসি হোক পদতল।
এহি সে কায়ানী পাটে শোভা হৈল অতি
আহ্মি সবে অতি ভাগ্য পাইল হেন পতি।
ধনে রত্নে বহুল তুষিলা রুমীগণ
কিবা সুখী কিবা দুঃখী প্রতি জনে জন
ভিক্ষুক হৈল ধনী ধনীর কিবা কথা
বহু ধন দানে পুণ্য পাইল এথা ওথা।
তবে এক সভা বীর রচি চারুতর
পূর্ণিত ইরানী রুমী নানা দেশী নর
দুই ছরহঙ্গ যেই ঈশ্বর বধিল
হস্তে গলে বান্ধি দোন সাক্ষাতে আনিল।
নিয়মিত ধন আনি দিয়া দোহানেরে
মারিল বিগতি করি সভার গোচরে।
আর সব অপরাধ ক্ষেমিতে উচিত
না রাখে ঈশ্বর-বধী যে জন পণ্ডিত।
সিকান্দর ন্যায় দেখি লোক হরষিত
বোলে ধন্য ধন্য নৃপ সুচারু চরিত।
সর্ব মাত্র সন্তোষিয়া মধুর সম্ভাষে
বৃদ্ধ পাত্র ডাকিয়া আনিল নিজ পাশে।
কহে চির-আয়ু বহুদ্রষ্টা শ্রুতিধর
নিজ পদে আসি ছায়া কৈল তোহ্মা শির।

কাটিছ বহুল কাল তাতল শীতল
সংসারের কার্য জ্ঞাতা বহুল কুশল
যদি সে হৈল দারা স্থায় বিবর্জিত
সাধুতা তেজিয়া হৈল অসাধু চরিত্র।
তুমি হেন মহন্ত থাকিতে বিদ্যমান
কি লাগি না দিলা তানে সুচরিত জ্ঞান।
শাহার কঠিন বাক্য শুনি বৃদ্ধতম
প্রণামিয়া প্রকাশিল বাক্য অনুপম।
উপদেশ বহুল কহিল হিতাহিত
না ধরিল মোর বাক্য সে খল[৩] চরিত।
জানিলুঁ বহুল দীপ হৈতে প্রকাশ
উগ্র ফুক দিয়া সব করিল বিনাশ।
কহিল পূর্বের কথা ছাড়ি উপরোধ
না ধরিল মোর বাক্য হৈল মহাক্রোধ।
কালে পাইল না ধরিল বচন আম্মার
বিশেষ প্রবল ভাগ্যে বিজয় তোম্মার।
বিধি যারে মারিবে রাখিতে কেবা পারে
কোন রাজা হেন মৃত্যু পাইছে সংসারে।
বিধি লাগাইল স্বর্গে তোম্মা শিরতাজ
তেঁই সে[৪] পাইল জান কায়ানী পাটরাজ।
কার ভাগ্য নিচল না রহে চির দিন
অমনুষ্য মনুষ্য যাহার নাহি চিন।
নর ঘটে নারায়ণ সতত বৈসএ
নর তুষ্ট হৈলে বিধাতা তুষ্ট হএ।
শাহার চরিত্র সর্বমতে দেখি ভাল
দয়ালের প্রতি দয়া করএ দয়াল।
পুনি শাহা জিজ্ঞাসিল শুন বৃদ্ধতম
বিস্তর দেখিছ তুমি সঙ্কট সুসম।

কোন্ মত কর্মে হএ সংগ্রামে বিজয়
কিবা হেতু যুদ্ধ মাঝে জয় পরাজয়।[৫]
বৃদ্ধ বলে শুন শাহা বিজয়ের কথা
তুহ্মি হেন সহস্রে বুঝক ন্বপ কথা।
দানে তুষ্ট রাখিবে সকল সৈন্যগণ
যুদ্ধকালে এক মতি করে প্রাণপণ।
বল হোন্তে সাহসে অধিক কর্ম করে
অস্ত্র ঘাতে মনুষ্য ব্যাঘ্র মহিষ মারে।
যুদ্ধকালে সাহস না করি কৈলে ভয়
বহু দলে 'ধিক বল পাএ পরাজয়।
সেনাপতি বীরপণা 'ধিক যদি দেখে
লবণের লাজে[৮] সবে জীবন উপেক্ষে।
শুনিয়াছি মহাজনে এমত কহএ
দাতা নহে নিধনী যুঝন্ত নাম রএ।[৯]
ধৈর্য[১০] ধরি অধিক চঞ্চল না হৈবে
ধর্ম জয় অব্যাহতি প্রভুতে মাগিবে।
রুস্তমের মুখে আহ্মি শুনিছি এমত
না ভাঙ্গিও সৈন্য মন ভাঙ্গিও পর্বত।
বাহমন স্থানে কহিলেক ইস্‌ফিন্দিয়ার
সৈন্য মন ভাঙ্গিলে অবশ্য যুদ্ধে হার।
লোক মন ভাঙ্গি দারা হৈল বিগতি
বিজয় লক্ষণ এহি কহিলুঁ নৃপতি।
জয় পাইলে ভগ্নকের পৃষ্ঠ না লউক[১১]
যাইবার পন্থ তার বন্ধ না করোক।
জীব রাখি ধাএ নিজ মুখে কালি দিয়া
নিরোধিলে যুঝে পুনি প্রাণ উপেখিয়া।
পুনঃ বৃদ্ধ স্থানে জিজ্ঞাসিলা জোলকর্ণ
বহুবিধ দেখিছ শুনিছ নানা বর্ণ।

শুনেছি রুস্তমে একসর অশ্ববার
সর্ব সৈন্য পরাজিত কেমন প্রকার।
এহি বাক্যে বহুল সন্দেহ মোর মনে
অবশ্য রুস্তম যুদ্ধ দেখিছ নয়ানে।
প্রণামিয়া শাহারে কহিল বৃদ্ধতম
মহাবলী সাহসিক আছিল রুস্তম।
তিন বর্মে আপনার শরীর ঢাকিত
কোন অস্ত্র তার অঙ্গে প্রবেশ না হৈত।
বিশেষ সকল অস্ত্র মহাশিক্ষাবন্ত
আসিতে মারিতে কেহ না বুঝিত অন্ত।
বাছি বাছি বিশেষ মারিত বীরগণ
সকলে দেখিয়া হৈত ত্রাসযুক্ত মন।
যে সবে মারিত সৈন্য তাহাকে মারএ
পাছে সৈন্য ত্রাসে ভঙ্গে গুণিয়া সংশএ।[১২]
পুনি শাহা কহে শুন বৃদ্ধ মহাজন
কেনে ফরামুর্জেরে মারিল বাহমন।
রুস্তমে শাসিয়া দিল সর্ব বসুমতী
মারিল তাহার পুত্র কাহার যুকতি।
কহিলেক ফরামুর্জ অপরাধী হৈল
বাহমন শাহা সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
তেকারণে মারিল না ধরি কার বোল
ছন্ন বুদ্ধি হই শীঘ্রে কালে দিল কোল।
উগ্রবুদ্ধি গতি হৈল দারা, বাহমন[১৩]
না শুনিয়া যুক্তি কথা হইল নিধন।
জোলকর্ণ বৃদ্ধত জিজ্ঞাসে পুনর্বার
নৃপতি হইলে যুক্ত কেমন আকার।
সেই উপদেশ মোরে কহ বুধমণি
বহু দ্রষ্টা শ্রুত তুহ্মি আর মহাগুণী।

প্রণামি বুলিল বৃদ্ধ আশীর্বাদ করি
শাহার সাক্ষাতে আহ্মি কি যোগ্যতা ধরি।
সর্বগুণে অলঙ্কৃত আপে মহা ধীর
জিজ্ঞাসিলা কহিলাম আজ্ঞা ধরি শির।
যদ্যপি নৃপতি ভাগ্য অতি প্রজ্বলিত
তথাপিহ সতত থাকিও সচকিত।
ন্যায় ধর্মে থাকিলে অন্যায় পরিহরি
ছোট বড় সকলের স্নেহ মনে ধরি।
চিনিব কপট-সত্য সুজন দুর্জন
সৎ-কর্মে সতত থাকিও সচেতন।
না হইও অনীত[১৪] লোভী নিজ মন সাধে
সর্বত্র কল্যাণ মাত্র লোক আশীর্বাদে।
সতত মরণ পন্থ দেখিবা নিকটে
পুণ্য কর্মে বিঘ্ন নাশ জঞ্জাল কপটে।
করে দান, মুখে মিষ্টি, হৃদে সত্য ভাব
নামে পুন বিনি ধন নাহি কোন লাভ।[১৫]
কথা গেল ফিরদুন, জামশেদের জাম
কথাত রুস্তম হাম বাহমন সাম।
এহি ক্ষিতি সবাক করিছে নিজ হেট
অদ্যাপিহ এহি মতে না ভরএ পেট।
সে সকল চলি গেল আহ্মি না রহিব
এ মত ভাবিয়া রাজকার্য চালাইব।
পাপ-সাপ-সম যেন ভূমিতে সুতএ
মৈলেহ এড়ান নাহি অবশ্য সংশএ।
যেমন চরিতে আপে পাইলা সব ক্ষিতি
কুশলের হেতু না ছাড়িও সেই রীতি।
বৃদ্ধের বচনে শাহা তুষ্ট হৈল মন
বেদ প্রাএ হৃদএ রাখিল সর্বক্ষণ।

পুঞ্জে পুঞ্জে হেম রৌপ্য বসন রত্তনে
বৃদ্ধ মন সন্তোষিলা বহুল যত্তনে।
আর যথ পাত্রমিত্র ইরানী আছিল
বৃদ্ধের বচনে সব অনুমতি দিল।
নানা দানে সন্তোষিলা সভানের চিত
শাহার চরিত্রে সবে হৈল হরষিত।
সবে বলে যদি সে দীপ নিবাইল।
মহা ভাগ্যে জগত উঝল সূর্য পাইল।
নিশি হারাইয়া পাইল দিন শোভমান
পুষ্প বিকশিত হৈল পাইল উদ্যান।
রত্নাকর সিন্ধু প্রাএ দেখি শাহা চিত
ছোট বড় সর্বজন হৈল উল্লসিত।
পুনি পাত্রগণে বলে শোন নরপতি
দারার কালেতে হৈছে বহুল অনীতি।
গ্রামবাসী কর্মিক বীর হইছে আসি
বীর পুত্র কুলীন হইছে গ্রামবাসী।
হলধর গোপাল কর্মিক গুণীগণ
সুজন বীরের মেলে হইছে গ্রথন।[১৭]
বীরপুত্র গোত্র আদি সাধু সৎলোক
সেবাএ বাহির হৈয়া পাএ দুখ সুখ।
বিপরীত কর্ম হৈলে অশুভ লক্ষণ
মন ভঙ্গ হএ যথ মহা বীরগণ।
বিচারিয়া আজ্ঞা কর সাধু সুচরিত
পূর্বের নিয়ম রউক খণ্ডাইয়া অনীত।
শুনি শাহা আজ্ঞা কৈলা হৈয়া ক্রুদ্ধ মন
ঢেঁটরা ফিরাই কহ কোতোয়ালগণ।
জাতি বৃত্তি আচারি রউক সর্বজন
এক কর্ম অন্যায় কৈলে বধিব পরাণ।

ডাকোয়াল ডাকি যদি এমত কহিল
নিজ বৃত্তি ধরি সবে হরিষে রহিল।
বুঝি বুঝি খণ্ডাইলা দুঃখিতের কর
যথেক অনীতি কর্ম খণ্ডাইলা সত্বর।
সুধন্য হইল দেশ শাহার মায়াএ
সর্বলোক আশীর্বাদ করেন্ত সদাএ।
মহা সত্য [সত্ত?] শ্রীমন্ত মজলিস নবরাজ
যার কীর্তি গুণ রসে শোভিত সমাজ।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
[দান পুণ্য কীর্তি যশ বাড়ুক সদাএ]
আয়ুদীর্ঘ বিঘ্ননাশ বাড়ুক সম্পদ
পুত্রে পৌত্রে বাড়ুক সতত নিরাপদ।
তান দানে ক্ষিতি জল সদাএ ববিষএ
আলাউল মুখে বাক্যমুক্তা নিঃসরএ।[১৮]
আইস গুরু দেও মোরে আত্মনাশ সুরা
আলাঝালা নাশি মন ভাবে হোক পুরা।[১৯]

৩৫. ॥ সিকান্দরের ইসলাম প্রচার ॥

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ ভাটিয়াল

পুরাণ বচন জ্ঞাতা কহিল রসদ কথা
যদি শাহা দারারে মারিল
অগ্নিপূজে যে সমস্ত অহুর্মজদা জোরথুস্ত
নিজ দীনে সকলে আনিল।
ইরানী সকল প্রতি আদেশিলা মহামতি
অগ্নিপূজা ছাড়হ তুরিত
আছএ ঈশ্বর এক সর্বস্থানে পরত্যেক
তানে মাত্র সেবিতে উচিত।

তাহান সৃজন স্থল অগ্নিবায় সিন্ধু[১] জল
চন্দ্র সূর্য আদি যথ আর
তাহান রসুল আম্মি মনে সত্য ভাব তুম্মি
দ্বীন ইসলাম মাত্র সার।
মহন্ত ইরানীগণ কোমল হুইয়া মন
দ্বীন ইসলামে প্রবেশিল
মগান গুরর [?] যথ নিজ দ্বীনে রৈল তথ
বাছি বাছি সকল মারিল।
সেকালের নীতি কথা অগ্নিপুজা গৃহে যথা
ধনী সবে খুদিয়া বিবর[২]
পুঞ্জে পুঞ্জে ধন থুইত ডরে কেহ না হেরিত[৩]
এহি মতে আছিল বিস্তর।
ধনবন্ত পথহীন বান্ধি গৃহ ভিন্ন ভিন
নানা বিধি ধন তথা থুইলা
সিকান্দর বার্তা[৪] পাইয়া সর্ব গাত উগারিয়া
গিরিসম পুঞ্জে পুঞ্জে পাইলা।
আর এক নীতি ছিল অব্দ যদি বহি গেল
নবদিন হইল প্রবেশ
যথ অকুমারী রামা শশি মুখী গজগামা
মৃগ আঁখি শ্যাম দীর্ঘ কেশ।
সব নামি গৃহ হোন্তে দাণ্ডাইয়া মধ্য পন্থে
হাসে খেলে নানা ক্রিয়া ছন্দে
কটাক্ষে হরএ মন হাস্তে হরে প্রাণ ধন
অলেখাএ বিজ্ঞমন বান্ধে।
বহু মন্ত্রতন্ত্র জানে অতি বিজ্ঞ টোনা জ্ঞানে
মগান গুরুর নাম লৈয়া
সুস্বর সুন্দর বালী নাচে দিয়া করতালি
মুনি মন লৈ যাএ হরিয়া।

নানা অলঙ্কার গা'তে পুষ্পর স্তবক হাতে
বিচিত্র বসন সুশোভিত
লাসে দর্শাইয়া স্তনে সুবর্ণ বিলাসীগণে*
অঙ্গভঙ্গে বশ করে চিত।
এহি মতে সাজে বাজে সর্বজনে অগ্নিপূজে
নবদিন করি নিয়মিত
শুনি শাহা নিষেধিল সে নিয়ম খণ্ডাইল
নারীগণ আচার কুৎসিত।
জানাইল ঘরে ঘরে যে নারী এ মত করে
সে সবেরে পরাণে মারিব
আপনার স্বামী বিনে না দেখুক কোনজনে
নারীকুল গোপতে রহিব।
মগানের আস্থ ঘর ভস্ম করি বহুতর
দীন ইসলাম শিখাইল
অগ্নি আদি চন্দ্রসুর সব পূজা করি দূর
এক প্রভু ভাব স্থির কৈল।
মজলিস শ্রীমন্ত নবরাজ সুমহন্ত
আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ
সিকান্দর সঙ্গে গুণ লোক মুখে পুনঃ পুনঃ
মহীপূর্ণ রহুক সদাএ।[৬]

৩৬· ।মায়াবীর যাদু।
জমকছন্দ/ধানশীরাগ

নানা দেশ মুসলমান করি বহুতর
বাবল দেশেত আইল শাহা সিকান্দর।
হারুত মারুত স্বর্গ হোন্তে নামি তথা
জোহরাক ডাকিয়া কহিল জ্ঞান কথা।

যাবলে রহিল দোহ অপরাধী হৈয়া।
হারুত বলিয়া ছিল অনেক কাফির
দীন ইসলামে বহু আনি কৈল স্থির।
অগ্নিপূজা গৃহ সব যথেক আছিল
শাহার আদেশে সব ছারখার কৈল।
শাহা আদেশিল দীনে না আইসে যে জন
কারাগারে রাখ তারে করিয়া বন্ধন।
তথা হোন্তে আর্জবোর্জেতে[1] চলি গেল
যথেক আনল গৃহ সব বিনাশিল।
বহু জনে মারিলা করিলা পরাভব
বন্দীতে রাখিল দীনে না আইল যে সব।
সেই দেশে এক অগ্নি আছিলেক বড়
বিস্তর পুরুষে পূজে ভকতি করি দড়।
শত হেন বুধগুরু পরি শূন্য মূলে
ভক্তিভাবে অগ্নি পূজি আছে চিরকালে।
সেই চিরকালি অগ্নি আজ্ঞাএ শাহার
বহুজন নাশি কৈল শ্যামল অঙ্গার।
এথাতে আনল নাশি হরষিত চিতে
সৈন্য চালাইল শাহা ইসপাহান ভিতে।
দারার দুহিতা রোসনক ভাব ধরি
ইসপাহান উদ্দেশি চলিলা শীঘ্র করি।
পন্থেত দেখিলা এক মনোহর স্থল
নানা বৃক্ষ উদ্যান পূর্ণিত ফুল ফল।
চিরকাল এক অগ্নিগৃহ তথা আছে
পূজা হেতু বহুতর বুধ তথা আছে।
জোরথুস্ত অহর্মজাদা বহুল পূজা করি
রহিছে বহুল দিব্য অকুমারী নারী।

সুকুমারী মনোহারী কটাক্ষ সন্ধিতে
মর্মস্থানে হানে বাণ প্রাণ যেই ভিতে।
তথা 'সাম' বংশের এক কন্যা অতি রূপ
'আজর হুমায়ুন' নাম রাখিয়াছে বাপ।
দিব্য রঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গে নয়ানে তরঙ্গ
বঙ্ক দৃষ্টি শরবৃষ্টি জিয়াএ অনঙ্গ।
অতি দীর্ঘ শ্যাম কেশ জিনি ঘন মালা
সরুয়া সীমন্ত যেন সুধীর চপলা।
চন্দ্রবাণ জিনি ভাল গৃধিণী শ্রবণ
কামের কোদণ্ড ভুরু কমল লোচন।
শুক চঞ্চু নাসিকা অধর বিম্বজিৎ
দশন মুকুতা হাস্য উজ্জল তড়িৎ।
শারদ পূর্ণিমা জিনি উঝল বয়ান
কম্বু কণ্ঠ জিনি গীম অতীব সুঠাম।[১]
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ শোহে মুক্তাহার
ভাগীরথী উমাপতি শিরে বহে ধার।
কটি সিংহ জিনি ভুজ কনক মৃণাল
চম্পক কলিকাঙ্গুলি করতল লাল।
নখ বালচন্দ্র করীকুম্ভ সুনিতম্ব
পলটি কদলী উরু কিবা হেম স্তম্ভ।
পদযুগ পদতল কোকনদ জিনি
গমন সুচারু হংস খঞ্জন নিছনি।
মহাজ্ঞানী টোনাবিদ্যা নানা গুণ জানে
তন্ত্রে মন্ত্রে রূপে হরে চতুরের প্রাণে।
জোলকর্ণ আজ্ঞা দিল গৃহ বিনাশিতে
চলিল বহুল সৈন্য অগ্নি নিবাইতে।
সেই কন্যা মন্ত্রে সৃজি অগ্নি অজগর
তর্জিগর্জি ভয় দর্শাএ বহুতর।

মহাত্রাসে সর্বজনে ধাইল প্রাণ লৈয়া
শাহার সাক্ষাতে সবে কহিল আসিয়া।
মহাবুদ্ধিমন্ত শাহা বুঝিল কারণ
সত্য সর্প হৈলে কেনে অগ্নির গঠন।
আরস্তুরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলা সিকান্দর
কোনে নিবাইবে এহি অগ্নি অজগর।
আরস্তু কহিল শাহা এ বা কোন্ কর্ম
বলিনাসে জানে বহু তিলিস্‌মাত মর্ম।
বলিনাস প্রতি আজ্ঞা কর নৃপবর[৩]
তিল মাত্র খণ্ডাইতে মায়া কাকোদর।
বলিনাসে ডাকি শাহা আজ্ঞা কৈল তবে
শীঘ্র গতি যাও এহি সর্প পরাভবে।
বলিনাসে ভূমি চুম্বি শীঘ্র তথা গেলা
টোনাবিজ্ঞা[৭] অগ্নি সর্প পুনি এড়ি দিলা।
পুষ্কর্নী সমান মুখ প্রসারিয়া রোষে
মেঘ প্রায় তর্জি গর্জি গ্রাসিবারে আসে।
কাকোদরে দেখি বলিনাসে দিল ফুক
তাথ মাত্র বন্ধ হৈল অজগর মুখ।
নীলাএ সীসক সম গর্ব চূর্ণ-হৈল
আর নানা বহু ভাতি মায়া বিরচিল।
ব্যাঘ্র সিংহ অগ্নি হস্তী বীজ বজ্রবাণ
এক না লাগিল বলিনাসের ঘনান।
সর্ব[৫] অস্ত্র ফিরি যদি গেল কন্যা পাশ
দর্প ছাড়ি লুক দিতে মনে কৈল আশ।
তাহা দেখি বলিনাসে পন্থ নিরোধিয়া[৬]
জ্ঞানবলে আনিলেক কন্যাকে বান্ধিয়া।
বলিনাস নিকটে আসিয়া কন্যাবর
দণ্ডবৎ হৈয়া নিবেদিল বহুতর।

বহুল প্রার্থনা কৈল ধরিয়া চরণ
কৃপা কর প্রাণ রাখ লইলুঁ শরণ।
বলিনাস সে চন্দ্র বদন দরশনে
শতগুণ প্রেমভাব উপজিল মনে।
অগ্নি দিয়া অগ্নিগৃহ ছারখার কৈল
পুরান আনল জল দিয়া নিবাইল।
কন্যাবর লই গেল শাহার সমীপে
কহিলেক এক চন্দ্র হৈল সর্পরূপে।
এহি কন্যা খণ্ড অঙ্গ দিতে পারে জোড়া
জ্ঞানে আকাশেরে ধরি দেএ কর্ণ মূড়া।
মহী হোন্তে টানিয়া তুলিতে পারে কূপ
স্বর্গ চন্দ্র পারে ভূমে নামাইতে স্বরূপ।
শনির মুখের কালি ধুইতে পারে লেশে
গড় বান্ধি যুদ্ধ করে এক গাছি কেশে।
পরম সুন্দরী বালা জিনি অপসরা
যেন রূপ তেন গুণ মুনি-মন-হরা।
শাহা ভাগ্যবলে তার পন্থ নিরোধিলুঁ
সর্ব মায়া বিনাশিয়া গর্ব চুর্ণ কৈলুঁ।
কাতর হইয়া কৈল বহু পরার্থন
তথাপি কটাক্ষে হেরি লএ মুনি মন।
যদি মোরে দান কর প্রাণ 'ধিক লাভ
সেবাএ রাখিব মাত্র ঈশ্বরের ভাব।
কন্যাকে দেখিয়া শাহা হরষিত মতি
বোলে তার দরশনে বাড়ে চক্ষু জ্যোতি।
বলিনাস মতি বুঝি শাহা হাসি হাসি
কহিল তোহ্মারে দিলুঁ এহি পূর্ণ শশী।
কিন্তু তার মায়াএ থাকিও সচকিত
মোর যোগ্য নহে মাত্র তোহ্মার উচিত।

শাহার প্রসাদ পাই উল্লসিত হৈয়া
ভূমি চুম্বি বলিনাস গেল কন্যা লৈ য়া।
আপনার গৃহের ঈশ্বরী তারে কৈল
যথ ইতি জ্ঞান জানে সকল শিখাইল।
যদ্যপি জ্ঞান টোনা হোন্তে কার্য হএ সার
কোন হেতু বান্ধিতে না পারে মৃত্যু দ্বার।
মজলিস নবরাজ্য প্রতিষ্ঠ মহন্ত
শুনিয়া রসদ কথা হরিষ অনন্ত।
আয়ু যশ বাড়ুক সম্পদ সুখ পুণ্য
মিত্র বৃদ্ধি ক্ষিতি পূর্ণ হোক শত্রু শূন্য।
চন্দ্র সূর্য অবধি রহুক কীর্তির বাখান
তাহান আরতি হীন আলাউলে ভান।
আইস গুরু সুরা দেও শুদ্ধ জল সম
জ্ঞান বৃদ্ধি হোক খণ্ডি মনের ভরম।[৭]

৩৭ । সিকান্দরের ইসপাহান প্রবেশ ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ বড়ারি

যেই জন শীত কালে ডালিম্ব সুস্তনী কোলে
অগ্নি তুল্য[১] সুরা উপহার
বিলাসএ অনুক্ষণ চিন্তাকুল নহে মন
জগত জীবন কোন্ সার।
যখনে বসন্ত পাএ উদ্যানের মাঝে যাএ
নানা পুষ্প সুগন্ধি সুরঙ্গ
ধরণীর সিন্ধু[২] জল নানা বিধি পরিমল
চারুমুখী বিনু সুনিঃসঙ্গ।
শীতকালে সিকান্দর তথা হোন্তে শীঘ্রতর
ছিফাহানে করিল প্রবেশ

পবিত্র নগরবন্ধ[৩] দেখি শাহা মহানন্দ[৪]
ধন্য ধন্য বাখানিলা দেশ।
দিব্যস্থল উপকারী রহিলেক দিন চারি[৬]
পন্থ শ্রান্তি যদি হৈল দূর
এক সুপুরুষ চাহি পাঠাইলা আশ্বাস কহি
বার্তা লৈতে দারা অন্তঃপুর।
যোগ্য মতে আশ্বাসিয়া তথার সংবাদ লৈয়া
কহে আসি শাহার গোচর
সকল শ্যামল বেশ বিথরিত শির কেশ
দারাভাবে হইয়া কাতর।
সর্বজন ক্ষুব্ধ মনে স্থির নহে এক প্রাণে
ত্রাসিত চিন্তিত অতিশয়
শাহার আশ্বাস শুনি মৃতঘটে[৭] আইল প্রাণি
অল্প শান্ত হইল হৃদয়।
কহিল সকল[৮] বাণী আহ্মি সব অনাথিনী
শুনিয়াছি শাহা সুচরিত
তেঁই সে রাখিল প্রাণ না করিয়া বিষপান
আজি কৃপা হৈল বিদিত।
ছিরিমন্ত সুমহন্ত মজলিস গুণমন্ত
মহামাত্য নবরাজ ধীর
তাহান আরতি গুণে হীন আলাউল ভণে
মধুর পয়ার সুরুচির।

৩৮. ॥ সিকান্দর-রৌসনক বিবাহের উদ্যোগ ॥

পয়ার বা পঞ্চালি ছন্দ/লাচাড়ি গীত

এথ শুনি মায়াযুক্ত হৈল সিকান্দর
যথ ভাণ্ডারের দ্বার মেলিল[১] সত্বর।

পুঞ্জে পুঞ্জে ধন দান করি ছিফাহানে
প্রসাদ করিল বহু[২] কায়ানী-বন্দানে।[৩]
রুমী চীনী মিশ্রি বস্ত্র শতে শতে ভার
সহস্র সহস্র দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
রাজনীতি পরিধান নানা বিধি ভাতি
তাহারে দেখিলে বাড়ে নয়ানের জ্যোতি।
হেমবস্ত্র পাটাম্বর উজ্জ্বল কোমলে
যারে দেখি[৪] পরিতে দেবতার মন ভুলে।
কর্পুর কস্তুরী আদি আম্বর আতর
ভারে ভারে নানান সুগন্ধি বহুতর।
পাঠাইয়া দিল সব দারা অন্তঃপুরে
শ্যামবাস খণ্ডাই সকলে পরিবারে।
শোক হোন্তে ধুইলেক দারার বসতি
নীলোৎপল খণ্ডি হৈল রক্তোৎপল জ্যোতি।
নীলমণি তেজি হৈল মানিক্য উজ্জ্বল
শ্যামনিশি নাশি হৈল বাসর নির্মল।
শাহার প্রসাদ হেরি হৈয়া মহানন্দ
রানী সবে কহে মনে মনে বাসি ধন্ধ।
মহানৃপ ছিল দারা জগ পূজ্যমান
শত একভাগ হেন না করিছে দান।
কহি পাঠাইলা শাহা চিন্তা না জুয়াএ
মরণেত ক্ষমা বিনে নাহি অন্যোপাএ।
যার যেই বিত্তি দিছে অখণ্ড রাখিব
সবে এক দারারে দিবারে না পারিব।
যেই গেল ফিরি না আসিব কদাচিত
শাহার আশ্বাস দানে সব হরষিত।
শাহার আশ্বাসে সবে ধৈর্য আচরিল
সে সবার শোকানল যদি শান্ত পাইল।[৫]

আর কথদিন শাহা ধৈর্য আচরিল
যাবত সবার মন সন্তোষ পাইল ।[৬]
আরদিন আরস্তুবে ডাকিয়া সিকান্দর
কহিল দারার পুরে যাইতে সত্বর ।
মোর নিবেদন কহ মহাদেবী আগে
যেই কর্ম্মে এথাতে আইনু অনুরাগে ।
এবে তুহ্মি সব প্রতি হইতে রক্ষক
বিশেষ সঁপিছে দারা কন্যা রৌসনক ।
সেইভাবে সতত আকুল মোর চিত
আপনা ঈশ্বর আজ্ঞা পালিতে উচিত ।
আর যেন মতে পার কহিও বুঝাই
শুভ কর্ম হৈব শীঘ্রে যদি আজ্ঞা পাই ।
ভূমি চুম্বি আরস্তুএ চলিল সত্বর
নানা উপহার দ্রব্য লই বহুতর ।
পুরী দেখি ধন্য ধন্য মানিল লোচন
জিনিযা অমরাবতী চারু সুগঠন ।
স্থানে স্থানে উপবন দেখিতে সুন্দর
না হএ নন্দনবন তার সমসর ।
মহাপাত্র আরস্তু আইল হেন শুনি
চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী ।
একসর আরস্তুএ প্রবেশিয়া পুরী
দেখিলেক শুদ্ধ পুণ্য দিব্য অপসরী ।
রাজনীতি প্রণামিয়া মান্য আচরিযা
সিকান্দর স্তুতি ভক্তি প্রথম কহিয়া ।
আশীর্বাদ কৈল হোক সর্বত্রে কুশল
শাহা হোন্তে হোক পুরী অধিক উঝল ।
শাহা সঙ্গে তোহ্মা খণ্ডাউক দুই ভাব
দোহ নৃপ বংশে পিরীতি হোক লাভ ।

এহি বক্রগতি যুদ্ধ[৭] জানে বহু ছল
যগুপি তোহ্মার গৃহে প্রকাশিল বল।
মোর শাহা অপরাধী না হৌক তাহাত
না জানিল হেন কর্ম হৈল অকস্মাত।
শুদ্ধ ভাব শাহা বৈরীভাব নাহি চিতে
মনে মাত্র আশা ধরে অনাথ পালিতে।
দারার আদেশ মাত্র মনেত ভাবিয়া
আসিছেন্ত রৌসনক বিবাহ লাগিয়া।
প্রথম যৌবন শাহা কন্যা বিভা যুক্তা
আজ্ঞা কর হৌক তার শিরতাজ মুক্তা।
সে চন্দ্র-বদনে গৃহ করৌক উজ্জ্বল
সেই পুষ্পে উপবন করৌক নির্মল।
কাযানী বংশের মাঝ্য দড়[৮] ধরি মনে
কাক না পাঠাই চলি আইল আপনে।
বুদ্ধি সংকল্পিয়া রানী বুঝি চাহ মন
যথ কিছু কৈলুঁ আহ্মি তোহ্মা নিবেদন।
পাত্র নিবেদন শুনি নিজ মনে ভাবি
যথাযোগ্য পদুত্তর দিলা মহাদেবী।
সর্ব 'পরে উঞ্চ ছত্র বিধি কৈল যারে
ভূমি চুম্বি তার সেবা মহত্ত্ব আহ্মারে।
যদি শাহা এই কার্য মন্মে কৈলা স্থির
স্বর্গে পরশিব[৯] তবে রৌসনক শির।
যবে দাসী করএ করিব পরিচর্যা
সেই মতে সেবকিণী যদি করে ভার্যা।
শাহার সম্ভোগে আহ্মি অতিশয় রতা
নৃপতি দুহিতা মাত্র[১০] নৃপতি বনিতা।
কিন্তু শুভক্ষণ গিয়া বিচারিয়া চাহ
শাহার আদেশ মাত্র[১১] হইব বিবাহ।

শুনি পাত্রবর প্রণামি ফিরি আইল
সিকান্দর আগে সব রহস্য কহিল।
শুনিতে শাহার মন হইল উজ্জ্বল
আনন্দ হইল চিত্ত লাবণি কমল।
মনুরথ শুভবার্তা অতি [১২] মনোরম
শ্রবণ পরশে যেন সুধাবৃষ্টি সম।
রৌসনক ভাবি শাহা চিত্তে হৈয়া মগ্ন
নিয়ম করিলা শুভ দিন ক্ষণ লগ্ন।
পাত্রগণ প্রতি আজ্ঞা কৈল সিকান্দর[১৩]
করিতে বিভার সাজ মঙ্গল আচার।
নানা বর্ণ বাণাকুল নাচিছে চামর
লক্ষ লক্ষ উধ্ব´ কৈল নগরে নগর।[১৪]
স্বর্ণ বর্ণ নানা বস্ত্র কৈল নবগিরি
সহস্রে সহস্রে টানাইলা শুন্য ভরি।
বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল
নানা ভাতি সুবর্ণ কানাত টানাইল।
কৃত্রিম কুসুমপূর্ণ কৈল হাট-বাট
যথাতথা যন্ত্র বাদ্য রাগ গীত নাট।
খরজাম জন্দরুদ ছয়দণ্ড পন্থ
উপস্কার কৈল জল স্থল নানা মত।
যথ উপবন চারু কুসুম শোভিত
হাট-বাট প্রান্তর কৃত্রিম কুসুমিত।
সহস্র সহস্র লোক বসি স্থানে স্থানে
নানা বিধি উপহার ভুঞ্জে সুখ মনে।
ভক্ষ্য শেষে সুগন্ধি ছিটাএ বহুতর
আগর চন্দন মিলি কস্তুরী আম্বর।
কুমকুম জরদ[১৫] চুয়া গোলাপ ফুলেল
নানান সৌরভ নানামত করি মেল।

নানা বিধি পাক তৈল করিয়া মিশ্রিত
সুরঙ্গ কুসুম লগ্নে করে অঙ্গ হিত।
সিরাবের পঙ্কে হৈল মেদিনী পিছল
আবীর সুগন্ধি ধূলে শুখাএ সকল।
নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া
বৃক্ষ ডালে হাটে বাটে রাখএ টাঙ্গিয়া।
পঞ্চ শাখা ত্রিশাখা দেউটি লক্ষে লক্ষে
মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে।
চতুর্দিক উজ্জ্বল ছায়ার নাহি স্থল
পরাভব পাই তম গেল রসাতল।
জলে স্থলে লক্ষে লক্ষে পোড়ে নানা বাজি
ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাজি সাজি।
নানা ভাষে বিদূষকে করে বহু ঢঙ্গ
সিল [?] পিক কুহুরএ ছটকে করে রঙ্গ।[১৬]
এহি মতে অন্তঃপুরে উৎসব আনন্দ
কথেক কহিতে পারি তাহার প্রবন্ধ।
শুভক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিলা
রত্নমএ চন্দ্রাতপ ঊর্ধ্বে আচ্ছাদিলা।
কন্যাক মার্জনা করি যথ বরাঙ্গনা
শুভক্ষণে তাহা হস্তে বান্ধিল কঙ্কণা।
মার্জএ সুগন্ধিকুল দোহান শরীর
রঙ্গে হুর-স্থল[১৭] শব্দে দেশ ভরিপূর।[১৮]
হাকিম সকল সঙ্গে শাহা সিকান্দর
বিবাহ উৎসবে বসি টঙ্গির উপর।
দেশ হোন্তে এক অব্দ কর খণ্ডাইয়া
বহুবিধি দান কৈল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া।
ভিক্ষুক হইল ধনী আনের কি কথা
রাজ খণ্ড পূর্ণিত আনন্দ যথাতথা।

যেই যথা আছএ ভুঞ্জএ উপহার
আত্ম পর বড় ছোট নাহিক বিচার।
লক্ষে লক্ষে ভুঞ্জিয়া যথেক উপরএ[১৭]
নিত্য নিত্য নিয়া ঘরে ঘরে বিবর্তএ।
এহিমতে অষ্টম দিবস বহি গেল
শুভ বিবাহের দিন উপস্থিত ভেল।
হস্তী ঘোড়া নৃত্য গীতে বহু ঠাঠে গিয়া
আনিলেক মারোয়ার কলসী ভরিয়া।

৩৯. । সিকান্দর-রৌসনক বিবাহ ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ সাহানা[১]

বৃহস্পতি অবশেষ শুভক্ষণ পরবেশ
সিনান করিয়া সিকান্দর
ধরিয়া বিবাহ আশ পরিয়া বিচিত্র বাস
যথা যেই শোভে কলেবর।
শিরে রত্নময় তাজ জ্যোতির্মন্ত গ্রহরাজ
কেশ-রাহু করিছে গরাস
সুবর্ণ সেহরা মাথে মুকুতা জড়ন তাথে[২]
অপূর্ব তারক সুরপাশ।
বাদলা ক্বাবাই গা' তে নয়ানে ধরএ জো'তে
জড়াই কমর পাটা শোহে
নানা[৩] পুষ্প গুচ্ছমাল ঝলমল করে ভাল
হেরি কুলবধূ মন মোহে।
সুবর্ণ পাছড়া গা'এ মুক্তা ঝলকএ তাহে[৪]
হেটে শোভে জর্কসি তুমান (?)[৫]
ঝগমগ করে অতি নয়ানে ধরএ জুতি
শুভক্ষণে করিল পয়ান।

রত্নময় চতুর্দোল ইন্দ্রের বিমান তুল
আরোহিলা পরম হরিষে
নৃপতির কুমারগণ অষ্ট কোণে অষ্ট জন
সমান বয়সী সব বৈসে।[৬]
রত্তন মণ্ডিত ছত্র চমরি সুবর্ণ পত্র[৭]
চারিদিকে গজ মুক্তা জড়া
ক্ষেণে ক্ষেণে দেএ পাক যেন উড়ে বক ঝাঁক
কিবা স্বর্গে[৮] প্রতিষ্ঠিত তারা।
দীপ বাজি নানা বর্ণে কেবা শুনিয়াছে কর্ণে
জ্যোতির্ময় শূন্য জল-স্থল
কেশাগ্র পড়িল ভূমে দেখি বিনি পরিশ্রমে
লাজে সূর গেল অস্তাচল।
শতে শতে দিব্য কুপ শিলা বান্ধি অপরূপ
সৌরভ[৯] মিশ্রিত সে জল
রজত কটোরা ভরি দিব্য হস্তে ভরি ভরি[১০]
পরিপূর্ণ পিবএ সকল।
নানান সুচারু গন্ধে পূর্ণিত মোযক কন্ধে
ছিটাএ সহস্র সংখ্য নরে
সর্বজগ[১১] আমোদিত গন্ধ বৃষ্টি অখণ্ডিত
শূন্য হৈলে পুনি আসি ভরে।[১২]
হয় হস্তী পূর্ণ ঠাট চলিতে না পাএ বাট
নিজ স্থানে থাকে সর্বজন
প্রতি স্থানে নানা রঙ্গ তিল মাত্র নাহি ভঙ্গ
ধন্য মানে শ্রবণ লোচন।[১৩]
দারা নৃপ গৃহ হোন্তে শাহার গমন পন্থে
বিছাই জর্কসি পাটাম্বর
চতুর্দোল হৈল আগে যেই থাকে পৃষ্ঠ ভাগে
ইচ্ছাগতে লৈ যাএ সত্বর।

কাগজের নৌকা গঠি সুবর্ণ রঙ্গের মাটি
দিব্য চারি চক্র লগ্ন হেটে
তাথে নৃত্যকার সবে নাচে অঙ্গ ভঙ্গ ভাবে
টানি লই যাএ বাটে বাটে।
হেম রূপা তঙ্কা মিশি ছিটি ফেলে চারি দিশি
সিকান্দর বিমান নিছিয়া
সর্বজন রঙ্গ চিতে না হেরে তাহার ভিতে
সবে মাত্র লুফি যাএ লৈয়া।
আকাশের দেব ঋষি বিমানে চড়িয়া আসি
চাহিতে লাগিল শূন্য বাটে
অলেখা হাউই উড়া উঠে দিয়া অগ্নি ঝাড়া
ঘনাইতে না পারে নিকটে।
সুগন্ধে আমোদ হৈয়া নানান কতুক চাইয়া
শাহারে করেন্ত আশীর্বাদ
একচ্ছত্র ক্ষিতিপাল আনন্দে গোঞাও কাল
পুরাউক মনে যেই সাধ।
উঞ্চ ধারা ঘরে থাকি কুল বধূ সবে দেখি
পতি কোলে মূরছএ সতী
কি কহিব যুব আশ বৃদ্ধ করে হাবিলাষ
জন্মান্তরে হোক হেন পতি।
নৃপকুল আদি পাত্র চতুর্দোল সঙ্গে মাত্র
আর কার গতি নাহি তথা
বরের গমন হেরি নয়ান সাফল্য করি
আনন্দ পূর্ণিত যথাতথা।
সুকল চামর করে অঙ্গ বিচে ধীরে ধীরে
শত হেন নৃপকুল[১৪] সঙ্গে
অপরূপ সাজে বাজে নৃত্য গীত সে সমাজে
দারাপুরে প্রবেশিল রঙ্গে।

ধর্মশীল সাধু বিত্তি দানে মানে শুভ কীর্তি
মজলিস নব পঞ্চ বাণ[৫]
তাহান আরতি মনে হীন আলাউলে ভণে
বাঞ্ছা সিদ্ধি সর্বত্রে কল্যাণ।

৪০. । বিবাহানুষ্ঠান।

চতুর্দোল হোন্তে উঠি আনন্দ অপার
বসিলেক দিব্য-তল্পে (?) বিবাহ আচার।[১]
এব্রাহীম এসহাক হীন অনুমানে
বান্ধিল বিবাহ গাঠি শাস্ত্রের বিধানে
চক্রবর্তী নৃপগৃহে এক কন্যাবর
তাহান সঞ্জোগে সিকান্দর রাজেশ্বর।
মনেত ভাবিয়া দেখ কোন্ মত কর্ম
কথেক কহিতে পারি এহি কার্য মর্ম।[২]
জুলুয়ার ক্ষণ যদি হইল নিকটে
কন্যাক সাজাই আনি বসাইল পাটে।

৪১ । ক'নের রূপ।

চন্দ্রাবলী ছন্দ

কুণ্ডল শোভিত আপাদ লম্বিত
নবীন জলদ শ্যাম
কস্তুরী সুবাসে অলকার পাশে
মন বধএ কাম।
দক্ষিণ-রাজিত কুসুম রুচিত[১]
লম্বিত মুকুতা ঝারা
সঘন তমিনী ঝলমল বেণী[২]
প্রকাশি রহিছে তারা।

সীমন্ত চিকণ খর্গধার যেন
সর্বভুত মনে ত্রাস
মহাশিষ কল স্বরগুরু তল (?)[৩]
হেরিতে না পূরে আশ।
ভরুযুগ টান কামের কামান
কটাক্ষে-মরম হানে
আঞ্জন রঞ্জন[৪] খঞ্জন গঞ্জন
পিক অলি মধুপানে।
শুক চঞ্চুজিৎ নাসিকা ললিত
ঝলকে বেসর মোতি
রত্তন কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল
তরুণ অরুণ জ্যোতি।
বিম্ব ফলবর সুরঙ্গ অধর
ডাড়িম্ব দশন পাঁতি
মৃদুমন্দ হাসি সুধা মধু রাশি
তড়িৎ চমকে ভাতি।
মুখ মনোরমা শরদ চন্দ্রিমা
বিশেষ কলঙ্কহীন
রত্তন মুকুর নহে সমসর
চিবুক রসাল চিন।
গীম কম্বু রীত শিখী কণ্ঠজিৎ
শোভে রত্ন মুক্তাহার
যেন হর মাথে বহে ঘন স্রোতে
দিব্য সুরেশ্বরী ধার।
নারঙ্গী যুগল হেম ছিরি ফল
জিনি কুচ মনোহর
শোভিত কাঞ্চুলি সর্ব হোন্তে বলি (?)
যেন শোভে দিবাকর।

কনক মৃণাল জিনি অতি ভাল
ভুজ যুগ[৩] মনোহর
অঙ্গদ রতন বাহু বিভূষণ
ঝলকিত চারুতর।
রত্তন মণ্ডিত বলয়া ললিত
শোভিত কঙ্কণ করে -
দিব্য করতল রাতা উৎপল
দেখিতে পরাণ হরে।
অঙ্গুলি চম্পক কলিকা স্থচক
নবরত্ন অঙ্গুরী শোহে
চন্দ্র খান খান হেরি দিব্যমান
কৃত্তিকা আসিয়া মোহে।
কটি হরি জিনি শোভিত কিঙ্কিণী
মধুর সুস্বর বাজে
স্তম্ভ করীকুম্ভ উরু রাম রম্ভ
চরণে নূপুর গাজে।
দিব্য পদাঙ্গুলি শোভিত পাশুলি
আঙট বিচিয়া পাঁতি
চরণের তল রাতুল কমল
ভাবক নয়ান জ্যোতি।
স্বর্ণ পাটাম্বর অতি মনোহর
মুকুতা বলয়া[৪] আঞ্চল
সাজাইলা কন্যা তিন লোকে ধন্যা
দিয়া নানা পরিমল
গুণীর পালক রসিক নায়ক
নবরাজ গুণনিধি
লাচাড়ি মঙ্গল কহে আলাউল
পাই তান শুভ বিধি।

৪২. । ক'নে সমর্পণ বিদায় ।

জমকছন্দ/রাগ ঃ বড়ারি

যথ অলঙ্কার বস্ত্র বেষ্টিত শরীর
বালা অঙ্গ জ্যোতিএ[১] হইল সুরুচির ।
রৌসনক মুখ হেরি মহা আনন্দিতে
কন্যা সম্বোধিয়া মাতৃ লাগিল কহিতে ।
জগ 'পরে উচ্চ ছত্র সিকান্দর রাজ
মহাভাগ্যে তোহ্মার ঘটিল[২] হেন কাজ ।
তার সেবা ভক্তিএ থাকিবা অনুক্ষণ
পতি বিনে সতীর[৩] নাহিক গুরুজন ।
কদাপিহ রিষ গর্ব মনে না রাখিবা
প্রেম ভাবি সেবা মাত্র[৪] আচরি রহিবা ।
এথ 'ধিক তোহ্মার সংসারে জগ[৫] নাই
শুদ্ধ ভাব সেবা হোন্তে বশ হএ সাঁই[৬] ।
তোহ্মা প্রতি দয়া যদি করে নরপতি
তিল না টলিব আহ্মি সব বসতি ।
দোহ যুগে সুখ মুক্তি[৭] যেই সেবে স্বামী
আপনে পণ্ডিত 'ধিক কি বুলিব আহ্মি ।
এথ কহি কন্যা আনি পাটে বসাইলা
মধ্য ভাগে দিব্য অন্তঃপট[৮] আচ্ছাদিলা ।
শাহারে আনিয়া বৈসাইলা আন ভিতে
আনন্দে জুলুয়া দিলা শাস্ত্র বিধি রীতে ।
পট তুলি হাদ্দিয়া অঙ্গুরী করে দিল
পরশে দোহান অঙ্গ পুলকিত হৈল ।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর
শাহার কোলেত আনি দিলা কন্যাবর ।
চলিতে সময় রানী সজল নয়ন
পটান্তরে থাকি রানী করে নিবেদন ।

কায়ানী বংশের মাত্র আছে এহি কন্যা
তোহ্মাতে সপিলুঁ বাপু আজি হৈল ধন্যা।
পিতৃহীন এতিমেরে দয়াএ পালিবা
দোষ কৈলে দারা-মুখ চাহিয়া ক্ষেমিবা।
স্ত্রীজাতি অল্প বুদ্ধি[৯] রোষ রিষ ঘর[১০]
আপে মহাবিজ্ঞ তুহ্মি শাহা সিকান্দর[১১]।
তোহ্মা হস্তে সমর্পিলুঁ আপনার প্রাণ
তুহ্মি জান প্রভু জানে কি বুলিব আন।
শাহা মুখ হেরি রানী আনন্দ কৌতুক
রাজনীতি নানা বিধি দিলেন্ত যৌতুক।
রত্ন অলঙ্কার দিব্য কন্যা একশত
নিকটে সেবাএ থাকিতে অবিরত।
আর যথ রত্ন ধন হয় হস্তী নর
অনুমানে বুঝহ কহন গুরুতর।
রত্নময় চতুর্দোলে তুলি কন্যাবর
আনন্দে আসিল যথা রসের[১২] বাসর।
সুখে রাত্রি বঞ্চিলা[১৩] করিয়া সুখ রস
শাহা চিত্ত অতিশয় প্রেমে হইল বশ।
যেন ইন্দ্র-শচী কিবা কামদেব রতি
নতু এক কায়া দোহ[১৪] শঙ্কর পার্বতী।
মহান পণ্ডিত কন্যা মহারাজ সুতা
রূপে গুণে অলঙ্কৃত সর্বগুণে যুতা।
অন্তঃপুর সব কার্য সঁপি নর নাথে
যথেক ভাণ্ডার কুঞ্জি দিল কন্যা হাতে।
এক প্রাণ দুই জন নাহি কিছু ভেদ
সহিতে না পারে কেহ তিলেক বিচ্ছেদ।
নানা ভাতি ক্রিয়া রসে নানান প্রবন্ধে
বিলাসন্ত সতীপতি পরম আনন্দে।

মজলিস নবরাজ রসিক নাগর
রস কথা শুনিয়া আনন্দ বহুতর।
রসে কামে জ্ঞানগুরু শাস্ত্রেত কুশল
তাহান আরতি কহে হীন আলাউল।
আইস গুরু.সুরা দেও জ্ঞান হৈতে লাভ।
যার পানে খণ্ডএ চিত্তের দুই ভাব।

৪৩. । রৌসনক'র মকদুনি যাত্রা ও সন্তান লাভ।

জমকছন্দ/রাগ ঃ কল্যাণ বা কর্ণাট

[বাক্‌-স্তুতি]

রহ বাক্য গোপত[১] চিত্তেত তোর ঠাই
যদি বা বেকত হও[২] দরশন পাই।
তুহ্মি সে করহ যথ ভাল মন্দ কর্ম
তথাপিহ তোহ্মার না পাই মন[৩] মর্ম।
তুহ্মি সে অমূল্য রত্ন সর্ব রত্ন মাঝ
তুহ্মি সে বেকত কর যথ গুপ্ত কাজ।
তোহ্মা স্থানে এহি মাগি না হইও কর্কশ
নিঃসরিও যেন হএ কর্ণে মনে রস।
জ্ঞাতাএ কহিল পূর্বে কথার উদ্দেশ
মহোৎসব করিয়া শাহা সিফাহান দেশ।[৪]
আর নানা বিধি মহোৎসব করি অতি
কায়ানী পাটেত বসিবারে হৈল মতি।
'ইস্তরখ' নামে এক দিব্য স্থল তথা
কয়ুর্মচ কায়কোবাদের স্থল যথা।
পুষাক্রমে যেই পাটে সুখে রাজ্য কৈল
সর্ব নৃপ উপরে মহত্ত্ব তথা পাইল।
নৃপকুল আদি যথ মহাপাত্র বর
শুভক্ষণে পাটে বৈসাইল সিকান্দর।

রাজ যোগ্য ডালি হেম রত্ন বস্ত্র ধন
সবে দিয়া পূজ্যমান করিলা তখন।
বহু বিধ প্রসাদে সভানে সন্তোষিলা
কায়ানী পাটেত শাহা হরিষে বসিলা।
বহু দান কৈল বহু উৎসব রাজন
কথেক কহিতে পারি তাহার সাজন।
প্রতি দেশ নৃপতি শুনিয়া বার্তা সার
পাঠাইয়া দিলা সবাকার রায়বার।
নিবলীরে বলী কৈল দুঃখিতেরে সুখী
ছলবল খণ্ডি লোক হৈল হাস্য মুখী।
ঈশ্বর সোকর সবে মনেত ভাবিয়া
শুভ নীতি প্রকাশিল অনীতি খণ্ডাইয়া।
ছাগে বাঘে একত্রে স্বচ্ছন্দে[৫] খাএ জল
করিতে না পারে বাজে ছটকেরে বল।
দানে ধর্মে সুনিয়মে পালে সর্বলোক
কার মনে না রহিল রঞ্জ দুঃখ শোক।
সত্য বিনে না রাখিল মিথ্যার প্রকাশ
দস্যু খল লেবর সমূলে কৈল নাশ।
কথকালে রোসনক হৈলা গর্ভবতী
নিজ পাটে রুমে পাঠাইতে হৈল মতি।
কন্যা সম্বোধিয়া শাহা কহিলা বিশেষ
গর্ভ হৈলে কেলি কলা হএ অবশেষ।
নানা ভাতি ক্রিয়া রস কৈলুঁ বহুতর
এবে ক্ষেমা ধরি রহ ভাবিয়া ঈশ্বর।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বৈরী চারিজন
এহি সব নিবারিলে মুক্তির লক্ষণ।
রুম দেশে গিয়া রহ হৈয়া পাটেশ্বরী
খণ্ডিব সকল দুঃখ পুত্র মুখ হেরি।

মহাপাত্র আরস্তু তোহ্মার সঙ্গে যাইব
লইয়া তোহ্মার আজ্ঞা কার্য চালাইব।
সংসার ভ্রমিতে মোর মনেত কৌতুক
আহ্মা সঙ্গী হৈলে তুহ্মি পাইবা বড় দুখ।
রুম দেশে আহ্মার পিতৃ পাট ভূমি
সবার ঈশ্বরী হই রহ তথা তুহ্মি।
সর্ব জাতি খণ্ডাই করিব মুসলমান
সু-সম করিব বহু সঙ্কটের স্থান।
যদি আয়ুশেষ থাকে পুনি হইব দেখা
মিটাতে না পারে কেহ যেই কর্ম লেখা।
দুইজনে গলাগলি কান্দিল বিস্তর
সান্ত্বাই বাহির হৈলা শাহা সিকান্দর।
আরস্তুরে ডাকি আনি সমস্ত কহিলা
বহু ভাতি আরস্তুএ নীতি শিখাইলা।
কেতাব সকল আগ্নে যথেক শাস্তর[৬]
নানা ধন বাছিয়া লইল বহুতর।
আরস্তু সহিতে কন্যা রুমে চলি আইলা
নব মাসে উত্তম তনয় প্রসবিলা।
সিকান্দর নৃপতির আজ্ঞা অনুরূপে
ইসকান্দর রুচ[৭] নাম রাখিলা[৮] স্বরূপে।
আরস্তুএ নিজ প্রাণ 'ধিক দয়া ধরি
কুমারক পুষিলা বহুল যত্ন[৯] করি।
পড়া লিখা শিখাইলা নানা বিদ্যাগুণ[১০]
যেন পিতা তেন পুত্র কার্যেত নিপুণ।
মজলিস নবরাজ গুণের সাগর
রসে কামে বুদ্ধি সুরগুরু সমসর।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
শুনিতে রসদ কথা গুণী মন ভাএ।

আইস গুরু দুঃখ নাশ ত্বরা কর দান
আম্মি হেন দুঃখিতের তুষ্ট হোক প্রাণ ।[১১]

৪৪· । সিকান্দরের দিগ্বিজয় ।

ক [মক্কা জিয়ারত]

জমকছন্দ/রাগ ঃ মালশী

তবে যদি শাহা যোগ্য পাঠাইলা রুমে
সামন্ত[১] করিল নিজ পাট রাজ্য ভূমে ।
বাহু বলে শাসি যথ দেশ বৈসাইলা
দেশ প্রতি এক পাত্র তথাতে রাখিলা ।
সকল আযম যদি কৈল নিজ বশ
আরব দেখিতে এবে মনে হৈল রস ।
সর্বভাষ-শাস্ত্রে শাহা আপনে কুশল
আরবীর ভাষে শাস্ত্র অধিক উঝল ।
তেঁহি 'ধিক শ্রধা হৈল আরব দেখিতে
বিশেষ আল্লার গৃহ সজিদা নিমিত্তে ।
অলেখা সামন্ত[২] ধন লই রাশি রাশি
চলিলা বিকট পন্থে আরব উদ্দেশি ।
প্রান্তর তেজিয়া যদি আইলা বসতি
শাহারে দেখিয়া লোক হৈল একমতি ।
এক পুষ্প গুচ্ছ মাল্য যেই আনি দিল
সিকান্দর দানে তার দারিদ্র্য খণ্ডিল ।
হস্তী হয় উট বৃষ গর্দভ খচ্চর
পরিমাণ নাহি আইসে সঙ্গে যথ নর ।
এক গোট শস্য কার না হইল হানি
এক বৃক্ষ ফল না ছুঁইল কার পানি ।
দেশে প্রবেশিল শাহা ন্যায়বন্ত দড়[৩]
ভেটেন্ত আসিয়া সব মহা মহা নর ।

বহু রত্ন ধন বস্ত্র উষ্ট্র 'তাজি হয়'
পুঞ্জে পুঞ্জে লৈয়া সবে আসিয়া ভেটএ।
খড়্গ ছেল আদি নানা অস্ত্র বহুতর
ভারে ভারে মৃগমদ কুমকুম আম্বর।
এ সব দেখিয়া শাহা হরিষ অপার
আজ্ঞা দিলা খুলিবারে ভাণ্ডারের দ্বার।
যার যেন অনুরূপে প্রসাদে তুষিল
যথেক কাফের ছিল দ্বীনেত আনিল।
সকল আরব দেশ বশ হৈল দানে
মক্কাতে চলিল বহু ভক্তি করি মনে।
দেখিয়া আল্লার গৃহ হরষিত[৪] অতি
বাহন তেজিয়া তথা গেলা পদ গতি।
প্রথমে মক্কার দ্বার করিলা চুম্বন
ভক্তি ভাবে মনে কৈল ঈশ্বর শরণ।
প্রভুগৃহ প্রদক্ষিণ করি বারে বার
চিত্তান্তরে দড়াইল সেই মাত্র সার।
কাঞ্চন রজত রত্ন বস্ত্র ভাতি ভাতি
দানে সব ভিক্ষুক করিল ধনপতি।
উট বিনে কর্ম জান না চলে সেহ স্থান
সহস্রে সহস্রে তেঁই উট কৈল দান।
মক্কার গৃহের সাজ যে মত উচিত
নানান বস্ত্রদানে সব দিলেক পূর্ণিত।

খ· । এরাক প্রভৃতি বিজয়।

আরব শাসিয়া পুনি এরাকে আইলা
নিজ দেশ রুমে যাইতে মনে আশা কৈলা
হেনকালে আজরাবাদের রায়বার
পত্র লই শীঘ্র আইল শাহার দুয়ার।

আজরাবাদের নৃপ প্রণাম পূর্বক
কার্যভাগ শেষেত লেখিছে একে এক।
সকল সংসার শাহা কৈল নিজ বশ
আরমান দেশেত কর্ম করএ কর্কশ।
আরমান সকলে করে আনলের পূজা
সে সবেরে বল দেএ আবখাজের[১] রাজ।
অতি বলবন্ত সে দোয়ালি নাম রাএ
মহাগর্বে অগ্নি পূজে কাকে না ডরাএ।
আরমান সকলে দোয়ালিরে দেএ কর
অপকর্ম করে দোহানে ভাবে ঈশ্বর।
আহ্মি আস্তে যে সব হইছি মুসলমান
সবানেরে হিংসএ না করে বস্তু জ্ঞান।
যদি শাহা এ সবেরে না করহ নষ্ট
মুসলমানি দ্বীন তবে করিবেক ভ্রষ্ট।
এথ শুনি সিকান্দর মহাক্রুদ্ধ হৈয়া
আরমানে চালাইলা সৈন্য বাবল তেজিয়া।
সব অগ্নিগৃহ ভাঙ্গি মুরিদ করিল[২]
ত্রাস পাই সর্বলোকে ইমান আনিল।
কদাচার তথাকার করি শোভা অতি[৩]
শীঘ্র গতি আবখাজে[৪] চলিলা রুমপতি।
দুমদুমি কর্ণাল শব্দ লঙ্ঘিল আকাশ
দেখি দর্প লোক সবে পাইল তরাস।
মধ্যে মধ্যে যথ গড়, গড়[৫]পতি ছিল
দ্বার মেলি সবে আসি চরণ ভজিল।
দোয়ালি শুনিল যদি শাহার গমন
গর্ব ছাড়ি শীঘ্রে আসি ভজিল শরণ।
পুঞ্জে পুঞ্জে ধন রত্ন উট হয় বস্ত্র
বহুল সুগন্ধি আদি নানা ভাতি অস্ত্র।

শাহা আগে আসি যদি চুম্বিলেক ভূমি
ভক্তি দেখি সাদরে হেরিল শাহা কমী।
পাটের নিকটে দিল দাণ্ডাইতে স্থল
অগ্নিপূজা মন্দাচার খণ্ডাইল সকল।
হয় হস্তী ভূষণাদি দিয়া সুপ্রসাদ
আশ্বাসিয়া বহুল ক্ষেমিল অপরাধ।
অতিশয় ভক্তি দেখি শাহা সিকান্দরে
নিকট-মহন্ত সেলে গুম্ফিল তাহারে।
বহুল সম্মান পাই আবখাজের[৬] পতি
পরম আনন্দে হৈল শাহার সঙ্গতি।
মুসলমানি দ্বীন-প্রায় কমীর নিয়মে
বহু দেশ গৃহ বৈসাইল সেই ভূমে।
একপক্ষ মৃগয়া করিলা সুখমতে
বারদা দেশেত চলিলা তথা হোন্তে।
মজলিস নবরাজ রসময় 'দধি[৭]
যার কীর্তি রহিবেক প্রলয় অবধি।
তাহান আরতি[৮] হীন আলাউলে গাএ
আয়ু যশ ধন বৃদ্ধি হউক[৯] সদাএ।
আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি
যার পানে মিত্র লাভ আপনা পাসরি।

গ· ।বারদা রাজ্যের শোভা।

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ দুখিনী ভাটিয়াল

সুচারু বারদা দেশ নাহিক কদর্য লেশ[১]
ষটঋতু সতত বসএ
গ্রীষ্ম নাহি অতিরেক শরৎ বরিষা এক
হেমন্তেত পত্র না ঝরএ।

প্রতি মাসে হএ বৃষ্টি　　　শুষ্ক তৃণ নাহি দৃষ্টি
লহ লহী (?) নীল বর্ণ সব
সদা বৃক্ষ মুকুলিত　　　ফল ফুল সুশোভিত
অবিরত নবীন পল্লব।
হেমন্তে বসন্ত সম　　　পুষ্প ফুটে মনোরম
সুসৌরভ মলয়া সমীর
গম্ভীর দীঘল ছায়া　　　দেখি মনে জম্মে মায়া
বিশ্রামে বৈরাগ চিত্ত স্থির।
নানা বর্ণ পক্ষীসব　　　করে সুমধুর রব
দেখি শুনি ভুলে আঁখি কর্ণ
উপবন শিলা বন্ধে　　　কাঁচা ডাল নানা ছন্দে
কেয়ারি পবিত্র জলপূর্ণ।
বহএ ঝরণা জল　　　নিরমল সুশীতল
বহুল পুষ্কর্ণী দিব্য কুপ[২]
শিলাবন্দ হাট বাট[৩]　　　ফটিকে রচিত ঘাট
কমল উৎপল অপরূপ।
শিখীকুল নৃত্য কেলি-　　　যন্ত্রে ঝঙ্কারএ অলি
কোকিলে পঞ্চমে গাএ গীত
কেবল হেমন্ত ঋত　　　অধিক ওখার[৪] শীত
অগ্নি তুলি সুখের নিমিত্ত।[৫]
সুন্দর নগর পাঁতি　　　সুচারু সমান ভাতি
তেরছ বেহর বিবর্জিত
সর্বলোকে বঞ্চে সুখে　　　আলাপন হাস্য মুখে
সদাশয় সাধু সুচরিত।[৬]
রাজপুরী অতি শোভা　　　দেখি বড় মন লোভা
রজত কাঞ্চন রত্নমএ
ঝলকএ মণি মুক্তা　　　নয়ন সকল যুক্তা
যথা হেরে অচল রহএ।[৭]

অন্যায় বর্জিত দেশ নাহি দুঃখ পাপ লেশ
দুখী সুখী আনন্দে গোঞাএ
নবরাজ মজলিস কীর্তি পূর্ণ দশদিশ
আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ।

ঘ. । বারদারানী নওশবা ও সিকান্দর
জমকছন্দ/রাগ ঃ ভূপালী

সিকান্দর বার্তা পাই অতি মনোরঙ্গে
প্রবেশিল সেই ভূমে সর্ব সৈন্য সঙ্গে।
দূরে থাকি দেখি সেই দেশের পাতন
ধন্য ধন্য বুলি শাহা হৈল হাস্য[১] মন।
সেই দেশের ভব্য এক নিজ পাশে আনি
জিজ্ঞাসিলা কি নাম কাহার রাজধানী।[২]
ভূমি চুম্বি ভক্তি ভাবে করিয়া প্রণাম
বুলিল 'হরোম' আগে ছিল দেশ নাম।
বারদা বুলিয়া রাজ্য নাম হৈল এবে
রাজ্যেশ্বরী নারীরে সর্বলোকে সেবে।
পরম সুন্দরী বালা ত্রিলোক মোহনী
রূপের ভঙ্গিমা শচী রতি রম্ভা জিনি।
মহাবুদ্ধিমন্ত কন্যা কার্যে অতি জ্ঞান
সাহসে পুরুষ নহে তাহান সমান।
চন্দ্রতুল্য সহস্রেক বালা অকুমারী
শচীরে[৩] বেড়িয়া যেন থাকে বিদ্যাধরী।
ডালিম্ব সুস্তন, মুখ প্রকাশে কমল
কামের কোদণ্ড ভুরু আঁখি নীলোৎপল।
নর চক্ষে সে সবেরে দেখিতে কি পারে
স্বর্গ হোন্তে পড়এ দেবতা যদি হেরে।

গৃহস্থিত[৪] সেবক চতুর অশ্ববার
দিব্য অস্ত্র দিব্য বাস ত্রিশ হাজার।
সে সবের নাহিক অন্তরে গতাগতি
সর্ব কার্য করে অন্তঃপুরের যুবতী।
মহাবিজ্ঞ নারীকুল সর্ব কার্য কর্তা।
কেহ না জানএ পতি রতিরস বার্তা
নৃপ আজ্ঞা অনুরূপে অন্তরে বাহিরে
প্রাণ উৎসর্গিয়া সবে নানা কার্য করে।
দয়াল চরিত্র কন্যা বুঝে কার্য মর্ম
অসময়ে লোক পালে করি দান ধর্ম।
যুদ্ধেত পুরুষ প্রাএ ধরে খড়্গ ধনু
আঁখি প্রকাশিত মাত্র গুপ্ত মুখ তনু।[৫]
কায়ানী বংশেত জন্ম গর্ব ধরে অতি
যোগ্য বর না পাইয়া নাহি করে পতি।
নবনী পুতলি সম সব নারীগণ
দিব্য শ্বেত পূর্ণ শশী[৬] প্রদীপ লক্ষণ।
বিধির দাতব্য সবে ক্ষেমা পাইছে লাভ[৭]
এথ রূপ যৌবনে নাহিক কামভাব।[৮]
পবিত্র চরিত্র কন্যা শুদ্ধ তনু মন
যন্ত্র গীত বিনে ইষ্ট নাহি অন্যজন।
শুদ্ধ ফটিকের পাটে নানা রত্ন লগ্ন
পাটে বসি রাজ্য করে প্রভু ভাবে মগ্ন।
আর এক দিব্য গৃহ আছে অন্তঃপুরী
রজনীতে যাএ তথা হই একসরী।
সর্ব রাত্রি তথা বসি ঈশ্বর ভাবএ
অলপ শয়ন মাত্র নিদ্রার সমএ।
প্রাতঃকালে 'বার' দিয়া প্রতিপালে রাজ্য
সুর যন্ত্র সুখ বিনু নাহি আন কার্য।

রাত্রে প্রভু সেবা দিনে স্তায় ধর্ম নীত
কুমতি অন্তায় কর্ম নাহি কদাচিত।
কন্যা সুচরিতা শুনি শাহা বাখানিল
দিব্যস্থলে কথ দিন বিশ্রামি রহিল।
নওশবা শুনিয়া শাহার আগমন
দিব্য হয় উট পাঠাইল রত্ন ধন।
রাজযোগ্য ভক্ষ্য দ্রব্য নানা মিষ্ট ফল
প্রতি নিতি দিব্য বস্ত্র পাঠাএ সকল।
আর যথ নৃপ আছে শাহার সহিত[৯]
অনুরূপে সভানে পাঠাএ নিত্য নিত।
মনুষ্যতা শুভবার্তা দেখিয়া কন্যার
শাহা আদি সবে বাখানিলা বারবার।
বহুল আরতি হৈল সিকান্দর মনে
কন্যা আদি সেই স্থল দেখিতে নয়নে।
প্রভাতে উঠিয়া শাহা হই আসোয়ার
রায়বার রূপ ধরি আইল রাজদ্বার।
স্বর্গ প্রায় দেখিল আবাস মনোহর
রাজনীতি নিয়মিত সব দিব্য ঘর।
অন্তঃপুর রামাগণে সমাচার পাই[১০]
আপনা ঈশ্বরী স্থানে[১১] জানাইল যাই।
কহিলেক রুম নৃপতির রায়বার
উত্তম পুরুষ এক আসিয়াছে দ্বার।
মদন জিনিয়া রূপ ভব্য চারুতর
বলিতে না পারি কিবা দেব কিবা নর।[১২]
যেমত পুরুষ তেন জ্ঞানমন্ত ধীর
যেন রূপ তেন রায়বার সুরুচির।
নওশবা শুনিয়া স্থল সুসজ্জ করিয়া
পাটেত আসিয়া চিক অন্তর বসিয়া।

আজ্ঞা দিল ডাকিয়া আনিতে রায়বার
সাক্ষাতে আসিয়া নিবেদোক সমাচার।
কার্যকর্তা সকলে ঈশ্বরী আজ্ঞা পাইয়া
শীঘ্র গতি রায়বারে আনিল ডাকিয়া।
নির্ভয় সাহসে প্রবেশিয়া রাজদ্বার
পাট পাশে আইল যেন সিংহ অবতার।
কটিবন্ধ কৃপাণ আগ্নে অস্ত্র না খুলিল[১৩]
রায়বার প্রায় সেবা ভক্তি না করিল।
গুপ্ত আঁখি টঙ্গি ভিতে হেরিল কিঞ্চিত
স্বর্গের তুলনা অতি চারু সুশোভিত।
সমান বয়সী রামাকুল দিব্যবাস
অপসরা পূর্ণ যেন শোভিছে আকাশ।
বিচিত্র কোমল সজ্জা অতি চারুতর
নানা বিধি সৌরভ আমোদে মনোহর।
মণি-মুক্তা আদি নানা রত্ন শোভমান
কিবা তথা উপস্থিত রত্তনে বাখান।
আর আঁখি নিভৃতে যেদিকে করে দৃষ্টি।
দ্রষ্টার নয়ানে যেন হয় রত্ন বৃষ্টি।
পরম চতুর কন্যা মনে ভাবে উক্তি
রায়বার প্রায় কেনে না করএ ভক্তি।
আজ্ঞা আগে তিল এক না করে ভরম
বুঝিতে উচিত এহি পুরুষ মরম।
শির হোন্তে পদ ভালমতে নিরীক্ষিল
নৃপতি চরিত্র যেন নিশ্চয় জানিল।
পুনি পুনি নিরক্ষিয়া চিনি কৈল সার
সত্য সিকান্দর এহি নহে রায়বার।
পাটে তুলি বৈসাইতে ভাবে মনে মন
লজ্জাযুক্তা হই আগে ঢাকিল বদন।

প্রকাশ না করি তিলে ভরমে রহিল
রায়বার মতে শাহা বাক্য প্রকাশিল।
নৃপতিরে উস্তমিয়া নানা স্তুতি ভাষ
সিকান্দর বাক্য তবে করিল প্রকাশ।
এথদিন ধরি আহ্মি আছিএ এথাএ
কি লাগি সাক্ষাতে তুহ্মি না আইস সেবাএ।
আহ্মা হোন্তে সংসারে কাহার খড়্গ ধার
বিনু ভক্তি রহিয়াছ গৌরবে কাহার।
কি হেন যোগ্যতা দেখি মনে দর্প ধর
কেমন অন্যায় হেতু শত্রু ভাব কর।
নানা উপহার দিয়া ভ্রমাইয়া রাখ
কি লাগিয়া আপনার[১৪] স্বচক্ষে না দেখ।
আহ্মার নিকটে আইলে বাড়িবে মহত্ত্ব
না আসি রহিছ এহি বড় অযুকত।
প্রত্যুষ বেহানে রানী শাহার বারাম
শীঘ্র আইস না করিও গৃহেত বিশ্রাম।[১৫]
আপনার সমাচার কহিয়া বিশেষে
রহিলেক কেমন রীতে পদুত্তর আশে।
কন্যা বোলে ধন্য সাহসিক যোগ্য রায়
নিজ মুখে নিজ বার্তা কহ সিংহ প্রায়।
হৃদে সুখ মুখেত কপট ক্রোধ মনে
উগ্র হৈয়া কৈলা বালা কপট সন্ধানে।
শুন বীরবর তুহ্মি নহ রায়বার
বচনে বুঝিলুঁ আহ্মি, তীক্ষ্ণ খড়্গাধার।
হেন মতে কহিতে কি শক্তি রায়বার
সিকান্দর খড়্গ কথা কি কহ আহ্মারে
উপায় চিন্তহ[১৬] আহ্মি, চিনিল তোহ্মারে।
স্বরূপে চিনিল তুহ্মি শাহা সিকান্দর

প্রসন্ত[১৭] ললাটে তোহ্মা রাজভাগ্য জলে
অরুণ লুকাএ কথা বৃক্ষছায়া তলে ।
আহ্মারে ডাকিয়া আপে দড় ফান্দে পৈলা
দড় চিতে চাহ অনুচিত কর্ম কৈলা ।
মোর ভাগ্যে তোহ্মারে আনিল মোর পাশ
ধন্য ধন্য ভাগ্য মোর অতি সুপ্রকাশ ।
শাহা বোলে পাটেশ্বরী' ধিক বুদ্ধি জ্ঞান
কেনে হেন কহন করহ অবধান ।
মুঞি ক্ষুদ্র নদী[১৮] সিকান্দর সিন্ধুপ্রাএ
কোথাত সূর্যের জ্যোতি ধরএ তারাএ ।
মুঞি হেন কিঙ্কর আছএ তার কথ
শাহারে স্মরণ না করিও হেনমত ।
বার্তা কহিবারে কি মনুষ্য নাহি তার
আপনে কহিবে তিনি নিজ বার্তাসার ।[১৯]
সুকথকবৃন্দ কথ আছে তার রাজ্যে
কি কারণে পদে দুঃখ দিব এহি কার্যে ।
পুনি নওশবাএ কহিলেক রায়বারে[২০]
ভ্রমাইয়া মোরে কথ রাখ বাবে বারে ।[২১]
চিনিল চরিত্র বাক্যে নাম গ্রাম মর্মে
লুকিত না হএ ব্যাঘ্র বিড়ালের চর্মে ।
কার শক্তি গর্বে আসি কহিব নিঃশঙ্ক
মোর আগে নিজ পৃষ্ঠ না করিয়া বঙ্ক ।
এথ 'ধিক তোহ্মার বহুল চিন আছে
তাহা হোন্তে সর্ব গোপ্ত ব্যক্ত হৈব পাছে ।
পদুত্তর দিল শাহা করি আশীর্বাদ
শৃগালে আনিতে নারে ব্যাঘ্রের সংবাদ ।
সাহসিক ব্যাঘ্র হেন যে বোল আহ্মারে
সিংহ পাশে থাকি আইলে সিংহ দর্প করে ।

কায়ানীর[২২] নৃপ আগে আছে হেন রীত
রায়বার অবধ্য না শঙ্কে কদাচিত।
ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুরূপে কহে কথা
রায়বার হিংসিলে কুকীর্তি যথা তথা।
এহি ভাবি রায়বারে না বাসএ ডর
পদুত্তর দেও মোরে যাওঁ নিজ ঘর।
তাহা শুনি নওশবা কহে ক্রোধ করি
ধূলিএ ভাস্কর ঢাকে বাক্যের চাতুরী।
এক সখী প্রতি কন্যা বুলিলা ইঙ্গিতে
নৃপকুল মূর্তিপট সত্বরে আনিতে।
সিকান্দর মূরতি লেখিছে যেই স্থানে
রায়বার হস্তে দিল চিনহ আপনে।
এহি মূর্তি তোহ্মার যদি হএ সার
সত্য তুহ্মি আপনে আপনা রায়বার।
যদি নহ ভূমি চুম্ব রায়বার রীতে
পদুত্তর দিব লই যাইবে তুরিতে।
আপনা মূরতি শাহা পটেতে দেখিয়া
নিঃশব্দে রহিলা মনে রক্ষিতা ভাবিয়া।
বিমরিস না করি অযুক্ত কৈলুঁ কাম
দয়াল রক্ষিতা আছে কাক না ডরাম।
তবেহ সন্দেহ[২৩] স্থানে চিন্তা যুক্ত মন
বুঝি নওশবা বোলে পিরীতি বচন।
সংসার চরিত্র শাহা বুঝ অনায়াসে
তুহ্মি হেন মহন্তরে আনে মোর পাশে।
চিন্তা না করিও তুহ্মি মহা নরপতি
মানহ আপনা হেন আহ্মার বসতি।
যগুপি অবয়সী মুঞি নহোঁ নারীবুদ্ধি
তোহ্মার প্রসাদে জানোঁ সর্ব কার্য শুদ্ধি।

বিধি তোহ্মা উচ্চ কৈল সবার উপরে
নিজ সেবকিণী হেন মনে ভাব মোরে।
আহ্মা প্রতি চিত্তেত না ভাব আন ভার
মহান্নৃপ সেবিলে মহত্ত্ব 'ধিক লাভ।
ঘুচাও মনের কালি তুহ্মি মহাজন
হস্তে পাই তথাপি সেবিতে হৈল মন।
তুহ্মি সিংহ আহ্মিহ সিংহিনী জান ভালে
সমান বাঘিনী বাঘ অহেরের কালে।
মনে ক্রোধ করি যদি কর আহ্মা হানি
কি 'ধিক পৌরুষ জিনি বিধবা রমণী।
আহ্মি তোহ্মা পাইয়া হিংসিলে অপৌরুষ
যগ্যপি তিলেকে হও সর্বক্ষিতি বশ।
পঞ্চদিন জীবন স্বকৃতি মাত্র ভাল
আহ্মিহ করিব সেবা তুহ্মিহ দয়াল।
আর আহ্মি করিছি অপূর্ব এক কর্ম
পাইতে যথেক নৃপতিকুল মর্ম।
রুমী হিন্দি আদি যথ রাজার মূরতি
লেখিয়া আনিছি পট যত্ন করি অতি।
সব হোন্তে শাহার মূরতি চারুতর
অদর্শনে ভক্তি মনে করিছি বিস্তর।
সেই হেতু প্রত্যক্ষ চিনিল তোহ্মা দেখি
আজি সে সাফল হৈল তৃষ্ণাযুক্ত আঁখি।
কপট কারণে আগে দিলুঁ কটুত্তর[২৪]
অপরাধ ক্ষেমহ দয়াল রাজেশ্বর।
এ বুলিয়া পাট হোন্তে নামিয়া ভূমিতে
প্রণামি কহিলা শাহে পাটেত উঠিতে।
যগ্যপি না হও যোগ্য শাহা বসিবার
এথ 'ধিক মোর পাশে স্থল নাহি আর।

শাহা ভাবে এক পাটে নৃপ দুইজন
যেন মতে 'সতরঞ্জ' খেলার লক্ষণ।
বুঝি নওশবা শাহাএ উপরে তুলিয়া
নব হেম বস্ত্র পাটে দিল বিছাইয়া।
হরষিতে শাহা যদি বসিল আসনে
কন্যা বসিলেক আসি শাহার সদনে।
সুবর্ণ কুর্সীত বালা বসিল আপনে
লজ্জাবন্ত হৈল শাহা কন্যা সম্ভাষণে।
লজ্জাবন্ত শাহা ভাবে কন্যার সম্পাশে
দেব ধর্ম বাণী যুক্ত এহার সম্ভাষে।
দিব্য ভক্ষ্য আনিবারে আজ্ঞা কৈল যবে
আপনার মনে শাহা বিমর্ষিল তবে।
বলে ছলে আম্মারে যে বৈসাইল পাটে
না ভক্ষিলে তার গৃহে না জানি কি ঘটে।
মধুর থালের মধ্যে পিপীলিকা পৈলে
কল বিনু উঠিবারে না পারএ বলে।
রমণীর মন মর্ম বুঝন না যাএ
তেকারণে নারীর সাক্ষাতে না জুয়াএ।
চোর[২৫] ইষ্ট হইলেহ গর্ব না ধরিও
নারী হোন্তে কদাপি নিঃশঙ্ক না রহিও।
কলাবতী নামে রামা জানে বহু কলা
প্রবল কপট বুদ্ধি যদ্যপি অবলা।
যেই ইচ্ছা ইঙ্গিতে পারএ করিবারে
তথাপি কুভাব তেজি পূজিল আম্মারে।
বিরসে বিরস ভাব সরসে সরস[২৬]
এক চিত্ত বশে হএ দোহ চিত্ত বশ।
এথেক ভাবিয়া শাহা মন শুদ্ধ করি
রহিল আনন্দ মনে শঙ্কা পরিহরি।

পরিচর্যা[২৭] আপনে করন্ত কন্যাবর
ইঙ্গিতে প্রথমে সখী আনিল গোচর।[২৮]
রত্নময় থাল দিব্য বসনে ঢাকিয়া
চারু রত্নে পূর্ণ চারি কটোরা ভরিয়া।
হেম মুক্তা মাণিক্য চতুর্থে ইয়াকুত
শাহা আগে আনি দিল সাদরে বহুত।
করজুড়ি নওশবা ভক্তি করি অতি
কহিলা যে আছে আগে খাও মহামতি।
বস্ত্র তুলি ঈষত হাসিয়া শাহা কহে
কি মতে ভক্ষিব এহি ভক্ষ্য দ্রব্য নহে।
এ দেশের মনুষ্য কি মতে শিলা খাএ
আহ্মি নাহি জানি কহ এহার উপাএ।
হাসি নওশবা বলে বচন বিশেষ
যেই বস্তু গ্রীবা হোন্তে না হএ প্রবেশ।
তাহার কারণে কেনে এথ দর্প কর
কথ দেশ নষ্ট কর কথ রাজ্য মার।
স্বাদ গন্ধহীন বস্তু কেন যত্ন করি
শিলা 'পরে শিলা কেন রাখ পুঞ্জ করি।
শাহা বলে পাটেশ্বরী বুদ্ধিমন্ত তুহ্মি
কহিলা উচিত কথা তুষ্ট হৈলুঁ আহ্মি।
সাধু সৎ মহন্ত ভাবক উদাসীন
'ধিক লোভ যুক্ত যে ঈশ্বর ভাবে লীন।
তবে কি ঈশ্বরে দিছে ধনের মাহাত্ম্য
পূর্ব হোন্তে চলাচল আছএ এ মত।
এ বিনে গৃহস্থ নারে করিতে বসতি
বিশেষ যুক্ত যেই হএ নরপতি।
রত্ন বিনে শোভা নাহি নৃপতির তাজ
কি দিয়া পালিব লোক বিনু নৈলে রাজ।

তাহা বিনু স্বাদ গন্ধ কি মতে মিলিব
তবে কি মহন্তে পাইলে কার্যে লাগাইব।
যেন পাব তেন খাব করি পুণ্য নাম
কৃপণতা করি রাখে সহজে কুনাম।
আহ্মাকে সুবুদ্ধি দিয়া রাখিছ আপনে
আনিলা কটোরা ভরি মোর বিগুমানে।
আহ্মাকে শিখাও না হেরি নিজ ভিত্ত
বাক্য আন কার্য আন না হএ উচিত।
ধন্য তুহ্মি পুরুষ অধিক মহাজ্ঞানী
রাখিলুঁ তোহ্মার বাক্য হৃদে অনুমানি।
শাহার বাখানে তুষ্ট হৈয়া কলাবতী
ভূমি চুম্বি ইঙ্গিতে বুলিল সখী প্রতি।
নানা উপহার নানা বিধি পাকোয়ান
ভক্তিভাবে আনি দিল শাহা বিগুমান।
সর্ব হোন্তে অল্প অল্প ভিন্ন করি লৈয়া
আপনি চাখিল আগে ভক্তি আচরিয়া।
কন্যার চরিত্রে শাহা মহাতুষ্ট হৈলা
সুবুদ্ধি সুভব্য বালা নিশ্চয় জানিলা।
ভক্ষ্য শেষ সুসৌরভ পরিমল অতি
ভক্তি করি শাহা আগে[২৯] দিল গুণবতী।
চলিতে সমএ করি স্তুতি আশীর্বাদ
শাহা স্থানে মাগিলেক অভয় প্রসাদ।
নিজ হস্তে ফরমান লেখি সিকান্দর
সুখে রাজ্য করি থাক কাক নাহি ডর।
নিজ পাটে আসি শাহা পরম আনন্দে
ঈশ্বর অস্তুত করিলা নানা বন্দে।[৩০]
অনুচিত কর্ম কৈলুঁ মনে না বিচারি
সম্মানেহ মোরে প্রভু আনিল উদ্ধারি।

৬· । সিকান্দর সভায় নওশবা ।

পয়ারছন্দ

আর দিন প্রাতে সিকান্দর মহাশয়
সভা করি বসিলেক আনন্দ হৃদয় ।
সমস্ত দিবস সুখে হৈল অবসান
সন্ধ্যাকালে পূর্ণ দ্বিজ রাজার সমান ।
বহু ভাতি সাজিয়া নওশবা পাটেশ্বরী
নিঃসরিল সব সখীগণ সঙ্গে করি ।
আপদমস্তক পূর্ণ রত্ন অলঙ্কার
রাজহংসী কুল জিনি গতি চারুতর ।
শাহার সৈন্যেত যদি আসি হৈল লীন
সমুদ্রে মিলিল নদী কেবা পাএ চিন ।
ধন্দ হই ভাবে নওশবা গুণবতী
শাহা আগে চলিতে আনন্দিত মতি[১] ।
দেখে নৃপ পাত্রকুল তাম্বু শামিয়ানা
পর্বত সমান নানা বর্ণে উড়ে বাণা ।
বার্তা লৈতে লৈতে গেল শাহা দ্বার পাশ
দেখে মহা নবগিরি লাগিছে আকাশ ।
সুবর্ণ কলসী সব উপরে জড়িত
স্থানে স্থানে ঝগমগ কুচি সুশোভিত ।
মকতুল পাটের ডোর রজতের খুটি
হেমবস্ত্র রত্নলগ্ন অলেখা আঙটি ।
নামিয়া বাহন হোন্তে প্রবেশি অন্তর
না দেখে না শুনে দেখিল বিস্তর ।
প্রবেশিয়া দেখিল বহুল নৃপ সবে
শঙ্কাচিতে[২] শাহা আগে আছে নম্রভাবে ।
সুর শশী চন্দ্র তারা একত্রে দেখিয়া
দৃষ্টাদৃষ্টি ভোর হৈল না পাএ ভাবিয়া ।

ধন্ধ হৈয়া ত্রাসিত রহিল রাজবালি
অরুণ আরক্ত যেন চিত্রের পোতলি[৩]।
ভূমি চুম্বি কৈল্য কন্যা স্তুতি আশীর্বাদ
সর্বত্রে কল্যাণ বিধি পূরো মনসাধ।
অপূর্ব দর্শনে নৃপকুল সবিস্মিত
স্বর্গ হোন্তে চন্দ্র তারা ক্ষিতি উপস্থিত।
শাহার আদেশে আনি স্থাপিল সত্বর
জড়োয়া কুর্সী এক অতি মনোহর।
তাহান উপরে কন্যাবরে বসাইলা
ক্রমে ক্রমে সখীগণ সেবাএ রহিলা।
বালা আগমনে শাহা হই তুষ্ট মতি
প্রেমভাবে জিজ্ঞাসিলা দয়া করি অতি।
বসনে আসনে যদি মন শান্ত হৈলা
ভক্ষ্য উপহার হেতু শাহা আদেশিলা।
প্রথমেত খাঞ্চা আনি বিবিধ বিধান
সুগন্ধি শীতল মিষ্ট অমৃত সমান।
আর যথ ভক্ষ্য দ্রব্য ফল অনুপাম
দেশী ভাষা উৎকট কথ লৈব নাম।
নাহি দেখি নাহি শুনি স্বপ্ন জাগরণে
পুঞ্জে পুঞ্জে দেখি কন্যা ধন্ধ হৈল মনে।
সুরারসে চুষ্য চর্ব্য লেহ্য পেয় আর
আনন্দে ভুঞ্জিলা অগণিত উপহার।
নানা ভাতি সৌরভ তরল সুখ রীতে
সব সভা আমোদিত যন্ত্র নৃত্য গীতে।
সুরঙ্গ সুগন্ধ তীক্ষ্ণ সূচক 'বার' [বারি ?] 'নি
যার যেই অনুরূপ পিয়াইল আনি।
পরিতোষ হইল কন্যা মেলানি মাগিতে
কহিলেক সিকান্দর হাসিতে হাসিতে।

আজি অভ্যাগত রূপে আইলা মোর ঘরে
যে কিছু আছিল শীঘ্রে আনিলুঁ গোচরে
নিমন্ত্রণ কালুকা আসিবা এহি রীতে
এক রাত্রি কৌতুকে বঞ্চিব নৃত্য গীতে।
কন্যা বোলে যে কিছু ভুঞ্জাইলা রাজেশ্বর
কভু নাহি হএ কর্ণ নয়ান গোচর।
আজ্ঞা অনুরূপে কালি সেবাএ আসিব
আঁখি কর্ণ নাক মুখ[৪] সাফল করিব।
এ বুলিয়া ভূমি চুম্বি কন্যা গেল ঘরে[৫]
প্রাতঃকালে আজ্ঞা দিল শাহা সিকান্দরে।
জামশেদ কায়খুসরু ফিরেদুন সভা
তাথ 'ধিক সুচারু করিতে স্থল শোভা।
কুম্ভকূপ হোন্তে রবি হইয়া বাহির
সরোবর তীরেত চলিল মন স্থির।
সিকান্দর হৈল নিজ পাটে আরোহণ
নম্রশিরে বসিলেক সব নৃপগণ।
নৃত্য গীত যন্ত্র-বাদ্য সুরা পরিমল
শতগুণে হৈল মন সবার উজ্জ্বল।
দিব্য সুরা নওশবা ইক্ষুরস সমা
ক্রমে ক্রমে সখীকুল অতি মনোরমা।
কলাবিজ্ঞা বালাকুল কন্যা রূপবতী
কামভাবে শাহা না হেরিল কার প্রতি।
এক শাহা সত্যবন্ত আর[৬] ক্ষেমাশীল
দ্বিতীয় সম্ভোগে নিজ যোগ্য না দেখিল।
হেমন্তের শেষের শিশির বরিষণ
তুষার জলের হৃদে লাগিল লবণ।
মৃগ ব্যাঘ্র মিশিয়া রহিল একস্থান
না হিংসে ভক্ষকে ভক্ষ্য শীতে কম্পমান।

বৃক্ষপত্র শাখা গিরি তুষার ধবল
আজ্ঞা দিল শাহা জালিতে আনল।
রজত অঙ্গুরী শোভে সুবর্ণ শিকল
শুনি শুনি প্রজ্বলিত সুধীর আনল।
সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ সুচারু আগর
অবিরতে সিঞ্চে তাহে কস্তুরী আম্বর।
সুগন্ধি ধূম্রেত হৈল সব আমোদিত
বহুল আনল তাপে ভ্রষ্ট হৈল শীত।
আনন্দে বসিল সভা তুষ্ট হই মন
নানা বিধি উপহার আনিল তখন।
ষটরসে রাজ ভোগ নানা পাকোয়ান
কাল কাল [ভাল ভাল ?] মিষ্ট ফল বিবিধ বন্দান।
ভাতি ভাতি খাঞ্চা আনি সুগন্ধি শীতল
বর্ণে বর্ণে সুগন্ধি বিবিধ পরিমল।
মহন্ত নিযামী শাহা পুরুষ প্রধান
কহিছেন্ত 'ধিক এহি সভার বাখান।'
সে সব বাঙালা ভাষে দুষ্কর কহন
পরিশ্রমে কহিলেহ সঙ্কট বুঝন
কেতাবেত এহি কথা অধিক কর্কশ
পণ্ডিতে ঝগড়া বিচারিলে পাএ রোষ।
একেক বয়েত লৈয়া ঝগড়া বহুল
কেহ হএ কেহ নহে বোলে বিজ্ঞকুল।
বহু পরিশ্রমে আহ্মি এথেক কহিল
কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িল।
হেন সভা বিরচিতে জগতে কে পারে
যমনৃপ বহির্ভূত বিনে সিকান্দরে।
নওশবা সখী আদি আনন্দে পূরিল
কর্ণ চক্ষু নাসা মুখ সাফল মানিল।

তবে শাহা আদেশিল অতিথি নিমিত্তে
রাজযোগ্য বহুল প্রসাদ আনি দিতে ।
বহু উট-ভার হেম রত্ন অলঙ্কার
নানা দেশী পবিত্র বসন বহু ভার ।
অল্প বয়সী চিনি রুমী শত বালা
দেখিতে জুড়াএ আঁখি জানে বহু কলা ।
নানা পরিমল অঙ্গে আম্বর কস্তুরী
বহুল খচ্চর বৃষ উট ভরাভরি ।
হস্তী হয় উট বৃষ খচ্চর বহুল
মাণিক্য মুকুতা আদি নানা রত্নকুল ।
নানা বিধি দান নওশবা প্রতি দিল
রত্ন অলঙ্কারে সব সখী সম্ভাষিল ।
নওশবা ধন্ধ হৈল প্রসাদে শাহার
বোলএ মনুষ্য নহে দেব অবতার ।
হৃদে মনে বহু স্তুতি ভকতি করিয়া
গৃহে গেল নওশবা ধরণী চুম্বিয়া ।
মজলিস নবরাজ গুণমন্ত ধীর
যার দানে দেশী পরদেশী গুণী স্থির ।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
মহীপর্ণ কীর্তি গুণ রউক সদাএ ।

চ· । সিকান্দরের সংকল্প ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ সুহি: পাহাড়ী

আর দিন সিকান্দর সভা করি চারুতর[১]
ডাকিয়া মহন্ত পাত্রগণ
কহিলেক কালি রাতি[২] মোর মনে হৈল অতি
[illegible] বিচিত্র ।

ক্ষিতি সীমা যথ দুরে মনুষ্য চলিতে পারে
পর্বত সাগর করি সীমা
সঙ্কট সু-সম করি ভ্রষ্ট হীন দুষ্ট মারি[৩]
এথ 'ধিক বাড়াইতে মহিমা।
মোর মনে হৈল আগে যাইতে রুচের দিকে
দৈবগতি এথা আগমন
এবে মনে হৈল রস সর্বদেশ করি বশ
ভাল মন্দ করোঁ নিরীক্ষণ।
পবিত্র সুস্থল যথা মনুষ্য নাহিক তথা
স্থানে স্থানে করামু বসতি
তুহ্মি সব মহা বুদ্ধি বুঝহ কার্যের শুদ্ধি
ভাবি চাহ কি আসে যুকতি।
বুদ্ধিমন্ত সঙ্গে যুক্তি ভাবিলে কার্যের মুক্তি
প্রতি ঘটে যুক্তি ভিন্ন ভিন
না ভাবিয়া শীঘ্র কর্ম নহে পণ্ডিতের ধর্ম
যুক্তি বিনে অশুভর চিন।
ভুমি চুম্বি পাত্র যবে পদুত্তর দিল তবে
শাহা আজ্ঞা সবার পূজিত
ঈশ্বরের যে আরতি কিঙ্করের সেই মতি
প্রাণপণ করিতে উচিত।
প্রভুর কৃপায় তুহ্মি সর্বত্রে বিজয় স্বামী
যেঁই কর হইব সুষম
গিরি বন অগ্নি জল যথেক সঙ্কট স্থল
যাব আহ্মি নাহিক বিশ্রাম।
যথাতে ঈশ্বর মর্ম পড়এ ঝরিয়া ধর্ম
নিজ রক্ত বহাব তথাএ।
নবরাজ মজলিস কীর্তিপূর্ণ দশদিশ,
আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ।

ছ· । ভূগর্ভে তিলিসমাত যোগে ধন-রত্ন রক্ষণ ।

জমকছন্দ/রাগ ঃ মঞ্জরী

সবার বচনে শাহা তুষ্টমন হৈয়া
বহু বিধি ধন দিল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ।
সকল খচ্চর উট বৃষ হৈল ভার
না পারএ শীঘ্রগতি সঙ্গে চলিবার ।
সকল বাহন ভারী হৈল বহু ধনে
তাহা দেখি সিকান্দরে ভাবি নিজ মনে ।
একশত তের লোক হাকিম সঙ্গতি
অনায়াসে বুঝএ নক্ষত্র গতাগতি ।
তার মাঝে বলিনাস মহাবুদ্ধিমন্ত
ডাকি সিকান্দরে জিজ্ঞাসিল কার্য অন্ত ।
ভূমি চুম্বি বলিনাস দিল পদুত্তর
মোর মনে এহি কথা লাগএ দুষ্কর ।
শাহা আগে নিবেদিতে ছিল মোর মনে
ভাল হৈল ডাকি মোরে কহিলা আপনে ।
শাহা আজ্ঞে যার স্থানে আছে বহু ধন
দিব্য স্থানে প্রান্তরে গাড়ুক সর্বজন ।
তিলিসমাত আরোপিব তাহার উপরে
ভিন্ন জন আসি যেন না ঘনাএ ডরে ।
বাটোয়ার তস্করের হস্ত[১] এড়াইব
আর ধন না পাইলে কেমতে চালাইব ।
ঈশ্বর কৃপাএ যথা যাইব তথা পাইব
অনুরূপ নিয়মিত সকলেরে দিব ।
এথ শুনি শাহা সভানেরে আদেশিলা
সভানের নিজ ধন গাড়িতে কহিলা ।
বাবল আবাব নামে এক দিব্যস্থল
বসতি বিহীন বন প্রান্তর সকল ।

তথা গিয়া সর্বজনে নিজ চিন দিয়া
শাহা আস্তে সর্বজনে রাখিল গাড়িয়া।
উপরেত তিলিসমাত স্থাপিল বহুল
সিংহ হস্তী গণ্ডার মহিষ শার্দূল।
প্রেত যক্ষ রাক্ষস খেচর অজগর
নানা ভাতি মূরতি লিখিল ভয়ঙ্কর।
তর্জিগর্জি কাম্পি বহু ভয় দরশাএ
ত্রাস যুক্ত হই কেহ সে দিকে না যাএ।
পত্রেত[২] লিখিয়া তিলিসমাত নিজ চিন
যেন মতে যে যেথা রাখিলা ভিন্ন ভিন।
শাহা আস্তে রুমবাসী পাঠাইল রুমে
ভিন্ন দেশী সবে পাঠাইলা নিজ ভূমে।
আর বহু ধন রত্ন পাই জনে জন
সেই ধন প্রতিকার[৩] না হয় স্মরণ।
দেশে আসি মহা এক শিলাত লিখিয়া
রাখিলেক সর্বজনে নিজ চিন দিয়া।
অন্তা পিহঁ সেই শিলা পড়িয়া বুঝিলে
ধন পাবে সেই স্থানে যত্নে বিচারিলে।
এহি মতে বহু ধন আছএ তথাএ
ভাগ্যহীন হৈলে যত্নে বিচারি না পাএ।
মজলিস নবরাজ গুণের নিদান
তাহান আরতি হীন আলাউলে ভান।
আইস গুরু দেও মোরে দিব্য সুরা দান
যার পানে বৃদ্ধ হএ যুবক সমান।

জ. । সাধুর সহায়তায় সিকান্দরের পার্বত্যগড় অধিকার।

জমকছন্দ/রাগ : আসাবরি

যেই জনে শুভকৃতি বসন পৈরএ
সকল বেচিয়া মাত্র কীর্তি উপার্জএ।
শুভকীর্তি সম দ্রব্য নাহিক সংসার
ভ্রমে সে বোলএ লোকে বস্তু আছে আর।
সিকান্দর শুভ কৃতি[১] বহুল আছিল
নৃপসুত হোন্তে দুঃখিতরে দয়া কৈল।
যথাতে মহন্ত জন বৈষ্ণব ভকত
তথা গিয়া আপে সম্ভাষিত অবিরত।
দড় চিত্তে নানা মতে[২] করিয়া ভকতি
সে সবেত মাগিত বিজয় অব্যাহতি।
দূর পন্থ হইলেহ যাইতে বোলাইতে
বীর সব কহিলেক দুঃখ ভাবি চিতে।
বিধির প্রসাদে শাহা সর্বত্রে বিজয়
বীরগণ হোন্তে হএ শত্রু পরাজয়।
নৃপ হৈয়া কিসকে বৈষ্ণব ঘরে যাও
আহ্মি সব না বুঝি কেমত কার্য ভাও।
মৌন ধরি কিছু না বুলিলা সিকান্দর
ভাবিল সময় পাই দিব পদুত্তর।
তথা হোন্তে আলবুর্জ পর্বতেত গেলা
মহা এক উচ্চ গড় তথাতে দেখিলা।
বজ্রসম শিলাবন্দ পর্বত শিখরে
এক পন্থ আছে মাত্র উঠিতে উপরে।
তথাতে থাকিয়া বহু বাটোয়ারগণ
নানা স্থানে মারিয়া লৈ যাএ দ্রব্য ধন।
পন্থ দিয়া যথ সাধু সদাগর যাএ
লুটি কাড়ি প্রাণে মারে যার লাগ পাএ।

শাহা স্থানে বহুলোকে গোহারিল আসি
সর্ব রক্ষা কর শাহা এ গড় বিনাশি।
শাহার সামন্ত যদি নিকটে লঙ্ঘিল[৪]
হেটের প্রহরী সব উপরে উঠিল।
সম্ভ্রম না করি কেহ না হৈল গোচর
গড় দ্বার বান্ধি সব রহিল উপর।
শাহা আজ্ঞা কৈল গড় চৌদিকে বেড়িতে
গোলাগুলি তীর শিলা ইটাল মারিতে।
চতুর্দিকে বেড়িয়া সামন্ত বহুতর
বহু অস্ত্র বৃষ্টি-কৈলা গড়ের উপর।
বজ্র সম গড়ে অস্ত্র না করে প্রবেশ
গড়বাসী উর্ধ্বে থাকি মারএ বিশেষ।
শাহার বহুল সৈন্য ক্ষত হই পড়ে
রহিতে না পারে কেহ গড়ের নিয়ড়ে।
দূরেত রহিল বেড়ি দেখিয়া কর্কশ
এহি মতে যুদ্ধ হৈল চল্লিশ দিবস।
আর দিন সিকান্দর চিন্তিত হৈয়া[৫]
নিশা কালে পাত্রমিত্র আনিল ডাকিয়া।
কহিলেক কি উপাএ হৈব বিজএ
কোন অস্ত্র গড় মাঝে প্রবেশ না হএ।
সবে বোলে কি লাগিয়া এ দুষ্কর কর্ম
এথা হোন্তে চলহ বুঝিল কার্য মর্ম।
চিন্তাযুক্ত হৈল শাহা গুণি পরাভব
জিজ্ঞাসিলা এথা কেহ আছেনি বৈষ্ণব।
এক জনে কহিল শুনহ রাজেশ্বর
আছএ মহন্ত এক গুহার অন্তর।
তৃণ ভক্ষি তৃণ পরি থাকে নিশিদিন
ছাড়িয়া মনুষ্য সঙ্গ প্রভু ভাবে লীন।

সেইক্ষণে সিকান্দরে সত্বরে চলিল
বুদ্ধিমন্ত জন কথ সঙ্গে করি লৈল।
উদ্দেশিয়া যদি বৈষ্ণবের দ্বারে গেল
প্রদীপের জ্যোতি গুহা মধ্যে প্রবেশিল।
তাহা দেখি সিদ্ধা নিঃসরিল গুহা হোন্তে
জ্যোতিপূর্ণ দিব্য তনু দেব ঋষি মতে।
মহন্ত পুরুষ আসি শাহার নিকটে[৬]
নৃপতি লক্ষণ হেরি চিনিল প্রকটে।[৭]
কহিল তোহ্মার রূপ ভাগ্য গুরুতর
অনুমানে বুঝি তুহ্মি শাহা সিকান্দর।
সিদ্ধাকৃপা দেখি শাহা গুহা[৮] প্রবেশিল
দুই জানু চাপি মান্যে আদরে বসিল।
কহিল বসতি তেজি কেন আছ বনে
নিশাকালে আহ্মারে চিনিলা কেমনে।
আশীর্বাদ করি সিদ্ধা বুলিলা বচন
নিশাকালে চান্দেরে চিনএ সর্বজন।
বুদ্ধি লক্ষ্যে কৈলা তুহ্মি দর্পণ উৎপতি
তাথ 'ধিক মোর হৃদে মুকুরের জ্যোতি।
তোহ্মার প্রসাদে মোর অঙ্গ হৃষ্ট পুষ্ট
মনুষ্য আলয় হোন্তে এথা মন তুষ্ট।
সংসার চরিত্র যদি অসার দেখিলুঁ
সব তেজি ঈশ্বর বান্ধব এক পাইলুঁ।
জগতে নাহিক মোর মন বাঞ্ছা যুক্ত[৯]
সর্ব হোন্তে ঈশ্বরে রাখিছে মোরে মুক্ত।
রহিল আপনা যোগ্য পাই এহি স্থল
তৃণ ভক্ষ্য গুহাবাস নহোঁ কার তল।
আপনা কোমল পদে এথ দুঃখ দিয়া
অন্ধকার নিশি এথা আইলা কি লাগিয়া।

ভক্তি[১১] করি বোলে শাহা শুন মহাজন
না আসি রইতে নারি আইনু তেকারণ।
লহু [লৌহ্] সৃজি প্রভু দুইভাগ হেন কৈল
তোহ্মা হস্তে কুঞ্জি, মোর হস্তে খড়্গ দিল।
যেই কার্য কৃপাণে করিতে নহে, শক্ত
তিলেকে তোহ্মার কুঞ্জি তারে করে মুক্ত।
এহি গিরি উর্ধ্বে থাকি বাটোয়ারগণ
গ্রামবাসী পথিকের হরে প্রাণ ধন।
বজ্রশিলা মহা গড়[১২] অতি উচ্চতর
কোন অস্ত্র না প্রবেশে তাহার অন্তর।
চল্লিশ দিবস ধরি মহাযুদ্ধ করি
কোন হেতু এহি গড় লইতে না পারি।
তোহ্মার কুঞ্জিতে যদি ফেটএ দুয়ার
অনায়াসে হএ তবে লোক উপকার।
শুনি সিদ্ধ পশ্চিম দিকেত করি মুখ
প্রভু স্মরি গড় ভিতে দিল এক ফুক।
শাহারে কহিল এবে নিজ স্থানে যাও
ঈশ্বরে কি করে গিয়া বুঝ কার্য ভাও।
যদি শাহা ফিরি আইল আপনার স্থান
সভাসদগণ আসি হৈল বিস্তমান।
বসিল সৌরভ সুরা-নৃত্য-গীত-রসে
হেন কালে বার্তা আসি কহে শাহা পাশে।
দুই দিকে গড় ভাঙ্গি পৈল আচম্বিত
আজ্ঞা হেতু বীরভাগ আছে সচকিত।
এথ শুনি মহা হরষিত সিকান্দর
বীরভাগ প্রতি তবে দিল পদুত্তর।
দেখ আহ্মি-হেন নৃপ চল্লিশ দিবস
এক গড় লাগি হৈল এথেক কর্কশ।

এক ফুক সিঙ্কের সহিতে নাহি শক্তি
এ লাগিয়া আহ্মি বৈষ্ণবেরে করি ভক্তি।
সবে বোলে শাহা ভাগ্য অনুরূপ বুদ্ধি
আহ্মি সবে কি জানি এ সব কার্য শুদ্ধি।
তবে শাহা আদেশিলা গড়ান্তরে গিয়া
গড়বাসী সমস্তরে আনিতে বান্ধিয়া।
পরিবার সঙ্গে সব বান্ধিয়া আনিল
মুসলমান করি শাহা প্রান্তরে বৈসাইল।
সেহি স্থানে এমারত করি বহুতর
বৈসাইল একদেশ অতি মনোহর।
পর্বতের হেটে যথ হৈল গ্রামবাসী
গোহারী করিল সবে শাহা আগে আসি।[১৩]
নরমূর্তি পশুবুদ্ধি খপচক নাম
কৃষি জল নষ্ট করে প্রবেশিয়া গ্রাম।
যম-কায়া বলবন্ত তীক্ষ্ণ খড়্গধারী
আহ্মার শক্তিএ তারে জিনিতে না পারি।
দুই পর্বতের মধ্যে হ্রদ বহুতর
সহস্রে সহস্রে থাকি তাহার অন্তর।
শস্যজল বৃক্ষ ফল নষ্ট করি[১৪] যাএ
বাধ্য[১৫] হই দেশবাসী মহাক্লেশ পাএ।
শাহার আদেশে পন্থ বন্ধ নহে যবে
পুনঃ সব দেশ নাশ করিব সে সবে।
আজ্ঞা কৈল গাত মুদি বান্ধিবারে গড়
লোহ ধাওএ আদেশিলা খণ্ড খণ্ড বড়।
গিরিযুগ মধ্যে মহা চঙ্গ আরোপিয়া
একদেশ বৈসাইল সুচারু করিয়া।
ধন চিন্তা খণ্ডি লোক[১৬] তুষ্ট হৈয়া অতি
শাহারে করিল বহু আশীর্বাদ স্তুতি।

ঝ· । সিকান্দরের সরির যাত্রা ও 'কয়' রাজার পাট জাম দর্শন ।

তথা হোন্তে সিকান্দর মন হরষিতে
চলি ভেল সর্বরাজ্য[১] ক্ষিতি পর্যটিতে ।
যথাত বসতি মিলে সে দেশের নর
নানা দ্রব্য লই আসি ভেটএ গোচর ।
বহু দানে সম্মানে সভানে শাহা তোষে
তথাতে কি আছে বার্তা সমস্ত জিজ্ঞাসে ।
একজনে কহিলেক শাহা বিগ্যমান
সমুখে পর্বত এক উঞ্চ দিব্য স্থান ।
গিরি কাটি নির্মিয়াছে এক খণ্ড গড়
বিকট সুচারু স্থল উঞ্চ অতি বড় ।
স্বর্গ প্রায় পবিত্র বসতি সেহি ঠাম
রাখিয়াছে সরির যে সে দেশের নাম ।
কয় নৃপতির তক্ত জাম তথা আছে
গোপতে রাখিছে কেহ যাইতে নারে কাছে ।
'কয়' নৃপ গোর সেহি গড় হৃদান্তরে
অগ্নির নিমিত্ত[২] কেহ তথা যাইতে নারে ।
সেই 'কয়' বংশের এক নৃপতি কুমার
পাট-জাম রক্ষা হেতু তথা পাটেশ্বর ।
তক্ত-জাম কথা শুনি হরষিত মন
সিকান্দর আর্তি হৈল দেখিতে কারণ ।[৩]
তথা হোন্তে চলিলেক গড় উদ্দেশিয়া
উজ্জল করিলা পন্থ[৪] নানা বর্ণ দিয়া
সরিরের নৃপ শুনি শাহা আগমন
মনেত ভাবিল সিকান্দর শুদ্ধ মন ।
ন্যায় ধরি দারা নৃপ শত্রু সংহারিল
কায়ানী বংশের একজন না হিংসিল ।

সবে যোগ্য দেখি শিরে ধরাইল তাজ
বহু ধন রাজ্য দিল না লইল রাজ।
বিশেষ বিবাহ কৈল দারার দুহিতা
একে নৃপ কুল শীল আর কুটুম্বিতা।
এথ শুনি বহু সাজে নামি হরষিতে
দুই দিন পন্থ আইল বাড়াই আনিতে।
অগণিত রত্ন ধন হেম পাটাম্বর
হয় করী উট বৃষ বহুল খচ্চর।
ছমুর ছঞ্জার চর্ম রাজ পরিধান
লোমবস্ত্র নানা অস্ত্র বিবিধ বিধান।
কিশোর কিশোরী সব স্বরূপ সুবুদ্ধি
বহু ভাতি সুসৌরভ কেবা জানে শুদ্ধি।
দশ হয় সমর্পিল কার্য কর্তা হাতে
ভূমি চুম্বি নম্র শিরে কুবজ চরিতে
মান্য করি দাণ্ডাইল শাহার সাক্ষাতে।
উঠি দাণ্ডাইল শাহা করিয়া আদর
দিব্যবাস দিলা উস্তমিয়া বহুতর।
কহিল কায়ানী নৃপ জঙ্গী নৃপ তুহ্মি
যেমত শুনিল দেখি তুষ্ট হৈল আহ্মি।
সংসারের দর্প জাম পাট সুলক্ষণ।
কোন মতে কহ মোরে তার বিবরণ।
স্তুতি আশীর্বাদ করি বলে জুড়ি কর
কয়-ফিরদুন 'ধিক তুহ্মি রাজেশ্বর।
জামশেদ জাম যেন দেখিল সকল
তোহ্মার দর্শনে[৪ক] তার অধিক উঝল।
কয়-জামশেদ গেল পরিহরি রাজ
চিরকাল থাক তুহ্মি নৃপ শির তাজ।
আপনার অশ্বদল আইল এহি দেশে
বসতি উজ্জ্বল মোর লাগিল আকাশে।

শাহা বোলে হৈল মোর এহি মনস্কাম
দেখি কয় মহাপাট জামশেদের জাম।
আর দেখিবারে শ্রধা হইছে [১]ধিক মোর
কয় শাহা কোন মতে[২] শুতিআছে গোরে।
অনুমতি দেও মোরে চলি যাই তথা
যবে আহ্মি আসি তুহ্মি বসি থাক এথা।
সে তক্ত উপরে পেলি নয়ানের নীর
এক চুম্ব দিই জামে মন করি স্থির।
এ সব দেখিয়া করোঁ মরণ স্মরণ
ব্রথা কর্ম হোন্তে পলটাওঁ নিজ মন।
সরির নৃপতি কহে যে আজ্ঞা শাহার
অধিক উজ্জ্বল হৈল বসতি আহ্মার।
এ বোলিয়া এক পাত্র ডাকিয়া ইঙ্গিতে
গড়পতি স্থানে কহি পাঠাইল গোপতে।
শাহা সিকান্দর যাবে গড়ের মাঝার
ভক্তি করি বাড়াই নিও মেলিয়া দুয়ার।
কয়-পাটে বসাইও বহু মান্য করি
জামশেদের জাম দিবা দিব্য সুরা ভরি।
দিব্য সহচরীগণে আচরুক সেবা
সিকান্দর নহে নর পরত্যেক দেবা।
দিব্য উপহার দিয়া শাহা যোগ্য ডালি
যেই আজ্ঞা করন্ত থাকিবা প্রতিপালি।
তবে শাহা আগে কহে করিয়া প্রণাম
ইচ্ছা হৈলে এবে যাই দেখ পাট-জাম।
শাহা আজ্ঞা পালি আহ্মি বসি থাকি এথা
ফিরি আইলে যাব আহ্মি নিজ গৃহ যথা।
তখনে চলিল শাহা সঙ্গে বলিনাস
বাছিয়া সেবক লৈল জন চারি পাঁচ।

সন্নির নৃপের এক অমাত্যের সাথে
হরষিতে চলি আইল পর্বতের পথে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বাট অধিক বিকট
চলিতে সঙ্কট বড় দেখিতে নিকট।
বহু পরিশ্রমে গেল গড়ের সম্পাশ
উর্ধ্ব দৃষ্টি হেরে যেন লাগিছে আকাশ।
গড়পতি নিঃসরিয়া ধরণী চুম্বিলা
পূর্ণ সাজে মহোৎসবে বাড়াই আনিলা।
বহু ভক্তি করি নিল গড় অভ্যন্তরে
রসবতী সখী সব পূর্ণ অলঙ্কারে।
নানা ভাতি খাঞ্চা আনি নানা উপহার
চন্দ্র পাশে তারাগণ আইল সেবিবার।
নবীন যৌবন মৃগ আঁখি মুখ চান্দ
রূপবেশে সমযুক্তা দেখি শাহা ধন্ধ।
কিঞ্চিৎ চাখিয়া সরবত উপহার
সত্বরে চলিল কয়-পাট দেখিবার।
পাটের নিকটে আসি সিকান্দর রাজ
নম্র হই শির হোন্তে খসাইল তাজ।
ভিত হোন্তে এক দৈববাণী নিঃসরিল
শুতিছিল কয় নৃপ বাহুড়ি আইল।
উঠিয়া পাটেত বৈস শাহা সিকান্দর
আর কেহ যোগ্য নহে ভুবন ভিতর।
দৈববাণী শুনি শাহা হই হরষিত
উঠিয়া বসিলা পাটে ইন্দ্রের চরিত।
পাট রক্ষীগণে বোলে শুন রাজেশ্বর
কেবল উঠিছ কয়-পাটের উপর।
আর কার শক্তি নাহি ঘনাইতে কাছে
শিরতাজ প্রায় সব নৃপে রাখিয়াছে।

আজি পরশিল শাহা চরণ কমল
অধিক হইল পাট পরম উজ্জল।
বহু পাট জাম শাহা কৈল করতল
এথ সম নাহি আর ভুবন মণ্ডল।
এহি পাটে যেই উঠে স্বর্গে উঠে সম
আপে মহা বিজ্ঞ শাহা অতুল বিক্রম।
তিল এক বসি কান্দে কয়ক স্মরিয়া
সত্বরে নামিল পাটে এক চুম্ব দিয়া।
তক্ত 'পরে কৈল বহু রত্ন বরিষণ
দেখি স্তকিত [স্তম্ভিত ?] হইল পাটরক্ষীগণ।
সুবর্ণ কুসিত শাহা বসি হরষিতে
আজ্ঞা কৈল সেই জাম সাক্ষাতে আনিতে।
সুন্দরী চতুর সাকি দিব্য সুরা ভরি
সাক্ষাতে আনিল জাম বহু ভক্তি করি।
কহিল শাহার আগে মান্য আচরিয়া
সুরা পিয় কয়-খুসরু নৃপরে স্মরিয়া।
অতি ভাগ্যে এহি জামে তোম্মার পরশ
ক্ষিতিপূর্ণ রহিল শাহার কীর্তি যশ।
দাণ্ডাইয়া জাম লই মান্যে সুরা পি'ল
একবারে শান্ত হই পুনি না মাগিল।
জামের উপরে বহু রত্তন নিছিয়া
অশ্রুপাত কৈল জাম-ঈশ্বর স্মরিয়া।
সংসারে দোসর[৭] বস্তু এড়ি গেল যবে
কি লাগি নিঃসার্থ কর্ম কর সিদ্ধ ভাবে।[৮]
পুণ্য করি স্বর্গে উঠি শুদ্ধ জল খাএ
তার আগে পাট-জাম বট লাগএ।
উদ্যানের পক্ষী হেম পিঞ্জরেত এড়ি
দিব্য আহার দেএ 'পাটনেত' পাট দড়ি।[৯]

সেই পক্ষী যদি উড়ি গেল বৃক্ষ শাখে
এহি সুখ তৃণ হেন মনে নাহি দেখে।
কি লাগিয়া বুদ্ধিমন্ত সে কর্ম করিব
শত যত্নে সেহি স্থানে রহিতে নারিব।
বহু শোভা দিয়া কেন করিব সে কাম
যাহার উপরে হবে অন্যের বিশ্রাম।
এহি ভাবি কথক্ষণ শোক মনে ছিল
মহাবুদ্ধি বলিনাসে নিকটে ডাকিল।
আজ্ঞা কৈল বিচারহ জামের অক্ষর
কোন গুপ্ত আছে এহি কটোরা অন্তর।
বহু যত্নে বলিনাসে অক্ষর পড়িল
শাহা সঙ্গে বুদ্ধিমন্ত স্মরণ করিল।
স্বর্গ মর্ত্য যথ কিছু হএ গতাগত
ভাবিয়া বুঝিল তাহা সমস্ত বেকত।
রুমে ফিরি গিয়া মনে ভাবি যে ভাব
সে অক্ষর কিঞ্চিৎ গঠিলে ইষ্ট লাভ।
অদ্যাপিহ তাহা হোন্তে স্বর্গবার্তা পাএ
দৃষ্টি লোকে সেহি লক্ষ্যে বহিত্র চালাএ।
পুনি বলিনাসেরে কহিল সিকান্দরে
কেহ যেন এহি পাটে বসিতে না পারে।
তিলিসমাত গঠহ মুরতি ভয়ঙ্কর
বুদ্ধিমন্ত স্থাপিলেক মহা অজগর।
দৃষ্টি পন্থে আসিতে গর্জএ মেঘ প্রাএ
মহাত্রাসে কোন জন্তু সে দিকে না যাএ।
ভেদি 'লোকে যদি বা সাহস করি যাএ
সেই পাটে উলটাই হেটেত পেলাএ।
বার্তা সবে কহিয়াছে করিয়া বেকত
যদ্যপিহ পাট-জাম আছএ তেমত।

তথা হোন্তে কয় গোরে দ্রুত** চলিলা
গড়ের মনুষ্য এক সঙ্গে করি নিলা।
কথ দূরে গিয়া দেখি শিলা তীক্ষ্ণ ধার
না পারে বিকট পন্থে অশ্ব চলিবার।
দৃষ্টাএ বুলিল নৃপ শুতিআছে গোরে
হস্তে পদে দণ্ডে সেথা নারে চলিবারে।
গড় হোন্তে ধূম্র উঠে আনল উথলে
শুনি আছি কেহ যাইতে নারে সেই স্থলে।
বহুল সঙ্কটে মাত্র দুঃখে যাইতে পারে
কি লাগি উৎকট কর্ম ফিরি চল ঘরে।
সিকান্দর ইচ্ছা 'ধিক অপূর্ব দেখিতে
অশ্ব তেজি পদব্রজে চলিল তুড়িতে।
পন্থ-দরশক আগে পৃষ্ঠে বলিনাস
চলিল সেবক দুই তার পাছ পাছ।
বহু পরিশ্রমে আইল গড়ের নিকট
কিছু ত্রাসযুক্ত শাহা ভাবিয়া সঙ্কট।
মহা অন্ধকার গড় দেখি লাগে ত্রাস
তথাপিহ মনেত দেখিতে অভিলাষ।
কথ দূরে গেল শাহা বুঝিবারে অন্ত
অগ্নি জ্বলে ধূম্র উঠে দেখে দূর পন্থ।
তবে জিজ্ঞাসিলা শাহা বলিনাস স্থানে
কি হেতু আনল জ্বলে বুঝ ভাবি মনে।
কটিতে বাগুরা বান্ধি নামাইল এক
কথ দূর হেটে গিয়া বুঝিল পরত্যেক।
সহিতে না পারি তাপ বাগুরা নড়িল
অতি শীঘ্র পুনি তারে টানিয়া তুলিল।
প্রণামি কহিল শাহা কিছু নহে আন
প্রসিদ্ধ দেখিলুঁ হেটে গন্ধকের খান।

এহি আনলের ভেদ কেহ না জানিল
কূপ হোন্তে অগ্নি উঠে না উঠে সলিল।
দরুদ পড়িয়া শাহা সুগন্ধি ছিটিল
তবে আসি গড় হোন্তে বাহির হৈল।
হেন দৈব গতি যদি কেহ তথা যাএ
সরিরের ঘনে আসি তুষার বসাএ।
তুষারের ঘাতে শাহা কাতর হৈয়া
রহিলেক মহা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া।
গড়দ্বার হোন্তে আর পর্বতের পৃষ্ঠি
তুষারে ঢাকিল পন্থ না পড়এ দৃষ্টি।
গড়বাসী লোক আইল শতে শতে ধাইয়া
মোকল করল পন্থ শিশির কাটিয়া।
এহি উপদেশে শাহা হইয়া বাহির
গিরির উপরে উঠি টুকেক হৈয়া স্থির।
বহু দুঃখ পাই শাহা নিজ স্থানে আইলা
দিব্য তৈল দিয়া অঙ্গ মর্দন কৈলা।
পরিশ্রমে খণ্ডি যদি অঙ্গ হৈল শান্ত
সর্ব নিশি সুখ নিদ্রাএ গোঞাইল রুম-কান্ত।
প্রভাত সমএ দিব্য সভা বিরচিয়া
সরিরের নৃপতিরে আনিল ডাকিয়া।
আপনা নিকটে দিল বসিতে আসন
নানা বিধি উপহার করাই ভোজন।
সুগন্ধি সুরঙ্গ সুরা পিয়াইয়া তবে
আমোদ হৈল সভা নানান সৌরভে।
সরিরের নৃপ এথ দেখি ধন্ধ মন
নহি দেখে শুনে কথ করিল ভুঞ্জন।
বুঝিলেক এক সন্ধ্যা ভোজন শাহার
বৎসরের ভক্ষ্য নহে অন্য এক রাজার।

তবে শাহা আজ্ঞা দিল প্রসাদ আনিতে
যথ দ্রব্য কথ পারি বিচারি কহিতে।
না দেখিছে না শুনিছে হেন বস্তু সব
একে একে দ্রব্য দিল ভুবন দুর্লভ।
সর্ব বস্তু অল্প অল্প দিল পুন পুন
সরিরের পুঞ্জ হোন্তে মূলে দশগুণ।
প্রসাদে সন্তোষ হই গেল নিজ ঘর
শাহা প্রতি স্তুতি ভক্তি করি বহুতর।
মজলিস নবরাজ রসগুণ সিন্ধু
দুঃখিতের পালয়িতা গুণীজন বন্ধু।
তাহান আরতি হীন আলাউলে গাএ
চন্দ্রসূর অবধি কীর্তি রহুক সদাএ।
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুগন্ধ
যার পানে জ্ঞানবুদ্ধি খণ্ডে মন ধন্ধ।

৪৩ । ইস্তরখ বিজয়।

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ কেদার

আর দিন সিকান্দর রচি সভা চারুতর
চন্দ্রতুল্য বসিয়াছে পাটে
ইস্তরখ দেশ হনে বার্তা লই একজনে
শীঘ্রে আইল শাহার নিকটে
সে দেশের মহামাত্য লেখিছে আদেশ পত্র
রাজেশ্বর কর অবধান
শাহা আজ্ঞা শিরে ধরি সুনিয়ম কার্য করি
প্রতিপালি আছে সেহি স্থান।
আকাশের বক্র গতি বুঝিতে অশক্য অতি
আগে এক আন করে শেষ

এক খলমতি বংশ বলএ কাউস অংশ
শির উচ্চ কৈল বড় দেশ।
অগ্নি পূজে যথ জন সঙ্গে সেই সৈন্যগণ
তাজ ছত্র ধরাইতে শিরে
বহু লোক খোরাসানী মানিয়া তাহার বাণী
ভজিলেক গিয়া ধীরে ধীরে।
নেশাপুর হদ ধরি বলখ বিজয় করি
রুমে যাইতে মনে করে আশ
এথা নাহি বহু সৈন্য হইবারে অগ্রগণ্য
এহি দুষ্ট করিতে বিনাশ।
নিজ স্থলে না রাখিয়া আনের দেশেত গিয়া
বিজয় নাহিক সমুচিত
জোলকর্ণ গমন বিনে কদাচিত নারে আনে
দুষ্টশির নামাইতে ভূমিত।
এসব রহস্য শুনি সিকান্দরে মনে গুণি
জিজ্ঞাসিলা পাত্রমিত্র স্থানে
সবে বোলে মহারাজ তিল না করিও ব্যাজ
শীঘ্রে চল সত্বর গমনে।
ধর্মশীল সুমহন্ত কৃপাদানে গুণমন্ত
শ্রীমন্ত মজলিস নবরাজ
তাহান আরতি মনে হীন আলাউলে ভণে
পুণ্য যশ ব্যাপিত সমাজ।

ট. । সিকান্দরের খোরাসান বিজয়

। জমকছন্দ ।

তথা হোন্তে শীঘ্র গম্যে শাহা জোলকর্ণ
নীল পীত রক্ত শ্বেত বাণা নানা বর্ণ।

সৈন্য পূর্ণ চলিল মসোন্দ ভয়ঙ্কর
হেটে কাম্পে বাসকী উপরে পুরন্দর।
দুমদুমি কর্ণাল শব্দ আকাশ পরশে
থরথর গিরি ভূমি কাম্পএ তরাসে।
সমুদ্রের তীরে গেল আখেটের ভূমে
আখেট করিতে পন্থে চলে অনুক্রমে।
নানা ভাতি পশুপক্ষী দিনে আখেটএ
নৃত্য-গীত-যন্ত্র রসে রজনী বঞ্চএ।
গিলান দেশেত আসি হৈল উপস্থিত
যেন মহারণ্য হোন্তে সিংহগতি রীত।
অগ্নিপূজা গৃহ যথ সে দেশে আছিল
হেমন্ত শিশির সম শীতল করিল।
বহুল আদম মারি কৈল ছারখার
জরথুস্তের দ্বীন ভাঙ্গি করিল অঙ্গার।
বহুল অবস্থা করি অগ্নি পূজাকার
তথা হোন্তে 'রয়' দেশে চলিল সত্বর।
শত্রুএ শুনিল যদি মহা ব্যাঘ্র আইল
খেঁাট শৃগালের প্রায় গাতে প্রবেশিল।
খোরাসান দিকে ধাইল ছারখার[১] হৈয়া
শাহা সিকান্দরে এই সার বার্তা পাইয়া।
বাছিয়া বাছিয়া বেগবন্ত অশ্ববার
চৌদিকে নিয়োজিল হাজার হাজার।
নিশিদিন বেগে চলি আগুছিল পন্থ
আগে পাছে বেড়িলেক বহুল সামন্ত।
সারিতে না পারি পুন কৃপাণ ধরিল
এক অশ্ববার আসি বহুল[২] কাটিল।
সঙ্গের মনুষ্য আসি সবে দিল বল
যথ পাইল বান্ধি বান্ধি আনিল সকল।

বড় বড় যথ ছিল কাটিয়া পাড়িল
ক্ষুদ্র সব পিরীতি করিয়া ছাড়ি দিল।
যেই স্থানে শত্রুরে করিল রসাতল
নিকটে আছিল উঞ্চ দিব্য এক স্থল।
চারুতর দেশ বসাইল সেই ঠাম
পাহ্লবীর ভাষে থুইল 'হিরা' তার নাম।
তথা হোন্তে নেশাপুরে আইল সিকান্দর
শুদ্ধ ভাবে দেখে মাত্র এক ভাগ নর।
দুই ভাগ নর আছে দারাভাব লৈয়া
কপট না ছাড়ে নানা ভাতি দুঃখ পাইয়া।
এক বাণা দারার আছিল উচ্চতর
তার তলে গগন ভাবিত সব নর।
বাণার প্রভাবে সব হই উগ্র মন
মুসলমান সঙ্গে তবে আরম্ভিল রণ।
সিকান্দর আসি কৈল বহুল দুর্গতি
তথাপিহ সে সবের না ফিরিল মতি।
শাহা ভাবে সকলেরে প্রাণে মারি যবে
মনুষ্য বিহীনে দেশ নষ্ট হৈব তবে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া শাহা সার কৈল মনে
এক উঞ্চ বাণা দিল আপনার গণে।
অদ্যাপিহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আছে সে ভূমিত
ক্ষেণে শত্রু ভাব হএ ক্ষেণেকে পিরীত।
তথা হোন্তে 'মর্ব' দেশে আসি সিকান্দর
মারিল 'হির্বাদ' ভাঙ্গি আনলের ঘর।
'মর্ব' হোন্তে বল্‌খে আসিয়া মহামতি
সব অগ্নি পূজা ঘর করিল দুর্গতি।
পরম সুন্দরী যথ অকুমারী বালা
নৃত্য গীতে পূজিত থাকিয়া অগ্নিশালা।

সে সবেরে বিগতি করিয়া ধাবাইলা
পুঞ্জে পুঞ্জে অগণিত ধন রত্ন পাইলা।
পাত্রমিত্র সবেরে বহুল কৈল দান
আর যেই ভক্তি ভাবে হৈল মুসলমান।
কেহ লোভে কেহ ত্রাসে ইমান আনিল
দ্বীনে না আইল যথ নিধন করিল।[৩]
খোরাসানী সকলেরে দিয়া কর্ণ মোড়া
নাশিল সমস্ত যথ কুফুরের গোড়া।
খোরাসান গ্রামে পশি করিয়া বিশ্রাম[৪]
না রাখিল এক অগ্নি পূজকের নাম।
কিরমান গজনী ঘোর আদি মেশহাদে[৫]
সর্ব ভূমি মাপিল শাহার অশ্বপদে।
বহু পরিশ্রমে যথ দেশ পর্যটিল
পুঞ্জে পুঞ্জে ধন রত্ন প্রতি স্থানে পাইল।
চালাইতে নারি ধন গাড়ে স্থানে স্থানে
লঙ্ঘিতে না পারে কেহ তিলিসমাত গুণে।
মজলিস নবরাজ মহা ভাগ্যবন্ত
দানে সিন্ধু রত্নাকর গুণে নাহি অন্ত।
তাহান আদেশে কহে হীন আলাউলে
অখণ্ডিত কীর্তিগুণ রহুক মণ্ডলে।
আইস গুরু সুরা দেও 'পরম' সমান
যাহার পরশে উধাও দশ বাণ।

ঠ. । হিন্দুস্তান বিজয় ।

জমকছন্দ

আজম আরব আগ্নে শাসি বহু দেশ
মনে ভাবে হিন্দুস্তানে করিতে প্রবেশ

পাত্রমিত্র স্থানে জিজ্ঞাসিলা মহামতি
হিন্দুস্তানে যাইতে মোর মনে শ্রধা অতি।
যবে মোর বাণী মানে 'ধিক বাড়াইব
যবে খড়্গ ধরে তবে সমূলে নাশিব।
সবে বোলে কমলে চুম্বিছে শাহা পাও
অগ্রগামী বিজয় যথা তথা আপে যাও।
শুভক্ষণে শুভদিনে করিল পয়াণ
স্বর্গ পরশিল বাদ্য দুমুদুমি নিশান।
পন্থ[১] উজ্জ্বল হএ গমনে শাহার
যথা বিশ্রামএ ভূমি উদ্যান আকার।
উঞ্চ বাণাকুল গৃহ নানা বর্ণ রঙ্গে
প্রজ্বল্য নক্ষত্রগণ যেন চন্দ্র সঙ্গে।
অপার সমুদ্র সম সৈন্য নাহি ওর
দেখিতে দেখিতে হএ দৃষ্টাদৃষ্টি ভোর।
চলিতে চলিতে যদি হৈল ঘনান
মনে ভাবে উচিত প্রথমে দিতে জান।
বুদ্ধিমন্ত সব হোন্তে অনুমতি লৈয়া
এক যোগ্য রায়বার দিল পাঠাইয়া।
পত্রেত লেখিল যদি যুদ্ধ আশা ধর
শীঘ্রে নিঃসরহ যেন বিলম্ব না কর।
ভক্তিভাবে প্রেম লাভ যদি আছে মনে
আপনাক রক্ষা কর মোর খড়্গ হনে।
বহুল মহত্ত্ব পাবে সম্মান বিস্তর
মেঘ বৃষ্টি হোন্তে পুষ্প হএ চারুতর।
স্থূল গর্ব না ধরিও অধীরের মত
আম্মার দোলনে দোলে[২] ধরণী পর্বত।
রাজ্যধন লাগি না আসিছি কদাচিত
সুন্দর সমস্ত হস্তী ইন্দ্রের ভম্বিত।

দিব্য হস্তী দিয়া মোরে বাণী মানি থাক
গর্ব না করিও আপনার মান্য রাখ।
মোরে রাজা মানিয়া রাখহ নিজ তাজ
মত্তগর্বে পশ্চাতে নষ্ট হৈব কাজ।
'কয়দ' নৃপতি আগে আসি রায়বার
পত্র দিয়া যদি সে কহিল সমাচার।
শুনিয়া কয়দ নৃপ ভাবে নিজ মনে
যুদ্ধেত না আঁটি আহ্মি সিকান্দর সনে।
দারা আস্থে হাব্‌সী পাইল পরাজয়
বিধি পরসনে জান সর্বত্র বিজয়।
আহ্মি ক্ষুদ্র তার আগে কি করিতে পারি
দ্বন্দ্ব হোন্তে প্রেম ভাল বুঝিনু বিচারি।
পলাইতে স্থল নাহি সব তার বশ
ভাবি চিন্তি প্রকাশিল বচন সরস।
ধন্য শাহা জোলকর্ণ দয়াল চরিত
তেঁহি বিধি করিয়াছে সবার পূজিত।
আহ্মি না মানিয়া তানে রহিব কেমনে
যার আজ্ঞাপাল কায়কউসের গণে।
তাজ পাট কিসে লাগে যদি শির মাগে
ইচ্ছাসুখে আপনে রাখিব তার আগে।
ভীতজন প্রতি হেন দয়া রাখো মনে
কিন্তু নিবেদন এক আছে শাহা স্থানে।
যেই স্থানে আছেন্ত রহোক সেই স্থল
না আঁটে নদীর মধ্যে সমুদ্রের জল।
সেবা ভক্তি বিনে মোর মনে নাহি কক্ষা
শাহা ক্রোধানল হোন্তে দেশ পাউক রক্ষা।
বাছি বাছি হস্তীকুল দিব যথোচিত
আর চারি রত্ন দিব পঞ্চম বর্জিত।

এক কন্যা আছে মোর জগত মোহিনী
রূপে শচী রতি রম্ভা তিলোত্তমা জিনি।
দুয়জে 'আকিক' এক জুতিমন্ত অতি
যথ ভক্ষে তাহে জীর্ণ হএ শীঘ্র গতি।
তৃতীয় মহন্ত বৃদ্ধ এক জ্যোতির্বিদ
নয়ান গোচরে দেখে যথ গুপ্ত ভেদ।
চতুর্থে 'ভিষক' এক ধন্বন্তরী সম
সর্ব ব্যাধি[৩] ভঙ্গ করে বিনু এক যম।
এহি চারি যদি শাহা তুষ্ট হই লএ[৪]
আম্মার মহত্ব ভাব[৫] অধিক বাড়এ।
রায়বারে কহে যদি মন অনুরাগে
চারি বস্তু পাঠাইয়া দিবা শাহা আগে।
শাহা আগে সম্বন্ধে[৬] পাইবা 'ধিক পদ
নিঃশঙ্ক হৈব রাজ্য বাড়িব সম্পদ।
শুনিয়া কয়দ নৃপ হরষিত মনে
বৃদ্ধতমে পাঠাইলা রায়বার সনে।
দূর হোন্তে দেখি বৃদ্ধ শাহার সাজন
ধন্য ধন্য মানিলেক আপনা লোচন।
অপার সমুদ্র যেন সৈন্য নাহি ওর
যেই দিকে নিরক্ষএ আঁখি মন ভোর।
সিকান্দর নবগিরি চন্দ্রিমা পরশে
গিরিসম লক্ষে লক্ষে দেখি চারি পাশে।
যেন মত হেরিল কহিতে নাহি অন্ত
সুচিত্র বিচিত্র যেন অকালে বসন্ত।
শাহার সাক্ষাতে আসি ধরণী চুম্বিল
নৃপতি সংবাদ যথ শাহে জানাইল।
চারি বস্তু নামে শাহা হরষিত মনে
নয়ানে মাগএ যেই পাইল শ্রবণে।

বলিনাস সঙ্গতি মহন্ত কথজন
পেটারি ভরিয়া বহু অমূল্য রতন।
কয়দ নৃপতি আগে দিল পাঠাইয়া
লেখি পাঠাইল পত্র বাক্য দঢ়াইয়া।
দূর হোন্তে আইলুঁ হিন্দুদেশ বিনাশিতে
তোহ্মার ভক্তিতে বহু তুষ্ট হৈলুঁ চিতে।
সুনিয়া তোহ্মার এই বচন রসাল
ঈশ্বরতা তেজিয়া হৈলুঁ আজ্ঞা পাল।
শত নৃপ সাজি আইলে না করিও শঙ্কা
কেশাগ্র তোহ্মার দেশ না হইব বঙ্কা।
ভালমন্দে তোহ্মা কার্যে হইব যে সঙ্গ
কিন্তু যেই আজ্ঞা কৈলুঁ না হউক ভঙ্গ।
বলিনাসে সে পত্র কয়দ আগে দিয়া[৭]
দাণ্ডাইল রাজনীতি ভক্তি আচরিয়া।
পত্র শুনি কয়দ বহুল তুষ্ট হৈল
রত্নকুল দেখি 'ধিক আনন্দ জন্মিল।
বলিনাস প্রতি স্নেহ করি বহুতর
যোগ্য সুপ্রসাদ দিল করিয়া আদর।
কহিলেক কথ দিন রহ এহি স্থানে
চালাইয়া দিব কন্যা নৃপ বিগুমানে।
সেই চারি বহির্ভূত বহু রত্ন ধন
বহুল সুগন্ধি কুল বহু অস্ত্রগণ।
সুচিত্র বিচিত্র বহু বস্ত্র নানা জাতি
পূর্ণ করি দিব আহ্মি শতে শতে হাতী।
চল্লিশ মাতঙ্গ মত্ত পর্বত প্রমাণ.
হেম রত্নে পূর্ণ সাজি মহা বলবান।
তিন হস্তী ধবল প্রবল চারুতর
বহু অকুমারী বালা বহুল কিঙ্কর।

পাঠাইল পূর্ণ সাজে শাহার বিদিত
দেখি জোলকর্ণ শাহা অতি হরষিত।
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে সব বিচারিল গুণ
যেমত কহিল 'ধিক কার্যেত নিপুণ।
কন্যারূপে হেরি শাহা মহা আনন্দিত
ত্রিভুবন মোহিনী সহজে আতুলিত।
হরিল শাহার মন অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
তিল ভ্রম নহি লাগি গেল আঁখি চিতে।
ইসহাক নবীর দ্বীনের ব্যবহার
পাণি গ্রহ কৈল শ্যাহা মোহিণী কন্যার।
শুভ দরশনে প্রেম বাড়িল বিশাল
অতি ভাবে হৈল শাহা কন্যা আজ্ঞাপাল।
তবে শাহা নানা দ্রব্য ভুবন দুল'ভ
নাহি দেখি শুনি হেন দিব্য বস্তু সব।
তুরঙ্গ এরাকী তাজি পবনের গতি
রুমী চীনী দাস দাসী স্বরূপ সুমতি।
পূর্ণ করি পাঠাইল কয়দ গোচর
দেখি হিন্দী নৃপ বলে ধন্য সিকান্দর।
মনুষ্য না হএ শাহা দেব অবতার
হেন মত দিতে আর শক্তি আছে কার।
কন্যা সঙ্গে সিকান্দর নানা কেলি রসে
গোঞাইল অবিশ্রামে রজনী দিবসে।
কথদিন ব্যাজে শাহা ভাবিল যুকতি
ভ্রমিতে অযুক্ত নারী প্রেয়সী সঙ্গতি।
ইস্তরখ দেশে কন্যা দিল পাঠাইয়া
বহু সৈন্য এক মহামাত্য সঙ্গে দিয়া।
বহু উট বৃষগাড়ী খচ্চর পূর্ণিত
বাছি বাছি ধন রত্ন পুঞ্জ আতুলিত।

ইস্তরথ পাঠাইলা কন্তার সঙ্গতি
বিস্তারিয়া আন্তরে লিখিলেক পাঁতি ।[৮]
যথ দেশ বিজয় ভ্রমিল যথ স্থল
কুশল আস্তে সকলেরে জানাইল সকল ।[৯]
ন্যায় ধরি সর্ব রাজ্য করিবা পালন
বিনাশহ ঊর্ধ্ব শির করে যেই জন ।
আর কথ দিন আন্মি দেশ পর্যটিব
সকল তোহ্মার ভার আর কি বুলিব ।
মজলিস নবরাজ সর্ব গুণালয়
বিধি বলে হৌক তানে সর্বত্রে বিজয় ।
হীন আলাউল কহে তাঁর আজ্ঞাপাল
আয়ু বৃত্তি[১০] যশ কৃতি রৌক চিরকাল ।

ঙ । কণোজ [কম্বোজ ?] দখল ।

চন্দ্রাবলীছন্দ/শ্রীরাগ

সেই স্থল হনে মহানন্দ মনে
শাহা সিকান্দর ধীর
কণোজ দেশেতে চলিল তুরিতে
মারিতে কুফর কাফির ।
ফুর [ফুরু] বুলি[১] নাম কুফর অবিশ্রাম
আছিল কাফিরগণ
শুনি শাহা বাণী ইমান না আনি
রহিল পাপিষ্ঠগণ ।
সেই রাজ্য মারি রত্ন ধন হরি
মোমিন কৈল নৃপতি
কথ দিন ব্যাজে করি সেই রাজে
চীনে যাইতে হৈল মতি ।

শাহা সিকান্দর ভাবিয়া অন্তর
শীঘ্র যাইতে হৈল মন
তিন স্থানে তিন বস্তু চিরদিন
না জীএ দৈবের কারণ।
'হয়' হিন্দুস্থানে হস্তী খোরাসানে
বিড়াল চীন দেশে
চির না জীবএ বীর বিনু 'হয়'
বিজয় করিব কিসে।
চলিতে চলিতে পর্বত [তিব্বত ?] ভ্রমিতে
যদি গেল শাহাবর
সে মহী দরশে সর্ব লোক হাসে
দেখি ধন্দ সিকান্দর।
উপর[২] ধরণী তৃণ জল হীনি
কান্দিতে উচিত হএ
না পারি বুঝিতে এমন ভূমিতে
কেন হাস্য উপজএ।
বলে বুধ জনে দৈবের কারণে
কেশের বরণ ক্ষিতি
প্রেত অধিষ্ঠান করি অনুমান
শীঘ্রে চল মহামতি।
এহি বাক্য শুনি শাহা মনে গুণী
তেজিয়া পর্বত ঠাম
অন্যের ভূমিতে গিয়া হরষিতে
স্বসৈন্যে করিল বিশ্রাম।
জ্ঞানবন্ত ধীর সদগুণ গম্ভীর
নবরাজ মজলিস
আলাউল বাণী যাবত মেদিনী
কীর্তি পূর্ণ দশ দিশ।

৮. । চীন অভিযান ।

। পঞ্চালি ছন্দ ।

বিকট উপরে ভূমি তৃণ জল হীন
বহু দুঃখে চলিতে চলিতে কথদিন।
চীনের সীমায় আসি পাইল দিব্যস্থল
নীলবর্ণ তৃণ থরে থরে দিব্য জল।
আর জন্তু নাহি তথা মৃগ লাখে লাখ
কস্তুরী পূর্ণিত নাভি চারু ঝাঁকে ঝাঁক।
শাহা আদেশিলা লোকে করিতে শিকার
মৃগ মারি কস্তুরী আনএ ভারে ভার।
হাট বাট পূর্ণ হৈল কস্তুরী সৌরভে
একে ফেলি আসে তুলি লএ আর সবে।
অগ্রগামী বহু পৃষ্ঠগামী হৈল ভারি
নিজ অনুরূপে লৈল হাটারি বাজারি।
মৃগয়া করিয়া যাইতে যাইতে সুখ মনে
উত্তম বসতি দেখা পাইল কথ দিনে।
দেখিয়া পবিত্র স্থল জল অনুপাম
শাহা মনে ইচ্ছা হৈল করিতে বিশ্রাম।
তৃণ জল ভক্ষি পুষ্ট হোক পশুগণ
পন্থ শ্রান্তি খণ্ডি শান্ত হোক সর্বজন।
সপ্তদিন সেই স্থলে বিশ্রাম করিয়া
চলি গেল ধীরে ধীরে চীন উদ্দেশিয়া।
যথ দূর যাএ দেখে দিব্য স্থল জল
বিচিত্র উদ্যান নানা ভাতি ফুল ফল।
খাকান চীনের লোকে পাইলেক বার্তা।
অপার সমুদ্র প্রায় আইসে রুম কর্তা
সকল পন্থেত পূর্ণ দেখি লোকমএ।
বাণা ছত্র নবগিরি স্বর্গ পরশএ।

স্বর্গ তারা বৃষ্টি ধারা জিনি পূর্ণ ঠাট
আন দিশে উড়িতে না পাএ পক্ষী বাট।
অগণিত হএ হস্তী লৌহ বর্মধারী
সমস্ত বীরেন্দ্রকুল ভস্ম হাঙ্কারী।[১]
সিংহজিৎ বল বীর্য আপে রাজেশ্বর
পৃথিবীর নৃপকুল তারে দেএ কর।
হাবসী মারিল দারা নৃপ রাজ্য লৈল।
হিন্দুস্তান আদি সব দেশ বশ কৈল।
ফুরু কুল সমস্ত করিল ছারখার
চীনে আইল ফগফুরীগণ মারিবার।
শুনিয়া খাকানগণ মনে পাইল ভয়
দেশে দেশে পত্র পাঠাইল শীঘ্রতর।
খতাখোতনের নৃপ ফর্গনা সিঞ্জাব
খরখেজ [খিরগিজ ?] কাশগর চাচ যথ ইষ্ট ভাব।
দুঃখ পাঁতি লেখি পাঠাইল সর্ব স্থানে
ইষ্ট ভাবে সব আইল সত্বর গমনে।
সসৈন্যে সাজিয়া নৃপকুল আইল যবে
খাকান নৃপতি মহা তুষ্ট হৈল তবে।
সর্ব নৃপতির সৈন্য একত্র দেখিল
পর্বত নাড়িল হেন মনে আকলিল।
মনে ভাবে শাহা সঙ্গে মাত্র নিজ সেনা
আহ্মার সঙ্গতি হৈল নৃপ বহু জনা।
এহি ভাবি মনেত সাহস করি স্থির
বাদ্য হুলু স্থূল শব্দে হইল বাহির।
না জানে শাহার সঙ্গে হেন কথ আছে
ভাল মতে ওর লৈলে জানিবেক পাছে।
পর্বত লহরী[২] প্রায় সৈন্য ব্যূহ করি
অতি শীঘ্রে শাহার সমুখে অনুসারি।

দুই দিন বাটান্তরে বাণা উর্ধ্ব করি
দড়মত রহিল টানাই নবগিরি।
সব নৃপ যুক্তি করি ভাবিয়া অন্তর
সিকান্দরে লেখি পাঠাইল নিজ চর।
শাহার চরিত্র আর সঙ্গে কথ দল
কথেক নৃপতি সঙ্গে আছে আত্ম বল।
বিচারিল চরে গিয়া সিকান্দর সৈন্য
বোলে এহি জগ মধ্যে শাহা ধন্য ধন্য।
সকল মরম বুঝি চর আইল ফিরি
খাকান সাক্ষাতে কহে ভক্তি কর জুড়ি।
সৈন্য ওর কি পাইব শুন মহারাজ
চিন না পাইল সৈন্য[৩] নৃপতি সমাজ।
শাহার চরিত্র কথা কহিতে না পারি
দেবতা নামিছে ভুমে নররূপ ধরি।
ন্যায় বিনে অন্যায় নাহিক তিল মনে
দানে বলী কর্ণ নহে তাহান তুলনে।
দয়াল চরিত্র ক্রোধে আনল আকার
মহাসাহসিক রণে সিংহ অবতার।
নিন্দাচর্চাহীন বাক্য সাধু সুচরিত
সর্বলোক সম্মত ঈশ্বর যার মিত।
দুঃখিতেরে ধনী করে যথাত প্রবেশে
শর-স্বর্গ[৪]-রত্ন হস্তে ত্রিবিধি বরিষে।
সত্য বিনে অসত্যে না হএ অনুরক্ত
দানে ধর্মে পুণ্য কর্মে চিত্ত প্রভুভক্ত।
ভজমান জনেরে পালএ পুনঃ পুনঃ
এথ 'ধিক ধরে আর বহু বিধি গুণ।
হস্তী হয় উট খর খচ্চর গো মেষ
এ সবের রক্ষকে পূর্ণিত হএ দেশ।

কথেক কহিতে পারি শাহার চরিত
ভাবিয়া করহ কার্য যে হএ উচিত।
খাকানে শুনিল যদি এ সব উত্তর
ভাবিল ঈশ্বর কৃপা তাহান উপর।
তাহান বিগ্রহ হোন্তে ফিরাইয়া চিত
ভাবিলা স্বচক্ষে দেখোঁ হেন সুচরিত।[৩]
সিকান্দর স্থানে আসি জানাইল লোকে
খাকানে আসিয়া বাণা গাড়িল সমুখে।
শাহা বোলে এহি কর্ম অতি শোভমান
দূরের গমনে আসি হইল ঘনান।
প্রভাতে লেখিয়া পত্র শাহা সিকান্দর
শীঘ্রে পাঠাইয়া দিল খাকান গোচর।
পাঠকের হস্তে আনি দিল পড়িবার
পড়িতে লাগিল মুক্তা বৃষ্টির আকার।

ন৹ । খাকানের নিকট সিকান্দরের পত্র ।

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি অতি মধু মিষ্ট
ইষ্টহীন এক স্বামী সকলের ইষ্ট।
সকলের জীবকর্তা সংসার পালক
নিবলীর বলদাতা জগৎ-সৃজক।
চন্দ্রসূর্য তারকের সে উজ্জ্বল কর্তা
জীবজন্তু সকলের সেই ভক্ষ্যদাতা।
সকলের রক্ষাকারী সেই এক স্বামী
ছোট বড় তাহান সৃজন তুহ্মি আহ্মি।
কাহারে অনেক দিয়া করে পুনঃপুনঃ
ঘরে ঘরে ভ্রমে কেহ পাই বহু গুণ।
সংসারেত ধন্য যেই তার আজ্ঞাপাল
তার গুণ গাহিয়া গোঁঞাএ সর্বকাল।

ঈশ্বর অস্তুত শেষে লেখিল গৌরব
বহুল সৌহার্দ্য বহু আশীর্বাদ সব।
কার্যভাগ লেখিলেক পিরীতি প্রকাশি
ইরান থাকিয়া যুদ্ধ হেতু নাহি আসি।
সংসার ভ্রমিতে আতিমন্ত মোর চিত
এথা আইলু জয় পাইলু চীনের অতিথ।
অতিথির সেবা হেতু যুক্ত অনুরক্ত
সংসারেত ধন্য ধন্য যে অতিথ-ভক্ত।
পূর্ব হোন্তে সূর্য যাএ পশ্চিমের দিকে
পশ্চিমের সূর্য মুঞি আইলু পূর্বভাগে।
পশ্চিমে একন্তে শাসি হাবসীর দেশ
পূর্বের সীমাএ আসি করিলু প্রবেশ।
ইরানী তুরানী হিন্দু ফুর করি বশ
চীনে প্রবেশিলু পাই বহুল কর্কশ।[১]
মোর খড়্গ ত্রাস যদি মনে ধর ধীর
মোর আজ্ঞা হোন্তে তবে না ফিরাও শির।
আজ্ঞা লঙ্ঘি মন যদি কর আর বর্ণ
ভ্রমিতে আকাশ তোর মোচড়িব কর্ণ।
বিজয় পাইলু যেই দেশে প্রবেশিলু
ভালে ভাল মন্দে মন্দ অনুরূপ কৈলু।
আহ্মা সঙ্গে যেই আসি রচিল পিরীত
তার সঙ্গে মন্দ না করিলু কদাচিত।
যুদ্ধ সাজে আইলা তুহ্মি আহ্মার সমীপ
ঝঞ্ঝাবাত আগে কেন জ্বালাও প্রদীপ।
চীন খোতনের যে কস্তুরী মৃগ লৈয়া
আখেটি ব্যাঘ্রের আগে আইলা উগ্র হৈয়া।
বীর কুল মন ভঙ্গ ধৈর্য দেখি মোর
শীঘ্রে করি পাঠাও কি মনে আছে তোর।

মোর ব্যাঘ্রকুল চীন-মৃগ দরশনে
বোলে হেন পুষ্ট মৃগ নাহি আন স্থানে।
লম্ফ দিতে চাহে সবে শিকল ছিণ্ডিয়া
ক্ষেমা ধরি আহ্মি রাখিয়াছি আশ্বাসিয়া।
পত্র পড়ি না করিও তিলেক বিলম্ব
শীঘ্রে লেখ কিবা সন্ধি কিবা যুদ্ধারম্ভ।
সাহসিক এক লোক চতুর সুজনে
পাঠাইল সে পত্র খাকান বিদ্যমানে।
রায়বার ভূমি চুম্বি সেবি রাজনীতে
পত্র দিয়া দাণ্ডাইল খাকান সাক্ষাতে।
পাঠকে পড়িল পত্র মুক্তা বৃষ্টি প্রাএ
কোমল কর্কশ দোহ আছএ তথাএ।
পত্র শুনি খাকান রহিল মৌন হৈয়া
বৃদ্ধতম[২] সুবুদ্ধি আনিল হাক্কারিয়া।
সংসার ভ্রমিয়া কার্য দেখিছে বহুল
তপ্ত স্নিগ্ধ জ্ঞাতা[৩] বুঝে কার্যের আমূল।
নানা ভাতি বিমর্সিয়া চিত্তে নানা উক্তি
সর্ব কর্ম খাকানে করএ তার যুক্তি।
তার স্থানে খাকানে পুছিল কার্যরীত
পত্র পদুত্তর দিতে কেমন উচিত।
প্রণামিয়া বলে পাত্র শুন রাজেশ্বর
ক্রোধ ত্রাসে আছি আহ্মি না দিয়া উত্তর।
যুদ্ধে আশা কৈলে শত্রু বলবন্ত অতি
সন্ধি কৈলে লাজ লোকে ঘোষিবে অকীর্তি।
তথাপিহ রণ হোন্তে প্রেমে হার ভাল[৪]
পিরীতি মাঝারে কিছু না হএ জঞ্জাল।
জগদীশ কৃপাএ বিজয়ী সিকান্দর
মহাকুল নৃপ মেলে না হৈছে সমর।

দারা নৃপ সম কেবা ছিল বলবন্ত
বিধি বশে ভাগ্য বলে কৈল তারে অন্ত।
তোক্ষা সঙ্গে নৃপকুল সৈন্য দেখ যথ
একা হোন্তে সিকান্দর সৈন্য গুণ শত।
এথেকে তাহান সঙ্গে পিরীতি উচিত
প্রেম ভাবে লজ্জা নাহি পূজহ অতিথ।
বৃদ্ধতম যুক্তিতে খাকান নরপতি
পদুত্তর লেখি পাঠাইল শীঘ্রগতি।

৩· । খাকান রাজের পত্রোত্তর।

প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লেখি বহুতর
সেই স্বামী কর্তা হর্তা ত্রিজগ ঈশ্বর।
সকল স্বজন স্বামী সবার পালক
সকলের রক্ষাকারী সকল নাশক।
ক্ষীণরে করএ পীন পীনরে ক্ষীণ
তাহার কারণে কেহ সুখী কেহ দীন[১]।
তাহান ইচ্ছাএ জয় নহে নিজ শক্তি
সর্ব কার্য হোন্তে [১]ধিক তান সেবা ভক্তি।
তান কৃপা হোন্তে সর্বগুণ গুরুতর
ঈশ্বর দরুদ বহু তোক্ষার উপর।
যথেক নৃপতি আছে সংসার ভিতরে
সর্ব শির-তাজ বিধি কল্পিছে তোক্ষারে।
জল স্থল ভ্রমিয়া সকল কৈল বশ
ইরান তুরান আন্তে যথেক কর্কশ।
জিনিলা সকল রাজ্য উধ্ব' কিবা হেট
অদ্যাপিহ যুদ্ধ হোন্তে না ভরএ পেট।
অশ্ব পলটাও পন্থে মহা অজগর
চীনী[২] খড়্গ প্রসঙ্গ অধিক দীর্ঘতর[৩]।

তুহ্মি সিকান্দর সর্বরাজ্য অধিকার
এক চীন দেশ বিনু নাহিক আহ্মার ।
আহ্মি হেন তোহ্মার সেবক আছে কথ
আহ্মাকে হিংসিলে হৈব কি 'ধিক মহত্ত্ব ।
আহ্মি তুহ্মি-আদি নর মৃত্তিকা নির্মাণ
সেই ধন্য যেই নর মৃত্তিকা সমান ।
বিন্দু জল পড়ে যদি সিন্ধুর মাঝার
জলে জলে মিশি যাএ নারে চিনিবার ।
বিধি বশে তোহ্মার প্রসাদে মোর দেশ
নানা ভাতি সৈন্যকুল পূর্ণিত বিশেষ ।
প্রতি ভোগে করেঁা মুঞি ঈশ্বর সোকর
সোকর' করিলে বিধি দেএ ভরিপূর ।
শুনিছি লোকের মুখে অপূর্ব কথন
যেই দেশে চাহ শাহা করিতে গমন ।
শাহা সঙ্গে যথেক আছএ বনিজার
সে দেশে পাঠাও সৈন্য স্বর্ণ কিনিবার ।
সর্ব লোকে ভক্ষি যথ ভক্ষ্য উপরএ
অগ্নি দিয়া পোড়ে কথ জলেত পেলএ ।
'ধিক মূল্যে কিনিয়া আনিলে বারেবার
ভক্ষ্য হীন হই লোক হয় ছারখার ।
অনায়াসে তুহ্মি গিয়া লও দেশ মারি
সুজনের কর্ম নহে বুঝহ বিচারি ।
এহি লাগি আহ্মি আসি রাজ্য পাছ করি[৪]
রহিল শাহার আগে হস্তে খড়্গ ধরি ।
উচ্চশির হই মনে না করিও দড়
রাজ-গর্ব হোন্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা বড় ।
লোক-পীড়া করে যেই উপকার হীন[৫]
সুজন সমাজে তার বদন মলিন ।

মহাবংশে জন্ম তুহ্মি নৃপ শিরোমণি
মূল শুদ্ধি সর্বসিদ্ধি শাস্ত্রের কাহিনী ।
ন্যায় লাগি তোহ্মারে স্বজিছে জগদীশ
ন্যায়বন্তে অন্যায় অমৃতে যেন বিষ ।
জ্ঞানবন্ত করে যদি অজ্ঞানের কাম
আপনার বসতি নাশে নিঃসরে দুর্নাম ।
ভাল নহে খলজন সঙ্গে উপকার
অবশ্য দিনেক জিজ্ঞাসিব করতার ।
সূর্য গতি হোন্তে হএ জগত বিদিত
উষ্ণ কালে উষ্ণতা শীতকালে শীত ।
যে সময়ে যেই যুক্তি করিব তেমত
কাল বিপর্যয় কর্ম না হয় যুকত ।
ন্যায় হোন্তে সিকান্দর নামের ভরম
নহে প্রতি দেশ নৃপ সিকান্দর সম ।
যুদ্ধে উন হেন মোরে না ভাবিও চিতে
তিলেক চুলনে পারেঁা পর্বত নাড়িতে ।
কোপ করি হই যদি হস্তী আরোহণ
মোরে কর না দি পাঠাইব কোন্ জন ।
তবে কি তোহ্মারে বিধি দিয়াছে মহত্ব
তোহ্মা সঙ্গে যুদ্ধ তেজি সেবাএ যুকত ।
মহত্বের ক্রোধে দিব উপান (?) বাড়াই
বিদ্যুৎ উপরে হস্ত মারিতে না পাই ।
অতিথের পূজা করে যেই ভাগ্যধর
বিশেষ সর্বত্রে গুরু শাহা সিকান্দর ।
কালি মোর রায়বার যাইব শাহা পাশ
যে কিছু মনের মর্ম কহিব সরস ।
এথেক লেখিয়া ভাবিলেক নিজ মনে
রায়বার রূপ ধরি যাইতে আপনে ।

দেখিতে শাহার দর্প সামন্ত সাজন
কথ কথ নৃপ সঙ্গে আছএ কেমন।

থ. । রায়বার বেশে খাকানরাজ।

দীর্ঘছন্দ/রাগ ঃ পটমঞ্জরী

(ক) প্রাতঃকাল হৈল যবে মনেত ভাবিয়া তবে
চীন নৃপ আপনে খাকান
রায়বার রূপ হৈয়া যোগ্য অল্প ভেট লৈয়া
চলিল শাহার বিগুমান।
সৈন্যের আড়ম্বর দেখি ধন্ধ হৈল চিত্ত আঁখি
সর্ব দ্রব্য হেরে অগণিত
দেখিতে হৈয়া ভোর ভাবিযা না পাএ ওর
দ্বারে গিয়া হৈল উপস্থিত।
ভূমি চুম্বি দ্বারপাল কহিল আসিছে ভাল
চীনের শাহাঁর রায়বার
জ্ঞানমন্ত সুপণ্ডিত রূপে গুণে ভব্য রীত
দ্বারে আছে কি আজ্ঞা শাহার।
জোলকর্ণ আজ্ঞা পাই দ্বারপাল আইল ধাই
শাহা আগে শীঘ্রে লই গেল
বুদ্ধিমন্ত রায়বার ভূমি চুম্বি বারেবার
রায়বার মেলে দাণ্ডাইল।
ভব্য রূপ দেখি তার আজ্ঞা কৈল বসিবার
বুলিলা ভূমিতে দিয়া শির
হেরি হেরি ধন্ধ চিতে রহিলেক মৌন রীতে
চিত্রের পুতুলি সম স্থির।
ধৈর্যরীতে দেখি তারে কহিলেক সিকান্দরে
কেনে না প্রকাশ সমাচার

শাহার আদেশ শুনি বুদ্ধি নিজ স্থলে আনি
কহিলেক মানস আপনার।
শুন শাহা যোগ্য গুরু ধরণীত কল্পতরু
খাকানে কহিছে নিবেদন
শাহার সাক্ষাতে মাত্র প্রকাশিতে বাক্যসূত্র
পাশে না থাকিলে অন্যজন।
শুনি শাহা হরষিতে সুবর্ণ নিগড় দিতে
কহিলা তাহান পদ হাতে
এক খড়্গ হীরা ধার পাশে রাখি আপনার
সর্বলোক বাহির করিতে।
শাহার আদেশ শুনি সুবর্ণ নিগড় আনি
রায়বার কর-পদে দিল
নৃপকুল পাত্রগণ সভাসদ যথজন
একবারে বাহির করিল।
দানে গুণে সুনায়র রস 'দধি গুণীশ্বর
মজলিস নবরাজি ধীর
তাহান আরতি মনে হীন আলাউল ভনে
পয়ার মধুর সুরুচির।

দ. । সিকান্দর ও খাকানরাজ ।

। জমকছন্দ ।

লোকান্তর করি শাহা বসি একসর
আজ্ঞা কৈল রায়বার করিতে খবর।
আশীর্বাদ কহি পুনি পুনি চুম্বি মাটি
নিষ্কপটে খসাইল বচনের গাঠি।
আজ্ঞি যে খাকান নৃপ চীনদেশ পতি
দেখিতে শাহার পদ হৈল মনারতি[১]।

শ্রবণে শুনিয়া কীর্তি মনে বড় সাধ
আঁখি কর্ণ দোহ মধ্যে বাজিল বিবাদ।
তেকারণে দেখিতে আইল চন্দ্র মুখ
আপনার চক্ষেরে প্রথমে দিতে সুখ।
তাহার সাহস দেখি শাহা সিকান্দর
কি লাগিয়া হেন কর্ম করিলে দুষ্কর।
প্রথমে দেখিতে আহ্মি তোহ্মাক চিনিলুঁ
তেকারণে সাদরে বসিতে আজ্ঞা দিলুঁ।
লুকিত না হএ বাজ ছটকের চর্মে
রাজভাগ্য সুপ্রসিদ্ধ উজ্জ্বল নৃপ কর্মে।
বিশেষ লুকিত নহে জ্ঞানীর লোচনে
নির্বুদ্ধির প্রায় ফান্দে বাধিলা আপনে।
ভাবি দেখ আপনে কেমত কৈলা কাজ
অনায়াসে হারাইলা চীন পাট-তাজ।[২]
হীন নৃপ কি ভাবিলা মোরে মনে মনে
মৃগ হৈয়া আইলা কেনে ব্যাঘ্রের ভবনে।
ভক্তি ভাবে পদুত্তর দিলেন খাকান
ভুবন পূর্ণিত শাহা কীর্তির বাখান।
অপরাধী জনের ক্ষেমহ সর্ব দোষ
অনপরাধীরে তোহ্মার কথা রোষ।[৩]
ব্যাঘ্র পাশে যদি সে শরণে মৃগ যাএ
যদি সে ভুখিল হএ তথাপি না খাএ।
তুহ্মি সিকান্দর শাহা অন্যায় বর্জিত
বিশেষ করিছে বিধি দয়াল চরিত।
তেকারণে নিজ মনে না করিয়া দড়
সেবা ভুমে চুম্ব দিলুঁ শাহার গোচর।
প্রাণ যদি মাগ শাহা ইচ্ছা সুখে দিব
শাহা সম মহন্ত অতিথ কথা পাব।

প্রেমভাবে কার্য হৈলে বিবাদে কি ফল
মহত্ত্ব আদর যে না রাখে সেই খল।
শাহা আজ্ঞা হোন্তে যদি বদন ফিরাএ
আপনার ইচ্ছা সুখে যোগ্যফল পাএ।
মোর চিত্তে সেবা হেতু হৈল শুদ্ধভাব
অবশ্য শাহার কৃপা হোন্তে পাইব লাভ।
মাগিবার আইলুঁ পৈত্রিক ভূমি দান
বিনি ধনে দাস হৈলুঁ কি বুলিব আন।
উদ-অস্ত পর্যন্ত শাহার বশ সব
এক চীন বিনে কোন্ টুটিব বৈভব।
খাকানের ভক্তি বাক্যে শাহা তুষ্ট মন
ঈষত হাসিয়া কহে মধুর বচন।
সপ্ত বৎসরের কর মাগি মাত্র আহ্মি
আর চিরাবধি রাজ্য সুখে ভুঞ্জ তুহ্মি।
খাকানে বুলিলা শাহা যোগ্য পূজ্যমান
সপ্ত বৎসরের আয়ু আগে কর দান।
সপ্ত দিবসের বল না পারি বুঝিতে
সপ্ত বৎসরের কর মানিব কেমতে।
বাক্যের চাতুরী তার শুনি সিকান্দর
হাসি বোলে সত্যমিথ্যা সপ্ত দিনান্তর।
কথারসে সপ্ত অব্দ কর ক্ষেমা দিলুঁ
এক অব্দ কর দিবা নিশ্চএ বলিলুঁ।
এহি মতে খাকানে মাগিল ফরমান
রাখিব শিরের তাজে তাবিজ সমান।
নিজ করে শাহা ফরমান লিখে দিল
খাকানেহ বহুবিধ শপথ করিল।
শাহা সেবা হোন্তে যদি ফিরাই বদন
নরজাতি নহি প্রেত পশুর সমান।

ভূমি চুম্বি অশ্ব কর মাগিল খাকান
মুক্তি করি শাহা সুপ্রসাদ দিলা দান।
বহুবিধি বাদ্যবাহী মহা কৌতুহলে
খাকান চলিয়া গেল আপনার স্থানে।
সমস্ত রজনী শাহা আনন্দে বঞ্চিল
প্রভাত সময়ে যদি অরুণ উগিল।
চৌকিদারে আসি তবে জানাইল বার্তা
মহারম্ভে যুদ্ধ সাজে আইল চীন কর্তা।
দুমদুমি কর্ণাল শব্দে কাম্পএ মেদনী
ধূলি অন্ধকারে হৈল লুকিত তরুণি।
বহুল মাতঙ্গ অগণিত অশ্ববার
অঙ্গে বর্ম হস্তে চর্ম নানা অস্ত্রে আর।
যথাদৃষ্টি পূর্ণ পন্থ 'ধিক সৈন্যচএ
নিশ্চিন্তে রহিতে শাহা উচিত না হএ।
শাহা বোলে যদি খলে সত্য কৈল ভ্রষ্ট
আপনার কর্তব্যে আপনি হৈয়া নষ্ট।
খাকান ভণ্ডতা জানি শাহা আদেশিল
যার যেই নিয়মিত সৈন্য সাজাইল।
কর্ণাল দুমদুমি বাদ্য সৈন্য বহু চয়
মহাশব্দে লোকে ভাবে ঘটিল প্রলয়।
নানা অস্ত্র লৈয়া লোক ভাগে আগুসারি
অপার সমুদ্র যেন পূর্ণিত লহরী।
বীরের হাঙ্কার যেন মহাকাল সর্প
তব্ধ হৈল খাকান দেখিয়া সৈন্য দর্প।
ত্রাসিত হইল দেখি শাহা সৈন্যচএ
ভয় দর্শাইতে আইল পাইল মহাভএ।
এক হস্তী আরোহণে মধ্যেত থাকিয়া
একসর নিঃসরিল ডাকিয়া ডাকিয়া।

কথা শাহা সিকান্দর নিঃসর ত্বরিত
বিলম্ব করণ নহে বীরের চরিত।
খাকান হাঙ্কারে শাহা অতি ক্রুদ্ধ হৈয়া
শীঘ্রে নিঃসরিল শাহা গজেন্দ্রে চড়িয়া।
ডাকিয়া বুলিল শাহা আএ খলচিত
সত্যভঙ্গ কর্ম নহে সুজন চরিত।
আহ্মার সমুখে যদি ধর যুদ্ধ শক্তি
কোন্ মুখে প্রথমে করিলা 'ধিক ভক্তি।
এক মনে মহন্তের এক বাক্য সার
তুহ্মি ভ্রষ্ট ঘাট দোষ নাহিক আহ্মার।
বক মৃত্যু ঘনানে বাজের সঙ্গে বাদ
শীঘ্রে আইস তিলেকে খণ্ডিব যুদ্ধ সাধ।
এথ শুনি হস্তী হোন্তে নামিয়া খাকান[৪]
দণ্ডবৎ হই কহে শাহা বিগুমান।
নৃপ শিরোমণি তুহ্মি জগত পূজিত
তোহ্মার চরণে মাত্র ভক্তি সে উচিত।
তুহ্মি বিনে সংসারে কাক না ডরাম
তেকারণে আপনা আড়ম্ব দরশাম।
কোন্ নৃপ সংগ্রামে আঁটিব মোর সনে
প্রাণের কাতর হেন না ভাবিও মনে।
এথ শুনি পুনি পুনি ধরণী চুম্বিয়া
শাহার নিকটে আইল হাঁটিয়া হাঁটিয়া।
শাহার ইঙ্গিতে আনি এক দিব্য হয়
সকল শরীর তার হেম রত্নময়।
শীঘ্র আনি খাকানেরে দিল আরোহিতে
শাহার নিকটে দাণ্ডাইল হরষিতে।
আর বহু প্রসাদে খাকানে সন্তোষিল
নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ কর তখনে ক্ষেমিল।

শুদ্ধভাবে সেবি যদি পাইল সুপ্রসাদ
দুই সৈন্য এক হৈল খণ্ডিল বিবাদ।
আপনার স্থলে শাহা আনিয়া খাকান
উপহার ভুঞ্জাইয়া করিল সম্মান।
তবে নিজ স্থলে আসি খাকান সুমতি[৫]
শাহা যোগ্য হাদিয়া পাঠাএ ভাতি ভাতি।[৬]
যেদিন খাকান আইসে শাহার বিদিত
ভোজন আড়ম্ব দেখি হএ ধন্ধ চিত।
মনে ভাবে কেমতে করিব নিমন্ত্রিত
নিত্য কৃত ভক্ষ্য যার দেখি হেন মত।
নৃত্যগীত সরস করন্ত সুরা পান
একত্রে মৃগয়া হেতু করএ পয়ান।
নবরাজ মজলিস রসিক বিদগধ
হীন আলাউল বাক্য সুচারু[৭] রসদ।
আইস গুরু সুরা দেও অমৃতের ধার
যার পানে মন ধন্ধ হএ ছারখার।

ধ. । শিল্প কথা ।

জমকছন্দ/রাগ : কেদার

একদিন[১] খাকান শাহার আগে আসি
রুমীগণ বাখানন্ত আপনার দেশী।
চীন হোন্তে নাহি কেহ মূরতি লিখক
নানা বর্ণ নানা ভাতি উজ্জ্বল দায়ক।
ইষৎ হাসিয়া শাহা বুলিল তখন
মূরতি লিখুক রুমী চীনী কর্মিগণ।
দীর্ঘ এক টঙ্গী শীঘ্রে কর উপস্কার
এক দিকে চীনী লোক রুমী দিকে আর।

মধ্য ভাগে টানাইল এক অন্তস্পট
কার কর্মে কার দৃষ্টি নাহিক প্রকট।
কর্মীগণে বসিয়া করিল নিজ কর্ম
কার স্থানে প্রচার না হৈল কার কর্ম।
সিকান্দর খাকান চাহিতে যদি আইল
মধ্য হোন্তে অন্তস্পট তুলিয়া পেলিল।
দুই দিকে নিরক্ষিল একই মূরতি
এক হস্তে গঠ প্রাএ না নড়িল রতি।
এক দিকে লিখিয়াছে যেমত আকার
অন্য ভিতে সেইমত দেখাএ প্রচার।
চাহিয়া রহিল সবে মনে বাসি ধন্ধ
বলিনাস আসি দেখি বুঝিল প্রবন্ধ।[২]
অন্তস্পট পুনি পেলাইয়া মধ্য ভাগে।
রুমী দিকে মুর্তি আছে শূন্য চীনী ভাগে।
এহিমত পুনি পুনি চাহিল বিচারি
ক্ষেণে অন্তস্পট তুলি ক্ষেণেকে উপারি।[৩]
বুঝিল চীন দিকে না লেখে মূরতি
দর্পণ সমান পাষাণেত দিছে ছাতি।
মধ্য ভাগ থাকিয়া তুলিলে অন্তস্পট
এক দিক ছায়া হেতু ও'দিক প্রকট।
সবে বোলে চিত্রকর নাহি রুমী সম
চীনী কর্মিগণ হএ যেমত উত্তম।
আর এক সুপ্রসঙ্গ[৪] কর্ম শোভমান
শাহা সিকান্দর আগে কহিল খাকান।
'মানী' নামে ছিল এক পূর্ণ পয়গাম্বর
বহুল হেকমত[৫] জ্ঞাতা কর্ম গুরুতর।
চীন দেশে চলিয়া আসিতে সে মহন্ত
দেখাইতে লোক প্রতি ইমানের পন্থ।

চীনী কর্ম্মিগণ শুনি বিরচিল মায়া
জলহীন স্থান যথা আছে বৃক্ষ ছায়া।[৬]
এক পুষ্করিণী তথা রহিল নির্ম্মল
স্ফটিক পাষাণ কাচে নির্ম্মিলেক জল।
পবন চলিতে যেন জল লহরএ
এক দিক নীর গিয়া অন্যত্র বাঝএ।[৭]
চারি পাশে তৃণ লহলহ[৮] সুচরিত
কৃত্রিমের কর্ম হেন না পারে লক্ষিত।
সেই স্থানে আইল যদি 'মানী' পয়গাম্বর
ছায়ার পুষ্করণী হেরি হরিষ অন্তর।
তরু মূলে দিব্য ছায়া শ্রান্ত ক্লান্ত হৈয়া
জল ভরিবারে গেল হাতে পাত্র লৈয়া।
ভরিতে লাগিল ইচ্ছি অজু জল পান[৯]
ঠলকি মৃত্তিকা পাত্র হৈল খান খান।
লাজ পাই নবীবর লজ্জা যুক্ত মন
ভাবিলা রচিছে মায়া আম্মার কারণ।
মৃত কুকুর এক শরীর গলিত
কিলকিল কীট সব সমল ডুলিত।
সেহি জল অন্তরে রাখিল এক পাশে
দেখিয়া ঘৃণাএ কেহ নিকটে না আইসে।
সিকান্দর শুনিয়া হৈল কৌতুহল
যেন মতে করিল পাইল তেন ফল।
আর দিন খাকান ভাবিয়া নিজ মনে
প্রতি দিন ভুঞ্জি আহ্মি শাহার সদনে।
এক দিন করিয়া শাহার মেহমানি
ভুঞ্জাই হাদিয়া দিব নিজ স্থানে আনি।
এথ ভাবি উপস্কার কৈল নিজ স্থল
হেম রত্নে স্বর্গ প্রায় করিল উজ্জল।

নানা ভাতি সুফল যথেক কালাকাল
পুঞ্জে পুঞ্জে কৈল বাছি ভাল 'ধিক ভাল।
নানা বিধি উপহার চেষ্টিয়া পূর্বক
ষড়রস পূর্ণ আনি কৈল একে এক।
আসিয়া শাহার আগে ধরণী চুম্বিয়া
কহিতে লাগিল বহু মিনতি করিয়া।
শাহার চরণ যদি পরশে তিলেক
উজ্জ্বল হৈব মোর বসতি যথেক।
শাহার মহত্ত্ব তাহে তিল না টুটিব
আহ্মার মান্যতা শত গুণ বৃদ্ধি হৈব। •
শুনিয়া বুলিল শাহা হৈয়া হরষিত
নিমন্ত্রণে যাইব আছে শাস্ত্রের বিহিত।
প্রভাতে চলিল শাহা খাকানের পুরে
দেখিল লেপিত ভূমি চন্দন আগরে।
হেম বস্ত্রে তাম্বু চন্দ্রাতপ শামিযানা
মণি মুক্তা আদি লগ্ন রত্ন হীরা পানা।
নির্মল কোমল শয্যা সুচিত্র বিচিত্র
হেম রত্ন পাট এক স্থাপিছে পবিত্র।
সে পাটে বসিল শাহা হরষিত মনে
ক্রমে ক্রমে আসনে বসিল নৃপগণে।
পাত্র মিত্র প্রভৃতি মোহন্ত যথ জন
যার যেন অনুরূপ দিলা যোগ্যাসন।
রাজ যোগ্য ভক্ষ্য দ্রব্য আনিলা সাক্ষাত
যেমন আরতি সব আছএ তাহাত।
হেন বস্তু নাহিক বুলিব কারে আন
কিবা ফল পদার্থ সকল বিদ্যমান।
সর্ব সৈন্য সকলে ভুঞ্জাল উপহার
কথেক কহিতে পারি বাখান তাহার।

ভক্ষ্য শেষে তীক্ষ্ণ মস্ত সুগন্ধ সুরঙ্গ
যার বিন্দু পানে হএ আনন্দ তরঙ্গ।
নৃত্য গীত যন্ত্রে পূর্ণ কৈল আঁখি চিত
হেম রত্ন বস্ত্র দ্রব্য আনিল পূর্ণিত।
নৃপকুল পাত্র আত্ম যথ মহাজন
অনুরূপ ব্যবহারে কৈল শান্ত মন।
লিখিতে অশক্য বস্তু দিল বহুতর[১১]
খাকান ভব্যতা হেরি তুষ্ট সিকান্দর।
চল্লিশ মাতঙ্গ মত্ত পঞ্চশত হয়
বহুল সুগন্ধি ফুল নানা অস্ত্র চয়।
এক শত দাস দিল সুন্দর শরীর
অস্ত্রে শস্ত্রে হয় হস্তী পৃষ্ঠে অতি স্থির।
এক শত দাসী বাছি দিল রূপবতী
সেবাএ কুশল বুঝে যেমন আরতি।
এথ দিয়া খাকানের মন নহে শান্ত
আর তিন বস্তু দিল সবার একান্ত।
একে চৌদ্দ পক্ষী দিল মহন্ত শিকারী
যার দৃষ্টে মহা পক্ষী উড়িতে না পারি।
পবন জিনিয়া গতি সতত অস্থির
ক্রোধ দিয়া বিধি তারে নির্মিছে শরীর।
বড়হি অধীর পক্ষী পাগল চরিত
স্বর্গ হোন্তে তিলে পক্ষী নামাএ ভূমিত।
আর এক তুরঙ্গ খোতনি তার নাম
জল স্থলে গিরি বনে বায়ুজিৎ গাম।
জলে মীনজিৎ গতি স্থলে পক্ষীজিৎ
অশ্ববার অঙ্গে বার্তা না পাএ কিঞ্চিৎ।
ইঙ্গিতে ধৈরজ গতি ইঙ্গিতে চঞ্চল
রূপে গুণে গম্য চারু সর্বত্রে কুশল।

আর এক দাসী ছিল ভব্য গুণবতী
রূপের নিছনি যাএ শচী রম্ভা রতি।
পশ্চাতে আছএ কন্যা রূপের বাখান
তেকারণে 'ধিক না কহিল এহি স্থান।
ভুবন মোহিনী বালা তিন গুণ ধরে
যন্ত্র গীত সম নাহি সংসার ভিতরে।
দুয়জে অপসরাজিৎ জানে নৃত্য কলা
ভূমি না পরশে যেন চমকে চপলা।
তৃতীয় সর্বত্র ধীর বীরেন্দ্র সমরে
পরাজয় পাত্র যেই আসএ গোচরে।
এহি তিন বস্তু দিলুঁ সংসার আতুল
কার্যকালে পাবে শাহা এহার আমূল।
সর্ব হোন্তে তুষ্ট হই তিন বস্তু লৈল
কিন্তু সংগ্রামের কথা প্রত্যয় না কৈল।
কোনে পাতিয়াএ তার বীর দর্প কথা
বালা জাতি কমলিনী[১২] রূপে গুণে যুতা।
এহি ভাবি দাসী মেলে গোপতে রাখিলা
নানা কার্যে মন, তাকে ভরমি রহিলা।
দেবতুল্য পূজা লৈয়া মন কুতুহলে
চলি আইলা সিকান্দর আপনার স্থলে।
মজলিস্ নবরাজ মহা গুণবন্ত
গুণীর পালক দানে ধর্মে সুমহন্ত।
তাহান আরতি কহে হীন আলাউলে
অখণ্ড রহুক কীর্তি ভুবন মণ্ডলে।
আইস গুরু সুরা দেও যেন পুষ্প-রস
মন্দভাব খণ্ডি চিত্ত তত্ত্বে হোক বশ।

ন· । সিকান্দরের রুম যাত্রা ।

চন্দ্রাবলীছন্দ/রাগ ঃ সুহি

চীন দেশ হনে অতি সুখ মনে
শাহা সিকান্দর ধীর ।
রুমেতে আসিতে দড়াইল চিতে
চলি গেল মহাবীর
গম্ভীর বাজনে সৈন্যের গমনে
কাম্পি গিরি বসুমতী
যোজন পসর দীর্ঘ নাহি ওর
হয় হস্তী ঠাট অতি ।
তিন দিন পথে আইল সাথে সাথে
খাকান আদি নৃপসব
শাহার আদেশে চলিয়া সে দেশে
পাইযা বহুল গৌরব ।
চলি শীঘ্রে বীর জিহুনের তীর
আসিয়া লঙ্ঘিল যবে
চারু দিব্য স্থল দেখি স্বচ্ছ জল
বিশ্রাম করিল সবে ।
অলপ বিশ্রাম করি সেই ঠাম
আছিল মৃগয়া রঙ্গে
মায়ার কুহর দেশ মনোহর
তথা আইল সৈন্য সঙ্গে ।
আরব আযম আদি রুম ভুম
সব দেশ প্রচারিল
সর্বত্রে বিজয় করি মহাশয়
শাহা সিকান্দর আইল ।
আদি সমরখন্দ খীবা তাসখন্দ
বসাইল বহুল দেশ ।

সব হিত মিত শুনি আনন্দিত
পাইয়া শুভ সন্দেশ।[১]
মজলিস মণি নবরাজ গুণী
যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে
তাহান আরতি মধুর ভারতী
কহে হীন আলাউলে।

প. । রুচ-[রুস] পীড়ন সম্বন্ধে গোহারী।

। জমকছন্দ।

জগভূম-জলে ভ্রমিতে' ধিক আরতি
প্রতি দেশে নানা রঙ্গ দেখে ভাতি ভাতি।
গোপ্ত মর্মের কথা শুনি সর্ব মুখে
অপাইত প্রাপ্তি হএ, আদেখিত দেখে[১]।
তবে কি বিচারি যদি বুঝ কার্য ভাতি
আপনার স্থলে মাত্র সুখে নরপতি।
জন্মভূমি সম সুখ নাহি আন ঠাঁই
হেন সাধ পক্ষী হই নিজ দেশে যাই।
নিশাকালে মনেত ভাবিল শাহা রুমে
সব কার্য তেজিয়া যাইতে নিজ ভূমে।
আর্জমের কৌতুক দেখিয়া বাটে বাটে
'ধিক শোভা উচিত পৈত্রিক ভূমি পাটে।
নিজ দেশবাসী যদি না দেখে বৈভব
কিবা ফল আন জনে দেখিলে বৈভব।
প্রভাতে দোয়ালি নৃপ অবখাজের পতি
শাহা পাশে কহে আসি নিজ দেশগতি।
জুলকর্ণ চরণে করিল নিবেদন
গোহারি গোহারি শাহা তোমার চরণ।

শাহার চরণ সেবাএ যথ পাইলুঁ পদ
একেবারে নষ্ট হৈল সে সব সম্পদ।
রুসের নৃপ আসি রাত্রে দিয়া হানা
দেশ মধ্যে মোর না রাখিল একজন।
কথ মৈল যেবা ছিল নিল বন্দী করি
এথ অপমানে আহ্মি কেনে প্রাণ ধরি।
শাহার সেবাএ মুঞি আছোঁ চিরকাল
থাকিতুম আপনা দেশে না হইত জঞ্জাল।
শুক্‌নার পন্থে দুষ্টে স্থার না পাইয়া
দুই প্রহরের পন্থে জলে জলে গিয়া[৩]।
দুই দেশ নষ্ট কৈল 'বার্দা' 'অবখাজ'
ধরি নিল নওশবাএ নষ্ট করি কাজ।
বহু পদ দিলা শাহা 'ধিক মায়া ধরি
কি কহিব হেন নওশবা নিল হরি।
যদি শাহা আপনে না লও এহি দাদ
আহ্মি দুই প্রতি হৈল অখণ্ড প্রমাদ।
ভক্তিভাবে শাহার সেবাএ হৈলুঁ লীন
আজ্ঞা কর শাহা না হই উদাসীন।
সব লোক বাটোয়ার যেন ব্যাঘ্র সম
কেবল মনুষ্য মূর্তি নাহি কোন গুণ।
শুনি শাহা ক্রোধে হৈল অগ্নি অবতার
দোয়ালির দুঃখ শুনি নওশবা আর।
মৌন ধরি ভাবিয়া বুলিলা সিকান্দর
কি লাগিয়া 'ধিক কথা কহ নৃপবর।
তোহ্মার কহন আর আহ্মার করণ
পশ্চাতে বুঝিবা দুঃখ ভাব কি কারণ।
না ভাবিও তোহ্মা 'পরে হৈছে এহি গতি
সে দুঃখ জানিও মোর প্রাণের সঙ্গতি।

না ভাবিল পাছে আছোঁ মুঞি সিকান্দর
আপনাক বিনাশিল সে মূঢ় বর্বর।
রুসি পরতাছি মুর্খ আদি বীরগণ
এক না রাখিব সত্য দড়াইলুঁ মন।
মনে ছিল আহ্মার আপনা দেশে যাইতে
স্থানে স্থানে খোরাসান দেশ বৈসাইতে।
সব তেজি আগে যদি বৈরী না উদ্ধারোঁ
সিকান্দর নাম তবে বৃথা মুঞি ধরোঁ।[৪]
কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া চলহ মোর সাথে
যুদ্ধ আশা ধরিনু বিজয় প্রভু হাতে।
আহ্মা হোন্তে পাট শূন্য থাক সেই ভাল
অশ্বপৃষ্ঠে পাট করি চলিমু তৎকাল।
কিবা মরোঁ কিবা মারোঁ কৈলুঁ প্রাণপণ
আর যেন ভবে কেহ না করে এমন।
দোয়ালিরে এথ কহি অন্তঃপুরে গেল
সমস্ত রজনী দুঃখে নিদ্রা নাহি আইল।
প্রভাত সমএ শাহা হৈয়া ক্রুদ্ধমন
চীনের খোতনি অশ্বে হই আরোহণ।
দিব্য অশ্ববার সঙ্গে লই আইল লক্ষ
আর যথ নানা বর্ণ লেখিতে অসক্য।
আর প্রতিদেশে ধাওয়া পাঠাইল সত্বর
রুস দেশে আসি সবে ইচ্ছিল সমর।
জিহুন নদী পার হইয়া তুরিত
খারজম প্রান্তরেত হৈলা উপস্থিত।
সমুদ্র প্রমাণ সেনা চলে পাছে পাছে
বন খণ্ড নির্ণয় শাহার সঙ্গে আছে।
খারজম বন সিন্ধু তরি বুদ্ধি যোগে
'সকলাব' রাজ্য নর[৫] পাইলেক আগে।

ক. । রুসের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম ।

। পয়ার ।

খপচাক বুলি তথা এক জাতি নর
সকল প্রান্তর পূর্ণ লক্ষ লক্ষ ঘর ।
তার মধ্যে রামাগণ পরম সুন্দরী
বেশে রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে জিনি অপসরী
নব ঘন চিকুর বদন চন্দ্র জ্যোতি
ভুরু কামধনু আঁখি নীলোৎপল ভাতি ।
মনোহর কুচযুগ কণক শ্রীফল
উরু রামরম্ভানিভ চরণ কমল ।
তিলেক কটাক্ষে হরে যুবকের মন
তাথ 'ধিক বেকত বদন আর স্তন ।
যাহার দরশে হএ দেব হতমতি
মনুষ্যে ধরাইব মন কেমন শকতি ।
শাহার সামন্ত কুল দেখিয়া আকুল
সেই মুখ কুচ পদ্ম হৈল ভৃঙ্গ তুল ।
কন্যাকুল ভাবে সব আকুল হৃদএ
শাহা ত্রাসে কেহ হস্ত দীর্ঘ না করএ ।
শুনি শাহা ভাল না ভাবিল এই কর্ম
বুক মুখ প্রকাশ স্ত্রীয়ার নহে ধর্ম ।
সৈন্য মন বুঝি শাহা চিন্তিত হৈয়া
খপচাক মুখ্য মুখ্য আনিল ডাকিয়া ।
বহুল প্রসাদ দিয়া তুষ্ট করি মন
গোপতে কহিলা আনি বৃদ্ধ কথ জন ।
তোমারা সবেরে দেখি ভব্য চারু রীত
এহি কর্ম কি লাগি কুৎসিত অনুচিত ।[১]
স্ত্রীয়া জাতি গোপতে রাখিবা নিজ তনু
দুঃখিতেহ না দেখাএ হস্তপদ বিনু ।[২]

বাপ আগে মুখ ঢাকে স্বজনি সকল
কি লাগি প্রকাশে সবে কাম-বৃদ্ধি স্থল।
তুহ্মি সবে নিষেধহ বনিতা সবেরে
কি লাগিয়া এমত অনীতি কর্ম করে।
প্রণামি কহিল সবে শুন রাজেশ্বর
তোহ্মার আদেশ সব ধরি শিরোপর।
কিন্তু বুক মুখ না পারিব ঢাকিবার[৩]
পুষাক্রমে খপচাকের এহি ব্যবহার।
তোহ্মার চরিত্র যেন বদন ঢাকন
আহ্মার চরিত্র তেন নয়ান মুদন।[৪]
মনে আর নয়ানে না রাখিলে লাজ
শত শত অন্তস্পটান্তরে নষ্ট হএ কাজ।
সাধু সদজন আগে নিজ মন রাখে
না হেরিব স্তন ভিতে কদাপি না দেখে।
ঢাকিলে বোরকাএ মুখ জুতি হএ হীন
চিনিতে না পারে ভাল মন্দ সুখী দীন।
আঁখি সঙ্গে বোরকা আছএ নিরন্তর
ঢাকিলে অদেখা হএ চন্দ্র দিবাকর।
শাহা আজ্ঞা হৈলে আহ্মি পারি জীউ দিতে
আপনার পূর্ব নীতি নারি খণ্ডাইতে।
তাহা শুনি সিকান্দর নিঃশব্দ রহিল
বলিনাস হাকিমকে ডাকিয়া আনিল।
শাহা বোলে এ সবে না ধরে হিতকথা
দেখিয়া অনীতি কর্ম মনে লাগে ব্যথা।
কহ দেখি কিছু নি উপায় আছে তার
বুক মুখ এ সবের গুপ্ত করিবার।[৫]
ভূমি চুম্বি বলিনাসে কহিল তখন
কেন চিন্তা কর অল্প কর্মের কারণ।

কিন্তু এথা কথদিন করহ বিশ্রাম[১]
যেই মাগি দেও পলটাইব এহি কাম।
এথ শুনি জোলকর্ণ তথাতে রহিলা
যে মাগিল বলিনাসে চেষ্টাএ আনিলা।
সেই প্রান্তরেত এক গৃহ উপস্কারী
নির্ম্মল শ্যামল শিলে দিব্য এক নারী।
অতি জ্যোতিমন্ত নারী সুচারু বদন
ধবল পাষাণে দিল উপরে গঠন।
যদি কোন নারী তার নিকটে আইসএ
সেই বস্ত্রে নিজ মুখ সত্বরে ঢাকএ।
দেখিতে না পাএ কেহ আসিয়া নিকট
আর্ত্তি করি হেরএ উগারি মুখ পট।
দরশনে পলটাএ রামাকুল মতি
ভাবিয়া গোপত বস্তু দেখিতে আরতি।
বহুমূল্য বস্তুমাত্র সবে গোপ্ত রাখে
সদা প্রকাশিত বস্তু অনাদরে দেখে।
সতত প্রকাশ সূর কেবা মুখ হেরে
শীতকালে আর্ত্তি যবে লুকাএ শিশিরে।
বিশেষ যে তিলিসমাতে পলটাইল মন
সব নারী ঢাকিলেক নিজ মুখ স্তন।
আর এক কর্ম্ম কৈল অতি অপরূপ
ওকাবের পাখে শর গঠিয়া অলোপ।
মূর্তি চারি পাশে গাড়ি' রাখিছে বহুল
সরো তীরে যেন গজাইছে তৃণ কুল।
খপচাক কুলে করিলেক বহুল ভকতি
সবে মিলি সেবে আসি সে দিব্য মূরতি।
ছাগ-মেষ পশু আদি যথা তথা যাএ
ওকাব সকলে আসি ধরি ধরি খাএ।

কথ খাএ কথ ধাএ শর-নাশ ত্রাসে
এহি ডরে পশুকুল নিকটে না আইসে।
অশ্ববার বীর তথা করিল গমন
এক তিল সেই স্থল করি আরোহণ।
মহাবুদ্ধি বলিনাস তিলিসমাত জ্ঞানে
খণ্ডাইল কুকর্ম যথ ছিল সেই স্থানে।
বলিনাস মহাজ্ঞানী সিদ্ধ বিদ্যা হোন্তে
অদ্যাপিহ সে মূরতি আছে সেহি মতে।
ধন্য বুদ্ধিমন্ত যেই কণক উজ্জ্বল
অন্ধকার স্থানে থাকি অনেক তরল।[৮]
এসব শুনিয়া শাহা হরষিত মনে
দেখিল মূরতি গিয়া আপনা নয়ানে।
মহাতুষ্ট হই বলিনাসে প্রশংসিল
বহুল প্রসাদ দিযা সন্তোষ করিল।
তথা হোন্তে সৈন্য চালাইল রুচ [রুস] দেশে
মহারণ্য ধূলি হই উড়এ আকাশে[৯]
সপ্তদিন পন্থ চলি গেল অগ্রগামী[১০]
পাছে সৈন্য লাগি মাত্র অল্প বিশ্রামি।
রুচ দেশ আসি যদি নিকট হৈল
মহা এক প্রান্তর সজল তথা পাইল।
সেই স্থানে মহা নবগিরি উধ্বর্' করি
রহিল পরম সুখে যুদ্ধ আশা ধরি।
পরিপূর্ণ তৃণ বহু ঝরণার জল
চারিদিকে প্রহরী রাখিয়া চারি দল।
লক্ষে লক্ষে নবগিরি স্বর্গ পরশএ
দেখিতে বিপক্ষ মনে লাগে অতি ভএ।
পন্থ পরিশ্রমে আসি পাই দিব্যস্থল
তৃপ্ত হৈল সর্ব লোক খাই মিষ্ট জল।

প্রতি-অস্ত্র বীর সব সংগ্রামে পণ্ডিত
বাদ্য ঘোর শব্দে হএ বিপক্ষ কম্পিত।
রুচ দেশ নৃপতি কিন্তাল তার নাম
গুপ্ত জ্ঞাতা চরে জানাইল তার ঠাম।
রুমের নৃপতি সিকান্দর পুত্র ফয়লকুচ
অগণিত সৈন্য লই প্রবেশিল রুচ।
অপার সমুদ্র সেনা রণে ব্যাঘ্র ঝাম্পে
বাদ্য ঘোর শব্দে বাসুকী শক্র কাম্পে।
দুইশত মত্তহস্তী লোহ বর্মময়
লক্ষ লক্ষ পক্ষী রীত বাউগতি হয়।[১১]
অযুত অযুত হস্তী প্রান্তর পূরণ
বহুল খচ্চর উট না যাএ লেখন।
দেখিতে নাহিক সংখ্যা যথ বাণা চয়
যথেক নৃপতি সঙ্গে কে জানে নির্ণয়।
কিন্তাল নৃপতি যদি বারতা পাইল
সপ্তরুচ হোন্তে আনি সৈন্য পূর্ণ কৈল।
পরতাছি আলান খঞ্জবান খড়্গ আর
সাজি আইল সৈন্য সব দেখিতে অপার।
নব লক্ষ অশ্ববার বর্ম অস্ত্র[১২] ধারী
যথেক পদাতি দল লেখিতে না পারি।
দশ পাঁচ করিয়া আসিয়া শীঘ্রতর
রহিল শাহার আগে প্রহর অন্তর।
সৈন্য প্রতি কহিলেক কিন্তাল রুচেশ্বর
বিবাহের কন্যা হেরি বীরের কি ডর।
কোমল শরীর সব দিব্য পরিধান
ভক্ষ্য নিদ্রা সুখ বিনু না জানএ আন।
নৃত্য গীত সুগন্ধি মদিরা ভোর মতি
যুঝিতে রুচির সঙ্গে কি তার শকতি।

রক্ত ভক্ষি রুচি সব বড়ই প্রগাঢ়
এক বীরে চিবাইব শত বীর হাড় ।
ভাগ্যে আনি বিধি হেন কর্ম ঘটাইল
এ হারে মারিলে আহ্মি সব ক্ষিতি পাইল ।
এ বুলিয়া অশ্বে চড়ি পর্বতে উঠিল
হস্ত উর্ধ্ব করি বীর ভাগে দেখাইল ।
এহি দেখ সুচিত্র বিচিত্র সৈন্যগণ
সুকোমল মৃদু তনু কি করিব রণ ।
এহি বল লই আসে রুচির গোচরে
অগ্নিতে পতঙ্গ যেন মন সুখে মরে ।
এথা ধন রত্তন পাইব সিন্ধুখানে
অশ্বের[১৩] ঢাকনি নাই হেম বস্ত্র বিনে ।
স্বপ্নেহ নহি দেখি এথেক বৈভব
অনায়াসে মারিল মৃদু তনু সব ।
সে সবে যাবত শুভক্ষণ বিচারিব
রাত্রে হানা দিয়া আহ্মি সত্বরে মারিব ।
নৃপতি বচন শুনি রুচি বীরগণ
দর্প করি কহিতে লাগিল সর্বজন ।
এহি পুষ্প বনে না রাখিব এক ফুল
তিলে উপাড়িব কদলিকা বন মূল ।
আহ্মার সাক্ষাতে রুমী অস্ত্র কি ধরিব
মৃত্যু হৈলে একে শত মারিয়া মরিব ।
প্রাণপণে আহ্মি সবে পরিচিব রণ[১৪]
যেই মরে প্রীত অর্থে[১৫] হৈব পরিজন ।
সৈন্যের শুনিয়া দর্প কিস্তাল নৃপতি
নিজ স্থলে আইলেক হরষিত মতি ।
যার না আছিল বাছি দিল হয় অস্ত্র
সর্ব সন্তোষিল দান করি ধন বস্ত্র ।

শাহা সিকান্দর দিব্য সভা[১৬] বিরচিয়া
প্রতি দেশ নৃপকুল আনিল ডাকিয়া।
শতে শতে নৃপকুল বসিলেক আসি
তারক মণ্ডলে যেন প্রবেষ্টিত শশী।
শাহা বোলে প্রবেশ করিলুঁ যেই দেশ
বিধি মোরে জয় দিল রুচ মাত্র শেষ।
যগুপি প্রগাঢ় রুচি অঙ্গ বর্ম হীন
যে আছে মাতঙ্গ অশ্ব না হুএ প্রবীন।
মহাবীর সঙ্গে না হইছে দরশন
সবে মাত্র জানে চুরি কপটের রণ।
যদিবা আহ্মার বহু সেনা 'ধিক বল
তথাপিহ বুদ্ধি বশে কার্যেত কুশল।
শুনিছি রুবাহ[১৭] এক বৃদ্ধ জীর্ণ কাএ
দুই যুবা হুণ্ডরে মারিয়া খাইতে চাএ।
বলে না আঁটিয়া দুই হুণ্ডরের সনে
আপনার রক্ষা হেতু ভাবিলেক মনে।
নিকটের গ্রামে ছিল কুকুর বহুল
রুবাহ হুণ্ডাল রক্ত তৃষ্ণাএ আকুল।
গ্রাম পাশে গিয়া রুবা কৈল উচ্চ রব
'গহ গহ' শ্বন শব্দ শুনিল যে সব।
শ্বন রব শুনিয়া হুণ্ডাল ফিরি ধাইল
বুদ্ধি বশে রুবাহের প্রাণ রক্ষা পাইল।
শত্রুএ শত্রুএ যদি বাঝি গেল রণ
মধ্যে থাকি অবসর পাএ বুধজন।
এথ ভাবি তিন ভাগে দেও যুদ্ধহানা
বুদ্ধি যোগে বৈরী মারি রাখহ আপনা।
ভূমি চুম্বি পাত্রগণে দিল পদুত্তর
আহ্মি সব বীরপনা হইছে গোচর।
স্বচক্ষে দেখিছ শাহা আহ্মি সব রণ

তাথ 'ধিক এথাতে করিব প্রাণপণ
শাহা ভাগ্য বলে হৈব শত্রু পরাজয়
ক্ষুদ্র বল রুচি সব না গুনি সংশয়।
সর্বনিশি প্রহরী থাকিয়া চারি ভিতে
নৃপ আগে বীর ভাগ ছিল সচকিতে।
প্রভাত সমএ শাহা সভাতে বসিয়া
সৈন্য সব নিয়োজিল বাছিয়া বাছিয়া।
দক্ষিণে দোয়ালি অবজাথের পতি
ইরানের বীরকুল স্থাপিল সঙ্গতি।
খাকানের নৃপ ফগফুরিগণ সঙ্গে
বাম পাশে নিয়োজিল সংগ্রাম তরঙ্গে।
নিজ সৈন্য মত্ত হস্তী বাছি দিল আগে
মহা মহা নৃপকুল তার পৃষ্ঠ ভাগে।
মধ্যভাগে আপে শ্বেত গজে আরোহণ
পৃষ্ঠ ভাগে বাছি বাছি দিল নৃপগণ।
কিস্তাল নৃপতি নিয়োজিল বাছি বাছি
দক্ষিণে খাজরান বাম দিকে পরতাছি
আলানিকে পৃষ্ঠে দিল আইসুইকে আগে
রুচিগণ সঙ্গতি আপনা মধ্য ভাগে।
দুই সৈন্য মুখামুখি হইল প্রচণ্ড
ধূলি উঠি আকাশ ভরিল এক খণ্ড
বহুবিধি গভীর বাজনা মহা রোলে
অধঃউধর্ব গিরি কাপেঁ মহী বৃক্ষ দোলে
নানা বর্ণে বাণাচয় ঢাকিল তপন
অগণিত ছেলকুল কিবা অগ্নি বাণ।
আর যথ অস্ত্রকুল কথ লৈব নাম
মুখামুখি ডাকাডাকি বাঝিল সংগ্রাম।
অশ্বকুল পদেত পরশ নহে ক্ষিতি
শূন্যেত উড়িতে নাহি পক্ষীর শকতি।

হেন কালে রুচি এক মহাবীর কাএ
আমস্তকপদ চর্ম বর্ম সর্ব গাএ।[১৮]
গিরি সম অশ্ব অঙ্গ, বাউগতি মত[১৯]
অপূর্ব পবন 'পরে রহিছে পর্বত।
উলটি পলটি অশ্ব ধাবাইয়া বেগে
ডাকি বোলে কে মরিবে আইস মোর আগে।
নিজ ভাষে[২০] আপনা বাখানে পুনি পুনি
চর্ম বর্ম পরতাছি সর্ব অস্ত্রে গুণী
পর্বতে উঠিয়া করেঁা মহা ব্যাঘ্র নাশ
সমুদ্রের মহা নক্র ধরি করেঁা গ্রাস।
[রণ স্থলে যাই বীর করে মহানাদ[২১]
কে যাইবা রণ স্থলে আইসহ এথাত।
খপচাক দক্ষিণে আসিয়া হৈল স্থির
দুই লক্ষ অশ্ববার রণে মহাবীর।
তার মধ্যে মহা হস্তী পর্বত প্রমাণ
দেখিতে লাগএ দন্ত তালবৃক্ষ সমান।
গণ্ডা গয়া লক্ষে লক্ষে করিছে যোজনা
তেরচ নাহিক কেহ একহি সমানা।
পদাতির লেখা নাহি সদাএ কল্লোল
মহাসমুদ্রের মাঝে উঠএ হিল্লোল।
বামের আলানি পারতাছি নৃঁপগণ
তার সঙ্গে অশ্ববার দিল বহুজন।
বর্মচর্ম ধরি অশ্ব এ দশ হাজার
কিরীট খঞ্জর আদি আর অসিধার।
হয় হস্তী মেষ গণ্ডা চলে সারি সারি
সিংহনাদে চলে বীর করি হুড়াহুড়ি
নানান যন্ত্রণা বাহে বাজএ মন্দিরা
ঝাঁঝর বাজাএ লোকে ডুম্বুর আঞ্জিরা।

পরতাছি আগে চলে খছরা মহাবীর
দেখিতে কুশ্চিত লাগে রণেত অস্থির।
দুই ওষ্ঠ পড়ি আছে চিবুক জিনিয়া
ভ্রূকুটি নিকলি দন্ত তেরচ হইয়া।
সেই সে খছরা কোপে সৈন্য আগে যাই
মোর সঙ্গে কেবা রণ দিবা আও ঝাটাই।
রুমীবীর ছোট মৎস্য জলে চলে ফাল
কাঁকুটি আসিয়া তোরে খাএ তৎকাল।
হেন রুমী মোর আগে কি হৈব খাড়া
দুই জানু কাম্পিয়া পড়িব থরথরা।
পরতাছি পিছে সাজে দুই 'লও' বীর
পর্বতের শিলা সব করে যেন চূর।
কিন্তাল নৃপতি তবে বাহিনী সাজাইয়া
আপনে রাখিল সৈন্য বাছিয়া বাছিয়া।
এক লক্ষ অশ্ববার এক লক্ষ হস্তী
মেষ গণ্ডা কহিতে আছএ কার শক্তি।
তার মাঝে দেও এক বন্ধন করিয়া
পায়েত দাড়ুকা দিয়া রাখিছে বান্ধিয়া।
কুশ্চিত আকার দেও দেখিতে বিকট
ঝুমিঝুমি চলে যেন কৈতর-নটক।
দুই দন্ত নিকলিয়া আছে ওষ্ঠ 'পরে
অজামাংস খাইতে সে কিছু নাহি নাড়ে।
নানান শবদে যেন বাজে জয় ঢোল
কাড়া পরে নিত্য বাজএ করতাল।
নাকাড়া দুমদুমি বাজে পিনাক কবিলাস
কিন্তাল রাক্ষস নাচে খাইবারে আশ।
দোহরি মোহরি বাজে সানাই বরগুণ
মন্দিরা সুস্বরে বাজে শবদ গহন।

খপচাক এক বীর পাঠাইলা রণে
রণস্থলে যাইবারে বাখানে আপনে।
মোর সনে যুদ্ধ দিতে আছে কোন্ বীর
মুটকি প্রহারে তাক করিব চৌচির।
'উলা' শব্দ করে সেই না জানে বীরপালা
গোরক্ষ রাখাল যেন চৌগান খেলা।
না বুঝে আপনা বল, বল আছে বোলে
তার দর্প শুনি রুমী আইল ততকালে।
রণস্থলে দেখি শিবা করে ছটফট
বিমুখ হইয়া ধাএ তিরির খেঁাওট।
রুমীবীরে বোলে দর্প কি মুখে কহসি
যুদ্ধে আসি ফিরি ধাইলা মুখ দরশি।
মুর্খজনে দর্প করে না বুঝিয়া বোল
পণ্ডিতের সনে পৈলে হওএ বিভোল।
সুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উচিত
কুজনের সনে বাক্য নহে অনুচিত।]
মুঞি রুচি যুদ্ধ মাত্র দেখিলে পাগল
রুমীর সমান আহ্মি না পুষি ছাগল।
কাঁচা রক্ত পিই আহ্মি কাঁচা চর্ম পরিধান
কোন্ অস্ত্রে কে যুঝিবা আইস বিগুমান।
বীর না চিনিয়া সব সম্বোধিলে হানা[২২]
একাকী যুঝি মাত্র বুঝি বীর পানা।
শিরেত পরশু হানি আনি নাভি স্থানে
মিথ্যা না কহম যুদ্ধ আছে বিগুমানে।
তাহা শুনি মধ্য হোন্তে[২৩] রুম এক বীর
ক্রোধবশে হৈল অতি কম্পিত শরীর।
বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আসি তত্ক্ষণ
মিশামিশি দুই বীরে হৈল মহা রণ।

কেহ মারে কেহ উঠে হানে পুনপুন
দুই মহাসত্ত বীর সংগ্রামে নিপুণ।
দাএ পাই পরতাছি কৃপাণ হানিল
রুমীর মস্তক কাটি ভূমিতে পড়িল।
আর এক রুমী আইল হই ক্রুদ্ধ মন
আসিতে পরতাছি তারে কৈল দুইখান।
এহি মতে মারিল সত্তর মহা বীর
মহা বীর পরতাছি অক্ষত শরীর।
তাহা দেখি হিন্দি নামে এক নৃপসুত
বলবন্ত অস্ত্রে শিক্ষা বিক্রমে অদ্ভুত।
পরতাছি বিক্রম দেখি হই অতি ক্রোধ
অশ্ব ধাবাইয়া আসি পাতিল বিরোধ।
কক্ষ হোন্তে হিন্দি[২৪] খাণ্ডা শীঘ্রে নিকালিয়া
পরতাছির মুণ্ড ভূমে পেলিল কাটিয়া।
আর এক রুচি বীর প্রগাঢ় শরীর
ব্যাঘ্র দর্পে আসিয়া সমুখে হৈল স্থির।
কক্ষে দোলে রুচি ঢাল দিব্য খড়্গ হাতে
মুখামুখি দুই বীর লাগিল যুঝিতে।
মহাসত্ত[২৫] হিন্দি বীর সংগ্রামে পণ্ডিত
ঢাল সঙ্গে রুচি কাটি পাড়িল ভূমিত।
মহা দর্পে আইল আর রুচি মহাবীর
চক্ষের মটকে হিন্দি কাটি পেলে শির।
এহি মতে হিন্দি দুই যাম যুদ্ধ কৈল
সর্ব বীর কাটিল নিকটে যথ আইল।
শতে শতে বীর কাটি কৈল ছারখার
ত্রাস পাই রুচি কেহ না নিঃসরে আর।
রণক্ষেত্রে অশ্ব ধাবাইয়া মহা বীর
বেলি অবশেষে আইল আপনা শিবির।

ধূলি রক্তে পূর্ণ শির আদি কটি দেশ
পাখালিয়া অঙ্গ পুনি রচিল সুবেশ।
তার বীর দর্প দেখি শাহা সিকান্দর
প্রসাদে তুষিয়া কৈল সম্মান বিস্তর।
যার যে শিবিরে আসি দুই নরপতি
সচকিতে প্রহরী রাখিল পূর্ব নীতি।

খ. দ্বিতীয় দিন

প্রভাত সমএ যদি উগিল তপন
দুই নৃপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাজি আইল পুন।
ঘোর বাদ্য শব্দে কাম্পএ ধরাধর
হয় গজ পদ ভরে ক্ষিতি থরথর।
রুচি নৃপদিগের আলানি[২৬] এক বীর
বেগবন্ত অশ্বে চড়ি প্রচণ্ড শরীর।
লোহ বর্মে আপাদমস্তক আলোপিয়া
মত্তহস্তী প্রায় রণক্ষেত্রেত আসিয়া।
মেঘের গর্জন প্রায় ডাকে বারে বারে
শীঘ্রে আইস কার ইচ্ছা হইছে মরিবারে।
এথ দেখি শাহা পাশে থাকি এক রুমী
হাঁক মারি নিঃসরিল কাম্পাইয়া ভূমি।
পাখীরীত[২৭] অশ্বে চড়ি মত্তহস্তী সম
কহিল আলানি শুন প্রেত-মুখাধম।
অন্ধকার নাশ পাবে দরশে তরণি
তোম্মা রক্তে সুরঙ্গিম করিব ধরণী।
এ বুলিয়া অশ্ব রেকাবেত দিয়া ভর
মারিলেক মহা গুর্জ শিরের উপর।
অস্থি চূর্ণ হই মজ্জা ছিণ্ডি পড়ে দূর
পড়িল আলানি[২৮] বীর দর্প হৈল চুর।

আর এক রুচি আইল গর্ব করি অতি
নিমেষেত তাহারে করিল অধোগতি।
আর বহু বীরগণ সংগ্রামে মারিল
অবশেষে মত্তগর্ব আপনে[১৯] পড়িল।
মত্তহস্তী সম আর রুমী এক বীর
গর্ব করি নিঃসরিল প্রচণ্ড শরীর।
রক্ত বর্ণ মুখ নীল কঠোর নয়ান
দিব্য অশ্ববার অস্ত্র কবচ ভূষণ।
রণেত পশিতে রুমী যথ বীর আইল
একে একে দশ বীর মারিয়া পাড়িল।
তব্ধ হৈয়া রুচিকুল যুদ্ধে না নিঃসরে
ছেল ভ্রমাইয়া রুমী বীর দর্প করে।
তাহা দেখি শাহার পাশের এক বীর
অতি পুষ্ট[২০] মহাকায়া নির্ভয় শরীর।
ওকাব নিন্দিত গতি 'হয়' আরোহিয়া
লোহ বর্ম সার-পত্র-টোপ শিরে দিয়া।
সর্প জিহ্বা সম ছেল করে লকলক
হীরাধার সম গোর্জ গজেন্দ্র ঘাতক।
মত্ত রাক্ষসের প্রায় নিঃসরিল বেগে
হাঁক মারি বোলে আসি রুচি বীর আগে।
মুঞি 'জীরাবন্দ' মাজান্দরনের বীর
নর নহে মত্তহস্তী করি দুই চিড়।
আজু তোরে পাঠাইব যমের আলয়
এ বুলি ভ্রুকুটি মুখ করি অতিশয়।
বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আইসে মারিবার
তার সম রুচি বীর নাহি দেখি আর।
অশ্ব বাগ ফিরাইয়া নিজ সৈন্য ভিতে
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া ধাইল উগ্র বায়ু রীতে।

পাছে থাকি জীরাবন্দ বলে ধর ধর
চোর প্রায় কেনে ধাও কাতর বর্বর ।
হস্তী প্রায় আসি শিবা[৩১] গতি বহে ধাইয়া
বীরের কলঙ্ক[৩২] থুইলে এথাএ আসিয়া ।
জীরাবন্দ গালি শুনি ফিরিয়া না চাএ
পুনি পুনি ছাট হানি সৈন্ধব ধাবাএ ।
রুমি বীর পাছে পাছে অশ্ব ধাবাইল
অর্ধ পন্থ না লঙ্ঘিতে নিকটে আইল ।
বেগে ছেল হানিল আসিয়া পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি
বর্ম ভেদি বুকে নিঃসরিল চারি মুষ্ঠি ।
বেগবন্ত অশ্বে চড়ি সৈন্যে প্রবেশিল
যুদ্ধ জিনি রণক্ষেত্র তেজিয়া আসিল ।
আত্মপর সবে আসি দেখিল নিকটে
কুবজ হইছে পৃষ্ঠে প্রাণ নাহি ঘটে ।
ত্রাসিত হইয়া রুচি পরতাছিগণ
যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিয়া রহে সর্বজন ।
তাহা দেখি কিন্তাল কুটুম্ব একজন
গিরিখণ্ড সম অঙ্গ বিকৃত বদন[৩৩] ।
গোপাল তাহার নাম বলবন্ত অতি
বেগবন্ত অশ্বে চড়ি আইল শীঘ্রগতি
মিশামিশি মহাযুদ্ধ হৈল দুই জন
চতুর বলিষ্ঠ দোহ উড়নে মরণ ।[৩৪]
পশ্চাতে পাইয়া দাও জীরাবন্দ বীর
খড়্গ হানি কাটিলেক গোপালের শির ।
রুচি বীরগণ যথ দর্প করি আইসে
শিশির শুকায় যেন অরুণ দরশে ।
এহি মতে পড়িল সত্তর মহাবীর
জীরাবন্দ আগে কেহ রণে নহে স্থির ।

মহাত্রাস পাই·কেহ রণে না নিঃসরে
তাহা দেখি রুষিল কিস্তাল মহাবীরে[৩৫]।
কবচ বেষ্টিত অঙ্গ সারপত্র টোপ
পক্ষীগ্রীত উখারএ মহা অধিরূপ।
কক্ষে দোলে দিব্য খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ ধার
বায়ুগতি আইলা নানা অস্ত্র অঙ্গে আর।
জীরাবন্দ কিস্তাল বাঝিল মহারণ
পরস্পর দুই বীর উড়ন মারণ[৩৬]।
কেহ আসি হানে কেহ হানিবারে যায়
অন্য অন্য দুই বীরে তুরঙ্গ পাকাএ।
কেহ মারে কেহ সারে নিজ শিক্ষা গুণে
দুই বীরে যুদ্ধ করে চাহে সর্বজনে।
দোহাএ বাঝিল যুদ্ধ মধ্যাহ্ন সময়
সন্ধ্যা ঘনাইল নাহি জয় পরাজয়।
সমস্ত দিবস যুঝি শ্রান্ত রুমী বীর
অবশেষে কিস্তালে কাটিল তার শির।
হরষিত রুচিপতি ফিরি গেল স্থানে
শাহা সিকান্দর শুনি শোক পাইল মনে।
শাস্ত্র অনুরূপে তারে ধর্ম কর্ম কৈল
সর্ব নিশি দুই সৈন্য সচকিত রৈল।

গ· তৃতীয় দিন

প্রাতঃকালে দুই সৈন্য নিঃসরিল পুনি
প্রতিদিকে উথলিল অস্ত্রের আগুনি।
রুমীরে মারিয়া যদি রণে পাইল জয়
রুমী হোন্তে নিঃসরিল ফারাঞ্চ দুর্জয়।
ফারাঞ্চরে মারি যদি রণে কৈল পাত
'ইস্‌ু' নামে রুচি এক আইল সাক্ষাত।

রুষিয়া মারিল তাক নয়ান মুটকে
আর বহু যুদ্ধে সংহারিল একে একে।
লাকন গিরিরাজ জরম নামে বীর
রুচি দিগ হোন্তে আইল প্রগাঢ় শরীর।
বহু যুদ্ধে সে রুমীরে রণে সংহারিল
মারিল বহুল রুমী যেই নিঃসরিল।
রহিলেক রুমী সব হৈয়া স্তম্ভিত
দোয়ালি নৃপতি শুনি ক্রোধে প্রজ্বলিত।
যুদ্ধ আভরণ পরি দিব্য অশ্বে চড়ি
বায়ুগতি নিঃসরিল হাতে অস্ত্র ধরি।
ছাট হানি মহাবেগে ধাবাইল হয়
ছত্রশালা হোন্তে যেন শিশু নিঃসরএ।
দোয়ালির আড়ম্ব জরম দেখি রণে
না ফিরি রহিল লাজে নিয়মিত রণে।
মিশামিশি দুই যুদ্ধ বাঝিল বিশেষ
দোয়ালি হানিল খড়্গ তার মধ্যদেশ।
দুই খণ্ড হৈল পৈল অশ্ব দুই ভিত
জরম নিধনে রুচিকুল প্রকম্পিত।
মত্তহস্তী প্রায় ছিল তার ছোট ভাই
ভ্রাতৃ বৈরী উদ্ধারিতে রণে আইল ধাই।
আসিতে হানিল খড়্গ দোয়ালি ইঙ্গিতে
নয়ান মুটকে গেল ভ্রাতৃর সহিতে।
মনে গর্ব ধরি যথ মহাবীর আইল
দোয়ালির রণে সব যমালয় গেল।
আর কেহ না আসএ দোয়ালির পাশ
ত্রস্ত হৈল রুচিকুল পাই মহাত্রাস।
রুচি এক বীর ছিল 'জওদর' নাম
মহাকায়া মহাবল চতুর সংগ্রাম।

প্রতিষ্ঠা পাইল বহু রণে পাই জএ
রুচিকুল মধ্যে সেই মহাবীর হএ।
দোয়ালির সাক্ষাতে আইলা দর্প করি
দুই বীর যুদ্ধ হৈল অস্ত্র খরাখরি।
বহু সৈন্য মারিয়া দোয়ালি মহাবীর
অবশেষে হৈছে অল্প শীতল শরীর।
মহাবেগে কৃপাণ ধরিল জওদরে
টোপ কাটি প্রবেশিল দোয়ালির শিরে।
দোয়ালি পাইল ব্যথা পড়ে রক্ত ধার
তথাপিহ খড়্গ উদ্ধামিল কাটিবার।
দর্প দেখি জওদর ধাই গেল দূরে
দোয়ালি ফিরিয়া আইল এই অবসরে।
অশ্ব হোন্তে নামিয়া বান্ধিল নিজ শির
মনে দুঃখ পাইল সিকান্দর মহাবীর।
হাকিমক আজ্ঞা দিল মহৌষধ দিতে
তিন দিনে দোয়ালির ঘাও ভাল হৈতে।
অস্ত চলি গেল সুর প্রবেশিল নিশি
সচকিতে রহিলা শিবিরে সবে আসি।

ঘ চতুর্থ দিন

প্রভাত হৈল যদি অরুণ উদিত
দুই দল সাজি আইল সংগ্রাম ভূমিত।
বহুল বর্ষিল তীর গোলাগুলি ঘাত
বহু সৈন্য ক্ষত হৈল বহু সৈন্য পাত।
রুমী দিক হোন্তে অস্ত্র ছুটে দশগুণ
ঘোর যুদ্ধে রুচি বল নিত্য হয় উন।
পুনি রণক্ষেত্রে আসি সেই জওদরে
প্রতিযুদ্ধ হতে হাস্কারএ বারে বারে।

তাহা শুনি নিঃসরিল পুনি হিন্দি বীর
যুদ্ধ করি কাটিলেক জওদর শির।
রণক্ষেত্রে ভ্রমে হিন্দি হাঁকে বারে বার
যে প্রতিযুদ্ধেত আইসে করিব সংহার।[৫৮]
মহাকায় এক বীর নামেত ততুস
তাহান সমান কোন বীর নাহি রুচ।
বলে হস্তী পাছারএ সব অস্ত্রে ধীর
বহু যুদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইছে বীর।
হিন্দির বিক্রমে কেহ না নিঃসরে রণে
ততুসরে কিস্তালে পাঠাইছে তেকারণে।
বোলে এ হিন্দি বীরে আসি বারে বার
মহামহা বীর সব করিল সংহার।
সব সৈন্য সঙ্গে দেখি হিন্দির বিরোধ
তুহ্মি বিনে নাহি কেহ তার প্রতিরোধ।
এহা সম কেহ নাহি রুমীকুল মেলে
বড়হি প্রতিষ্ঠা এহি বীর হাঁকারিলে[৩]।
এথ শুনি বীর বেগে[°] ধাইল ততুস
ধন্ধ হই চাহে সব রুমী আর রুচ।
আসিয়া হানিল খড়্গ হিন্দির উপরে
উড়নে উঠিয়া হিন্দি ব্যর্থ কৈল তারে।
হিন্দিএ হানিল তারে যেই বজ্রাঘাত
সর্ব লোক ভাবএ ততুস হৈল পাত।
শিক্ষা বলে ততুসেহ রাখিলা আপনা
অস্ত্র ঘরিষণে খসি পড়ে অগ্নি কণা।
হানন্ত উড়ান্ত দোহ মহাসত্ত বীর
বহু যুদ্ধ করি হিন্দি শিথিল শরীর।
অবশেষে ততুস হানিল খড়্গাঘাত
মণ্ড কাটি হিন্দির করিল ভূমিপাত।

রক্ত বর্ণ করি অঙ্গ হিন্দির রুধিরে
তাজ খসাইয়া দিল আপনার শিরে।
ডাকি বোলে মোর নাম জানহ ততুস
দেশের রুস্তম মোরে বোলে সব রুচ।
মোর সঙ্গে যুদ্ধ পরশিবে যেই জন
যুদ্ধ বেশ ছাড়ি বোল পরুক কাফন।
রণ ক্ষেত্র হোন্তে মুঞি না যাওঁ ফিরিয়া
বিনু শত সংখ্য মহা বীরেন্দ্র মারিয়া।
হিন্দির মরণে শাহা শোক পাই মনে
ভাবিল তাহারে গিয়া মারিতে আপনে।
আগে পাছে হেরে শাহা দক্ষিণে কি বামে
ত্রাস যুক্ত হই কেহ না যাএ সংগ্রামে।
হেনকালে রুমী দিগ হোন্তে এক বীর
সার পত্র বর্মে ঢাকি সমস্ত শরীর।
কেবল প্রকাশ শ্বাস যুগল লোচন
বেগ গতি দিব্য অশ্ব হই আরোহণ।
সিংহের আড়ম্ব দর্পে আইসে মহাবলী
চমকএ খড়্গ যেন চমকে বিজলি।
তাহান আড়ম্বে শত্রু বীর্য হৈল ধীর
চক্ষের নিমিষে আসি কাটিলেক শির।
ততুস পড়িল রুচি চিন্তিত হইয়া
তাথ 'ধিক আর বীর দিল পাঠাইয়া।
ব্যাঘ্রের আড়ম্বে রুচি আসিতে সাক্ষাত
মুণ্ড কাটি রুচিরে করিল ভূমিপাত।
পুনি পুনি যথ বীর আইল নিকটে
আসি না লজ্ঘিতে রুমী শীঘ্রে তারে কাটে।
অনায়াসে মারিল চল্লিশ মহা বীর
আর কেহ নাহি আইসে বলে হৈয়া ধীর[১৪]।

দেখিলেক যদি কেহ সংগ্রামে না আইসে
অশ্ব ধাবাইয়া বেগে সৈন্য মাঝে পশে।
শত সংখ্য বীর মধ্যে যথ লাগ পাএ
সহস্র সহস্র আর প্রাণ লই ধাএ।
রণ ভূমে আসে তিল শ্রম শান্ত করে
পুনি অশ্ব ধাবাইয়া শতে শতে মারে।
এহি মতে উলটি পলটি কথ বার
সহস্রে সহস্রে রুচি করিল সংহার।
অবশেষে যেই দিকে অশ্ব পালটাএ
'হয়' মুখ দর্শনে সকল বীর ধাএ।
সৈন্যের মাঝারে যেন প্রবেশিল কাল
দেখি মহা চিন্তা পাইল নৃপতি কিন্তাল।
এথ যুদ্ধে অঙ্গ তার ক্ষত না হৈল
সন্ধ্যা ভ্রষ্ট অন্ধকারে নিজ স্থানে গেল।
শাহা আজ্ঞে রুমী সৈন্য হরিষ অপার
কোন্ বীরে যুঝিল নারিল চিনিবার।
কাহার দিকের এহি মহাসত্ত বীর
একসর যুঝি কৈল বাহিনী অস্থির।
ধন্য বীর বাপ-মা আর ধন্য গুরু-শিক্ষা
অগণিত মারিল আপনা করি রক্ষা।
কি লাগি না আইলা বীর মোর বিদ্যমানে
অসংখ্য ধন-হয়-হস্তী দিও তানে।
জয় বাদ্য বাহি রুমী শিবিরে সমাইল
চিন্তাএ কিন্তাল রুচি নিদ্রা না আইল।

ঙ. পঞ্চম দিন

প্রভাত সময় যদি উদিল দিনেশ
এক বীর আলানি আছিল অবশেষ।

কিস্তালেহ তাহারে বহুল আশ্বাসিয়া
বীর দর্প দেখাও সংগ্রামে প্রবেশিয়া।
এক বীর আসিয়া শমন[১২] অবতার
সর্ব বীর মারিয়া করিল ছারখার।
গুপ্ত অঙ্গ সেই বীর চিনন না যাএ
মৃগেন্দ্রের গন্ধে যেন হস্তীকুল ধাএ।
রুমীকুল হাসি রুচি না পাতে বিরোধ
তুহ্মি বিনু কেহ নাই তার প্রতিরোধ।
শুনিয়া আলানি বীর রণে প্রবেশিল
সত্তর মনের গুর্জ হস্তে করি লৈল।
সেই গুর্জঘাতে ধরাধর ধূলি হএ
গিরিখণ্ড সম তনু দেখি লাগে ভএ।
রণ ক্ষেত্রে আসিয়া হাঙ্কারে বারে বার
যথ বীর আইসে শীঘ্রে করএ সংহার।
তাহা দেখি সেই বীর গুপ্ত কলেবরে
ধীর গতি নিঃসরিল হাতে ধনুশর।
দেখিয়া আলানি বীর বুলিল ডাকিয়া
এথক্ষণ ভ্রমি আহ্মি তোহ্মারে চাহিয়া।
সর্ব বীর তোহ্মারে দেখিয়া পাএ ভয়
শীঘ্র আস কাটিয়া পাঠাব যমালয়।
শুনি রুমী বীর কিছু না দিল উত্তর
আকর্ণ পূরিয়া হানিলেক দিব্যশর।
চর্ম বর্ম ভেদি শর পৃষ্ঠে নিঃসরিল
ইন্দ্র বজ্রঘাতে যেন পর্বত পড়িল।
মারিয়া আলানি বীর কৈল শরবৃষ্টি
প্রলয়ের কালে যেন সংহারএ সৃষ্টি।
পঞ্চ সপ্ত জন ভেদি যাএ এক বাণ
ত্রাসে ভঙ্গ দিল সৈন্য না হএ ঘন্যান।

তাথ 'ধিক বীর্য লক্ষ্যে রুচি এক বীর
গিরি সম মুণ্ড শির প্রচণ্ড শরীর।
অশ্ব অঙ্গ নিজ অঙ্গ বর্মে আচ্ছাদিয়া
মহাবেগে নিঃসরিল নানা অস্ত্র লৈয়া।
মহা সাহসিক বীর মহা বলবান
কিন্তু [৫৩] না জানএ 'ধিক যুদ্ধের সন্ধান।
রুমী বীর তার গতি দেখিয়া চিনিল
শীঘ্রে আসি খড়্গ হানি মস্তক কাটিল।
বাছি বাছি কিন্তালে পাঠাএ যথ জন
সন্ধ্যাবধি কৈল সব বীরের নিধন।
সর্বনিশি কিন্তাল আছিল শোকমন
এক বীরে কৈল সব রুচিরে নিধন।
আর কোন বীর নাই যুদ্ধে দিতে হানা
অবশেষে বিরচিল কপট মন্ত্রণা।
প্রাতঃকালে নানা বাগু বাহিয়া তুমুল
এক দেও আগে করি পিছে রুচিকুল।
মহাদর্পে নিঃসরিল রণক্ষেত্র মাঝ
পরিল[৫৪] চর্ম দেও বীর অঙ্গ সাজ।
গণ্ডা প্রায় শৃঙ্গ এক ভাল উধ্ব'[৫৫] স্থান
অগ্র তার কঙ্কর কুচি বরশী প্রমাণ।[৪৬]
অশ্ব বর্ম অস্ত্রহীন আসে পদ গতি
লোহার শিকল পদে দীর্ঘ পুষ্ট অতি।
মৎস্যের আমিষ প্রায় গঠন শরীর
কোন অস্ত্র না প্রবেশে আগু গুলী তীর।
বিকৃত দীর্ঘল দন্ত মুখ তাম্র কুণ্ড
পর্বত শিখর প্রায় অতি স্থূল মুণ্ড।
ঝলঝল শিকল আইসএ লম্ফে লম্ফে
কূপ সম ধ্বসে মহী ত্রাসে লোক কম্পে।

মহাদর্পে রুমীকুল নানা অস্ত্র মারে
কোন অস্ত্র না প্রবেশে তাহার শরীরে।
কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার ছিণ্ডে হস্ত পাএ
ইঙ্গিতে মারএ হস্তী হানি শৃঙ্গ ঘাও।
আর মত্ত হস্তী আনি যদি রণে ভিণ্ডে[৪৭]
ভুষণ্ড ধরিয়া তার সূত্র প্রায় ছিণ্ডে।
বহু মহা যোধ পৈল বহু মত্ত করী
ত্রাসিতে রহিল রুমী যুদ্ধে না নিঃসরি।
তাহা দেখি গোপত শরীর মহাবীর
বীর্য গতি নিঃসরিল নির্ভয় শরীর।
সিকান্দর দেখিয়া চিন্তিত হৈল মনে
মনুষ্য রাক্ষস সঙ্গে যুঝিব কেমনে।
বারে বারে একেলা জিনিল সর্ব সেনা
মোর মেলে তার সম নাহি এক জনা।
হেন বীর দেও হস্তে পাইব[৪৮] নিধনে
রাখহ দয়াল প্রভু তোহ্মার শরণে।
এথা যুদ্ধে গুপ্ত বীর করিয়া সন্ধান
আকর্ণ পূরিয়া হানিলেক তীক্ষ্ণ[৪৯] বাণ।
অঙ্গে লাগি টলকি পড়িল উফাড়িয়া
আর বাণ হানিলেক আকর্ণ পূরিয়া।
বজ্রসম অঙ্গে অস্ত্র প্রবেশ না করে
যথ অস্ত্র হানএ উফাড়ি পড়ে দূরে।
চিন্তাযুক্ত হই বীর ঘনাইতে ততকাল
ফিরি ফিরি হানে ছেল লোহার ইটাল।
চূর্ণীকৃত হএ সব অঙ্গেত লাগিয়া
ভঙ্গ নাহি, যুঝে পুনি ফিরিয়া ফিরিয়া
দেও মধ্যে থুইয়া অশ্ব ভ্রমাই কুণ্ডলী
অলক্ষিতে আসি অস্ত্র হানে মহাবলী।

অঙ্গে লাগি সব অস্ত্র ভাঙ্গি ভাঙ্গি গেল
সমস্ত দিবস যুদ্ধে অশ্ব শ্রান্ত হৈল ।[১০]
এক লম্ফে দেও বীর আসিয়া তুরিত
মুটুকি মারিয়া অশ্ব পাড়িল ভূমিত ।
ছিণ্ডিতে বীরের মুণ্ড ধরিলেক যবে
মুখ পট দূর করি নিরক্ষিল তবে ।
ঘন হোন্তে যেন পূর্ণ চন্দ্র নিঃসরিল
পরম সুন্দরী হেরি মায়া উপজিল ।
বিধাতা না মারে যারে মারিবেক কোনে
মুখ ঢাকি[৫১] আনিয়া রাখিল[১২] কচিগণে ।
ইঙ্গিতে বুলিল বীর রাখ এহি মতে
মুঞি নিয়া দিবোঁ তারে নৃপতি সাক্ষাতে ।
যদি কেহ দুঃখ দেও পরশ শরীর
ছিণ্ডিয়া ফেলিব জান রক্ষীগণ শির ।
রজনী প্রবেশে সব নিজ স্থানে গেল
শাহা সিকান্দর মনে চিন্তা উপজিল ।
বলিনাসে ডাকি আনি আপনা সাক্ষাতে
কহিল এ বীর নহে মনুষ্যের জাত ।
কোন অস্ত্র না প্রবেশে তাহে বলবন্ত
ভাবি বল কি বুদ্ধি হইব তার অন্ত ।
এই বীর পরাজিলে যুদ্ধ অবশেষ
বিচারিয়া বোলহ এহার উপদেশ ।
সর্বদেশ বশ কৈল নানা মতে যুঝি
এবে মোর লক্ষ্মী[৫৩] পলটিল হেন বুঝি ।
ভূমি চুম্বি বলিনাস দিল পদুত্তর
চিন্তা না করিও আছে দয়াল ঈশ্বর ।
আগে তার অন্ত লয় শুনহ [৫৭] ভাল মতে
উপদেশ কথা আহ্মি কহিব পশ্চাতে ।

শুনি শাহা এক রুচি সাক্ষাতে আনিল
দেও অন্ত লয় তার স্থানে জিজ্ঞাসিল।
ভূমি চুম্বি কহিল শুনহ রাজেশ্বর
অন্ধকার ভূমি পাশে এক গিরিবর।
এহি দেও মূর্তি সব জন্মএ তথাতে
গণ্ডারের প্রায় এক শৃঙ্গ সব মাথে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী দেখি না করন্ত ভয়
এক লোক পরাজিতে পারে সৈন্য চয়।
অনুরূপ মেষ দুম্বা পোষে ঘরে ঘরে
তাহার পালকের লক্ষ্যে নিজ কর্ম করে।
ছম্বর[৫৫] মারিয়া চর্ম বেচন্ত আনিয়া
পুস্তিন পরিতে লোকে লৈ যাএ কিনিয়া।
সেই স্থানে বিনে কথা নাহিক ছম্বর
বহুমূল্য দ্রব্য দেখি বেচে নিয়া দূর।
যেদিন মাদক বস্তু কিবা 'ধিক খাএ
বৃক্ষ ডালে শৃঙ্গ আরোপি ঘোর নিদ্রা যাএ।
লটকি রহএ বৃক্ষ যেন অজগর
রুচিগণে দেখি বহু হৈয়া একত্তর।
লোহার শিকল দড়ি বহুল আনিয়া
ধীরে ধীরে করপদে বান্ধএ টানিয়া।
অতি গাঢ় বান্ধে যেন জড়িয়া স্থানে স্থান
বৃক্ষ হোন্তে নামাএ সকলে দিয়া টান।
যেই দেও বন্ধন ছিণ্ডএ অতি বলে
মারিয়া পঞ্চাশ শত পেলে ভূমিতলে।
যেই বলে বন্ধন ছিণ্ডিতে না পারএ
বহু রুচি টানি তারে দেশেত আনএ।
এহি জন্তু লৈয়া প্রতি দেশেত ফিরন্ত
আপনার আহার এহি মতে উপার্জন্ত।

এহি এক সুচরিত সে সবের মনে
ভক্ষ্য দাতা যেই বলে করে প্রাণপণে।
এহি জন্তু বলে মাত্র রুচির সমর
নহে কোন্ শক্তি হৈতে শাহার গোচর।
শুনি শাহা যুক্তি ভাবে চিন্তাযুক্ত মনে
বলিনাসে প্রণামি কহিল ততক্ষণে।
থাকিলে মানস বস্তু মহা শিলান্তরে
বুদ্ধি-খড়্গে তাহারে আনিতে পারে করে।
বিধির কৃপাএ শাহা ভাগ্য অতুলিত
বিশেষ বিক্রম বলে জগত পূজিত।
এক উপদেশ কহোঁ মনে ভাবি দড়।
তোহ্মা এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হোন্তে বড়।
কার্য সিদ্ধি হএ আপে করিলে গমন
তোহ্মার রাশিতে নিশ্চএ লিখিছে এমন।
ভাগ্যবান তোহ্মার সাহসে নাই সম
কৃপা করি বিধি দিছে অতুল বিক্রম।
আর কার হোন্তে নাই এহি কার্য সিদ্ধি
শাহার সাহসে নিশ্চএ জয় দিব বিধি।
রজনী প্রভাতে কালি আছে শুভক্ষণ
চীনের খোতনী অশ্বে হই আরোহণ।
কোন অস্ত্র তার অঙ্গে না ফুটএ জানি
মহাফাঁস গলে দিয়া এথা আন টানি।
আর কার হোন্তে নাহি কার্য এথ দূর
ভাগ্য বলে 'ধিক শাহা সংগ্রামে চতুর।
শাহা বোলে মোর মনে ছিল এহি উক্তি
ধন্য ধন্য সাধু পাত্র দিলা ভাল যুক্তি।
যদি আহ্মি পারি তাকে বান্ধিয়া আনিব
যদি নহে খোতনীর লাগ কে পাইব।

লাজ হেতু না ফিরিল গুপ্ত-অঙ্গ বীর
মহাবীর প্রাণ রক্ষা সঙ্কট শরীর।

চ· ষষ্ঠদিবস

প্রভাত সময় নিঃসরিল দুই দল
আগে করি দিল রুচি দেও মহা বল।
শাহা সিকান্দর মনে ভাবি কর্‌তার
সিংহদর্পে খোতনীত চড়ি আপনার।[৩৬]
নানা অস্ত্র লৈলা যত্তনে[৩৭] নিয়মিত
হস্তে মহাফাঁস যেন বজ্রের চরিত।
বিজুলি ছটকে অশ্ব চৌদিকে পাকাএ
কুম্ভকার চক্র যেন লখন না যাএ।
অশ্ব পদ বেগে হৈল ধূলা অন্ধকার
যেই দিকে দেও ফিরে ফিরে অশ্বার।
শাহা ভাগ্যে ধূলি তার ঢাকিল নয়ান
গলে মহাফাঁস দিয়া মারিলেক টান।
শ্বাসবন্ধ হই ভূমি পড়িল শরীর
অশ্ব ধাবাইল যেন প্রচণ্ড সমীর।
মহাবাঘ সম তারে টানি লই যাএ
রুচিকুল ধাই আসে বোলে হাএ হাএ।
পায়ের শিকল ধরি টানিয়া রাখিতে
বেগে অশ্ব ধাবাইয়া আইসে শতে শতে।
কি তারে ধরিব ধূলি[৩৮] না পাইল লাগ
মহা মৃগ টানি নেয় যেন মত্ত বাঘ।
মহাশব্দে জয় রোল করি সব রুমী
শীঘ্রে আসি আগুছিল[৩৯] শাহা পৃষ্ঠ ভূমি।
দেও লৈয়া আইল শাহা আপনার সৈন্য
বীরেন্দ্র মণ্ডলে দেখি বলে ধন্য ধন্য।

ঘোর শব্দে জয় বাগু বাহে শাহা বলে
চিন্তিত বিস্মিত হই চাহে কচি কুলে।
লোহময় শিকলে বান্ধিয়া হাতে পাএ
গল ফাঁস খসাইয়া রাখিল তথাএ।
নৃত্য গীত বাগু যুবা শাহার আনন্দ
ধন্ধ ব্যাসে কচিকুল হেরি বীর্য বন্দ।
নিশাকালে হরিষে বসিয়া জোলকর্ণ
গতবাক্য কহন্ত শুনন্ত নানা বর্ণ।
গুপ্ত অঙ্গ বীরে স্মরিয়া বারে বার
অনুশোচে যদি রাখি থাকে করতার।
উদ্ধারি আনিয়া তারে বহু মান্য দিব
নহে পুনি চিরকাল স্মরিয়া থাকিব।
তবে শাহা আজ্ঞা কৈল হরষিত হৈয়া
বান্ধিয়া দেওরে সভাতে আইস লৈয়া।
প্রণাম কবিল আসি ভূমে দিয়া শির
গলা-ব্যথা ঘরিষণে কাতর শরীর।
আসিয়া বসিল কাছে না বোলে বচন
পূর্ণধারা বহে মাত্র যুগল লোচন।
সিকান্দরে দেখিয়া মাযাতে হই মগ্ন
মুক্ত করি সুরা দিল মহৌষধি লগ্ন।
সুরাপানে অঙ্গ [অগ্নি ?] শান্ত হইল তাহার
পুনি পুনি আনি দিল দিব্য উপহার।
স্বপ্নেহ নাহি দেখে নাহি শুনে কর্ণে
হেন উপহার ফল খাইল বর্ণে বর্ণে।
প্রতি উপহার খাই প্রণাম করএ
ক্ষেণে ক্ষেণে যন্ত্র তালে উঠিয়া নাচএ।
তার রঙ্গে সভাখণ্ড হৈল আনন্দিত
শেষে পাট হেটে স্তুতি রহিল ভূমিত।

তিল ব্যাজে ছন্নমূর্তি হই উঠি ধাইল
কথা গেল কেহ তার উদ্দেশ না পাইল।
তাহার চরিত্র দেখি ধন্ধ হৈয়া মনে
জিজ্ঞাসিল সভাসদে গেল কি কারণে।
কেহ বোলে বনবাসী হইল মোকল
মহামত্ত হই গেল আপনার স্থল।
কেহ বোলে শাহা স্থানে না কৈলা মেলানি
লষ্টি লগুড় হেতু গেল[১০] হেন অনুমানি।
যার যেই মনোগত[১১] সকলে কহিল
পদুত্তর না দিই শাহা মৌন রহিল।
ভাবিয়া চাহিল শাহা তত্ত্বে দিয়া মতি
ভাল মন্দ না বুঝি কি হএ যুদ্ধগতি।
কথক্ষণে আইল সেই দেও মূর্তি বীর
কান্ধে করি দিব্য এক সুন্দর শরীর।
শাহার সাক্ষাতে আসি ভূমি চুম্বি দিল
প্রণামিযা বাউগতি নিজ স্থানে গেল।
বিস্মিত হইল দেখি সে অপূর্ব কর্ম
দরশন মাত্র বুঝে বিজ্ঞ কার্য মর্ম।
নৃপকুল পাত্রকুল মেলানি করিয়া
কহিলেক যুদ্ধ বেশ ফেলিতে খসিয়া।
রণ আভরণ অঙ্গ হন্তে খসাইল
প্রণামি ইঙ্গিতে আসি নিকটে দাণ্ডাইল।
বদন দেখিয়া শাহা পড়ি গেল ধন্ধ
অভ্র হোন্তে নিঃসরিল যেন পূর্ণ চন্দ।
আপাদ লম্বিত কেশ কিবা ঘনমালা
সরুয়া সীমন্ত তাহে সুধীর চপলা।
ললাটে পটিকা চারু বালচন্দ্র জিনি
কর্ণ হেরি লাজে স্বর্গে উঠিল গৃধিনী।

কামের কোদণ্ড ভুরু কোমল নয়ান
মুনি মন বিমোহিত কটাক্ষ সন্ধান।
শুক চঞ্চু নাসিকা অধর বিম্বজিৎ
দন্ত মুক্তা পাঁতি হাস্যে চমকে তড়িৎ।
মৃদু মধু বাক্য সুধা পূর্ণ কর্ণ মূল
গ্রীম নীল কণ্ঠ কম্বু নহে সমতুল।
কনক শ্রীফল কুচ অতি মনোরম
সুবলিত যেন মৃণাল নহে সম।
ইন্দ্র বজ্র ক্ষীণ কটি সুচারু নিতম্ব
অপরূপ সিংহ আরোহণ করী কুম্ভ।
উরু রামরম্ভা কর চরণ কমল
কনক চম্পক অঙ্গুল সহজে নির্মল।
কর পদ নখে বর্ণে চন্দ্র পাঁতি পাঁতি
অতুল লাবণ্য লীলা গজরাজ গতি।
অতুলিত রূপ হেরি জন্মিল পুলক
ঈশ্বরতা তেজি হৈলা ভাবক সেবক।
ঈশ্বর ঈশ্বরী প্রেম ভাবে যেই দাসী
তার রূপ গুণ কথা কহিল প্রকাশি।
তবে শাহা জিজ্ঞাসিল তুহ্মি কোন্ জনা
পরিচয় দেও আগে চিনাও আপনা।
ভূমে শির দিয়া বালা কহিল প্রকাশি
খাকান শাহাএ দিল মুঞি সেই দাসী।
কহিল খাকানে এহি দাসী গুণালয়
বীর দর্পে শাহা মনে না হৈল প্রত্যয়।
দাসীগণ মিলে মুঞি রহিলুঁ নির্জনে
না হৈল স্মরণ তিল রাজেশ্বর মনে।
শাহার দরশ বিনে অতি মন দুঃখে
দর্শাইলুঁ বীরদর্প শাহার সমুখে।

মনে ভাব অতি ভাল যদি মরি যাম
কিবা বীরকুল আগে যশ লাভ পাম।
প্রথম দিবসে নিজ গুণ দর্শাইলুঁ
শাহা ভাগ্য হোন্তে মুঞি যুদ্ধে জয় পাইলুঁ।
দুয়জ দিবসে সংহারিলুঁ বহু বীর
দাসী আগে এক রুচি না হৈল স্থির।
তৃতীয় দিবসে যুদ্ধ দেও মূর্তি সঙ্গে
কোন অস্ত্র প্রবেশ না করে তার অঙ্গে।
তথাপিহ সমস্ত দিবস যুদ্ধ কৈলুঁ
দৈব নিযোজন তার হস্তগত হৈলুঁ।
আউশেষ ছিল দেখি না মারিল মোরে
যত্নে সপিঁ রাখিল রুচির কারা ঘরে।
যদি শাহা ভাগ্য বলে দেও হৈল বন্ধ
মহাত্রস্ত হৈল রুচি চিন্তাকুল ধন্ধ।
আজু নিশি এক যাম বহি গেল যবে
রুচি মেলে বহুল সন্ধান হৈল তবে।
মহা ভঙ্গ দিল কেহ না চাহে ফিরিয়া
যথ রক্ষীগণ আছে আম্মারে বেড়িয়া।
এক মুণ্ড ছিণ্ডিয়া সৈন্যরে মেলি মারে
প্রাণ লই রক্ষীগণ ধাএ চারি ধারে।
তবে মোরে কান্ধে করি শীঘ্রে লই আইল
ঈশ্বর চরণে তবে আনিয়া রাখিল।
রসবতী বাক্যে হৈয়া হরষিত মন
কোলে তুলি প্রিয়া বুলি চুম্বিল বদন।
গাঢ় আলিঙ্গিয়া বোলে পরিহর রোষ
অজানিত অপরাধ ক্ষেম মোর দোষ।
এখনে জানিলুঁ তুম্মি রসময় সিন্ধু
প্রতি কর্মে স্রবে সুধারস বিন্দু বিন্দু।

রণক্ষেত্রে দেখিলুঁ বীরেন্দ্র শিরোমণি
রূপের তুলনা নাহি ত্রিলোক মোহিনী।
মৃদু হাস্য বাক্য স্রবে অমৃতের ধার
প্রেমরসে হৈলুঁ মুঞি সেবক তোহ্মার।
যবে মাত্র নাহি শুনি যন্ত্র আলাপন
প্রকাশিয়া কর অধিক বশ মন।
মহাপদ চুম্বি বালা মানিয়া বসিল
কিনুর[৬২] লইয়া হস্তে বাজাইতে লাগিল।
কাষ্ঠ শিলা দ্রবে শুষ্ক তরু পল্লবএ
সুধা স্রবে মৃত অঙ্গে জীব সঞ্চরএ।
নানা দেশী নানা ভাষী সুপবিত্র গীত
শুনিতে শুনিতে শাহা হৈল মোহিত।[৬৩]
হস্তে ধরি পুনি শাহা বসাইল কোলে
নানা ভাতি ক্রিয়া কৈল আনন্দ হিল্লোলে।
যথইতি বাচ্য কেলি[৬৩] সব নির্বহিল
মনে ভাবি অভেদিত মুক্তা না ভেদিল।
প্রেমে মজি এক হৈল পরাণে[৬৪] পরাণে
রতি যুদ্ধ যুক্ত নহে শুদ্ধ সঙ্গ বিনে।
মজলিস নবরাজ সর্ব গুণালয়
রসবিজ্ঞ গুণালয় সরস হৃদয়।
তাহান আরতি হীন আলাউলে ভাণ
দেশ পূর্ণ যশ কীর্তি সর্বত্র কল্যাণ।

ছ· । সপ্তম দিন ।

দীর্ঘছন্দ

নিশি হইল পরভাত শীঘ্রে উঠি নরনাথ
প্রভু সেবা ভক্তি আচারিল
যুদ্ধ বেশ পরি অঙ্গে বীরেন্দ্র মণ্ডল সঙ্গে
মত্ত গজ আরোহি নিঃসরিল।

আর দিক হোন্তে রুচি আস্থ যথ পরতাছি
রণ ক্ষেত্রে আইল যুদ্ধ সাজে
কর্ণাল দুমদুমি আস্থ ঘোর শব্দে নানা বাস্থ
ভয়ঙ্কর দোহ দিকে বাজে।
যেন উগ্র মহা বাএ সমুদ্র কল্লোল প্রাএ
স্বর্গে পরশিব মহা রোল
গোলাগুলী বাণ তীর বৃষ্টিধারা সম খর
বহু সৈন্য যমে দিল কোল।
অগ্নি অস্ত্রে রুচি বীর অব্যর্থ তুরুকী তীর
বিশেষ পড়এ[১] শত গুণে
পড়িল বহুল দল নিত্য হএ কোলাহল
কিন্তাল ভাবিয়া নিজ মনে।
সৈন্যরে বুলিল ডাকি কেনে মর দূরে থাকি
অগ্নি অস্ত্রে মহাবিজ্ঞ রুমী
আপনার বীর্য স্মরি তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে ধরি
মিশামিশি যুদ্ধ দেও তুহ্মি।
বিধি বশে যেই হএ কিবা মৃত্যু কিবা জএ
তুহ্মি সব মহাসত্ত বীর
সকল একত্র হৈয়া মহা দর্পে মার গিয়া
রুমী কুল কোমল শরীর।
এথ শুনি রুচিগণ মহা ক্রুদ্ধ হৈয়া মন
লক্ষে লক্ষে অশ্ব ধাবাইল
সিকান্দর মহাধীর রণক্ষেত্রে রহি স্থির
গোলা গুলী তীর বর্ষাইল।
মরিল বহুল সৈন্য যথ ছিল অগ্রগণ্য
পৃষ্ঠ গামী পাইল অতি ডর
তাহা দেখি রুচিপতি খড়্গ ধরি শীঘ্র গতি
মহা দর্পে ইচ্ছিল সমর।

দেখি সব রুচিগণ　　করি সবে প্রাণপণ
　　নৃপ সনে রণে প্রবেশিল
রুমী তুরুকী মহা বেগে　　অশ্ব ধাবাইয়া আগে
　　নানা অস্ত্রে যুদ্ধ আরম্ভিল।
কাহার ছেলের ঘাএ　　বুক ভেদি পৃষ্ঠে যাএ
　　কেহ খড়্গে কাটে কার শির
পরশু মুষল চএ　　নানা অস্ত্র বরিষএ[২]
　　রণক্ষেত্র পূর্ণিত রুধির।
নানা অস্ত্রে মহারণ　　বাঝিলেক বীরগণ
　　কার নাহি জয় পরাজয়
তবে শাহা সিকান্দর　　গজ তেজি শীঘ্রতর
　　আরোহী খোতনী দিব্য হয়।
রক্ষিতা মনেত স্মরি　　দুই হস্তে খড়্গ ধরি
　　কাটিল বহুল রুচিগণ
শাহার সাহস জানি　　রুচিকুল অনুমানি
　　প্রবেশিল করি প্রাণপণ।
নবরাজ মজলিস　　যশ পূর্ণ দশদিশ
　　আজ্ঞা পাই আলাউলে গাএ
মহা[৩] সিকান্দরনামা　　শুনি গুনি[৪] অনুপামা
　　শুনি গুণীগণ মনে ভাএ।

ভ৹ ।রুচ যুদ্ধে সিকান্দরের জয়।

জমকছন্দ/রাগ : ভাটিয়াল

কুরুক্ষেত্র সমযুদ্ধ হৈল ঘোরতর
কেহ কাকে না সহি হানন্ত নিরন্তর।
অপার সমুদ্র প্রায় সিকান্দর সেনা
এক পড়ে 'ধিক দর্পে আইসে দশ সেনা।

তথাপিহ রুচিকুল রণে না দে ভঙ্গ
রুমী সঙ্গে আরম্ভিল সংগ্রাম তরঙ্গ।
তাহা দেখি শাহা সিকান্দর ক্রোধ বড়
নিযোজিল অগ্র[১] যুদ্ধে মত্তহস্তী গড়।
একবারে আসি যেন শ্রাবণের ঘন
তীর গুলী আর বাণ করে বরিষণ।
মহাকায় মহাবল ক্রোধে অগ্নিসম
উগ্রগতি আইল যেন কালান্তক যম।
ভূষণ্ড ধরিয়া অশ্ব তুলি পেলে দূর
সেই ঘাএ আর দশ বিশ হএ চুর।
কারে দন্তে বিদারএ কারে[২] পদঘাতে
রহিতে না পারে অশ্ব হস্তীর সাক্ষাতে।
পৃষ্ঠে থাকি বীর সবে নানা অস্ত্র হানে
দেখি রুচিপতি অতি শঙ্কা পাইল মনে।
আপনার হস্তী আনি হস্তী মুখে দিল
হস্তী হস্তী মুখামুখি সংগ্রাম বাঝিল।
রুমের বহুল গজ বলবন্ত অতি
এক প্রতিযোধ হেতু আসে দশ হস্তী।
মহাত্রাসে ভঙ্গ দিল মহা হস্তীকুল
আপনার সৈন্য সব করিয়া নির্মূল।
হস্তীভঙ্গে রুচ সৈন্যে মহাভঙ্গ পৈল
নিজ গজ পদাঘাতে বহু সৈন্য মৈল।
যত্ন করি রাখিতে না পারে রুচপতি
পৃষ্ঠে দিয়া অশ্ব ধাবাইয়া শীঘ্র গতি।
মহাবেগে রুমী সৈন্য ধাইল পাছে পাছে
কাটিল বহুল সৈন্য যথ পাইল কাছে।
মহা বেগবন্ত অশ্বে রুচিপতি ধাএ
রুমীকুল যত্ন করি লাগ নাহি পাএ।

সিকান্দর নৃপতি বুঝিয়া কার্যরীত
ছাট হানি খোতনীরে ধাবাইল ত্বরিত ।
নয়ান মটকে তার নিকটে আসিয়া
কিন্তালকে বন্দী কৈল গলে ফাঁস দিয়া ।
শ্বাস বন্ধ হৈয়া উলটিল দুই আঁখি
দয়াল হইল শাহা কাতরতা দেখি ।
কিন্তালকে বন্ধনে রাখিয়া সিকান্দর
জয়বাদ্য বাহি আইল শিবির অন্তর ।
বহু রুচি পরতাছি সংগ্রামে পড়িল
লক্ষে লক্ষে বীরগণ বান্ধিয়া আনিল ।
রত্ন আদি ধন বস্ত্র নানা বস্তুজাত
লেখাজোখা নাহি যথ আনিল সাক্ষাত ।
শত্রুহীন হৈল জগে শাহা সিকান্দর
ঈশ্বর সজিদা স্তুতি করিলা বিস্তর ।
নৃপকুল পাত্রকুল হই এক ঠাঁই
নৃত্যগীত সুরা ভক্ষ্যে আনন্দে ভাসাই ।
বহুবিধি উৎসব করিয়া নানা ভাতি
সভা ভাঙ্গি অন্তপুরে গেল অর্ধরাতি ।
চীন দেশী কন্যারত্ন আনি নিজ পাশে
কেলি কলা সঙ্গমে পূরিল মন আশে ।
কলাবিজ্ঞা সুন্দরী প্রকাশি নানা রস
প্রেমভাবে মগ্ন শাহা চিত্ত হৈল বশ ।
শাহার নয়ন মাঝে প্রবেশিল বালি
চিত্তের অন্তরে যেন পরাণ পুতলি ।
সর্ব নিশি বঞ্চিল সুরতি কেলি রসে
স্নান-বেশ করি সভা রচিল প্রত্যুষে ।
রুচপতি কিন্তালে আনিয়া নিজ পাশ
প্রসাদে তুষিয়া কৈল বহুল আশ্বাস ।

অভয় প্রসাদ পাই রুচ নৃপবর
ভূমি চুম্বি কর মানি হইল কিঙ্কর।
বুলিলেক ধন্য শাহা জগ পূজ্যমান
মুঞি হেন শত্রু পাই রাখিলা পরাণ।
কিবা স্তুতি শাহার করিব পাপ মুখে
আপনার দোষে মোরে বেয়াপিল দুঃখে।
নওশবা দেশ ভাঙ্গি যথেক আনিল
বট না এড়াএ প্রায় বিচারিয়া দিল।
সব সখীগণে পূর্ব বেশ অলঙ্কার
নওশবা সঙ্গে আইল শাহার গোচর।
ভূমি চুম্বি দুঃখ কথা কৈল নিবেদন
আশ্বাসিয়া দিল শাহা বসিতে আসন।
আহ্মি দূরে ছিল দেখি হৈল এ সকল
যেন কর্ম কৈল দুষ্টে পাইল তেন ফল।
কাতরতা দেখি তার রাখিল পরাণ
তোহ্মার সাক্ষাতে এবে কুকুর সমান।
সেহি মতে দোয়ালির যথ নষ্ট হৈল
কিন্তাল নৃপতি হোন্তে সব লৈয়া দিল।
যেই মৈল তাকে না পাই মাত্র আর
দোহক কহিল শাহা ক্ষেমা করিবার।
তবে মহোৎসব করি বিবিধ বিধানে
নওশবাক বিভা দিলা দোয়ালির স্থানে।
রুচি দেশ মারি যথ ধন রত্ন পাইল
অনুরূপে দোয়ালিরে পরিপূর্ণ দিল।
যার যেই নিজ দেশে গেল হরষিতে
দিব্যস্থানে জোলকর্ণ রৈল আনন্দিতে।
সব নৃপ শিরোমণি যৌবন সমএ
যেই মনে আর্তি করে সেই সিদ্ধি হএ।

তাথ'ধিক সুখ আর কি আছে সংসারে
যেই মনে ইচ্ছা যদি পারে করিবারে।
মনসুখে রহিয়া পবিত্র দিব্যস্থানে
গোঞায়ন্ত নৃত্য গীত হেরি সুরা পানে।
তবে দেও মূর্তিগণ ডাকিয়া আনিল
সকল বন্ধন হোন্তে মুক্ত করি দিল।
ভূমি চুম্ব দিয়া যদি দাণ্ডাইল সাদরে
বহু ধন রত্ন দিল তাহা সবাকারে।
মস্তক নাড়িয়া তারা কিছু না লইল
শেষে এক ছাগ মুণ্ড সমুখে পেলিল।
সে সব আরতি বুঝি শাহা সিকান্দরে
লক্ষ লক্ষ ছাগ মেষ দিল সে সবেরে।
তুষ্ট হই ভূমি চুম্বি গেল নিজ স্থলে
নিশি দিশি বঞ্চে শাহা রস কুতুহলে।
নবরাজ মজলিস গুণী মহামাত্য[৩]
ভুবন ভরিয়া যার কীরিতি মহত্ত্ব।[৪]
হীন আলাউলে কহে পাই শুভ বিধি
এহি মত শত্রু নাশ হোক বাঞ্ছা সিদ্ধি।
আইস গুরু সুরা দেও নিবর্লীর বল
যার পানে দুঃখ ধন্ধ খণ্ডএ সকল।

ম. ॥ আব-ই-হায়াত ॥

দীর্ঘছন্দ/রাগ : পটমঞ্জরী

আর দিন প্রাতঃকালে দিব্য সভা রচি ভালে
নৃত্যগীত আনন্দ সুরাপানে
বসিয়াছে সিকান্দর পূর্ণ যে শশধর
বেষ্টিত উজ্জ্বল তারাগণে।

নানান দেশের কথা যে বস্তু জন্মএ যথা
মনোগত সকলে কহন্ত
কেহ খোরাসান হাম বদ কৈস্থর [?] চীন সাম
সিন্দ, হিন্দ কেহ বাখানেন্ত।
আর এক বৃদ্ধতম ক্ষেণে পাই উপশম
কহিলেক শাহার সাক্ষাত
উত্তর কুতুব হদে অন্ধকার ভূমি মধ্যে
'জীব জল' আছএ তাহাত।
সেই জল যেই পিএ চন্দ্র সূর্য অবধি জিএ
মৃত্যু নহে তাহান ঘনান
একমাস চলি গেলে অন্ধকার ভূমি মেলে
এথ শুনি আনন্দ সুলতান।
ভ্রমি তুষ্মি নানা দেশ পাইলা বহুল ক্লেশ
বিস্তর সঙ্কট পন্থ ভরি
এক মাস 'ধিক হএ চলিতে উচিত হএ
সদা-জীব আশা মনে ধরি।
দেখিবা অপূর্ব ঠাঁই সুর জুতি যথা নাই
উপায় রচিয়া তথা যাব
সে 'আবে হায়াত' লাগি আর সব কার্য ত্যাগি
ভবিতব্য থাকে যদি পাইব।
সংসার নৃপতি যথ ছোট বড় সম কথ
কেহ নাহি করে এহি কাম
দেখিল পাইল যথ কিছু নহে এহা মত
পশ্চাতে ঘোষিব লোকে নাম।
দৈব বশে সিদ্ধ সিদ্ধি যাইব যে করে বিধি
যাত্রা ক্ষণ বিচার মঙ্গল
নবরাজ মজলিস যশ পূর্ণ দশদিশ
আজ্ঞা পাই কহে আলাউল।

য ॥ আব-ই-হায়াতের জন্য যাত্রা ॥

জমকছন্দ/পাঞ্চালি ছন্দ

সভাসদ স্থানে শাহা পুছিল বচন
হাকিম অমাত্য আদি যথ নৃপগণ।
ভূমি চুম্বি কহে সবে শুন গুণনিধি
যেই আশা কৈলা মনে সিদ্ধি করৌক বিধি।
যদি যাও শুনি 'জীব জলের' রহস্য
বিধাতা প্রসন্ন হৌক মিলিব অবশ্য।
বৎসর অবধি পন্থ ভ্রমিলা সঙ্কট
মাস এক পন্থ দেখি গৃহের নিকট।
এথ শুনি সর্ব লোক করিলা পয়ান
সঙ্গের সামন্ত যথ নাহি পরিমাণ।
যথ শুষ্ক ভূমি দিয়া গমন করএ
বৃষ্টি দিয়া তৃণ জল মহীপূর্ণ হএ।
কথদিন হাঁটি এক মহাহ্রদ পাইল
দিব্যস্থল দেখি শাহা মনেত ভাবিল।
অগণিত সৈন্য সঙ্গে নাহি কোন কাম
ব্যাধিবন্ত বৃদ্ধ এথা করুক বিশ্রাম।
যথ বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল যথ ব্যাধি মন্ত
এক না আইল সঙ্গে দেখি কষ্ট পন্থ।
যুবক বলিষ্ঠ সাহসিক বাছি লৈল
এক অশ্ববার সঙ্গে দুই অশ্ব দিল।
ভক্ষ্য জল বহিয়া লইতে হৃষ্ট পুষ্ট
বাছিয়া খচ্চর উট গো খর বলিষ্ঠ।
যেই স্থানে শাহা যাই করিল বিশ্রাম
বৈসাইল বহুল দেশ এমারত গ্রাম।
বহুধন অগণিত বস্তু পশু নর
সেই স্থানে রাখি শাহা চলিল সত্বর।

এক মহা অমাত্য রাখিয়া সেই স্থলে
তার আজ্ঞা অনুরূপে চলিতে সকলে।
চলিল উত্তর মুখী হই অগ্রগণ্য
স্থানে স্থানে বহুল দেখিল স্থল রম্য।
সেই দেশের মনুষ্য লৈয়া পন্থ চিনে
দুই তিন দিন বাট যাএ এক দিনে।
অগ্র গম্যে যদি সে চলিল এক মাস
অরুণ কিরণ তবে হৈল অপ্রকাশ।
হেন মতে অরুণ হৈল অবেকত
বেলা দুই প্রহর দেখি সন্ধ্যা মত।
উত্তর কুতুব হৈল শিষের উপর
দেখা দিয়া সেই মাত্র লুকাএ সত্বর।
জ্ঞানবন্ত হাকিম করিয়া অনুমান
স্বর্গের কিনারা লক্ষ্যে করএ পয়াণ।
এহি মতে কথ দুর চলি গেলা যবে
মহা অন্ধকার, স্বর্গ লুপ্ত হৈল তবে।
যেন মতে ভাদ্র তমনিশি অতি ভীমমএ
শুদ্ধ অন্ধকার মহী দৃষ্টি না পড়এ।
চিন্তাকুল হই শাহা রহিল তথাএ
কি বুদ্ধি চলিব বাট[২] না পাএ উপাএ।
জ্ঞানী বোলে দুঃখে কষ্টে পারি প্রবেশিতে
ফিরিয়া আসিতে হেতু না পারি বুঝিতে।
মহাচিন্তা করি শাহা তথাতে রহিল।
ঈশ্বর চিন্তাএ সবে চিন্তাকুল হৈল।
যার যেই নিজ স্থানে সবে আইল ফিরি
ভাবিতে লাগিল বৃদ্ধে চিত্ত স্থির করি।
শাহা সঙ্গে ছিল এক দিব্য অশ্ববার
শতাব্দক বৃদ্ধ পিতা সঙ্গে ছিল তার।

বাপেরে না দেখি পুত্রে রহিতে না পারে
পুত্র বিনে পিতা চিত্ত ধরাইতে নারে।
শাহার নিষেধে এক বৃদ্ধ না আইল
সিন্ধুকে করিয়া পুত্র পিতা সঙ্গে লৈল।
পন্থের সম্বল প্রায় সিন্ধুক করিয়া
গোপতে আনিছে পুত্রে উটেত তুলিয়া।
সেই রাত্রি আসি নিজ তাম্বুর ভিতরে
শাহার রহস্য সব কহিল পিতারে।
মহাচিন্তা উপজিল সিকান্দর মনে
যদি তথা যাইতে পারি ফিরিব কেমনে।
বাপে বোলে শুন পুত্র উপাএ আছএ
কহিব তোহ্মার সনে না ভাব সংশএ।
বিচারিয়া প্রথমেত গর্ভিণী অশ্বমাদী
গমনের দিনে সেই প্রসবএ যদি।
শির ছেদি মহীতলে গাড়িয়া রাখোক
অশ্বমাদী চক্ষে এহি রহস্য দেখোক।
ফিরিয়া আসিতে ঘণ্টা বান্ধ তার গলে
সেই শব্দ আকলিয়া আসিব সকলে।
বাচ্চাভাবে ধাইব ঘোড়ী সত্বর গমনে
অশ্ব বিনে তমপন্থ আনে নাহি চিনে।
এহি বিনু ফিরিবারে নাহি অন্যোপাএ
এহি কর্ম করুক শাহা যদি মনে ভাএ।
পিতৃ উপদেশ পুত্রে দড় মনে ধরি
প্রাতঃকালে শাহার সভাতে অনুসারি।
সভাসদ সকল শাহার আগে বসি
বুদ্ধি অনুরূপ ভাব কহন্ত প্রকাশি।
কার কথা শাহ্মা মনে না হৈল প্রবেশ
যুবকে কহিল শেষে প্রীতি উপদেশ।

শাহা কর্ণে হৃদে এই বাক্য প্রবেশিল[৩]
তুষ্ট হই যুবকরে নিকটে ডাকিল ।
কহিল এহি কথা মোর প্রবেশিল মনে
এহি উপদেশ কহ পাইলা কার স্থানে ।
কদাচিত নহে এহি তোম্মার কল্পনা
সত্য না কহিলে মনে পাইবে বেদনা ।
প্রণামি কহিল আগে মাগিয়া প্রসাদ
প্রাণরক্ষা কর যদি ক্ষেমি অপরাধ ।[৪]
তবে শাহার আগে কহি সত্য কথা
প্রভু আগে দাসের নিয়ম সত্য যুতা ।[৫]
শাহা বোলে ক্ষেমা দিলুঁ কহ সত্যবাণী
নিবেদিল যুবকে মেদনী চুম্বি পুনি ।
শতাব্দক বৃদ্ধ পিতা লই আইলুঁ সাথে
মুঞি মাত্র এক পুত্র সঁপিমু কাহাতে ।
অন্তে অন্তে না দেখি ধরাইতে নারি মন
মৈলেহ কেহ নাহি করিতে দাফন ।
তেকারণে আজ্ঞা লঙ্ঘি সঙ্গে লই আইলুঁ
এবে ভাব মন্দ নহে ভাল কর্ম কৈলুঁ ।
কাল রাত্রি সর্বকথা কহিনু পিতারে
এহি উপদেশ কথা জানাইল মোরে ।
এথেক শুনিয়া শাহা হরষিত হৈয়া
হাসি হাসি কহিলেক সভা সম্বোধিয়া ।
যদ্যপি যুবক বলবন্ত শাহা পাশ
সঙ্কটের যুক্তি কালে হএ বৃদ্ধবশ ।
বৃদ্ধ উপদেশে হএ কার্যেত কল্যাণ
তেকারণে বহুদ্রষ্টা বৃদ্ধজন মান ।
সভাসদ সবে এহি বুদ্ধি প্রশংসিল
নানা বিধি দানে শাহা দোহাক তুষিল ।

এহি সব কথা বার্তা সকলে কহিতে
সেই বনবাসী দেও আইল আচম্বিতে।
শ্যামল ছম্বর চর্ম পৃষ্ঠে এক ভার
সর্বলোকে দেখিয়া লাগিল কিনিবার।
এক এক রত্ন মূল্যে এক চর্ম লৈল
শীঘ্রগতি নিঃসরিয়া দেও পুনি ধাইল।
অন্ধকার মাঝে গিয়া শীঘ্র দিল লুক
ধন্ধ হৈল শাহা দেখি তাহার কৌতুক।
তবে নবগর্ভী অশ্বমাদী বিচারিয়া
যেমত কহিল বৃদ্ধ তেমত করিয়া।
অন্ধকার মাঝে প্রবেশিল সিকান্দর
যেন মেঘাড়ম্বে কুণ্ডল শশধর।
শাহা সঙ্গে ছিল নবী খোয়াজ খিজির।
অতি বলবন্ত সাহসিক মহাবীর
নিজ আরোহ বাউগতি অশ্ব তানে দিয়া
কহিল সবার আগে যাইতে চলিয়া।[৬]
আর এক রত্ন দিল জ্যোতি পুঞ্জ[৭] কায়া
অন্ধকার তাহাত প্রকাশে জল ছায়া।
কহিল দক্ষিণে বামে সমুখে চাহিবা
দূরভূমি পর্যটিয়া ফিরিয়া আসিবা।
তুহ্মি বিনে অন্য নাই বিচারিতে যত্নে
জল হেরি মিথ্যা ন্না কহিও, দিব রত্নে।
যদি পাও তুহ্মি খাও হৈব ভাগ্যবল
মোক দর্শাইলে পাইবা বহুল মঙ্গল।
তাহা শুনি খিজির হৈয়া সর্ব আগে
পর্যটি দক্ষিণে বামে সমুখের ভাগে।
বায়ুগতি অশ্বে চড়ি অর্ধ দণ্ডে গিয়া
প্রহরের পন্থ হোন্তে আইসেন্ত ফিরিয়া।

এহি মতে চল্লিশ দিবস যদি গেল
রত্ন লক্ষ্যে খিজিরে ঝরণা দেখা পাইল।
তৃষ্ণাযুক্ত নির্মল 'জীবন জল' পিয়া
নিজ অঙ্গ পাখালিল হরিষে নামিয়া।
অশ্বরে পিয়াই জল ধোয়াইয়া জলে
পাইলা অখণ্ড আয়ু মহাভাগ্য বলে।
শাহারে জানাইতে পুনি অশ্বে আরোহণ
নয়ান মটকে জল হৈল অদর্শন।
মনেত ভাবিল জল হইল অদেখা
জল পাইতে নাহি সিকান্দর কর্ম লেখা।
জ্ঞানী সব কহিছন্ত আর এক মতে
ইলিয়াস ছিল তথা খিজির সহিতে।
'জীব জল' পিয়া দোহ তুষ্ট হই মন
খসাইলা সঙ্গের রুটি করিতে ভক্ষণ।
শুকনা তলিল[৮] মৎস্য ছিল তার সাথে
হস্ত হোন্তে জলেত পড়িল খসাইতে।
জলে হস্ত দিয়া শীঘ্রে ধরিয়া তুলিলা
সজীবন মৎস্য দেখি প্রত্যয় করিলা।
জল পিয়া দোহ পাইল দিব্য বার্তা
এক সিন্ধুকর্তা হৈলা, এক মহীকর্তা।
আর ফিরি কাহাক না দিলা দর্শন
নিবন্ধ কারণে পাইলা অখণ্ড জীবন।
কোটি কোটি রত্ন হেম আশা করি ধাএ
যাহার নির্বন্ধে থাকে সেই মাত্র-পাএ।
অলক্ষিত হই গেলা নিয়োজিত কামে
খিজির সমুদ্রে ভ্রমে ইলিয়াস ভূমে।
চল্লিশ দিবস শাহা মহাকষ্ট পাইয়া
ইচ্ছা হৈল প্রকাশ্যেত আসিতে উগ্র হৈয়া।

না পাইয়া জীব-জল ক্ষেমা ধরি মনে
চিন্তা হৈল অন্ধকার তরিব কেমনে।
তখনে ফিরিস্তা এক সাক্ষাতে আসিয়া
কহিলেক সিকান্দর করে কর দিয়া।
বিধাতা করেছে তোহ্মা সংসারের প্রতি
তথাপিহ নহি খণ্ডে অকর্ম আরতি।
এমত দুষ্কর স্থলে রাখিয়াছে নিধি
মনুষ্যের শক্তি নহে এহি কর্ম সিদ্ধি।
সেই সে পাইল যার আছিল নিবন্ধ
তেঁই আনিল তোহ্মা ঘুচাও মনধন্ধ।
ক্ষুদ্র এক শিলা দিলা যত্তনে রাখিতে
কহিলা প্রকাশে গেলে তোলাই চাহিতে।
শিলা পাই যত্নে শাহা বান্ধিয়া রাখিলা
শিলাদাতা সেইক্ষণে আলোপ হইলা।
সেই অন্ধকার ভুমে সত্বর গমনে
অশ্বমাদী উদ্দেশি চলিল সর্বজনে।
প্রবেশিল পন্থে নিঃসরিল শীঘ্র গ্রামে
তিল ভ্রম না হৈল দক্ষিণ কি বামে।
আর এক দৈববাণী শুনিলা তথাএ
যেই ভক্ষ্য নিযোজিত সেইমাত্র পাএ।
এথ যত্ন করি তুহ্মি বাঞ্ছিত না পাইলা
অযত্নে খিজির পিয়া চিরজীবী হৈলা।
আর এক দৈববাণী তবে শুনিলা শ্রবণে
বহুল অমূল্য রত্ন আছে এহি স্থানে।
অনুশোচে যেই সে বহু দুঃখ পাএ
'ধিক অনুশোচে যেই ছাড়িয়া চলএ।
ভাগ্য অনুরূপে প্রাপ্তি খাইব বিলাইব
যেই রাখে পশ্চাতে বহুল দুঃখ পাইব।

আর এক অপূর্ব দেখিলা শাহা তথা
শতে এক কহন না যাএ সেহি কথা।
শিঙ্গার শব্দ ইস্রাফিল মহাজন
না কহিল নিযামীএ সে সব কথন।[১]
পূর্বমতে গর্ডমাদীকুল পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি
চল্লিশ দিবসে স্থুর জুতি হএ দৃষ্টি।
ভক্ষ্য পৃষ্ঠে থাকিতে মহন্তে অনুচিত
ভক্ষ্য অনুচিত কর নামিয়া ভূমিত।[২]
যেই বস্তু ভোগে আছে সাক্ষাতে ঘটে
যদি বা দূরেত থাকএ আইসএ নিকটে।
আন্ত লোক সবে যেই বৃক্ষ লাগাইছে
তার ফল ভক্ষএ যে সব আইসে পাছে।
এক সে রোপএ বৃক্ষ অন্য আসি খাএ
সাধুজন লক্ষ্য এহ সাধু সঙ্গে পাএ।
অনুচিত রাখএ কেবল নিজ লাগি
বহুল ভক্ষণ আছে তাক কর ত্যাগি।
আগের রোপণে তুহ্মি সুত ভাগী যেন
রোপণ রোপহ পৃষ্ঠগামী লাগি তেন।
সংসারের চরিত্র বুঝ করিয়া জ্ঞান
একের লাগিয়া আর হইছে কৃপণ।
মহামাত্য নবরাজ মজলিস সুজনে
সদা সত্য ধর্ম উপকার দয়া দানে।
হীন আলাউলে কহে তাহান আরতি
সিকান্দর নবী কথা মধুর ভারতী।
আইস গুরু তোষ মনোহর সুরা দানে
বৃদ্ধ যুবা খল শিষ্ট হএ যার পানে।

র. । সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা ।

জমকছন্দ/রাগ ঃ বসন্ত

[তবে পুনি শাহার যে গণিত হৈয়া[১] ?
তম হোন্তে যদি সে উঝলে আইল লৈয়া ।
অশ্বমাদী সকলে অপূর্ব কৈল কাম
রেখা তেজি না গেল দক্ষিণ কি বাম ।
যেন গেল তেন শুদ্ধ পন্থে ফিরি আইল
সেই হোন্তে লোকে এহি উপদেশ পাইল ।
'জীব জল' না পাই না হৈল রুষ্ট মন
মনে ভাবে না ছিল আম্মার নিযোজন ।
অন্ধকার ভূমি হোন্তে নিষ্কণ্টকে আইলা
সেই লাগি আপনা ঈশ্বর স্তুতি কৈলা ।
মন গর্বে সঙ্কটে অশক্য কর্ম কৈলুঁ
কৃপালের কৃপাএ দুর্গমে রক্ষা পাইলুঁ ।
এমত সঙ্কটে বিধি দিলা অব্যাহতি
অগ্নিমুখে শোকর করিতে কি শক্তি ।
তথা হোন্তে শিলাকুল আনিছে বহুত
এথা আসি দেখে সুরঙ্গিম ইয়াকুত ।
দিন দুই তিন পরে শ্রম শান্ত হৈয়া
নিয়মিত বৃত্তি সকলের বিবর্তিয়া ।
যেই ক্ষুদ্র শিলা ফিরিস্তাএ হস্তে দিল
তাকে আনি তরাজুত তোলাইতে লাগিল ।
রতি হোন্তে তোলা পাও সের মণ
তথাপিহ না হইল শিলার তুলন ।]

। সমাপ্ত ।

পরিশিষ্ট-ক

॥ সিকান্দরনামা ॥

।। শব্দার্থ ও টীকা ।।

অ

অকুমারী—'অ' আগম। কুমারী, অবিবাহিতা। তুল ঃ অঝর, অস্তুত।

অক্ষামিল (আক্ষেপিল)—'আক্ষেপিল'-এর বিকৃতি। আক্ষেপ, শোক, অনুশোচনা-খেদ, প্রকাশ করিল।

অটট—অতট (?) সমুদ্র? অটুট? পর্বত?

অডোল; অডুল—অসুন্দর? অসমঞ্জস?

অধিরূপ—'রোষদৃপ্ত, ভয়ঙ্কররূপ' অর্থে ব্যবহৃত।

অনা করে—বিনা করে, বিনা খাজনায়।

অনুমতি—অনুরাগ, প্রীতি, কৃপা, সম্মতি।

অন্বেষে—অন্বেষণ করে।

অবতার—নবী অর্থে প্রযুক্ত।

অব্দ—পর্বত।

অস্তুত—স্তুতি। 'অ' আগম। তুল ঃ অকুমারী, অঝর।

অহের—মৃগয়া, শিকার।

আ

আউ—আয়ু।

আওয়াস—আবাস।

আকিক—কটোরা, পানপাত্র।

আকুলিত—আকুল, ব্যগ্র।

আক্ষেপিয়া—(অক্ষেমিয়া), আক্ষেপ করিয়া।

আখেট—অহের, শিকার, মৃগয়া।

আগুলয়—আগাইয়া লয়, প্রত্যুতগমনে বরণ করে।

আগুছিল—সম্মুখে বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

আংট—আংটা, আংটি, অঙ্গুরীয়, ring.

আটই—তরঙ্গ ? আন্দোলিত, চঞ্চল।

আঁটে—প্রতিরোধে সক্ষম হয়, শক্তিতে সমকক্ষ হয়।

আড়ম্ব—জাঁক, আড়ম্বর।

আতুল—অতুল, 'আ' কার বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে লক্ষণীয়।

আরোপ—রোপন, স্থাপন।

আলগ—আল্‌গা, অসংলগ্ন, পৃথক, অসংপৃক্ত।

উ

উখবাক্য—উষ্ণবাক, দুর্ব্যবহার, তিরস্কার, ভৎর্সনা। 'ষ 'শ ; মৈথিলী ও ব্রজবুলির প্রভাবে 'খ' হয়। তুল ঃ নিমিখ।

উখারএ—খর, তীক্ষ্ণ, তীব্র গতিতে ছুটে।

উগারি, উগারিয়া,—উদ্‌গারিয়া, গর্ত হইতে নিঃশেষে তুলিয়া, উন্মোচিত করিয়া, সরাইয়া, উত্তোলন করিয়া।

উগিল—উদিত হইল। মধ্যযুগের বাংলায় উদয় অর্থে 'উগে' 'উলে' বহুল প্রযুক্ত হয়েছে। 'উলে' এখনও বুলিতে চালু আছে।

উঞ্চ—উচ্চ। উঞ্চ>উচঁ>উচুঁ।

উঠন—উত্থান।

উড়ানে (মারণে)—শত্রুর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিরোধ করনে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দেওয়া।

উৎকট—>উটখট—'বিরক্তি প্রকাশ' অর্থে ব্যবহৃত। অপর অর্থ ঃ বিসদৃশ, অদ্ভুত, কুৎসিত, বীভৎস, অসমঞ্জস, ভয়ঙ্কর।

উথলিয়া—উচ্ছল হইয়া, আন্দোলিত বা স্ফীত হইয়া, উচ্ছুসিত হইয়া।

উদ্ধামিল, উদ্ধামিল—উর্ধ্বে উত্তোলন করিল।

উপরএ—উদ্বৃত হয়।

উপস্কার, উপস্কারি—পরিস্কার, পরিস্কার করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া বাস বা ব্যবহার যোগ্য করা।

উপহার—[উপ+(আ) হার]—ফলাদি ভক্ষণ, লঘু খাদ্য।

উপান—বক্রদৃষ্টি, কটাক্ষ, আড়চোখে চাওয়া।

উপাড়ি—>উফারি, উপাড়িয়া—উৎপাটন করিয়া, মূলে উৎপাটিত হইয়া।

উস্তমিল—স্তুতি করিল, প্রশংসা করিল।

এ

একসর—একাকী। তুল: দোসর-সাথী, দ্বিতীয়। সোসর—সমান, তুল্য, সাহায্যকারী, সাথী; সমসর-সমকক্ষ-সমান।

এড়ে—ছাড়ে, ত্যাগ করে, রাখে (spare)

এড়িল—রাখিল, ছাড়িল।

ও

ওকাব—হিংস্র জন্তু বিশেষ।

ওখার—খর, তীক্ষ্ণ, তীব্র। তুল: তুখোর।

ওর—সীমা, অবধি।

ক

কক্ষ—কটি।

কক্ষা—উপায়, কৌশল, বন্ধন রজ্জু।

কক্ষ্যা—কাক 'বাজ, বা ময়ূর' অর্থে প্রযুক্ত। 'খেচর' অর্থেই সম্ভবত 'কক্ষ্যা' প্রযুক্ত।

কথা—কোথা, কোথায়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, সর্বত্র ব্যবহৃত।

কন্দিল—বাতি। তুল: Candle.

কাঙ্গুরা—টিলা, তুঙ্গ, শৃঙ্গ।

কাবাই—আলখাল্লা, অঙ্গরাখা, চাপকান।

কিসকে—কেন, কি জন্য।

কুচি—কুঞ্চন, কোছা, বস্ত্রের কুঞ্চিত অংশ।

কুতব, কুতুব—সীমা, সরহদ, প্রান্ত।

কুতুহলে—কৌতুহলে, আগ্রহে, জিজ্ঞাসায়,

কুসুম্ব—কুসুম। কবি প্রযুক্ত। তুল: পৃথিম্বি।

কৃত্তিকা—নক্ষত্র বিশেষ।

কৃপাল—কৃপালু, দয়ালু।

কৈল—করিল, কইরল>কইল্ল>কৈল।

কোনে—কে। 'বুলি'তে এখনো চালু আছে।

খ

খপচাক—মধ্যএশিয়ার আরণ্যগোত্র বিশেষ।

খর—গাধা।

খানে—খাটে, পালঙ্কে। 'মনুষ্যে পাইলে সোতে রত্তনের খানে'।

খুট—খুটি, দৃঢ়ভিত্তি।

খুরপাত—পদানত।

খোতনি, খোতনী—চীনা অশ্ব।

গ

গমন আমন—গমন আগমন।

গাছাই—গাছ কাটে যে, কাঠুরিয়া।

গাটি, গাঠি—কুঞ্চন, [ভুরুযুগ গাটি দিয়া পাকাই নয়ন]।

গাত—গর্ত, খাদ।

গীম - গ্রীবা, গলা।

গুটি—নির্দেশক অব্যয়। তুল ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'বাঁশি গুটি।'

গুরুয়া—গুরু, ভারী, বৃহৎ।

গৃহকার—গৃহস্থ। গৃহ ধর্ম করে যে।

গৌরবে—স্নেহে, প্রশ্রয়ে। [বিনু ভজি রহিয়াছ গৌরবে কাহার]।

ঘ

ঘালে—ঘায়েল করে।

ঘোঁওট—ঘোমটা।

চ

চক্রবর্তী (নৃপ)—সম্রাট, রাজচক্রবর্তী।

চটক, ছটক—পাখী।

চিক্কারি—চিৎকার করিয়া।

চির [চিড়]—ফাঁক করা, বিদীর্ণ করা। তুল ঃ চেরাকাঠ।

চিরাএ—চিরায়ু, চিরজীবী।

চিরলা—কুরূপ পাতা, তাল পত্রাদি।

চেষ্টিয়া পূর্বকে—চেষ্টাপূর্বক, চেষ্টা করিয়া।

ছ

ছটা—দ্যুতি।

ছম্বর—লোমশ পশু। মেষ? দুম্বা?

ছরহঙ্গ—দেহরক্ষী সৈনিক।

ছাওয়াল—শাবক, বৎস, ছেলে।

ছাট—চাবুকের আঘাত।

ছার>ক্ষার—ছাই, তুচ্ছ, নগণ্য, ঘৃণ্য ব্যক্তি।

ছিদিরা—জামা?

ছেল—শেল, শল্য, বর্শা।

জ

জর্কশ জয়দুরী—মূল্যবান জরির কাজ করা বস্ত্র।

জাম—পাত্র, বাটি।

জিহি—জিহ্বা।

জুলুয়া—বিবাহকালীন বর-কনে সংপৃক্ত আচার, প্রথম সাক্ষাৎ।

জোড়—তুলনা, জুড়ি, সমকক্ষ।

ঝ

ঝগমগ—দীপ্তিমান, ঝলকিত হয় এমনি।

ট

টোন—তূণ, শরাধার।

ড

ডাকোয়াল—নকীব, আহ্বানকারী, ঘোষণাকারী, সতর্কপ্রহরী।

ডিঙ্গাজঙ্গ—নৌযুদ্ধ।

ত

তক্ত—তক্‌ত, সিংহাসন, পাট, রাজাসন।

তব্ধ—স্তব্ধ, হতবাক, বিমূঢ়।

তরণি—সূর্য

তরল—মত্ত অর্থে প্রযুক্ত। [নানা ভাতি সৌরভ তরল সুখরীতে]

তলিল—ভাজা, সেঁকা (মৎস্য)

তিরি—স্ত্রী

তুমান—জর্কশ নির্মিত অলঙ্কৃত বস্ত্র।

তুলপাল—তোলাপাড়া, আন্দোলন।

তেঞি—তাহান, তান, তাহার।

তেই—সেইজন্য, সে কারণে।

থ

থাকিয়া—থেকে, হইতে, অনুসর্গ বিশেষ। তুল ঃ বাড়ি থেকে আসছি।

থোপা—গুচ্ছ, স্তবক, স্তূপ।

দ

দর্শাওসি—দেখাও, দেখাইতেছ। তুলঃ জানসি, কহসি। মধ্যম-পুরুষে প্রাচীন প্রয়োগ।

দিল—হৃদয়, চিত্ত, অন্তঃকরণ।

দুয়জ—দ্বিতীয়।

দেউটি—দীপ।

দেম—দিবম, দিব। উত্তমপুরুষে-ভবিষ্যৎজ্ঞাপক ক্রিয়া।

দোন—দুই, উভয়।

দোসর—সাথী।

দোসরা—অপর, দ্বিতীয়।

দোহ—দুই, উভয়।

ধ

ধাও—ধাতু।

ধাবাই, ধাবাইয়া, ধাবাইলুঁ—ধাওয়াইয়া, ধাবিত করাইয়া, দৌড়াইয়া নিজন্তক্রিয়া।

নক্ষত্রজ্ঞাতা—জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ।

নষ্টানিষ্ট—নষ্ট লোকের অনিষ্ট (কারী)।

নহে স্থান—অস্থান, কুস্থান।

না দি পাঠাই—দিয়া না পাঠাই। চট্টগ্রামী বাগ্‌ভঙ্গি।

নাসুতা—ব্যবধান, নাসুত মোকাম।
নিকল—(হিন্দি) নির্গত, নিঃসরণ, বাহির হওয়া।
নিছনি—বালাই, সদকা, বালাই নিরসন হেতু উৎসর্গীকৃত।
নিজগণ—আপন জন, স্বপক্ষীয় গণ।
নিবেদোক—নিবেদন করুক।
নিয়ড়ে—নিকটে।
নিরঅংশ—বঞ্চিত, অংশবিহীন।
নিষ্ঠা—'নিশ্চিত' অর্থে ব্যবহৃত।

প

পয়দল—পদাতিক সৈন্য।
পরসন—প্রসন্ন।
পলটা—ফিরিয়া চলা।
পাকাই—(চক্ষু) বিস্ফারিত করিয়া। ধমকজ্ঞাপক চক্ষু বিস্ফারণ।
পাগ—পাগড়ী, শীর্ষ, শ্রেষ্ঠ অর্থে।
পাছড়া—অঙ্গাবরণ বিশেষ। বস্ত্র।
পাট—রাজাসন, সিংহাসন, তক্‌ত্‌।
পাতন—পাতান অবস্থা, সজ্জিতরূপ, কাঠামো, স্থাপিত অবয়ব। তুল ঃ পত্তন।
পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে।
পাথালে—পাথারি, প্রস্তে।
পারীন্দ্র—সিংহ।
পুছই—জিজ্ঞাসা করে।
পুষাক্রমে—পুরুষানুক্রমে।
পৃথিম্বিত—পৃথিবীত। তুল ; কুসুম্বিত, কবিপ্রযুক্ত।
পেখি—দেখিয়া।
পেলিল—ফেলিল। প্রাকৃতঃ পেল্ল।

ফ

ফরষ—বাঁহন (?)
ফেটএ—খোলে।

ব

বট—মুদ্রাবিশেষ। ক্ষুদ্রতম মুদ্রা।

বন্দ—বন্ধন, বন্ধ। ফারসী শব্দ।

বন্দান—ব্যবস্থা, উপায়, বন্দোবস্ত। ফারসী শব্দ।

বর্তক—দীপাধার, দীপ, বর্তিকা।

বল—শক্তি, সৈন্য বাহিনী। স্বপক্ষীয় শক্তিস্বরূপ সৈন্যদল।

বাউ—বায়ু।

বাএ—বায়ু।

বাখান—ব্যাখ্যান, বর্ণনা, প্রশংসা।

বাচা—কথা, বাক্য, কাহিনী, উক্তি।

বাচ্য—বক্তব্য।

বাণ্ডুরা—চতুর্দোল, তানজাম, চৌদোল।

বাদ—বিতর্ক, বিবাদ।

বার দেওয়া—বাহিরে আসিয়া দেখা দেওয়া, সভা বা মজলিস করিয়া বিচারাদি করা, দরবার করা।

বারনি—বারি, সুরা অর্থে। সম্ভবতঃ পদান্তমিলের খাতিরে বারিকে বারনি করা হয়েছে।

বার্তা—দূত, সংবাদবাহক, বার্তাবাহক। বার্তিক অর্থে প্রযুক্ত।

বাহুড়ি—প্রত্যুৎগমন করিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া (অভ্যর্থনা) করা।

বিকাইলা—বিক্রয় করিলা।

বিক্রক—বিক্রেতা।

বিগতি—পীড়ন, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা।

বিঘতিয়া—বিঘৎ-প্রমাণ, বার অঙ্গুলি প্রমাণ।

বিচে—মধ্যে, মধ্যস্থানে, কেন্দ্রে।

বিজুগতি—বিদ্যুৎগতি।

বিত্তি—বৃত্তি, পেশা।

বিথরিত—বিস্তারিত, এলায়িত। বিস্তার>বিথর ;>বিস্তার>বিসার, বিথার।

বিধাতা—'বিধান' অর্থে ব্যবহৃত।

বিভা—বিবাহ।

বোল—কথা, উপদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ।
ব্যাজ—বিলম্ব, গৌণ, দেরী।

ভ

ভগ্নক—ভঙ্গক, রণে ভঙ্গ দিয়াছে যে, পলায়মান পরাজিত শত্রু।
ভ্রমাইয়া—ভুলাইয়া।
ভাও—ভাব, অবস্থা, গতি। তুলঃ বাজারের ভাও।
ভায়ারি, ভাওরি—যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া এদিক-সেদিক ছুটাছুটি।
ভুঞ্জ—ভোগ কর।
ভেটিলেক—সাক্ষাৎ করিলেন, দেখা করিলেন।

ম

মটকে—নিমিষে।
মন-গম্য—মানস-গম্য, কল্পনায় গম্য।
মন-হয়—মনরূপ ঘোড়া।
ময়গণ—দানবগণ, ময়দানবাদি।
মশক—মশার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ নগণ্য ও হীন।
মায়া—মমতা, স্নেহ।
মারা—পরাজিত করিয়া দখল করা। তুল ঃ ব্যবসায়ে মার খাওয়া।
মারোয়া—বিবাহ বা পার্বণাদিতে-উৎসব মঞ্চ। মঙ্গলঘট সমন্বিত মারোয়া বেদী সদৃশ পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত।
মার্গ—পথ, ছিদ্র, রাস্তা, যা দিয়া গমন করা যায়।
মিটান—শেষ করা, চুকাইয়া দেওয়া, মীমাংসা করিয়া দেওয়া।
মূল—মূল্য, দাম।
মেহ—মেঘ।
মোকল—মুক্ত। Past Participle ঃ অতীতজ্ঞাপক ক্রিয়াজাত বিশেষণ। তুল ঃ দুহিল দুধ, ছুটিল বাণ।

য

যাম—প্রহর; রাত্রির প্রহর। এখানে 'দিবসের প্রহর'।
যুগ পরিবর্ত—যুগ পরিবর্তন, যুগান্তর।

যুতে যুতে—অযুতে অযুতে। অসংখ্য।

র

রক্তিম বরণী—'রাঙাসুরা' অর্থে প্রযুক্ত।

রক্ষিতা—রক্ষয়িতা, রক্ষক, আল্লাহ্।

রোদ—নীল নদ।

রুবাহ—শৃগাল।

রোহাইল—নিজন্তক্রিয়া। থামাইল, রহিতে বাধ্য করিল।

ল

লওলাক—"লাও লাকা লামা খালাক্‌তুল আফলাক'—এর সংক্ষিপ্তসার লোলাক। আল্লাহ হযরত মুহম্মদ কে বলেছেন—যদি না হতে (অর্থাৎ যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম), তবে দুনিয়ায় কিছুই হত না (অর্থাৎ কিছুই সৃষ্টি করতাম না)। তোমার শিরের উপরই 'ওহি' রূপ অতুলনীয় মর্যাদার ছত্র প্রসারিত হল, তুমি হলে গোটা সৃষ্টির উপলক্ষ্য।"
ভাবার্থ। তোহফা।

লখন—লক্ষণ—লক্ষ্য করণ।

লখি—লক্ষ্য করিয়া।

লগুড়—ল্যাঠি, গদা।

লহলহি—লকলকি, লিকলিক, লেলিহান অবস্থা।

লোভাইতে—দোলাইতে, চট্টগ্রামী বুলি—লোভান>লো'য়ান।

শ

শায়ের—কবি।

শায়েরে—কবিত্বে, কবিকর্মে।

শূপকার, সূপকার—বাবুর্চি, রন্ধনকারী, রন্ধনশালার অধ্যক্ষ।

শোতে, সোতে—শোয়, সুপ্ত হয়।

শোকর—আল্লাহ্‌র কাছে পরিতৃপ্ত মনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

শ্রধা—শ্রদ্ধা, অভিলাষ, ইচ্ছা, আগ্রহ, আকর্ষণ।

ষ

ষটদিক—ষড়রিপুর উৎস বা আধার।

স

সঞ্জোগ—সংযোগ, সম্বন্ধ, সম্পর্ক।

সন্দ—সন্দেহ।

সমসর—সমান, সমকক্ষ, তুলঃ একসর, দোসর, সোসর।

স্ত্রীয়া—স্ত্রীজাতি। সং স্ত্রীয়াস্।

সুখিত—সুখী। তুলঃ দুখিত।

সুন্ধি—উপায়।

সেয়ান—সজ্ঞান, চালাক, চতুর, বুদ্ধিমান সাবালেগ, ধূর্ত।

সেহরা—<শিখরা শিরোহার, সিঁথিপাট, মাথায় পরিধেয় অলঙ্কার বিশেষ।

সৈন্ধব—সিন্ধুদেশীয় ঘোড়া।

হ

হনে—হন্তে, হোন্তে, হইতে, চেয়ে।

হসিত—হাস্যযুক্ত, হাস্যময়।

হাদিয়া—প্রতীকি মূল্য।

হেঠে, হেটে—নীচে, অধীনে।

পরিশিষ্ট-খ.

। সিকান্দরনামা ।

।। পাঠান্তর ।।

সর্গ ১ হামদ—ঢাকা বিশ্বঃ ৫৩৫ সংখ্যক পুথি। 'ঙ'

১ বিজয়।

২ মহিমান্তে।

,, ২ আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্য ৫৩১ সং পুথি 'ঘ' চ।

১ পুন্ন—চ।

,, ৩ মুনাজাত—'ঙ'।

১ মোসরিক্কতা—ঙ।

,, ৪ পয়গাম্বরের সিফৎ—ঙ।

১ সভা—ঙ। ২ গৃক—ঙ। ৩ পাক—ঙ [নিযামীর মূলে-ডাল।]

,, ৫ মে'রাজ—ঙ।

১ নিযামীর মূলেঃ দিন। ২ নিযামী-কটি।

,, ৬ চারি আসহাব প্রশস্তি—ঙ।

,, ৭ কিতাবের আগায—ঙ।

১ পুতে ভাঙ্গা—ঙ *২ উপাসনে।

২ বাজাইতে চিত্তে করি সুচকয়াস্থট।

,, ৮ নিযামীর স্বপ্ন—ঙ।

১ কচ ন বাটিয়া—ঙ।

২ সবেরে—ঙ।

৩ ঘটে শুন্য হৈল মর্ত্যদাতাবদরূপ—ঙ।

৪ বেদয়সমুখ—ঙ।

৫ বোজযোগ্য—ঙ কাজযোগ্য ?

সর্গ ৯ তত্ত্বকথা—ঙ।

১ ধনের ইঞ্জিল—ঙ। ২ জায়দা—ঙ।

,, ১০ **খোয়াজ খিজিরের উপদেশ**—ঙ

[খোয়াজকে ইলিয়াস নবী বলে ভুল করা হয়। ইনি জুলকারনাইন বাদশার সেনাপতি ও ইব্রাহীমের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নীল নদী পার হয়ে মুসার পলায়নের সময় তাঁর পথ প্রদর্শক ছিলেন, ইনি আবে কওসর বা অমৃতপান করে অমর হয়েছেন এবং কেয়ামত তক্ বাঁচবেন। তিনি যেখানেই পা রাখেন সেস্থানেই সবুজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তাই তাঁর নাম খিজির]।

১ যেখানে—ঙ।

২ গোপক—ঙ।

১০ বিনে গালি স্বম্বের রুস্য গঠিতে না পারে—ঙ

,, ১১ **রোসাঙ্গরাজ স্তুতি**—ঙ।

১ ব্রতবিন—ঙ।

২ প্রযুক্ত—ঙ।

৩ জরকাসি পাটেনোত—ঙ।

৪ দুম্‌দুম্মি—ঙ।

৫ জটা—ঙ ছটা ?

৬ সুচি—উ।

৭ ন পচেকোলাকময়া

,, ১২ **রোসাঙ্গরাজের অভিষেক**

,, ১৩ **কবির আত্মকথা**—ঘ, ঙ, চ, ছ।

১ গ্রাম মাঝে প্রধান—চ, গৃহীত পাঠ—ঘ, ছ।

২ হর্ষ—চ।

৩ মন্দ—চ।

৪ সাইদ—ঙ, সদ—চ।

৫ —ঙ

৬ তালিম আলিম—ঘ, ঙ, ছ।

৭ পাট—ঘ, ঙ, চ, ছ। নাট ?

৮ হৈল—ঙ।

৯ কাব্য—ঙ, বাক্য—ঘ, চ, ছ।

১০ রসগ্রন্থ—চ।

১১ অবসাদ—চ, অসাদ—ঙ।

১২ মোরেহ—ঘ, ছ।

১৩ সালাসনে—ঘ, ছ, সালাপণে—ঙ, সালশেষে—চ।

১৪ অস্থানে—ঙ, আনস্থানে—ঘ, ছ।

১৫ বহু পাই অবসাদ—ঙ, বহুল প্রসাদ—চ।

১৬ পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ—ঙ।

১৭ ভিক্ষা করি দেএ পুত্র দারা নিজ কর—ঙ, চ। গৃহীত পাঠ—ঘ, ছ।

১৮ ছোঁদ—ঙ, শহীদ শাহা—ঘ, ছ। মসউদ—চ।

১৯ কৃপা করি দিলা কাজী নবীর খিলাফত—ঙ।

২০ কলঙ্কে কিমিঞাগার পেন্নি উপজএ—ঙ।

২১ সহজে কলপ গতি তোর অতি হইবেক—খ, ছ।
সহজে কমলা পণ্ডিতেরে অরিবেক—খ, ঙ।

২২ এই মতে দ্বাদশ বৎসর গঞি গেল—খ।
এ দশ বৎসর গঞি—ঘ, ছ।
দশম বৎসর—ঙ, এইমতে একাদশ অব্দ বহি গেল—চ, ড।

২৩ ভাগ্যোদয়—খ, চ।

২৪ শ্রীযুক্ত মজলিস—ঙ, চ।

২৫ মহামন্ত—ঘ, ছ। শ্রীমন্ত—চ।

২৬ ...... শুনিবার স্বাদ। ......আজ্ঞা দিলেক প্রসাদ—ঙ।
শুনিয়া সতত।... ... কৈল সভাসদ—খ।

২৭. তথাপিহ মোর কার্য মনে তল ভাএ—খ।
... কাব্য...অনুভাএ—ঙ।

২৮ ডাকাইয়া—খ.ঙ।

২৯ ষটরস ভোজন নানানে পাকআনে—ঘ, ঙ, ছ।

৩০ বিবিধ রন্ধনে—খ, ঙ।

৩১ রুদ্র—খ. ঙ.

৩২ কেহ কেহ মধুরসে গায়ন্ত যে গীত—খ.ঙ।

৩৩ কীর্তি—ঙ।

৩৪ করএ—ঙ।

৩৫ অনন্তকালে নাম রহে সেই মহাধন্য—চ।

৩৬ পূর্বকালে ·· ··· কথ কাম।
যে সকল পুণ্য কথা এই সে তার নাম—ঙ।

৩৭ আর্তিভাবে—খ. ঙ।

৩৮ কীর্তি—ঙ।

৩৯ জাঙ্গাল—খ চ।

৪০ —খ।
যেন মত সুকৃতি রহে করে সে উপায়—চ। অন্য পুথিতে নেই।

৪১ সত সভাযুক্ত—খ, সভাশুভযুক্ত—ঘ, ছ। রসসভাযুক্ত—চ।

৪২ বাটিছে— ঙ।

৪৩ সানন্দ—খ। হরিষ—চ।

৪৪ মানস তুষিয়া—ঘ, ছ।

৪৫ ফারসী ছন্দ—ঙ।

৪৬. কাব্য—খ, বাক্য—ঙ।

৪৭ কেবল প্রবন্ধে মজলিস সভা লক্ষ্য—খ, ছ।

৪৮ অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ—চ।

৪৯ গুরুতর—ঙ. চ।

৫০ ভাঙ্গিয়া বয়তছন্দ রচিতে পয়ার—চ।

সর্গ ১৪ কাহিনীর সার ঃ

১ শুরু—ঙ।

২ জওসের মুল—ঘ, চ।

৩ পাইয়া—চ।

৪ কাড়ি লৈল তাজ—খ।

৬ রুচির জরিতি আর হিঙ্গুল সমেল—খ.

রুছি রাজ্য যত আর হিন্দুর আমল—চ

৬ হইল সেকন্দর—খ।

৭ সাতাইশ বরিষে—চ। সাতাইস বৎসর—খ।

৮ জ্ঞান জ্ঞাতা—খ।

৯ সব দবি হই তাঁরে—চ।

১০ দীন সোচি লাগি সাক্ষি কথা বহুতর—খ, ঙ।

১১ কম্বিল বিস্তর—চ।

১২ হোনে—খ।

১৩ চর্ম বোলগার—খ, ঘ, ঙ।

১৪ শিলা—ঙ।

১৫ স্মরে লোকে—চ।

১৬ অদ্ভুত—চ, অশ্রুত ?

১৭ স্বর্গের চৌয়ারি আদি নানা গাটিজাম—চ।

১৮ কুতুবে আরূপি—ঘ।

কুওপে রূপিল—ঙ। উত্তরে কুবত আপিল—চ।

১৯ দক্ষিণের অন্ততঃ স্থাপিয়া একগুটি—ঘ।

অন্তরে…গোঠি—ঙ।

ঘটি—খ। গাঠি—চ।

২০ একশির উদ-অস্ত সাসিব সমস্ত…খ।

একাশ্বর উদাধিহ সিবসিব অস্ত—চ।

২১ বাগোরা নির্ণয়—খ ঙ। বাগুরা—চ।

২২ মৃত্তিকা সাগর কৈল সমস্ত নির্ণয়—ঙ, খ।

মৃত্তিকা সদৃশ ডিঙ্গা ওর গতি হয়—চ।

২৩ পাঠকের—চ।

২৪ তেন কোন জন—চ।

২৫ কাব্যরসে কর বাক্য সতত অবধান—খ।

… … গুণ বাক্য সতত কল্যাণ—ঙ।

গুরু বাক্য… … চ।

২৬ শতবিংশ বিঘ্ন—ঙ।

২৭ পুস্তক রচক আলাওল হীনমতি—চ।

পুথিসুত্র কহে যেন আলাওলে অতি—ঙ।

২৮ বিসাদ অখণ্ড গেল—খ। বিনাশ অখণ্ড যদি আছে পৃথিবীত—চ।

২৯ চিত্রগ্রন্থ—খ।

৩০ —চ।

সর্গ ১৫ সিকান্দরের জন্মবৃত্তান্ত।

১ দারা ছিল—ঙ।

২ ব্যাঘ্র পুচ্ছে আরোপিয়া চলে মেষ—ঙ।

ব্যাঘ্রগণ পুচ আরপিযা চরে মেষ—ঘ।

ব্যাঘ্রগণে পূজ্য আর বাহা ছাড়ে মেষ—চ।

৩ দ্রব্য—চ

৪ বনান্তরে প্রসবি শিশু হইল ছেদ—ঙ।

পন্থেত—খ। প্রাণান্তে প্রবেশি শিশু নাভি কৈল্য ছেদ—চ।

৫ কনে বা পোশিব করি ... চ।

৬ মেদনীত....খ।

৭ অজস্রে.. খ।

৮ মহামতি—খ।

৯ নবমাস জিনি যদি গড়িল উদর—ঙ।

,, ,, ,, ,, লবিল উদর. খ।

,, ,, ,, ,, হইল উদর—চ।

১০. পরম কৌতুকে ভ্রমে অতি স্থির মতি—খ।

পরম সুভ্রমে রতি স্থির করি মতি—ঙ।

পরম সম্ভয় অতি ... ... চ।

পরম সম্ভব রতি ... ... ঘ।

১১ শুক্র চক্ষু কান—ক, খ।

সুক্রের যৌক্ষ কাল—ঙ।

সবের চক্ষু কাল—ঘ।

১২ বুধেহ পাইল রবি মেষ আরোহণ··· চ।
১৩ পাটভাবে তাহার অধিক হইল মন—চ।
পাটভাবে থিকতা তাহান কারণ—ক, খ।
১৪ চন্দ্র শুক্র দুই হইলা বৃহস কুম্ভীর—চ।
সুত্র দুই হই তবে বৃষ পরে স্থির—ঙ।
১৫ সূর্য—ক, খ। শক্র—চ.
১৬ সুখ—ক, শুদ্ধ—চ।
১৭ কীর্তি—ঘ। রাশিকর্তা সুভগ্রহ—চ।
১৮ বুলিল—ক। কহিল—চ।
১৯ অগ্রতা বিনাস··· চ। যাত্রতা . ঘ।
আস্তুত বিনাশ—ঙ।

সর্গ ১৬ সিকান্দরের বিদ্যাভ্যাস

১ মায়ুরী—চ
২ মহারাজা—ক, খ।
৩ ... ... বহুল লাভ ধন সঞ্চরিত—ক।
সকলেরে বহু লব্য না করে সঞ্চিত—ঙ।
না করে বহুল ব্যাজনা—চ।
৪ উটক্কুট—চ, না ভাবে সঙ্কট—ক।
৫ অস্তম্ভিত—চ। অতিস্বামী স্বাব্যমণি বুদ্ধির যে সুক—ক।
৬ শুনিয়া সধর্ম কর্ম—চ। শুনিয়া নেযামি শাহা—ক।
৭ জ্ঞাতালোক এমত কহিল সুবুদ্ধি—ক, ঘ।
জ্ঞানীলোকে—চ।
৮ হৈব—খ, ঙ। যার—চ।
৯ নকুমাখিস—খ, ঙ।
১০ তান—ঘ, তার—চ।
১১ যত্নে বাপে—ঘ, তবে তাকে,··ঙ। যবে আনি—চ।
১২ নানা বিদ্যা পাঠ গুণ—খ, ঙ। নানা গুণ পটগুণ—ঘ।
১৩ সর্বকাজে অনঙ্গত কৈলা যুবরাজ—ঙ।
নানা গুণে অনুগত কল্যা মহাবাজ—চ।

সব গুণে বহু কৃতি কৈল যুবরাজ—খ।

১৪ একছত্রে—চ, ঘ, ঙ।

১৫ বহু পরিশ্রমে শিখাইয়া নানা গুণ। নিজ পুত্র করে ধরি কৈলা সমর্পণ—খ। ... নানা গুণ শিখাইয়া। করে ধরি নিজ পত্র সমর্পিল গিয়া—চ।

১৬ যোগ্য…ঙ। যবে তুমি—চ।

১৭ মহাছত্র শিরে তুমি ভুমি পরশিব—ঙ।

১৮ গুরুতর—ঘ।

১৯ পুরিয়া—চ।

২০ সুরসসুরঙ্গ—চ।

২১ অজ্ঞতা হএ ভঙ্গ—ঙ। আপ্ততা হোক ভঙ্গ—চ।

২২ শাহা সিকন্দর—ঘ। বাক্য হোক আজ্ঞা কতক সুজান—ঙ।

২৩ রীত—খ।

২৪ অরুনবরুন ধিক—ঙ। ওরনেমরনে ঠিক—ক, খ।

২৫ বল—ঙ।

২৬ বহু বুদ্ধি অধিকন্তু বিগ্যাসচকিত—ঙ।

,, অধিকতা —ঘ।

বলবুদ্ধি অধিকতা বিজ্ঞা সুচরিত—চ।

২৭ প্রচারিল—ঙ।

২৮. রুপিল—খ, ঙ,

২৯ লহা হেম তাজে জড়া রহে দুই শিরে—চ। লোভে হেম-তরাজুর রহে দুই শিরে—খ। রাহু —ঙ।

৩০ ফলে—খ।

৩১ ভাল-মন্দ যুক্তিকথা করহে দোসর—ঙ। ভাল-মন্দ গোপ্ত-কথা যুক্তির দোসর—চ।

ভাল-মন্দ কৃতিকথা তাহান গোচর—খ।

৩২ মস্ত…ক, ঘ, মর্ত্য—ঙ।

সর্গ ১৭ জঙ্গীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী

১ এক—খ।

২ লইয়া লেখা বিবরণ—ক, ঘ। শিঘ্রে আসি ততক্ষণ—চ।

৩ গোপ ছোট হীন… ঙ। গোপ ছল হীন…ঘ। গোপ ছোট হীন…ক। গোপ চর হিন—চ।

৪ সে সকল নর আসী অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি—ঙ।

৫ সাধ—খ।

„ ১৮ জঙ্গীরাজের বিরুদ্ধে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা।

১ অশ্ববার অঙ্গে শোভে লোহার যে বর্ম—খ। অশ্ব ছত্রবার অঙ্গে অঙ্গে লোহ বর্ম—ঙ।

২ প্রান্তরে প্রান্তরে বসান্ত শীঘ্রে মিশ্রকরধারী—ঙ। পন্তরের পন্তে গিয়া মিশ্রকরধারি—চ।

৩ সাবাসি করিল সব হৈল অগ্রগণ্য—ঙ।

৪ জঙ্গীসৈন্য সবে তবে পাইলেক বার্তা—ঘ।

… … তার … … —ক।

৫ অস্ত্রকুল—ক. ঘ.।

৬ বক্কে—খ, ঙ।

„ ১৯ প্রভাতঃ প্রথম যুদ্ধারম্ভ

১ পুরিপ্রাএ—খ। যেন কাচ প্রায়—চ।

২ রুমদেশ নিসমিতে পাঠাইল সন্য—ঙ।

৩ নানাভাষে সন্তোষ করিত সাহামনং—চ

৪ কর্তয়িতা—ঙ। মহাবলবন্ত—খ।

৫ মহন্ত—খ।

৬ সর্বনাশ না কর—চ।

৭ রক্ষা—খ।

৮ মন্দে মন্দ নাশএ—খ।

৯ না শোভে তোমারে—খ। যুক্ত নহে ভাল—চ।

১০ চুম্বে রক্ত…ঙ।

১১ অক্কামিল—চ, ঘ, ঙ।

১২ নামে সকল ত্রাসিত—খ।

১৩ ভীতবাসি মন—ক।

১৪ ভক্ষক নাম শুনিয়া ডরায়—চ

১৫ এক—খ। ধর্ম স্মরি কর এক উপাএ সৃজন—ঘ।

১৬ আগে শীঘ্র গেল—খ। আগে যদি আইল লইয়া—চ

১৭ পাছারিয়া—চ

১৮ দৈবে সন্দি হৈলে বন্দি রুমিগণ হাতে—ক, খ।

১৯ শব্দে মহাবৃষ হএ কাল—ঘ। সদৃশ হৈল কাল—চ।

২০ চৌরাসির—চ।

২১ সম—ঙ।

২২ উচ্চগর—ক, ঘ।

২৩ মহাবীর্য—ঙ। ভুষ—চ।

২৪ তাম্রচুড় পাএ—চ।

২৫ লোহাহস্তে—চ।

২৬ হস্থির—ঘ।

২৭ দর গাটি দিয়া—ঘ। ভুরু গাটি দিয়া—চ।

২৮ উডকীকজিমো হিরি অস্ত্র অবরণ—ঙ
উত্তকাকাছিমছিরি অস্থযবরণ—ঘ।

২৯ সারসক্র হেন—ঙ। সালপত্রছেগদত্ত—ঘ।

৩০ পাওপুনি রক্ষিবা তুমি—ঙ।

৩১ সাহা বেকাবেতে—চ।

৩২ জঙ্গির—চ।

৩৩ দর্প করি অতি বেগে ধাইয়া আসএ—ঙ।

৩৪ ঘনান—ঘ। আসি গর্জিয়া সঘন—চ।

৩৫ বজ্রসম গদামারি উড়াই ফেলিল—চ। নৈল—ঙ।

৩৬ বিক্রম—ঙ।

৩৭ আগুয়ান—ঙ।

৩৮ সিকান্দর সেহ তার কাটিল শরীর—গ।

৩৯ যথ ছিল—ক, ঙ।

৪০ প্রেতসমী বৈরী—ঘ।

৪১ উল্লসিত সর্বজন—ঙ।

৪২ প্রচণ্ড প্রতাপ—গ।

৪৩ শাহা সিকান্দর সৈন্যে—গ।

৪৪ বজ্র—চ।

৪৫ দশ—গ।

৪৬ ষষ্ঠ—ঘ।

৪৭ অশ্বপৃষ্ঠে—ঙ।

৪৮ তারে দেখি সিকান্দর আইসে শীঘ্রগতি—ঙ।

৪৯ চড়াইয়া—ঘ, জিরাইল চড়াইল—গ।

৫০ পোলাদের—গ। কর্দমচর্ম্মর যে—ক ঘ।

৫১ লাবেক—ক, ঘ। নাবোক—ঙ। চাবুক . গ। বুক—চ।

৫২ নৃপ ডাক ছাড়ি—গ। সিকান্দর সাক্ষাতে আসিয়া মহাবৈরী—চ।

৫৩ , বাজ—ঘ।

৫৪ উফারি পড়িল খাণ্ডা নৃপতির টোপে—গ, ঙ। উপরি পরিল খাণ্ডা সার পাত্র টোপে—ক।

উপরিল খাণ্ডা সার পত্র টোপে—ঘ। উড়িয়া পড়িল খাণ্ডা সার পাত্র টোপে—চ।

৫৫ তাহাকেহ সিকন্দর স্বর্গ প্রহারিল—গ।

৫৬ দেখে—গ

৫৭ দেখিতে প্রভাতে মোর রজনী পলাএ—ঙ।

৫৮ সত্যকবি—ক, ঘ। কহিয়া—চ।

৫৯ গুণের—ঙ। রসের নাগর—চ।

৬০ প্রকীর্তিত—ঙ।

সর্গ ২০ প্রভাত ঃ যুদ্ধারম্ভ

১ বানা—ক।

২ পালটাই পালঙ্গ—চ

৩ ভূমিশির দিয়া—গ। ৩ক প্রবেশিল রণের তরঙ্গ—চ

৪ সবে আছে পাশ খর্গঘাত—গ। সবে পাছে পাছে খর্গঘাত—চ

৫ দোলাইতে—গ, ঙ।

৬ পড়িল চরণ—চ।

৭ সাহার আমল করি সার—ঘ।

৮ হীন আলাউলে কহে ভাল কৈলে ভাল হএ মন্দে মন্দ না যাএ খণ্ডন।

সর্গ ২১ সিকান্দরের জয় লাভ ও ধন প্রাপ্তি

১ অমূল্য স্থাপনা—ঙ। লক্ষ কোটি সোনা—চ।

২ কোটি দিব্য মূল্য বহু অঙ্গুরী—ঘ।
রাখিল আনিয়া সব পরিপূর্ণ করি—চ।

৩ দেখি অতি খণ্ড হেমরজতের স্তম্ভ—ঘ, ঙ। লক্ষ লক্ষ কোটি ছিল রজতের স্তম্ভ—চ।

৪ গাড়ি—ঘ।

৫ মৃত্যুজালে বাজাইব সর্ব—চ

,, ২২ দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা

১ হ্রদ—গ।

২ জিনিয়া অমরাবতী—গ।

৩ হিন্দি নানা—গ।

৪ অমূল্য—ঙ। আগর—চ।

৫. না শুনিলু সুবচন, আশীর্বাদ ভাগী—চ। আশীর্বাদ না পাইলুং মধুর বচন—গ।

৬. হইল এহি রিত—গ।

৭ সপূর্ণ চরিত—গ।

৮ করিতে—ঙ।

৯ অবলক বিসিত—ঘ। অব্দক মিশ্রিত হৈলে—ঙ। অর্ধেক মিশ্রিত কালিম উজল—গ।

১০ পাঠাইয়া নাহি দিল—চ।

১১ সুচারু—চ।

১২ ফিরে বিপিন মাঝারে—ঙ। ভ্রমে বিপিন মাঝারে—চ।

১৩ পক্ষী—ঙ।

১৪ ভিতর—ঙ। উপর—চ।

১৫ গীমে পিটাপিটি জন্ম করে কাটাকাটি—চ, জ।
গীমে গীমে বুকে বুকে চঞ্চু কটাকটি—ঘ।

১৬ প্রতিক্ষণে‥ঙ।

১৭ বহুল আদর করি করাইলা ভোজন—জ। সহোদ সকরে সব করাই ভোজন—চ। সুপসত্য ষটরসে করাইলা ভোজন—ঘ।
সুপদর্পে যুড়ে সাজ করিয়া ভোজন—ঙ।

১৮ সে সবেরে সন্তোষিয়া অতি মহাচিতে—ঘ। সরাবে কবাবে মন সন্তোষিয়া—চ।

১৯ ভিতে—ঘ.জ। স্থিত—চ।

২০ শূন্যের—ঘ। সে না পাইলুং শিরে তাজ স্বর্গের উপর—ঙ।

২১ লঘু ভিক্ষুকেরে কর কি লাগিয়া দিমু—ঘ.ঙ। লগু ভক্ষকেরে—চ।

২২ আপনার মান জেন আপনে নাসিব—গ,
… … কিরূপে জানাইমু—ঙ।

২৩ গৃহে আনিবারে—গ.ঙ।

২৪ আল্লা প্রতি জয় দিছে—ঘ।

২৫ সমস্ত একহিতে—ঘ। শ্যামল এক চিতে—চ।

২৬ অনেকেরে করে অল্প ছত্রকার বত—চ।

২৭ আশা কর—ঘ, ঙ। আশা করি—চ।

২৮ কয়দার—ঙ।

২৯ বিধি পুরাউক তোমা মনে যেই সাধ—গ.চ।

৩০ নিজ—চ

৩১ আর করিব কোণে—গ।

৩২ জঙ্গিমেঘ স্রোত রণে ন লড়এ গিরি—ঙ। যদি মহাস্রোত জল ঢালএ যে গিরি—গ।

৩৩ শরীর সমর্থ বেদ্ধ কি করিতে পারি—ঙ।

৩৪ ব্যগ্রতা—ঙ।

৩৫ মিলিব আসিয়া—ঙ. গ.

৩৬ মারিয়া লইমু—গ। করিয়া অগ্রগণ্য—ঙ।

সর্গ ২৩ দর্পণ আবিষ্কার

১ অনুদিন—ঙ।

২ শুভ—ঘ। স্রোত—ঙ।

৩ জুতিবন্ত—গ। জুতিমন্ত স্বর্গেত—ঙ।

৪ শুভ—ঘ। জুতি—গ।

৫ কাঁচে কাঁচে চারি গুণ ফটিকে পাসান—গ। কাঁচে কাঁচে ফটিকে পাষাণে চারিখানে—চ।

৬ দস্তে—ঙ।

৭ জ্ঞানিক বেকত—গ।

৮ গোরাজ্ঞান—ঙ।

,, ২৪ দারার রায়বার

১ শুভের—ঙ। কারণ—গ।

২ নামের কারণ—গ.ঘ।

৩ বক্তা—চ।

৪ বচর্ন—ঘ।

৫ তত্ত্বজ্ঞান—গ। অনুজ্ঞান কার্যেত—ঙ। একবার জিনি-লেক সাহসে সর্বথা—ঘ।

৬ কর দিয়া না পাঠাও গর্ব কিবা মন—গ।

৭ জ্বলিয়া—চ।

৮ উচ্চ বাক্য—ঘ। উন বাক্য—গ। উম্মবাক্য—চ।

৯ রুমত হেনরু নানা দ্রব্য পূজিত—গ। রুমেত হিমের খানে বিধি নিয়োজিত—ঘ। রুম তাহা মহ খানে—ঙ। বামতা হিমের ক্ষীণ—চ।

১০ না লাগে মত—ঙ। আর ন কহিয় মোকে—গ।

১১ খলের বচনে মাত্র—ঙ। তুষ্টমাত্র—ঘ।

১২ সীমাতে—গ।

১৩ নিঃস্বার্থে কন্দল কর—ঘ। নিঃস্বার্থে হইছে—চ।
হইব—গ।

১৪ পরবিত্ত চিত্তে কার লোভদ না হেরি—গ।

১৫ আমি লইমু—ঙ। প্রাণ সে মারিয়া লৈম সেই বনে
দেশ· ·গ।

১৬ কিছু হৈছে—চ। যে না হএ কর্ণগত—ঙ।

১৭ কথেক ভাজন—ঘ। না হৈব ভাজন—গ।

১৮ সাতগুণ—চ। দশগুণ—গ।

১৯ বাপেহ—ঙ।

২০ চলি যাও বচন হৈল অবশেষ—ঙ।
··· ··· কহিয —গ।

২১ দৈব—ঙ। বায়ু—চ

২২ এ দুটো চরণ কেবল 'গ'-এ রযেছে। মূল পাঠ অটট।

২৩ চিন্তে আগে—ঘ। এড়িল—গ।

২৪ শশী—গ।

২৫ চাহে—ঙ।

২৬ আজ্ঞাদিল—ঙ।

২৭ মণ্ডল—গ।

২৮ অবিলম্বে ··তুরমান—গ। বিজ্যগতি—চ।

২৯ চোগান মারিয়া তুলি গেয়ান—গ।

৩০ বম্নি—ঙ।

৩১ নমরাজ মজলিস গুণের গুজান—গ।
শ্রীমন্ত মজলিস নবরাজ মহাশয়—ঘ।

৩২ কীর্তি রহএ—ঘ।

সর্গ ২৫ দারার যুদ্ধ যাত্রা

১ যুদ্ধ সজ্জা—গ।

২ বোগদাদ স্থান—চ। গোর আদি দেশ জান—গ।

৩ খজ্জির খিজ্জির—গ।

৪ পন্থেত চলিতে—ঙ।

৫ লোহময়—ঙ। হেমময়—চ।

৬ বর্মে নানা অস্ত্র মিলি—গ। ক্রমে সাজ বহু মিলি—চ। বর্মে শোভে বহু মণি—ঘ.ঙ।

৭ নাদে বাদি খুরসিবেত প্রচুর পর্বত করএ ধূলি—গ।

৮ ত্রাস পাইল—গ।

৯ আইল সে রুমের স্থান—গ। মেলে রুমের ঘনান—ঙ।

১০ মোহন—ঙ। পূরণ—চ।

১১ কিরীতি জগত—ঙ। কীর্তি ভুবন পূরণ—গ, ঘ। কীর্তিযশ দেশ পুর—চ।

সর্গ ২৬ দারার অভিযান

১. চিত্র—ঘ।

২ এমন য়ামন—ক, ঘ, ঙ।

৩ শোক—ঘ।

৪ আইল সব—গ।

৫ দুর পন্থে ঘর্মশ্রান্ত আইল সব সেনা—গ। শ্রান্তযুক্ত সর্ব সন্য সেনা—ঙ। ·· ঘর্ম শান্তযুক্ত—চ।

৬ সাহা আসি—ঙ। সাহা শিঘ্র—গ।

৭ অর্জা—চ। গোটক (ঘোটক)—ঙ।

৮ আলখি—গ।

৯ সাজিয়া—ঙ।

১০ ···নৃপতি কৈল আস—ঙ। খর্গ না ধরিও মনে কল্য প্রতি আস [প্রত্যাশ]—চ।

১১ অপযশ অধর্ম ভাসিব মন মাঝ—চ। অকৃতি অধর্ম মনে ভাবি চাহ লাজ—গ।

১২ তার পাটে তুম্মিত না বৈস কারি লৈয়া—গ।

১৩ তার সঙ্গে কলহ করিলে নাহি ফল—চ।

১৪ তাহাতে তোম্মার কিবা—গ। অপকীর্তি—ঘ। অস্ত্র বিত্তি—ঙ। অপব্যক্ত কথা—চ।

১৫ কথা কৈলা—ঙ।

১৬ সে সঙ্কাভাবে—গ।

১৭ যথ অহঙ্কার কৈল যাইব যম ঘর—গ।

১৮ নাহিক অকৃত—গ। লোক হরষিত—চ।

১৯ অপকীর্তি—ঘ।

২০ আছে আম্মার—গ।

২১ রুমের বাহির হৈল সাজিয়া সত্বর—গ।

২২ হস্তী—গ, ঙ।

২৩ লুকিত—ঙ।

২৪ তার পাছে এক এক স্বরঙ্গিমর ধ্বজ—চ। তার পাছে তোপ—গ।

২৫ নানা বর্ণ নানা সব রত্তনে জড়িত—চ। বস্ত্রে রত্নে রজতে—ঙ।

২৬ হেতু—ঙ।

২৭ পহরের অন্তরেতে বানা করি দৃষ্টি—চ। পন্থ কিবা না হস্তে পরে দিষ্টি—গ।

২৮ পাতাল—ঙ। পবত ন দিয়া আছে—গ।

২৯ খেনে মিষ্ট ভুঞ্জে খেনে কেহ কোলাহল—ঙ। …হলাহল —ঘ।

৩০ ধীর—ঙ চ.

সর্গ ২৭ দারার মন্ত্রণা সভা :

১ সৎ—ঘ।

২ বর্ণ করি—ঙ। বন্ধ কবি—ঘ।

৩ সিদ্ধ হইয়া—ঘ।

৪ সবে কবে নাহিত—গ।

৫ সুভ জয়—চ, শুনি জএ—গ।

৬ বাক্য শুদ্ধি—চ।

৭ যমনৃপ যমেত পাইয়া সার্ব বার্তা—চ।

৮ মহামানি—ঙ। মহামণি—চ।

৯ করিব প্রকট—ঙ। করি মস্ত হেট—গ।

১০ কেয়াসের পাটে—চ।

১১ চলি যাও ঘর—গ।

১২ যুক্তি মনে ভাবি—ঙ। এহি ঘৃণা না ভাব—গ। এই ঘৃণা মনে ত্যজি—চ।

১৩ মস্ত—গ।

১৪ বলবন্ত সাহসের দশগুণ দর্পে—চ। শতগুণ দর্প—গ।

১৫ যেই বরবীর বাজে সহস্র করে রণ—ঘ। যেই হস্তে করে রণ—গ। হেন হস্তে যার রণ—ঙ।

১৬ বুধ—গ।

১৭ হেন সংগ্রাম আরতি—গ। এসব কহিবা—ঘ। এমতো করিবো—চ।

১৮ নিজ হিত লাজ—গ।

১৯ ক্ষুদ্র বল হইয়া এথেক দর্প করে—ঙ।

২০ বীর হই—ঙ। এ সকল বীর সঙ্গে—গ।

২১ প্রীতি—ঙ।

২২ মাত্র—গ.ঘ.। যুক্ত—ঙ। কহে—চ। বুধ—গ।

২৩ ধনপ্রাণ তিলেকে মহত্ত্ব নাশ পাএ—গ। তিলে ধনপ্রাণ হানি মহৎ নাশয়—চ। আদি মহত্ত্ব না যাএ—ঙ।

২৪ পুত্র ভ্রাতৃক রএ—গ। পুত্র ভ্রান্তির—চ। পুত্র ভ্রাতৃর (?)।

২৫ মনে ভাবি—ঙ। আন ভাতি করিলেক—চ.

২৬ কর্থা—ঙ।

২৭ নৃপতির—ঙ।

সর্গ ২৮ সিকান্দরের নিকট দারার পত্র

১ সকল অঙ্গেত—চ।

২ ভাবি দেখ নিজ মন—গ।

৩ এই ভাবি কুমতি রচিল—ঘ।

৪ যদি ভজ রাগে—গ। যদি হও তেজহ বেগে—ঘ।

৫ বীর্য—ঙ।

৬ গ্রাসিবে—ঙ।

৭ তুরুক—চ। উকবাণ—গ।

৮ মর্ম ভেদি না রহে জীবন—গ। মর্ম—ঙ। ব্রহ্মা ভেদি না হয় জীবন—ঘ।

৯ ধনু তোর বান্ধি গলে যদি ভেট পদতলে—ঙ।

১০ পলকের—ঙ।

১১ রহে উপক্রম—চ। উস্তর কাম—ঘ। উপস্থিতে কাম—ঙ।

১২ নিষ্কপটে লহ শরণ—গ।

১৩ গর্ব করি—গ।

১৪ না করি—গ।

১৫ পাছে কৃত অনুরূপ ফল—ঙ। তার অনুকৃত পাইছে সর্ব—গ।

১৬ পত্র মোর পড়ি চাও—ঙ। নিজ গুণ যদি চাও—গ।

১৭ বীর ধীর—ঙ।

১৮ তেই জিজ্ঞাসা বারে বারে—ঘ।

সর্গ ২৯ দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর

১ সকল ব্যাপিত সে আলাম যথ ইতি—গ। সকল ব্যাপিত ওনেক সর্বহোতে সর্বঘটে বেযাপিত আন সর্ব হৈতে—চ।

২ তাহার কারণে প্রভু সৃজিলেক নব—ঙ। মহীমুখ—চ

৩ তাবহিত—গ। ভ্রমর—চ।

৪ বিষ্ণমান—ঘ। সুখমানে...অতি—চ।

৫ সেই যে করেছে উচ্চ গর্ব কিবা মনে—গ।

৬ ...তার উন নহে বল—চ। নিছে তার যোক্ত নহে বল—গ।

৭ ক্ষেমা না করিলে তুমি পাছে পাবে দোষ—গ, চ।

৮ গর্ব না করিয়া—গ, ঘ।

৯ আহার্মান যথেক নগর—ঙ। .. এ সকল যথ গর্ব কর—গ।
.. আহার্মান সমস্ত গরব—চ।

১০ মুমিন দিনে সকল আনিব—গ।

১১ স্মরি মনে—ঘ।

১২ কাফির বিনে আনি—ঘ। কাফির সব আনি—গ।

১৩ মনে ভাব কেনে—গ। না ভাবিও মনে—চ।

১৪ আছি এ কাননে—গ।

১৫ দুই দিকে দুই ব্যাঘ্র মধ্যে মৃগ এক—চ।

১৬ এখানে 'গ'-এ ছয় চরণ অতিরিক্ত পাঠ আছে। তা 'দারা সিকান্দরের রণ' নামের সর্গে বিধৃত হয়েছে।

১৭ শিশু—চ। সিলা—ঙ।

১৮ মুখের আখের—ঘ। ব্যাঘ্রের আখোট নীতি—ঙ। আহার—চ।

১৯ আপনার স্থানে . মতে—গ। ...ভিতে—ঘ। আপনার ক্ষেতি—চ।

২০ কুল—ঙ। দল—গ।

২১ রসুদিশ—ন.ঙ। পুণ্য যশদিশ—চ।

সর্গ ৩০ দারা সিকান্দরের রণ

১ স্বর্গ—গ।

২ বঙ্গভাষে কহিলেক—গ। বাত্তায় কহিল গতি—চ।

৩ দড়াইল অতি—ঘ।

৪ বিচিত্র সুসাজ—খ।

৫ একক্রমে রণ পন্থ সবে দেখাইল—গ।

৬ কৃপালের দ্বার—খ।

৭ ধূলি—ঘ, ঙ।

৮ খাপুয়া জমধর—ক, গ। খাসুয়া জমধার—খ।

৯ পড়ে খণ্ড খণ্ড—ঙ।

১০ কার কুম্ভ বিদারিয়া মহাত্রাসে ধাএ—গ।

১১ উভাঙ্গে—ক।

১২ মএে মত্রে—গ।

১৩ বিন্দত—গ।

১৪ 'গ'-এর ২৩ ক—খ পত্রের অতিরিক্ত পাঠ। এর প্রথম ছয় চরণ পাওয়া গেছে 'দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর' নামক সর্গে। সে সর্গের ১৬ সংখ্যক পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

১৫ যে আছিল বন্দিল বনের শুখাস্থত্রে—ঙ।

১৬ বীর—ঙ।

১৭ বহুমান ভুজ আগে প্রবেশিল রণে—ঙ। বহুমানি সৈন্য আগে প্রকাশিল রণে—গ। বহুমনি ভুজ আগে প্রকাশিল রণে—ঘ। বহুমান ভুজ আপে প্রকাশিল রণে—খ, চ। ····আগে—খ।

১৮ রুমিবীর করিলেক অন্ত—ঙ।

১৯ রক্তমএ কৈল—গ। ·· নদী হস্তী হাটি শির—ঙ। রক্ত বহাইল—চ।

২০ ···নিজ ভাগ্য লক্ষ্য করি—খ। রণে প্রবেশিল যেন প্রচণ্ড কেশরী—গ।

২১ বাহারিয়া—গ। বায়রি—খ। ভাণ্ডরিয়া—চ।

২২ যুদ্ধ করি মারিয়া ঘুচাও সবকাল—ঙ।

২৩ আগে—ক, ঘ।

২৪ মহামহা—খ।

২৫ ইঙ্গিতে—ঙ। ইচ্ছিতে—চ।

২৬ রুমি সৈন্য—চ, ঘ।

২৭ বহুল পড়িল অগ্রগণ্য,—ঘ, চ।

২৮ রুমিগণ—চ।

২৯ অগ্নিতে পড়এ যেন—খ।

৩০ প্রকাশে নয়ান—ঙ।

৩১ বিস্ময়—খ।

৩২ সেকান্দর শাহা দেখি রুমবীরগণ—গ। ·· সকল বীরগণ—ঙ।

৩৩ অস্তগত—গ। অস্তাগীত—ক। অস্তমিত—চ।

৩৪ কোলাহল—গ, ঙ।

৩৫ সমপন্থ—ঘ। সময়ে প্রত্যহ দুই—খ। সমপর্থ দুই বীর—ক। সত্য অতি—ঙ। সমস্তএ—গ।

৩৬ চশ্চা—ঘ। প্রতি—চ।

৩৭ যুক্ত—চ। মন—খ।

৩৮ সতন্তরে দিবা—গ। সন্তোষে তুসিবা—ঙ।

৩৯ দধি—ক। ৩৯ কঁ—দেশের—চ।

৪০ জগপূর্ণ রহিলেক তাহান বাখান—গ। রহে রসের বাখান—খ।

৪১ ভাঙ্গি মনের সন্দ রহোক আনন্দ—ঙ।

সর্গ ৩১ দারার নিধন।

১ যার গন্ধ বহএ না রএ চিরদিন- ঙ।

২ সেবা—ঘ।

৩ গন্ধবেরে—ক, খ, ঘ।

৪ লুকাইল সিকান্দরে শীতল শশধর—গ। সত্বরে লুকিল জান—ঙ।

৫ ভ্রমাইয়া—চ। স্তপদিয়া—ক, ঘ। স্তোক দিয়া ?

৬ নানা অস্ত্র বাণা ছত্র করে সৈন্য সাজ—চ।

৭ দিব্য ধনু টোন হস্তে দিব্য দুই বাণ—খ, চ।

৮ আপনে মধ্যে রহিলেক সৈন্য সম্বোদিয়া—গ।

৯ আকাশ অবধি দিকে—ঙ। অকালের বর্ণ যেন—গ। কাঁশ কর তাল শব্দ—চ।

১০ সুর কম্পমান প্রকাশিত হস্ত পাও—গ। বীর কম্প প্রাএ প্রকম্পিত—ঘ। বজ্র কাম্পে প্রবল—চ।

১১ ধূম্রবৃষ্টি—খ, ঙ। শরবৃষ্টি—চ।

১২ দুঃখিত—খ।

১৩ ইরান—গ।

১৪ দুই হস্তে খর্গ ধরি সিকান্দর বীর
সর্ব সৈন্য কাটি পাড়ে অক্ষত শরীর }—গ।

১৫ পসর—ঘ। অসিধার—গ। পরস্পর—ঙ। সফ'র—খ, জামফর—চ।

১৬ দীপ্তরূপ—চ।

১৭ নিজ হস্তে বহু সৈন্য ঘালে—গ। হস্তে বহু কাটে—খ। সাহার বহুল সৈন্য দলে—চ।

১৮ ভাণ্ডরি—চ। বাহুড়ি?

১৯ চিক্কা ছাড়এ—ক, গ। চিক্করি কাড়এ—খ। চিকারিয়া ধাএ—চ।

২০ ঠেলি—খ, গ। দিয়া হস্তে তালি—ঙ।

২১ ভদ্রকালী—গ, ঘ, চ।

২২ দৃষ্টি প্রাণে নাশে—চ। দিষ্টি পন্থে নাসে—গ।

২৩ অর্ধ সৈন্য মারহ বেড়িয়া—খ।
মধ্য … … … …. ঙ।

২৪ একত্র হইলা—ঙ।

২৫ এর পরে 'চ'-এ বারোটি প্রার্থনামূলক চরণ রয়েছে,—যা ক, খ, গ, ঘ, ঙ-তে নেই। প্রক্ষিপ্ত বলে বাদ দিলাম।

২৬ 'কাঞ্চুকি—ঙ। হতমতি—ক।

২৭ পড়েছে একসর—গ। রহিছে একসর—ঘ। শুতিছে নরেশ্বর—ঙ। শুইছে রাজেশ্বর—চ।

২৮ ভুমিখাটে—খ, চ। ভুমিপাটে—ঙ।

২৯ মান্য—খ, গ।

৩০ অক্ষ্যমিয়া—চ।

৩১ ভুঞ্জ তুমি মোর—ঙ। দহিতে চাহএ—ক।

৩২ শীঘ্রে—চ। শোকে বিনাসএ তাজ—খ।

৩৩ লৈক্ষ্য—ক, ঘ। লোম—চ।

৩৪ মোর—খ, গ। আশা—ঘ।

সর্গ ৩২ শ্মশান বৈরাগ্য

১ 'চ'-এর পাঠ বিকৃত।

সর্গ ৩৩ জীবন-তত্ত্ব

১ ভোর হএ আন—খ। জান ভাবয়ে আপন—চ। মনভাব আপন—গ।

২ রহুক অন্যতা হই—গ।

সর্গ ৩৪ সিকান্দরের প্রতি জ্ঞানীবৃদ্ধের হিতকথা। [নীতিতত্ত্ব]

১ অনেক—চ। অলেখ—খ।

২ পিরীত—গ।

৩ শীতল—ক, ঘ। শিথিল ?

৪ আগে—ক, খ, ঘ। মিলাইল—ঙ।

৫ সঙ্কট যত হয়—চ।

৬ সহস্র—ক, গ, ঘ। শাহা হস্তে যুঝে নৃপ—চ। সহস্তে—চ।

৭ সকলে করিব—গ।

৮ ধিক—ক।

৯ না মরএ—গ, ঙ, চ।

১০ ধর্ম -গ।

১১ নাবউক—খ, ঘ, ঙ।

১২ মনএ—খ, ঙ। গুণি মনে সর্ব সৈন্য ধায়—চ।

১৩ দারার সমান—চ।

১৪ অনীতি—চ। অনেক—গ। অনিত—ক,খ। অমিত ?।

১৫ নাম পুন্যধ্যান নাহি কিছু দ্রব্য লাভ—গ। নামপূর্ণ বিশ্বধর্ম নাহি কিছু লাভ—চ।

১৬ কাননিক—ঘ। কানলিক—গ। কালকবির—খ।

১৭ হলধর কর্মিক গুণীন সুজন কবির—ক। সুজন বীরে হামলে হইছে গ্রহণ—গ। সুজন বোবর—ঙ।

১৮ বৃষ্টি হএ—গ।

১৯ কদর্য নাশিয়া হউকভাবে মোন পুরা—চ।

সর্গ ৩৫ সিকান্দরের ইসলাম প্রচার।

১ সব—গ। শুদ্ধ—ঘ।

২ শুনি বিবরণ—গ, ঙ। শুনিয়া সত্বর—ক। শুনিয়া বিভোর—খ।

৩ যার কেহ না রহিত—চ।

৪ রাজ্য পাইয়া—ঙ।

৫ স্থল বিন জিনগণ—চ। শূন্য জীক্ষু পীন ঘন—ঙ। শূন্য বিনু পীনগণ—খ। সুবর্ণ বিলাসীগণ—ক, ঘ। সুবর্ণ বিলেপি ঘন—রঙ্গীতে রামা গণ—গ।

৬ এর পর 'চ'-এ চার পংক্তি অতিরিক্ত পাঠ রয়েছে, যা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, পুথিতে নেই। এ নিশ্চিতই বটতলায় সংযোজিত।

সর্গ ৩৬ মায়াবীর যুদ্ধ।

১ আজবোজেতে—খ, ঙ। আরজদেশেতে—ঘ। আজবা-দেশেত—গ।

২ টান—ঘ, চ।

৩ রাজেশ্বর—ক, ঘ।

৪ টোনাবিদ্যা—ক, ঘ। বৃদ্ধ—গ।

৫ সর্প—খ।

৬ বিরোদিয়া—খ, গ। নিরূপিয়া—চ।

৭ জগভরি কীরিতি রহিব মনুরম—ঘ।

,, ৩৭ সিকান্দরের ইস্পান প্রবেশ।

১ তুলি—ক, খ, ঘ। তুলং—চ।

২ শুদ্ধ—চ।

৩ পরিজলগরবন্দ—খ। নরবস্ত—ক, ঘ।

৪ মাস্তবস্ত—ক, ঘ। মনধন্দ—চ।

৫ পুরস্কার—ক, ঘ। দিব্যজল উপস্কারী—খ। দিব্যস্থলি উপকারী—গ, দিব্যস্থল উপকারী—চ।

৬ রহিলা আশ্রম করি—ঘ।

৭ মৃতকণ্ঠে—ক।

৮ কাতর—চ।

সর্গ ৩৮ সিকান্দর রৌসনক বিবাহের উদ্যোগ

১ বান্ধিল সত্বর—ক, ঘ।

২ সজ্জা—ঘ। সত্য—ক।

৩ আসনে—চ। বন্ধনে ক, ঘ। শব্দ কায়ানি বন্দনে—গ।
প্রসাদ করি জোগ আনিআ বসর্থনে—খ।

৪ দেখিতে—চ।

৫ 'চরণ যুগল' কেবল 'গ'-এ আছে।

৬ যাবত সবার যে সকল সান্তাইয়া—ক। … শোকানল শান্ত পাইল—খ।

৭ এই বক্র যুদ্ধ গতি—ক, ঘ।

৮ দয়া—ক, ঘ।

৯ যোগ্য পরশিল—ক, ঘ। সুদ্ধ পরস্মির তাজ—খ।

১০ হৈব—গ। আর—চ।

১১ মান্য—ক, ঘ।

১২ পাই—চ, ক, খ, ঘ।

১৩ বারেবার—গ।

১৪ নগরে চাতর—চ।

১৫ মজবাত চুয়া—চ। চন্দন—গ।

১৬ সিলিঙ্গার কুদ্ধক চটকে করে রঙ্গ—গ।
সিলিকারি কুঙ্কুম ছিটএ কার রঙ্গ—ক।
সিল্লিকারে কুহকে ছিটকে বারে রঙ্গ—ঘ।
সিল্লিকারে কুহু করে ছোট করে রঙ্গ—খ।

১৭ হুরুস্থল—চ। হুলুস্থুল?

১৮ সুরুচির—চ।

১৯ উগরএ—খ। উভরায়—চ।

সর্গ ৩৯ । **সিকান্দর-রৌসনক বিবাহ ।**

১ 'ক'-এ একটি ধুয়া আছে : হকিয়ারে আও গাহ গাহ
আনন্দ দুঃখি, আনন্দ সাহানা নারে ।'

২ কপালে সুবর্ণ সেহরা পবিত্র মুকুতা ঝারা—ক, খ। পবিত্র মুকতা তাতে—গ।

৩ বাণা—খ।

৪ ঝালর ভাএ—খ। মুক্তাদাম ঝলকএ—গ।
ঝলএ তাহে—ক, ঘ।

৫ কর্জ শ্বেত মান—চ। জর্ক শ্বেতমান ?

৬ বয়সী সব বেড়ি—ক। রূপসী সব বেড়ি—ঘ।

৭ চমকে সুবর্ণ পাত্র—চ।

৮ শুক—ক। সুর—গ, ঘ। শুর—চ।

৯ নানা গন্ধে—চ

১০ ধরি ধরি—গ, চ।

১১ সর্বজন—চ

১২ ভারে ভার—গ। পুনি হয় ভার—ঘ। শূন্য হএ পুনি হৈল তার—ক। শূন্য হৈলে পুনি পুনি ভরে—চ।

১৩ জানে শ্রবণ লোচন—ক। ধন্য ধন্য শ্রবণ লোচন—চ। ধন্য মনে নয়ান শ্রবণ—গ।

১৪ নৃপতির—ক, ঘ।

১৫ নবরাজ মজলিস সুজান—ঘ। নবরাজ মজলিস জান—চ।

,, ৪০ । **বিবাহানুষ্ঠান ।**

১ দিব্যস্থলে হরিষ অন্তরে—চ।

২ রাজ-কর্ম—ক, ঘ।

,, ৪১ । **ক'নের রূপ ।**

১ বিনী বিরাজিত কুসম রচিত—চ।

২ সঘন জিনি জলমল বেণী—গ। সঘন তমিনী ঝলমল জিনি। সঘন তমিনী ছলমল জিনি—চ।

……ঝলমল জিনি—ক।

৩ মহাশিষ কলস্থর গুরু তল—ঘ। সোহসি সফল স্থরু গুরু-তল—ক। সোহসি সফল স্থর গুরুতুল—গ। শিরেত সিন্দুর স্থর গুরুতর—চ।

৪ আঞ্জ নিরঞ্জন—ক।

৫ ভুরুযুগ—ক, গ।

৬ কোটি—ক, ঘ।

৭ বিছট—চ।

৮ বাঞ্জি—গ। বন্ধন—চ।

সর্গ ৪২ । ক'নে সমর্পণ।

১ জ্যোতির্ময়—চ।

২ হইল তোমার মোর—ক, ঘ।

৩ নারীর—গ।

৪ শুদ্ধ সেবা—গ।

৫ যোগ্য—ঘ, চ।

৬ গোয়াই—ক, ঘ। গোসাই—চ।

৭ শুভ মূর্তি যেই সে নর স্বামী—গ।

৮ অন্তস্পুট—ক, গ, ঘ।

৯ হীন মতি—চ। অল্পমতি—খ, গ।

১০ ঘন—গ। রসঘর—ক, ঘ।

১১ কি কহিব কথন—গ।

১২ বাপের—গ, ঘ।

১৩ এথ রাত্রি বঞ্চিলা—ক। সর্বরাত্রি ভুঞ্জিয়া—চ।

১৪ নয়ক নায়ক দুহ সঙ্কর পার্বতী—গ। নতু এক দোহ যেন—চ। …কায়া কিবা—ক।

সর্গ ৪৩ । রৌসনক'র মুকতুনি যাত্রা ও সন্তান লাভ ।

১ কহে বাক্য আপেত—ক, ঘ। এক বাক্য—চ। এহি বাক্য—খ।

২ যদি বা সে কহএ—গ। যদি করে কথ হএ—ক, ঘ। যদি তোমা কৃপা হয়—চ।

৩ কেহ—খ, গ।

৪ নানান বিশেষ—খ।

৫ সুসঙ্গে—ক, ঘ। সুচন্দএ—খ।

৬ আস্থে তালুক দ্রফর—খ। আস্থে যথেক আরস্তর—ঘ। আর যতেক দপ্তর—চ।

৭ ছয়ফুলমুলক—গ।

৮ ধরিল—ক, ঘ।

৯ মায়া—খ, চ।

১০ পালাইলা শিখাইলা—ক, ঘ। পাঠ বিদ্যা শিখাই শিখাই বিদ্যাগুণ—চ।

১১ চরণদ্বয়—খ, গ, ঘ-এ নেই। 'চ'-এ আছে।

সর্গ ৪৪ । সিকান্দরের দিগ্বিজয় ।

ক । মক্কা জিয়ারত ।

১ সমস্ত—খ। সামন্ত—চ।

২ বহুল—গ।

৩ ন্যায় দড়রব—ঘ। ন্যায় দড়বর—ক, গ। দানবর—খ। নেয়াবন্ত বর—চ।

৪ ভক্তি করি—খ।

খ । এরাক প্রভৃতি বিজয় ।

১ ইজাজ। ইজারের—ক, ঘ।

২ কাফির মারিল—গ। মারিদ করিল—চ।

৩ দূর করি মহামতি—গ। করি সেবা অতি—চ।

৪ ইজাজে—গ। ইজারে—ক, খ, ঘ। [আবখাসে—নিযামী]

৫ খড়্গাপতি—গ।

৬ ইজারের—ক, খ। ইজাজের—গ আজরের—চ।

৭ নিধি—চ।

৮ আদেশ—ক, ঘ।

৯ বুদ্ধি বাড়ুক—চ।

গ। বার্দা রাজ্যের শোভা।

১ ন্যাহি দুঃখ পাপলেশ—গ।

২ দেখি কুপ—ঘ। পুষ্পের দীর্ঘ কুল—গ।

৩ বন্দ ছাট—ক, ঘ। বন্ধ—গ।

৪ তুষার—ক।

৫ অগ্নি ওলি সুকের নিমিত্তে—ঘ। ...নিমিত্তে—ক। ...রহে নিত—গ। সুখের নির্মিত—চ।

৬ সবসম সাধুর চরিত—ক। সদাসত্য সাধু—গ। সদায়েত সাধু সুচরিত—চ।

৭ যথহর সারগর হএ—গ। ...অভুর হএ—ঘ।

ঘ। বার্দারানী নওশবা ও সিকান্দর।

১ হৃষ্ট—চ। তুষ্ট—গ।

২ এহি পুরী—গ।

৩ শশীরে সেবিয়া—গ। শশীরে—চ। সজীবে সেবিয়া—ক, ঘ।

৪ গহদ তবে—ক। গৃহে ভব সেবক—ঘ। গৃহস্থ—গ। গৃহস্তমা—চ। গৃহোস্তব?

৫ অসি প্রকাশিলে রণে কাম্পে শত্রু বর্গ—গ।

৬ নিশি—চ। দিবসেত পোষন সি—ঘ। দিবসেত পূর্ণ শশী—ক, গ।

৭ ...লগ্ন—ক, ঘ।

৮ প্রভুরভাবে মগ্ন—ক, ঘ।
৯ চরিত—ক, খ। বিদিত—চ।
১০ রামা সবে বারতা পাইয়া—গ।
১১ আগে—গ।
১২ পুরন্দর—গ।
১৩ বর্জিয়া না আইল—গ।
১৪ দিনেক আসি—গ।
১৫ সিনপ্র মাইস ন করিঅ কিঞ্চিৎ ভ্রম—গ।
১৬ রচিল—ঘ।
১৭ প্রশুদ্ধ—চ। প্রসিদ্ধ—ক, গ, ঘ।
১৮ বন্দী—ক, ঘ।
১৯ ভার—ক।
২০ বোলে চাতুরী প্রকারে—গ।
২১ কেহ চাহ ভাঙিবারে—গ।
২২ কথ আদি নৃপ—খ।
২৩ সঙ্কট স্থানে—চ।
২৪ আঁখি দেখিলুম কটুতর—ক।
২৫ জোর…চ। চোর…গন্ধর্ব বান্ধিএ—খ।
২৬ বিধি বশে বিরসেত ভাব হএ রস—গ।
২৭ পরিসজ্জা—চ, খ।
২৮ সত্বর—খ।
২৯ অঙ্গে—গ।
৩০ ছন্দে—ক, গ।

সর্গ ৬। সিকান্দর সভায় নওশবা।

১ শাহা আগে কপাণ কহএ নরপতি—ক, ঘ। কৃপালে—চ
২ সশঙ্কিতে—খ। সশঙ্কে—গ। সঙ্কুচিত—চ, ঘ।
৩ অডুল আরক্ত যেন ভিত্তের পোতলি—ঘ, অডোল অনক্ত যেন ভিতরে পুতলি—খ। আর লএ বার্তা যেন ভিতরে—গ।

৪ মন—ঘ, চ।

৫ গেলা কন্যা আপনার ঘর—গ।

৬ পুন্যবন্ত মহা—খ।

সর্গ চ। সিকান্দরের সংকল্প।

১ বহুতর—ক, ঘ।

২ বসিল নিঝল রাতি—গ।

৩ দিন দস্যু—খ। দিল দস্যু—ক। দিন দুষ্ট—চ।

,, ছ। ভূগর্ভে তিলিসমাত যোগে ধনরত্ন রক্ষণ।

১ ভয়—গ।

২ কাগজে—চ।

৩ প্রতিবাজে—ক। প্রতিজ্ঞাচে না হইল পুরণ—ঘ।

,, জ। সাধুর সহায়তায় সিকান্দরের পার্বত্য গড় অধিকার।

১ কৃতি—খ, গ।

২ অবিরত—ক, খ।

৩ সর্ব-চ। যত—গ।

৪ তাহা শুনিয়া সসন্তে শাহা যদি কাছে আইল—গ, খ।

৫ মনে বিমসিয়া—গ।

৬ বিদিত—খ।

৭ নিশ্চিত—খ।

৮ হৃদে—ঘ, চ]

৯ মোর মন বধ যুক্ত—ঘ। ঘোর...খ। মোর মন বাচ্ছাযুক্ত—গ। ...বন্ধুযুক্ত—চ।

১০ তৃণবাস ভক্ষ্য কার না হোক—খ। তৃণ ভৈক্ষ্য করেঁা নহোঁ কার কুপতল—গ। তৃণভক্ষ বাস করে নহ কঅতল—ঘ। তৃণভক্ষ ভাস্কর না হয় করতল—ঘ।

১১ সত্য—খ।

১২ মহাগিরি—গ।

১৩ গোহারিল সকলে শাহার কাছে আসি—গ।

১৪ সর্বজন বৃক্ষ ফল নষ্ট করি—ক, ঘ।

১৫ মাস্ত—ক, খ। মহাব্যস্ত—গ। মৃগ—চ।

১৬ মন—চ। মনচিন্তা খণ্ডিলেক—ক, ঘ।

সর্গ ঝ। সিকান্দরের সরির যাত্রা ও 'কয়'পাট জাম দর্শন।

১ চলি হইলা—ক, ঘ। ...সর্ব ভূমে—গ। চালাইলা সর্বারম্ভে—চ। সর্বারম্ভে—খ।

২ নির্মিত—ক, ঘ।

৩ নয়ন—চ।

৪ পস্তর উজ্জ্বল—চ। পার্থর—ক। ৪ক [দর্পণে-নিযামী]

৫ ক্রোধে—খ, ঘ। দ্রোদ—চ।

৬ গিয়া সে রাজাধিরাজ—ক, গ।

৭ দুর্লভ—গ।

৮ কর্ম করে সিদ্ধ—খ, গ। কর্ম কর সিদ্ধি ভাবে—ঘ, চ।

৯ প্রতিনিতি—গ। পাটলেত—খ। পাটনেত—চ।

১০ হৃদেত—ঘ, ক্রদেত—খ। ফুদেত—গ। দ্রাদেত—চ।

,, ঞ। সিকান্দরের ইন্তরথ যাত্রা।

,, ট। সিকান্দরের খোরাসান বিজয়॥

১ ছত্র কার—ঘ।

২ মস্তক—ঘ। সমস্ত—চ।

৩ দীনে ন আইল যথ মারিয়া পেলিল—ঘ।

৪ খোরাসানি প্রতিগ্রামে করিয়া বিশ্রাম—ঘ।

৫ সরহদ—চ।

সর্গ ঠ । হিন্দুস্তান বিজয় ।

১ পন্তর—চ। পান্তর—ঘ।

২ ঢুলনে ঢুলে—ঘ।

৩ কার্যভঙ্গ—গ। স্বামীভক্ষ—চ।

৪ বস্তু যদি হরসিতে লএ—গ।

৫ ভাল—ঘ। আজ—গ।

৬ সঙ্গে সময়ুক্ত—গ।

৭ সপ্ত এক কয়দ ফাপ গিয়া—ঘ।

৮ বিরচিয়া আর স্থানে লিখিয়া নৃপতি—গ। বিচারিয়া—চ।

৯ সভাত জানাইল পাত্রে বার্তা সে কুশল—গ।

১০ আয়ু বিদি—ঘ। অগ্রবিধি—চ।

,, ড । কণৌজ দখল ।

১ ফ্রান্দি নাম, ফুর নদী নাম—গ। ফুরু বলি নাম

২ ঈশ্বর—চ। উষর ?

,, ঢ । চীন অভিযান ।

১ সমর্থ বীরেন্দ্র-ভস্মারহুকারী—খ। তস্মরোহকারী—গ।
সমস্ত··· ···ভস্যারহ হাকারি—ঘ।

২ পাহাড় পর্বত—খ। লোহার প্রবত—গ। লোহার পর্বত—ঘ।

৩ যথ—গ। কত—চ।

৪ খর্গ—চ।

৫ চিন্তিল সতত শাহা সাধুর চরিত—গ।

,, ণ । খাকানের নিকট সিকান্দরের পত্র ।

১ ক্লেশ—গ।

২ বৃদ্ধামাত্য—ঘ। বৃদ্ধমন্তে—খ। বৃদ্ধ তুমি—চ।

৩ তপ্ত সিদ্ধ জ্ঞাতা—গ.ঘ। তস্য সিদ্ধি জ্ঞাতা—চ।

৪ তথাপিহ প্রীমেহ রণেত নাহি ভাল—ঘ। রণ হোন্তে প্রেম অতি ভাল—গ। প্রেম হেরে রণে নহে—খ। প্রেমের হারনে নহে ভাল—চ।

সর্গ ত। খাকান রাজ্যের পত্রুত্তর।

১ দীন—খ। হীন—ঘ। লীন—গ। কিছুদিন—চ।

২ নিশি—চ।

৩ গুরুতর—গ।

৪ রাজ্য পাট ছাড়ি—গ চ।

৫ ভিন—গ।

৬ প্রত্যুষে রায়বার—খ। কালুকা প্রভাতে আমি যাইব শাহা পাস—ঘ।

,, থ। রায়বার বেশে খাকানরাজ।

,, দ। সিকান্দর ও খাকানরাজ।

১ ধিক বতি—ঘ। বহুল আরতি—গ। হেন মনারতি—চ।

২ রাজ—ঘ। দেশের রাজ্য—গ।

৩ অনাপ বাধীরে কি ন খেমিবা রোস—গ।

৪ শাহার ক্রোধানল তবে দেখিয়া খাকান—খ।

৫ সুজানি—খ।

৬ পুনি পুনি—খ.ঘ।

৭. সুরস—ঘ।

,, ধ। শিল্প কথা।

১ 'চ'-এ প্রথমে অপ্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত দুটো চরণ আছে: খাকান অস্তুত ইত্যাদি।

২ অনুবন্ধ—গ।

৩ উগারি—গ.ঘ।

৪ সুবঙ্গ—ঘ।

৫ হিস্মত—খ.ঘ।

৬ জলহীন স্থল দিব্য আছে জলছায়া—চ।

৭ … নিরক্ষিয়া মাত্রে বুঝএ—গ। অন্বয় বাজয়—চ।

৮ লই লই—ঘ। লহরএ—খ।

৯ জল ইচ্ছে জল পান—গ। ইশ্চি অজু জল পান—ঘ। ইছিল জল পান—খ। তারে তেই লাগিছিল অজুজল পান—চ।

১০ অধিক বাড়ির—গ। ধিক হইবে—চ।

১১ লেখিতে অক্ষর বস্ত্র বস্তু বহুতর—ঘ।

১২ কোমলিনী—খ।

সর্গ ন। সিকান্দরের রুম যাত্রা।

১ সোভ অন্দেশ—খ। সভাসদ বেশ—গ। পাঠাই সুভ সন্দেশ—ঘ। সুশোভন দেশ—চ।

„ প। রুচ [রুস]-পীড়ন সম্বন্ধে গোহারী।

১ অপত্যায় পত্য হএ নয়ানে যে দেখে—গ। অপাইত প্রাপ্তি হএ অব দেখি দেখে—ঘ। অপাইত প্রাপ্তি হস্তি হয়—খ।

২. নানা রাজ্য নানা নৃপ দেখে—গ। আজমে বর্তক—চ।

৩ জলপন্থে রুচনৃপ নানা দিল গিয়া—গ।

৪ সিকন্দর নহোঁ কুকুর নাম ধরি—গ.ঘ।

৫ রাজ্যের কানন—গ। রাজ্যের ন পাইল—ঘ। রাজরণ ন পাইল—খ। সুখলাভ রাজ্য নর—চ।

„ ফ। রুসের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম।

১ এহি মত কর্ম দেখি লাগএ কুশ্চিত—গ।

২ দেখিতে পুরুষ সবে কামে হএ মন—গ।
৩ আজি তোহ্মা বাক্যে নারি তেজিতে তাহার—গ।
৪ এহি বদন দেখন—গ।
৫ রাখিবার—চ।
৬ কথদিন তরে কি রহিলা এহি ঠাম—গ।
৭ খরনখ—গ। সরন সুত্রাসে—ঘ। সুবসসু—খ।
৮ খিন থাকে অনেক তল—গ। মনে কত বল—গ।
৯ মহাবলে-ধূলি উঠি চাহিল আকাশ—গ।
১০ বাউগমে—গ। উগ্রগামী—চ।
১১ পাখারিত—খ। পকরিত—ঘ। পাখরিত—চ।
১২ ব্রহ্মঅস্ত্র—চ।
১৩ সুখের—খ, ঘ।
১৪ পরিছিল রণ—ঘ। পরিছি—খ। পরশিব রণ—চ।
১৫ পীতাস্ত—ঘ। পীতার্থ—খ। ক্রেতাদন্দ—গ।
১৬ সত্য সৈন্য—ঘ, চ।
১৭ বরাহ—ঘ।
১৮ ঢাকিয়া মস্তকপদ চর্ম সর্ব গাএ—গ।
১৯ ...অঙ্গ তার অশ্ব বাউগতি—গ।
২০ মুখে—গ।
২১ 'খ'-এর অতিরিক্ত পাঠ [ ] বন্ধনীর মধ্যে ধৃত হল। পুথির পত্র সংখ্যা ৬৮।
২২ এ থেকে চার চরণ ক, জ (২৬)-এ নেই।
২৩ মোহন্তের—ক, জ।
২৪ ছিণ্ডি—ক. জ।
২৫ মহাসর্প ছিণ্ডি—ক, জ। মহাশক্তি—চ।
২৬ ইনানী—চ।
২৭ বাখানিয়া—জ। বোখানি—ক। পাখারিত—চ।
২৮ ইনাকি—ক, গ। এলাকি—জ। ইউনানী—চ।
২৯ অতি গর্বে আপনে—গ। মত্তগর্ব রণেতে—চ
৩০ জীর্ণ—ক, জ। হৃষ্ট—চ, গ।

৩১ বাউগতি—ক, জ।

৩২ কুনাম কৈলে—গ।

৩৩ গিরিসম মুণ্ড তার—ক, জ, চ।

৩৪ উষ্ঠান মণ্ডন—ক, জ।

৩৫ নৃপবরে—চ।

৩৬ উদান মাণ্ডন—ক। উঠন মারণ—খ, উদ্ধান মণ্ডন—জ।

৩৭ শিশু—জ, চ।

৩৮ এরপরে 'চ'-এ তিনটে চরণ রয়েছে ঃ তবে খ্যাতি ইত্যাদি।

৩৯ সংহারিলে—চ।

৪০ মহাবীর—ক. ঘ।

৪১ স্থির—ক. ঘ।

৪২ সমর—ঘ। সমান—চ।

৪৩ কিছু—ক. ঘ।

৪৪ পরিণত—ঘ। পরিলও—খ। পুরাতন—চ।

৪৫ অধোস্থান—চ।

৪৬ অগ্রতারা কঙ্কর রচি ফলবান—ক. অগ্রতারা কঙ্কন বরসি পুরমান—গ. অগ্রতারা কঙ্কর রুচির ফরমান—ঘ। অগ্রতা কণ্টক অঙ্গ বরশী প্রমাণ—চ।

৪৭ ভিতে—ক.ঘ।

৪৮ হইল—ঘ। হইব—চ।

৪৯ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ—গ।

৫০ যুদ্ধ সমাপ্ত ন ভেল—গ।

৫১ চাহি—গ।

৫২ সপিল—গ।

৫৩ ভাগ্য—চ।

৫৪ মহত্ত্ব বুঝহ—ঘ। অন্ত লৈয়া শুন—গ।

৫৫ চামর—গ। চমুর—চ।

৫৬ আসিয়া খোতনী অশ্ববার—খ ঘ। আছির খোতনী আছে আর—চ।

৫৭ নানা অস্ত্র নৈল যত অস্ত্র—ঘ ।

৫৮ বুলি—খ। ধনি—গ।

৫৯ রুপিল—ক.খ। সিংহে করিয়া গুছিল—গ। …বসিল—ঘ। সব আসি আর্গছিল—চ।

৬০ লাগি গোবি হেতু গেল হেন মনে মানি—খ। লয়ি গর্ব—ক। লষ্টিগুবিধ—গ। লষ্টি গবে—ঘ। লাগ গুণী হেতু—চ।

৬১ অনুগত—ক. ঘ।

৬২ কিস্থর—ক। কিসর—ঘ। কিনুরী—চ।

৬৩ গৎ—ক।

৬৪ মোহশ্চিত—খ।

৬৫ ভার্যাকেলি—চ।

৬৬ শরীর—চ।

সর্গ ব । সপ্তম যুদ্ধ ।

১. দিবসে পরশে—চ।

২. পরশু…যেন হৃদে প্রবেশএ—খ। নিত্য অস্ত্র বরিষয়—চ

৩ মহন্ত—খ।

৪ গুণীগণ—চ।

,, ভ । রুশ যুদ্ধে সিকান্দরের জয় ।

১ অগ্র—ঘ। অগ্নি—খ, অস্ত্র—চ।

২ মারে—চ।

৩ মহাগুণবন্ত—ঘ. গুণ মহাবন্ত—চ।

৪ মহন্ত—চ।

ম । আব-ই-হায়াত ।

,, য । আব-ই-হায়াতের জন্য যাত্রা

১ রূপ—খ. ঘ।

২ ভাবি—চ।

৩ .. রুদ্রে এই কার্য প্রকাশিল—চ।

৪ ক্ষেমিয়া প্রমাদ—খ।

৫ দাসেরনি অসত্য যোগ্যতা—ঘ. অসত্য কি যোগ্যতা—চ।

৬ কহিতে সাহার আগে জানাইতে বুঝিলা—ঘ, ছ।

৭ পূর্ণ—চ।

৮ তল্লিল—খ। তনিল—ঘ। তাপিত—চ।

৯ বচন—খ।

সর্গ র । সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা ।

১ [ ]-এর পাঠ কেবল 'খ' ও 'ঘ'-এ আছে।

———

নিযামী ও আলাউলের
সিকান্দরনামার
তুলনামূলক আলোচনা

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী

পরিশিষ্ট গ.

২৫—

[ইউসুফ নিযামী গঞ্জভীর মূল গ্রন্থের সঙ্গে কবি আলাউল অনুদিত
'সিকান্দরনামা'র তুলনামূলক আলোচনা]

নিযামীর স্বহস্তে লিখিত সিকান্দরনামার পাণ্ডুলিপি কখন কাহার হাতে পড়িয়াছিল তাহা জানিয়া লওয়া দুষ্কর। মূল পাণ্ডুলিপির বেশ কয়েকটা অনুলিপি করা হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিরাচরিত প্রথানু-সারে লিপিকাররা এখানেও গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল, তাহা. সহজেই অনুমেয়। কারণ ছাপান পার্সী সিকান্দরনামায় অনেকগুলি পাঠান্তর পাওয়া যায়। পার্সী সিকান্দরনামা কে বা কাহারা প্রথম প্রকাশ করিয়া-ছিল তাহাও জানিতে পারি নাই। তবে আমার কাছে যে পার্সী সিকান্দরনামা আছে উহা কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী হাজী মোহাম্মদ সাইদের আদেশক্রমে মুদ্রাকর মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত সিকান্দরনামা। ইহা কানপুরস্থিত ইন্তেযামী ছাপাখানায় সন ১৩২০ হিজরীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই পুস্তকটিই আমার প্রধান সম্বল।

পক্ষান্তরে আলাউল-অনূদিত মূল বাঙলা পাণ্ডুলিপিটা কাহারও হস্ত-গত হইয়াছে কিনা জানি না। তবে উহার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। আবার এখানেও ভুরি ভুরি পাঠান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া দেখিয়া ডক্টর আহমদ শরীফ বাঙলা একাডেমীর জন্য যে পাঠ ও পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সুতরাং আমার আলোচনাটা শরীফ-পাঠ-পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আমার প্রধান অবলম্বন হইল নিযামীর উক্ত মুদ্রিত পার্সী সিকান্দরনামা এবং শরীফ সাহেবের গৃহীত পাঠ ও পাণ্ডুলিপি। নিযামী ও আলাউলের মূল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাইলে বোধ হয় এই তুলনামূলক আলোচনার মোড় ঘুরিয়া যাইত। অন্য রকম হইত।

১. হাম্‌দ্‌

নিযামীর এখানে 'হামদ' শব্দটি লেখা নাই। বিসমিল্লার পরই বয়ত আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বয়তটি ঃ

'খুদায়া জহাঁ পাদশাঈ' তুরাস্ত
যে মা খিদমত-আয়দ, 'খুদাঈ' তুরাস্ত'—

—হে খোদা। জগতের রাজত্ব তোমারই। আমরা তোমার সেবা করিতে পারি, প্রভুত্ব তোমারই (হাতে)।
আর সর্বশেষ বয়তটি এইরূপ ঃ

'সপরদম্‌ বতু মায়হ্‌-এ খেশ রা
তুদানী হিসাবে কম ব, বেশ রা'—

—আমার যথাসর্বস্ব তোমাতে অর্পণ করিলাম। এতে ঊনা-পুরার হিসাব তুমিই জান (প্রভু)।

হামদ শব্দটি লেখা না থাকিলেও ইহা যে হাম্‌দ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হাম্‌দে নিযামীর মোট একশতটি বয়ত আছে। সবটিতে খোদার মাহাত্ম্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে। স্তুতি বাক্যও কম নয়।

আলাউলের হাম্‌দে মোট ষোলটি শ্লোক আছে। প্রথমটি এইরূপ ঃ—

আদ্যেত নৈরূপ ছিল প্রভু নৈরাকার
চেতন-স্বরূপ যদি ইচ্ছিল প্রচার।

তাঁহার সর্বশেষ শ্লোকটি হইল ঃ

আপনার দুঃখ সমর্পিলুঁ তোহ্মা স্থান
অল্প বিস্তর ক্ষেমা তুহ্মি মাত্র জান।

মূলের সহিত তুলনা করিয়া দেখা গেল আলাউল নিযামীর ছয়টি বয়তের অনুবাদ করিয়াছেন, যথা ঃ

মূল ঃ 'দরাঁ নীম শব কয তু জ়্য়ম পনাহ্
বমহ্তাব ফস্লম বর আফরুয রাহ্'—
অনুবাদ ঃ অর্ধ রাত্রি তোহ্মা স্থানে মাগি এ কুশল
মহিমা হন্তে পন্থ করহ উঝল।

মূল ঃ 'নেগহ্দারম আয রখ্নহ্-এ রহ্যনাঁ
মকুন শাদ বর মন দেলে দুশমনাঁ—
অনুবাদ ঃ বাটোয়ার হন্তে রক্ষা কর জগদীশ
আহ্মা প্রতি শত্রু মন ন করহ রিষ।

মূল ঃ "বহ্ শুকরম রসাঁ আব্ব্ল অ্যাগহ্ বগঞ্জ
নখ্সতম সব্রী দেহ আনগাহ্ রঞ্জ'—
অনুবাদ ঃ প্রথমে সুদঢ় দেও পাছে ধন সুখ
আগে ক্ষেমাবীর্য পশ্চাতে মিঠামুখ।

মূল ঃ 'বলাএ কেহ্ বাশম দর অ্যাঁ না সব্র
যে মন দূর দার আয় হে বেদাদ দূর'—
অনুবাদ ঃ ন পারি ধরিতে ক্ষেমা যে আপদে আহ্মি
আহ্মা হোন্তে দূরে রাখ কৃপাময় স্বামী।

মূল ঃ 'বহ্'হর্ গৃশহ্ ক-উফতম্ সনা খানমত
বহ্ হর জা কেহ বাশম খুদা দানমত'—
অনুবাদ ঃ যথাতথা যাওঁ গুণ গাঁও নিরন্তর
যথা থাকোঁ সদাএ ভাবোঁ সেই ঈশ্বর।

মূল ঃ 'সপরদম বতু মায়হ্-এ খেশ রা
তু দানী হিসাবে কম ব্ বেশ রা'—
অনুবাদ ঃ আপনার দুঃখ সমর্পিলুঁ তোহ্মা স্থান
অল্পবিস্তর ক্ষেমা তুহ্মি মাত্র জান।

প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিটি (Hemistich) এইভাবে—"মহিমা-জোছনাতে পন্থ করহ উঝল" মূলের সাথে প্রায় মিলিয়া যাইত। দ্বিতীয়

শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে মূলের 'শাদ' (খুশী joyful)-এর অনুবাদ "রিষ" করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'শুকর' (ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা) এর অনুবাদ "সদঢ়" করা হইয়াছে এবং 'সবূরী' (সবুর— ধৈর্য)-এর অনুবাদ "ক্ষেমাবীর্য" লেখা হইয়াছে, পরে 'রঞ্জ' (দুঃখ কষ্ট)-কে "মিঠামুখ" বলা হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে না সবুর (বেসবুর অধৈর্য) -এর অনুবাদ করা হইয়াছে "ন পারি ধরিতে ক্ষেমা"। পঞ্চম শ্লোকটি মূলের সাথে বেশ খাপ খাইযাছে। ষষ্ঠ তথা শেষ শ্লোকটির প্রথম পংক্তিতে মায়হ্' (পুজি)-এর অনুবাদ "দুঃখ" দেওয়া হইয়াছে, আর দ্বিতীয় পংক্তি (অল্পবিস্তর ক্ষেমা তুমি মাত্র জান) তু দানী হিসাবে কম ব. বেশ রা' মূলের সাথে তেমন মিল খায় না—এবং আমাব কাছে উহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। আমার মতে আলাউলে ঐ রকম লেখন নাই।

২. আল্লাহ্.র স্বৃষ্টি বৈচিত্র্য

ইহা নিযামীর মূল পার্সী গ্রন্থে নাই। সুতরাং ইহার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ দেওয়া যায় না। তবে এই অংশটা বেশ সুন্দর হইয়াছে। এখানে আলাউলের কবিত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। হামদের ভাবার্থের কিছুটা ছোঁয়াচ ইহাতে আছে।

৩. মুনাযাত

এখানে নিযামীর মূল পার্সী সিকান্দরনামায় মোট চুয়াল্লিশটি বয়ত আছে। আলাউলের আছে মোট একত্রিশটি শ্লোক। আলাউল নিযামীর প্রথম ছয় বয়তের অনুবাদ পাঁচ শ্লোকে করিয়াছেন। তারপর এমন সুকৌশলে অনুবাদ করিয়াছেন যে নিযামীর প্রায় সব "ভাব" ই প্রকাশ পাইয়াছে।

"নানা বর্ণ চিত্র যথ আছে পৃথিম্বিত।
বুদ্ধিমন্তে হেরে তারে চিত্তে করি ভীত।"

এই শ্লোকটি আলাউলের নিজস্ব সংযোজন বলিয়া মনে হয়। "স্বর্গ মর্ত্য যথ... ... অনুমান।" এই শ্লোকের পরে নিযামীর পাঁচটি বয়ত 'শু

যে ফিকরত ······ মুসলিহত খাহ মন' পর্যন্ত বাদ পড়িয়াছে। "এহি বিনু ··· ··· জনমি সুকর্মে" এই শোকের শেষাংশে "জনমি সুকর্মে" কথাটি মূল পার্সীর 'সর নবি্শ্' (ভাগ্যলিপি)-এর সাথে মিলে না। "ভক্তি মাগম ······ সুচরিত।" এই দুইটি শ্লোক মূলের সাথে মিলাইলে 'কোথায় আম কোথায় পাটকেল" এই প্রবাদ বাক্যটাই মনে পড়ে, যেমন পার্সীতে বলা হয় 'মন চেহ্ মীগূয়ম তন্ব্ রহ্—এমন চেহ্মী সরায়দ'। মূল পার্সীতে 'উম্মেদম্ বতু হস্ত যে আন্দাযহ্ বেশ' আর অনুবাদে আছে "অনুমান হোন্তে ঠিক মনে কর আশা"। আমার মনে হয় পংক্তিটি এই মত ছিল— "অনুমাপ হন্তে ঠিক মনে করি আশা" এখানে "অনুমান" শব্দটি লিপিকারেরই ভুল। কেন না মূলে 'আন্দাযহ্' শব্দ আছে যাহার অর্থ সীমা, পরিমাপ পরিমাণও হইয়া থাকে। এখানে নিযামী এই শব্দটি পরিমাণ বা পরিমাপ, সীমা (মিকদার) অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আর "মনে কর" না হইয়া "মনে করি"-ই হইবে। ইহার পর কয়েকটা শ্লোক আলাউলের নিজস্ব সম্পদ। মূলের সাথে তাহার কোন মিল নাই। তবে কোন কোন কথা মূলের আনাচে কানাচে আসিয়াছে মাত্র। নিযামীর শেষ বয়তটি নিম্নরূপ ঃ

নিযামী দর্ঁী বারগাহে রফী'
নীআরদ বজুয মস্তফা রা শফী'—'

অনুবাদ ঃ নিযামীএ এই উচ্চ স্থানের ভিতর
মহা অন্ধকারে অন্য বিনে পয়গম্বর।

এখানে শেষ পংক্তিটি অর্থহীন ও মূলের সাথে ইহার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। হায়রে লিপিকার!

নিযামী মুনাযাত আরম্ভ করিয়াছেন এই বয়ত দিয়া ঃ

বুযর্গা বুযর্গী দহা বে-কসম্
তুঈ য়াব্রী দহ্ ব্ যারী রসম—'

—হে মহান (প্রভু), হে মহত্ত্বদাতা, আমি নিঃসহায়, তুমিই সহায়দাতা, এবং আমাকে সাহায্যকারী। এবং শেষ করিয়াছেন এই বয়তে—

'নিযামী দর্‌ঁী বারগাহে রফী'
নীআরদ বজুয মস্তফা রা শফী'—'

—নিযামী (খোদার) এই উচ্চ দরবারে হযরত মুহম্মদ মুস্তফাকে ছাড়া অন্য কোন সুপারিশকারী আনিবে না।

আলাউল মুনাজাত আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া :

মহাপ্রভু, সর্বগুরু, মোহন্ত দায়ক
মুঞি হীনজন প্রতি হউক রক্ষক।

আর শেষ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া :

নিযামীএ এই উঞ্চ স্থানের ভিতর
মহা অন্ধকারে অন্য বিনে পয়গম্বর।

যাহার শেষ পংক্তিটি একেবারেই অর্থহীন। সম্ভবত ইহা লিপিকারেরই দোষ। এখানে প্রথম পক্তির শেষ শব্দ "ভিতর" টাও তেমন সুবিধাজনক নয়।

৪. পয়গাম্বরের সিফৎ

নিযামীর মূল পার্সী গ্রন্থে আছে মোট পঁচিশটি বয়ত আর আলাউলের অনুবাদে আছে বাইশ শ্লোক।

নিযামী আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া :

'ফেরেস্তাদহ্—এ খাস পরব্‌রদেগার
রেসানন্দহ্—এ হুজ্জতে এস্তবার—'

—বিশ্বপালনকর্তার বিশিষ্ট প্রেরিত (পুরুষ); অকাট্য দলিল প্রমাণের বাহক। 'রেসানন্দহ্' শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে ব্যক্তি কোনকিছু কাহারও নিকট পেঁছাইয়া দেয়—যাহা অনুবাদ "বাহক" দিয়া করিলাম। এবং শেষ করিয়াছেন এই বয়ত দিয়া :

'শব আয চত্‌রে মি'রাজে উ সায়হ্—এ
ব্‌ যাঁ নর্দবাঁ আাসমাঁ পায়হ্—এ—'

—রাত তাঁহার মে'রাজ-ছত্রের ছায়া বিশেষ, আর সেই সিঁড়ির (অর্থাৎ মে'রাজের) দ্বারা (তিনি) অতি উচ্চপদধারী (হইয়াছেন) অর্থাৎ অতীব সম্মানিত হইয়া আছেন। আরবীর মে'রাজকে পার্সীতে নর্দবান বলা হয়—যাহাকে বাঙলাতে আমরা সিঁড়ি বা মই বলি।

আলাউল আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া ঃ

> অবতার সব হোন্তে পূর্ণ অবতার
> সত্য ধর্ম প্রচারে পাঠাইল করতার।

আর তিনি শেষ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া ঃ

> তেঞি পদ ধরিয়া কহিব অল্প আহ্মি
> পুস্তক রচনা শাহ গঞ্জাবী নিযামী।

এখানেও আলাউল নিযামীর ভাবধারাটা নিজ ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্যও হইয়াছেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি যে কি সব করিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল ঃ

মূলে আছে ঃ

> 'যমাঁদারে 'আলাম সিয়হ্ তা সপেদ
> শফা'আত কুনে রোযে বীম ব্, উমেদ—'

—জগতের কালগোরা অর্থাৎ পাপী নিষ্পাপ, ভালমন্দ সকলের যামিন-দার (দায়িত্ব বহনকারী) তিনি। (আর) তিনিই ভয়-ভরসার দিনে অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মহাবিচারের দিনে (আল্লার নিকট) সুপারিশ-কর্তা। 'সিয়হ্ ত সপেদ' অর্থ সমগ্র, সম্পূর্ণ, সবও হয়)

আলাউলের অনুবাদে আছে ঃ

> জগতের শ্বেত শ্যামল যথ গৃহক
> আশা ত্রাস ধারীকুল সহায় রক্ষক।

এতে মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তদুপরি শ্লোকটাও আমার নিকট একটু দুর্বোধ্য মনে হয়।

মূলে আছে ঃ

'যে যারতগহ্ আসলী দারানে পাক
ব্‌লী নি'মতে ফরঙ্গ খাবানে খাক—'

—পবিত্র মূল অর্থাৎ ফেরেশ্‌তদের যিয়ারতের স্থল (যিয়ারতগাহ্—যে জায়গা যিয়ারত করা হয় পুণ্যের আশায়। তীর্থস্থান। পুণ্য দর্শনস্থান)। তিনি জগদ্বাসীর ওলিনেয়ামত হন, অর্থাৎ জগদ্বাসীরা তাঁহার নুন-নিমকে পরিপুষ্ট।

আলউলের অনুবাদে আমরা এই শ্লোকটি পাই ঃ

নবী আদি আউলিয়া আম্বিয়া রসুলি
আদরের ভক্ষকের নেযামত ওলি।

মানি, 'আসলী দারানে পাক' (পবিত্র মূল ধারীগণ)-এর অর্থ নবী, আউলিয়া, আম্বিযা ও রসুল ধরিয়া লওয়া যায়, তবে শেষ পংক্তিটির অর্থ কি? আ'সাব সবেব ·· ইঙ্গিত পর্যন্ত এই তিনটি শ্লোক আলাউলের নিজস্ব সম্পদ, যাহার মূলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

মূলে আছে ঃ—

'খেরাজে আব্‌রশ হাকিমে রূম ব্‌ রয়
খেরাজশ ফেরস্তাদ কসবা ও কয়—'

—রূম ও রাই-এর শাসনকর্তা এবং কিস্‌রাও কাই তাঁহার নিকট কর পাঠাইত।

অনুবাদে আছে ঃ

সংসারের নৃপ ছিল আদি রুম রএ
ভাস্কর দায়ক কি স্থির আকলএ।
''হস্তেত দানের কুঞ্জি লইয়া সতত
বহুল কাফির শূন করিলা মুকত।''

—এই শ্লোকটি আলাউলের নিজের বলিয়া মনে হয়। আবার

''বিষম সুষম কৈলা শুদ্ধ পন্থে ডাকি
বৃক্ষ শিলা আদি তান কেরামত সাক্ষী।''

—এই শ্লোকের—'শিলা আদি তান কেরামত সাক্ষী' এই অংশ মূলের সাথে একটু মিলিয়া যায়। বাকী অংশগুলি আলাউলের নিজস্ব ভাব বলিয়া মনে হয়।

মূলে আছে ঃ

'তহীদস্ত সুলতান পশমীনহ্ পূশ
গলদ মী খর ব্ পাদশাহী ফরূশ—'

—খালি হাত সোলতান, মোটা বস্ত্র পরিধানকারী, গোলামি অর্থাৎ দীনতা হীনতা ও সেবাধর্ম গ্রহণকারী এবং রাজত্ব অর্থাৎ অহংকার গরিমা গর্ব পরিহারকারী (ছিলেন তিনি)।

অনুবাদে আছে ঃ

ধন নাই নিধনী নৃপকুল নৃপ হৈয়া
সেবা ভক্তি কিনিলেক রাজত্ব তেজিয়া।

তরজমাটা মানানসই হইয়াছে বৈকি! "বিকিয়া" বা "বেচিয়া" হইলে 'পাদশাহী ফরূশ' এর তরজমা খুব ভাল হইত। ইহার পর "শবে মে'রাজ ..হইতে…গঞ্জাবী নিযামী" পর্যন্ত তিনটি শ্লোক কবি আলাউলেরই নিজস্ব সম্পদ।

এইখানে ঃ

'চেরাগে কেহ্ তাউ নীফরূখ্ত নূর
যে চশ্মে জহাঁ রওশনী বুব্দ দূর—
সিয়াহী দহ খালে 'অব্বা সিয়াঁ
সপেদী বরে চশ্মে শাম্মাসিয়াঁ—
লব আয বাদ 'ঈসা পুর আয নূশতর
তন আয আবে হয়্বাঁ সিয়হ্ পুশে তর—
ফলক বর যমীঁ চার তাক আফ্গনশ্
যমীঁ বর ফলক পঞ্জ নওবত যনশ'—
সতুঁ শুদ খেরদ মন্দ আয পুশতে উ
মহ্ আঙ্গশ্ত কশ্ গশ্ত যে আঙ্গশ্তেউ—

'যে মি'রাজে উ দর শবে তুরকতায
ম' আব্‌রিজ গের্‌ঁা ফলক বা তরায—
শবে আয চত্‌রে মিরাজে উ শায়হ্‌-এ
ব্‌ যাঁ নরদ বাঁ আসম্‌াঁ পায়হ এ—'

—এই সাতটি বয়তের অনুবাদ দিলে বেশ ভাল হইত।

৫ মে'রাজ

এখানে নিযামীর মূল পার্সী গ্রন্থে আছে মোট সাতাত্তরটি বয়ত। তন্মধ্যে শেখের বারোটি বয়তে চারি আসহাবের প্রশংসা আছে। আর আলাউলের অনুবাদে পাই মাত্র বাইশটি শ্লোক। চারি আসহাবের প্রশংসাটি আলাউল অনুবাদ করিযাছেন তেরোটি শ্লোকে। সুতরাং নিযামীর ৬৫+১২=৭৭ বয়ত, আর আলাউলের ২২+১৩=৩৫ শ্লোক হয়। নিযামী এই বয়ত দিয়া আরম্ভ করিযাছেন :

'শবে ক-আসমান মজলিস আফরূয করদ
শব আয রওশানী দ'ব্‌ী-এ রোয করদ—'

—যে রাত্রে আস্‌মান আলোক সজ্জায় মাহ্‌ফিল সাজাইল (রসুলুল্লাহ মে'রাজ গমনের জন্য) সে রাত স্বীয় জ্যোতি ও উজ্জ্বলতার দরুন স্বয়ং দিন বলিয়া দাবী করিল।

আর তিনি শেষ করিয়াছেন এই বয়তে :

মূল : নিযামী কেহ্‌ গঞ্জহ শুদ শহর বন্দ
মবাদ আয সলামে তু না বহরহ মন্দ—

—(হে রসুল), নিযামী গঞ্জাতে অন্তরীণ অবস্থায় আছে বলিয়া যেন (সে) আপনার আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত না হয়।

আলাউল এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন :

দিন সঙ্গে বাদ করে মুঞি সে নির্মল
একরাত্রি স্বর্গে সভা রহিল উঝল।

আর শেষ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া ঃ

এই ভাল—প্রাণ করি নিছনি তাহান
আর কহি তান চারি মিত্রের বাখান।

এখানে দেখা যায়, আলাউল মিযামীর সাতাত্তরটি বয়তের ভাবার্থ লইয়া তাঁর বাইশটি শ্লোকে উহা নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বর্ণনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে অনেকটা সফল-কাম হইয়াছেন। এখানে ছয়টি বয়তের অনুবাদ পাওয়া যায়, বাকীগুলি আলাউলের অবদান। অনুবাদগুলি কিন্তু তেমন সুবিবাজনক হয় নাই। মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিযা আলাউল যে কয়টি বয়তের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার দুই-একটা নমুনা দেওয়া গেল ঃ

মূল ঃ শতাবেন্দনু তর ব্ হম্ 'উলব্ী খরাম
আযু বায পস মান্দহ্ হফ্তাদ গাম—

—উর্ধ্ব দিকে ধাবমান ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন চিন্তা বা কল্পনা হইতেও বোরাকের গতি দ্রুততর, (তাই) উহা (বোরাক হইতে) সত্তর পদক্ষেপ পরিমিত স্থান পিছনে (অর্থাৎ বহু দূরে) পড়িয়া রহিল।

অনুবাদ ঃ · নক্ষত্র-জ্ঞাতার বুদ্ধি জিনি শীঘ্রতর। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তি "মৃগ নহে অঙ্গপূর্ণ কস্তুরী সুন্দর" নিযামীর অন্য একটা ('মিসরা') পংক্তিরই অনুবাদ বিশেষ—যাহা এইরূপ বটে ঃ

নহ আহু ব্লে নাফহ্ আয মুশকে পুর'
—[(বোরাকটি) হরিণ নয় অথচ (উহার) নাভি কস্তরীতে পরিপূর্ণ]

কদম বর কিয়াসে নযর মীকুশাদ
মগর খোদ কদম বর নযর মী নেহাদ—

—যতদূর দৃষ্টি যায় বোরাক একই পদক্ষেপে ততদূর পথ অতিক্রম করে যে (সে) স্বীয় পদক্ষেপের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

অনুবাদ ঃ দৃষ্টি পাছে করি নিজ চরণ বাড়াএ
অলক্ষিত গতি চলে মনগম্য পাএ।

মূল :

হম্ উ রাহ্ দাঁ হম্ ফরস্ বাহ্ব্যর
যহী শাহ্ মরকব যহী শাহ্ সব্যর—

—তিনিও রাস্তা চিনেন, ঘোড়া ও স্থির-গামী (Easy-paced) ধন্য (সে) সেরা অশ্ব, ধন্য (সে) সেরা অশ্বারোহী ('শাহস্বার' যে অশ্বচালনায় খুবই পটু (Expert rider)

অনুবাদ :

আপে পন্থ জান কথ বর্গ গতি ধার
ধন্য শাহা অশ্ব ধন্য শাহা অশ্ববার।

এখানে প্রথম পংক্তির অর্থ বুঝা গেল না।

মূল :

কমর বর কমর কুহ বর কুহ রান্দ
গেরীব্হ গেরীব্হ জনীবত জহান্দ—

—পাদদেশের (Ridge) পর পাদদেশে, (আর) পাহাড়ের পর পাহাড়ে (বোরাক) দৌড়াইলেন। টিলার পর টিলায় অশ্ব ধাবাইলেন।

অনুবাদ :

কটি 'পরে কটি গিরি গিরির উপর
শূন্য পৃষ্ঠে আরোহণ হইলা সত্বর।

মূল :

কলামীকেহ্ বে আহ্লা আমদ শনীদ
লেকা-এ কেহ্ আঁা দীদনী বুব্দ দীদ—

—বিনাযন্ত্রে (অর্থাৎ মুখ ও জিহ্বা ছাড়া) যে বাক্য আসিল (তিনি তাহা) শুনিলেন। সাক্ষাৎ যাহা দর্শনীয় ছিল (তাহা তিনি) দেখিলেন।

অনুবাদ :

বিনি কর্ণে শুনিলেক বচন নিঃশব্দ
বিনি গুরু এথা এমতি হএ শব্দ।

এখানে প্রথম পংক্তির এই অর্থ হয় নাকি ? রসুল বিনা কর্ণে (খোদা হইতে আগত) সেই শব্দ-ছাড়া বচন শুনিলেন! রসুল কর্ণহীন ও বচন শব্দহীন, এইত ?

মূল ঃ দেল্‌শ নূরে ফযলে ইলাহী গেরফ্‌ত
য়তীমে নগর তা চেহ্‌ শাহী গেরফত—

—তাঁহার মন বা হৃদয় উপাস্যের (আল্লার) কৃপা-জ্যোতি পাইল (বা, গ্রহণ করিল)। (ভাবিয়া) দেখ, একটি অনাথ বালক (কত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইল) কত বড় রাজত্ব লইল।

অনুবাদ ঃ ঈশ্বরের কৃপা দানে মন পূর্ণ হৈল,
দেখহ এতীম একচ্ছত্র রাজ্য পাইল।

৬ চারি আসহাব প্রশস্তি

চারি আসহাবের প্রশস্তিতে আছে ঃ

মূল ঃ 'যহী পেশ্‌বা-এ ফেরেস্তাদ গাঁ
পেযীরন্দহ্‌-এ 'উযরে উফ্‌তাদ গাঁ—'

অনুবাদ ঃ ধন্য নবী সর্ব পয়গাম্বর অগ্রগামী
পাপকুল মুক্তি দিতে কৃপাময় স্বামী।

প্রথম পংক্তি বেশ ভাল হইয়াছে। দ্বিতীয়টি আর একটু মূলানুগামী হইলে ততোধিক চমৎকার হইত।

৭ কিতাবের আগায (উপক্রম)

মূলে আছে (ক) 'দর সববে নযমে কিতাব গূয়দ' (খ) 'হিকায়েতে তমসীলী' —এই দুইটি শিরোনামা একত্র করিয়া "কিতাবের আগায" শিরোনাম দিয়া লিপিকার এই অধ্যায়টি সংকলন করিয়াছেন। মূলে (ক) শিরোনামায় ছত্রিশটি বয়ত আছে। (খ) শিরোনামাতে আছে উনত্রিশটি বয়ত। শরীফ সাহেবের সংকলনে পাওয়া যায় ২৯+২৫=৫৪টি শ্লোক।

(ক) শিরোনামার "কিতাব লিখিবার কারণ" এ নিযামী যে সব কথা বলিয়াছেন আলাউল তাঁহার নিজস্ব রচনা ভঙ্গীতে উহা বাঙলা ভাষার ধাতে খাটে, এই মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে শরীফ-সংকলনে এমন কতগুলি পংক্তি পাওয়া যায় যাহার মূলের সাথে ত কোন সঙ্গতিই নাই—তদুপরি অর্থ বুঝাও দায়। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মূলের সাথে প্রায় মিলিয়া গিয়াছে ঃ

'গহ্ আয লওহে না খানদহ্ 'ইবরত পেযীর
গহ্ আয সুহুফে পেশ্নীয়াঁ দরসে গীর—'

—ক্ষেণে অপঠন্ত পাঠ শিখন্ত সুবুদ্ধি
ক্ষেণে অগ্রগামী হন্তে সব লন্ত সুদ্ধি।

'দরআামদ বমন খাবে আয জোশে মগয
দরাঁ খাবে দীদম য়কে বাগে নগয—'
'কমাঁ রঙ্গী, রুতব চীদমী,
ব্যু দাদমী হর কেবা দীদমী—,

—নিদ্রা মধ্যে দেখিলা যে স্বপন চরিত
এক উপবন ফলে ফুলে সুশোভিত।
সে উদ্যানের মধুর সুগন্ধি ফল নিয়া
যাহাকে দেখন্ত তাকে দেন্ত বিতরিয়া।

'আগর বর ফরুযী চু মহ্ সদ চেরাগ
যে খোরশীদ বাশদ বরু নামে দাগ—'

চন্দ্রতুল্য জ্বাল যদি শতেক প্রদীপ।
লঘুবৎ হএ পুনি সুর্যের সমীপ।

(খ) শিরোনামা "উপমার গল্প"-তে আলাউল বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে এখানে কয়েকটি পংক্তির মিল মূলের সাথে নাই—এবং একপ্রকার দুর্বোধ্যও বটে। সুন্দর অনুবাদের কয়েকট্য নমুনা দেওয়া হইল ঃ

'শনীদম কেহ্‌ রান্দে জিগর তাফতহ্‌
দরুস্তী কুহনদাদ নও য়াফ্‌তহ্‌—'

—শুনিয়াছি একজন ছিল অল্প বুদ্ধি
এক হেম তঙ্কা পাইলা করি বহু সিদ্ধি।

'ব্‌ লেকিন চূ 'আয়ব আশকারা শব্‌দ
দেলে দোস্তে খোদ বেমদারা শব্‌দ—'

তবে যদি সেই দোষ দেশে ব্যক্ত হএ
ইষ্ট লোক মনে তার তুচ্ছ যে সংশয়।

'আগর দয্‌দ বব্‌দহ্‌ বর আরাদ নফীর
বুরদ দস্তে উ শহ্‌নহ্‌-এ দয্‌দে গীর—'

যদি সে চোরের রবে সভা কর্ণ ফাটে
তথাপিহ কোতোয়ালে তার হস্ত কাটে।

'কেহ্‌ বেস্‌য়ার নায়দ বর আন্দকে'
বিস্তরে অল্পরে টানে, অল্পে না বিস্ত।

'য়কে বর সদ আয়দ নহ্‌ সদ্‌ বর য়কে'
একেশত না টানএ, শতে এক টানে।

বাকী বয়তগুলির ভাবার্থই অনুবাদ করা হইয়াছে, সুতরাং নমুনা দেওয়া সম্ভবপর নয়।

এমন বহু পংক্তি আছে যার অর্থই বোঝা যায় না।

৮০ । নিযামীর স্বপ্ন ।

মূলে কিন্তু 'হিকায়ত আয়যান্ বহসবে হাল ব. সববে নয়মে কিতাব' [পূর্ববর্তী উপমানের মত আত্মাবস্থা (বর্ণনা) ও কিতাব লেখার কার্যকারণ সম্পর্কে] এই শিরোনামা দেওয়া আছে ।

নিযামীর মূল পার্সী গ্রন্থে আছে মোট তেহাত্তরটি বয়ত আর আলাউলের অনুবাদ পাওয়া যায় মাত্র তেপান্নটি শ্লোক। আলাউল সূচনাতেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে তিনি ইহার অনুবাদ সংক্ষেপে করিয়াছেন ; যথা ঃ

সকল কহিতে আহ্মি পুস্তক বাড়এ
জ্ঞানবন্তে অল্পে পুনি বিস্তর বুঝএ ।

নিযামী আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া ঃ

নিযামী বসা সাহিব আব.ায.-এ
'কুহুন গশতী ব. হমচুনাঁ তাযহ.-এ'

আলাউল অনুবাদ করিয়াছেন এই ভাবে ঃ

নিযামী তাহার শব্দে পূরিল জগত
বৃদ্ধকাল তথাপিহ যুবকের মত ।

নিযামী শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া ঃ

'ময় কু চু আবে যুলাল আমদহ.
বহর চার মযহব হলাল আমদহ.—

—(সাকী) ঐ সুরা (আন বা দাও) যাহা মিঠা পানির মত চারি মযহাবে (মালেকী, হাম্বলী, হানফী ও শাফেয়ী) প্রত্যেকের মতাসারে হালাল (অর্থাৎ বৈধ বলিয়া গণ্য)।

আলাউল অনুবাদ করিয়াছেন এই মতে ঃ

আইস গুরু দেও মোরে সুরা অতি ভাল
নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল ।

অনুবাদটি প্রথম বয়তের অনুবাদের মত তেমন মূল-ভিত্তিক না হইলেও মোটামুটি মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আলাউল আরম্ভ করিয়াছেন এই শ্লোক দিয়া ঃ

আপনার গতি কথা জগতের রীত
কহিছন্ত নিযামীএ মহন্ত চরিত।

আর তিনি শেষ করিয়াছেন এই শ্লোকে ঃ

আইস গুরু দেও সুরা অতি ভাল
নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল।

এবারে অনুবাদের কয়েকটা নমুনা দিতেছি ঃ

মূল ঃ চু শেরাঁ বসর পঞ্জহ্‌ বকুশাঈ চঙ্গ
চু রূবহ্‌হ্‌ মিয়ালাএ খোদ রা বরঙ্গ—

—বীরকেশরীদের (সিংহের) মত লড়িতে থাবা খোল, শৃগালের মত নিজেকে রঙে কলুষিত করিও না।

অনুবাদ ঃ বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন মৃগপতি
আপনা শায়েরে নহ রুবাহের রীতি।

—[শেষ পংক্তির 'নহ' মুদ্রণ কালে বাদ পড়েছে। 'বিছাই' হবে 'বিছাতে'। রুবাহ্‌ অর্থ শৃগাল]

মূল ঃ 'বেসাতী চেহ্‌ বায়দ বর আরাস্তন
কযু না গযীরস্ত বর খাস্তন—

নিয়তির বিধানমতে যে শয্যা ত্যাগ করিতে আমরা বাধ্য—যে বিছানা হইতে উঠিতেই হইবে (অর্থাৎ যে শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব) সে শয্যাকে কেন সাজাইতে হইবে ?

অনুবাদ ঃ অতি চারু রূপে নারি বিছাতে বিছান
যাহা হোন্তে জান আছে উঠন নিদান।

মূল ঃ 'চু দূর উফতদ আয্ মেব্হ্খোর মেব্হ্দার
চেহ্ খুরমহ ব্ নখলে বন রা চেহ্ খার—'

—ফলবান বৃক্ষ যদি ফলভুকদের নাগালের বাহিরে হয় (বা থাকে) তবে, খেজুর বাগানে খ'র বৃক্ষ থাকা আর কাঁটা রাজি থাকা একই কথা (অর্থাৎ দুইটিই সমান)।

অনুবাদ ঃ যে বৃক্ষের মিষ্ট ফল মনুষ্যে না খাএ
সহজে লেপন জান কণ্টকের প্রাএ।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ কি? ইহাও মূলের ভাবের ধারে কাছেও যায় নাই।

মূল ঃ 'গরূরে জব্ানী চ্ আয্ সর নিশস্ত
যে গুস্তাখ কারী ফরূশুব্ী দস্ত—'

অনুবাদ : যৌবনের গর্ব যদি বহি গেল ভাই
মন্দ ভাব কদাপি না দিও কোন ঠাঁই।

অনুবাদটি ভালই হইয়াছে। তবে 'গুস্তাখ কারীর' অর্থ "মন্দভাব" নয়, ঔদ্ধত্যই বটে।

মূল : 'লব আয্ খুফ্তহ্-এ চন্দে খামশ মকুন
ফরূ খুফতেগাঁ রা ফরামুশ মকুন—'

মৃতদের স্মরণ হইতে ঠোঁটকে নীরব করিও না। সুপ্তদের ভুলিয়া যাইও না।

মূল ঃ ‘ইতাবে ‘আরূসাঁ দর আমদ বগূশ
সুরাহী তহী গশ্‌ তব্‌ সাকী খামশ—’

নব যৌবনাদের ভৎ'সনা-তিরস্কার কানে আসিল, সুরাহী (মগু ভাণ্ডার) খালি হইল ও সাকী নিশ্চুপ।

অনুবাদ ঃ যুবতীর উপহাস্য সমএ পুরুষ
ঘটে শূন্য হৈলে মৃত্যুদাতাবৎ রোষ।

মূল ঃ ‘মুরা সাকী আয ব্‌'দঃএ ঈয্‌দীস্ত ...
ব্‌গর্‌নহ্‌ বা য্‌য্‌দে কেহ্‌ তা বুদহ্‌-আম
ব ময় দামনে লব্‌ নিয়ালুদহ্‌-আম—
গর আয ময় শুদম হরগিয্‌ আলুদহ্‌ কাম
জলালে খুদা বর নিযামী হারাম—
বিয়া সাকী আয সর বনেহ্‌ খাব রা
ময় নাবে দেহ ‘আ শিকে নাব রা—
ময় কু চু আবে যুলাল আমদস্ত
বহর চার মযহব হলাল আমদস্ত—’

অনুবাদ ঃ নিযামীএ পাইছে সুরা ঈশ্বরের দান ....
(নাশিয়া অন্যথা ভাব হৈতে দিব্য জ্ঞান)।
ঈশ্বর শপথ করি কহন্ত নিযামী
কভু যদি এহি সুরা চাহি থাকি আহ্মি।
যদি মুঞি সুরা ভক্ষিয়াছম কদাচিত
ঈশ্বর হালাল হোক হারাম দূষিত।
আইস গুরু দেও মোরে সুরা অতি ভাল
নবীর মোজাহাবে যেই হইছে হালাল।

এঁখানে আর দুইটা বয়তের নমুনা না দিয়া পরিলাম না—যাহা খুবই সুন্দর ও নিখুঁত হইয়াছে ঃ

মূল :	'দরূদম রেসানী রেসানম দরূদ
	বিয়াঈ' বিয়ায়ম যে গবন্দ ফরূদ—'

অনুবাদ :	দরূদ ভেজিলে তুম্মি আম্মিও ভেজিব
	তুম্মি আইলে, স্বর্গ হন্তে আম্মিও আসিব ।

মূল :	'মুরা যেন্দহ্ পন্দার চু খেশতন
	মন আয়ম বহ্ জাঁ গর তু আঈ বহ্ তন—'

অনুবাদ :	তোম্মা সম সজীবে নিশ্চিত আছি আম্মি
	আম্মি প্রাণে আসিব, সজীবে আইলে তুম্মি ।

দ্বিতীয় পংক্তিতে "সজীবে"-র স্থলে "শরীরে" হইলে ততোধিক ভাল হইত । কে জানে, ইহা লিপিকারদেরও ভুল হইতে পারে ।

মোটের উপর আলাউল এখানে কতেকটা মূল বয়তেরও বেশীর ভাগ উহার ভাবধারা সম্বলিত অনুবাদ দিতে গিয়া দক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন । তবে কতকটা শ্লোকের আর কতিপয় পংক্তির মূলের সাথে কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহাদের অর্থ বুঝাও মুস্কিল । রচনাভঙ্গীর দিক দিয়া বিচার করিলে আলাউলের কয়েকটা শ্লোক রসযুক্ত ও সুললিত হইয়াছে । ইহাদের প্রকাশভঙ্গীও খুব চমৎকার ।

কয়েকটা শ্লোক ও পংক্তি যে অর্থহীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহার জন্য স্বয়ং লিপিকারগণই দায়ী । হয়ত কোন কোন লিপিকার আপন খেয়াল খুশী মত পাঠ শুদ্ধ করিয়াছে । আর কেহ কেহ পার্সী না জানার দরুন পাণ্ডুলিপি তথা হস্তলিপির পাঠোদ্ধারে গণ্ডগোল বাধাইয়াছে ।

৯. ।তত্ত্বকথা।

শিরোনামাটা "তত্ত্বকথা" না "আত্মকথা" হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না । মূলে কিন্তু 'দর শরফে ঈঁ নামহ্ বর নামহাএ দীগর

গূয়দ (অন্যান্য কাহিনীর চেয়ে এ কাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা) এই শিরোনামাই দেওয়া আছে। আসলে কিন্তু ইহা কবির আত্ম-গর্ব বা আত্মদর্প, আত্মগরিমা। কেননা ইহাতে নিযামীর আত্ম-প্রশংসা, কবিত্বের বাহাদুরী ও স্বকীয়তারই বর্ণনা পাওয়া যায়। ফিরদাউসী ও অন্যান্য পূর্ববর্তী কবিগণ সিকান্দর সম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেন নাই তিনি সে সব কথাই বলিবেন এবং মিথ্যার বেসাতি না করিয়া সত্য ঘটনাবলীরই অবতরণা করিবেন। কারণ, তাঁহার মতে "বিনি সত্য উত্তরিতে নারে কদাচন" (পদ্মাবতী)। ইহার পরের শিরোনামা 'হিকায়েতে তমসীলী' (উপমান-গল্প)। এই কাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় আছে চুরানব্বইটি বয়ত আর উপমান-গল্পে তেত্রিশটি বয়ত। মোট একশ' সাতাইশটি বয়ত।

আলাউলের অনুবাদে পাওয়া যায় ৩০+১৫, মোট পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক।

মূলের প্রথম বয়ত ঃ 'দেলা তা বুযর্গী নিয়ারী বদস্ত
বজায়ে বুযর্গাঁ নযায়েদ নশস্ত—'

মূলের শেষ বয়ত ঃ 'চু বর সিক্কহ্-এ শাহে যর মীযনী
চুনাঁ যন কেহ্ গর বশেকন্দ নশেকনী—'

মূলের প্রথম বয়ত ঃ 'জহুদে মসে রায রান্দূদ করদ
দুকাঁ-গারতীদন বরাঁ সূদ করদ—'

মূলের শেষ বয়ত্ ঃ 'মগর যাঁ খরাবী নবাঙ্গ' যনম
খরাবাতিয় রা সেলাফী যনম্—

আলাউলের প্রথম শ্লোক ঃ

যাবতে না হৈছে মন মহন্ত চরিত
মহন্ত স্থানেত বৈসন অনুচিত।

আলাউলের শেষ শ্লোক ঃ

আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরঙ্গমা
যাহে অগ্নি নাশি মন সুখে নাহি সীমা।

এখানেও মূলের সহিত তেমন কোন মিল নাই। তবে দুই-চারিটা অনুবাদ বেশ চমৎকার হইয়াছে—আর কয়েকটা যা তা।

নমুনা স্বরূপ এখানে কয়েকটা পেশ করিলাম ঃ

মূল ঃ 'দেলা তা বুযরগী নিয়ারী বদস্ত
বজাএ বুযরগাঁ নযায়েদ শস্ত—'

অনুবাদ ঃ যাবত না হৈছ মন মহন্ত চরিত
মহন্ত স্থানেত বৈসন অনুচিত।

মূল ঃ 'বুযরগিয়ত বায়দ দর্ঁ দস্তেরস
বয়াদে বুযর্গাঁ বর আব্‌র নফস—'

অনুবাদ ঃ যদি তোর আছএ মহন্ত পাইতে মন
স্মরিয়া মহন্ত জন বুলিও বচন।

মূল ঃ 'সুখন তা নপুরসন্দ লবে বস্তহ্‌ দার
গহর নশেকনী তীশহ্‌ আাহস্তহ্‌ দার—'

অনুবাদ ঃ যদি কেহ না পুছএ না কহিও কথা
নিঃস্বার্থে বচন না ফেলিও যথাতথা।

এই অনুবাদগুলি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় শ্লোকের শেষ পংক্তি "নিঃস্বার্থে বচন না ফেলিও যথাতথা" মূলভিত্তিক হয় নাই—দ্ব্যর্থবোধকও বটে। নিঃস্বার্থে মানে অযথা?

মূল ঃ 'বহ্‌ বে দীদহ্‌ নতবাঁ নমূদন চেরাগ
কেহ জুয দীদহ্‌ রা দেল নখাহদ ববাগ—'
—চক্ষু নাই যার তাকে চেরাগ দেখান যায় না।
চক্ষু আছে যার তার মন বাগানে যাইতে চায়।

অনুবাদ : অন্ধ আগে প্রদীপ জ্বালিলে কিবা হএ
মন বিনু চক্ষে কিবা প্রদীপ দেখএ।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটি মূলানুসারীত নয়ই, তদুপরি ইহার অর্থ এবং ভাবও একটু এলোমেলো বলিয়া মনে হয়।

মূল ঃ 'আগার নখলে খুরমা নবাশদ বুলন্দ
যে তারাজে হর্ বিফলে য়াবদ গযন্দ—

—খেজুর গাছ উচুঁ না হইলে প্রত্যেক বালকের লুটতরাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনুবাদ ঃ মিষ্টফল বৃক্ষ যদি উঞ্চল না হইত
প্রতি বালকের হস্তে লাঞ্ছনা পাইত।

বেশ ভাল হইয়াছে।

মূল ঃ 'চু দরয়া শূদম দুশমনে 'আয়বে শূয়
নহ্ চুঁ আ্যাইনহ-এ দোস্তে 'আয়বে জূয়—'

—আমি সাগর-শক্রর মত (পরের) দোষ নিবারক (অর্থাৎ অপরের দোষক্রটি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিই)। আয়নাবৎ মিত্র নই— যে ছিদ্রান্বেষণকারী (অর্থাৎ আমি দর্পণ রূপী বন্ধু নই যে কাহারও দোষ অন্বেষণ করিব)।

অনুবাদ ঃ সিন্ধু প্রায় শক্র জনে দোষ ধুই নাশ
দর্পণের প্রায় করি দোষ না প্রকাশ।

—মন্দ হয় নাই। মূলের সঙ্গে প্রায় মিলিয়া গিয়াছে।

মূল ঃ 'কেহ্ দাদস্ত বর হীচ রঙ্গীন গুলে
যে মন আ্যালী আবায তর বুলবুলে—'

—কোন সুন্দর ফুলের, আমার চেয়ে উঁচু (ভাল) গায়ক কে দেখিয়াছে? অর্থাৎ আমি বুলবুলির চেয়েও উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) গায়ক ও প্রেমিক।

অনুবাদ ঃ উষ্ঠানেত সুগন্ধ সুরঙ্গ যথ ফুলে
কে দেখিছে মুঞি হেন সুস্বর বুলবুলে।

—ভালই হইয়াছে। [মূলপাঠে 'বোল বোলে' স্থলে বুলবুলে হবে]

মূল ঃ যমীরম নহ্ যন বলকেহ্ আাতশ যনস্ত
কেহ্ মর্‌য়ম সিফত বকর ব্‌ আবস্তন-স্ত—'

—আমার মন ও হৃদয় (প্রতিভা) নারী নয় বরঞ্চ অগ্নিদায়ক পাথর (ছক্‌মাক্) flint অর্থাৎ সতেজ। (উহা) মরইয়মের মত চিরকুমারী অথচ গর্ভবতী। অর্থাৎ তিনি জাত কবি।

অনুবাদ ঃ অন্য নারী নহে অগ্নিধারী মোর মাতৃ
মরিয়ম প্রায় অকুমারী পুত্রবতী।

—কেমনতর অনুবাদ? 'যমীর' শব্দের অর্থ কখনও "মাতৃ" হয় না। ইহার আভিধানিক অর্থ মন, হৃদয়। নিযামী এখানে প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 'যন' শব্দটির ব্যবহারে তিনি Pun করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই "মরইয়ম" এর অবতারণা। বিনা সঙ্গমে পুত্রধন লাভে তিনি স্বীয় কৌমার্য বা কুমারীত্ব হারান নাই—তিনি চির-কুমারী রহিয়া গিয়াছেন।

মূল ঃ 'নহ্ আনযীর শুদ নামে হর মেব্‌হ্
নহ্ মিস্‌লে যুবয়দ আস্তঃ হর বেব্‌হ্—

অনুবাদ ঃ ধরএ আঞ্জির নাম অন্য ফলকুল
সকল বিধবা নহে জোবেদা সমতুল।

—যোবায়াদা ('যুবয়দঃ') খলীফা হারুন-অল্‌-রশীদের স্ত্রী। বেশ ভাল অনুবাদই হইয়াছে।

মূল ঃ 'দূ হিন্দু বর আয়দ যে হিন্দুস্তাঁ
য়কে দয্‌দে বাশ্‌দ য়কে পাসবাঁ—'

—হিন্দুস্থান হইতে দুইজন হিন্দু আসে—একজন হয় চোর আরেক জন হয় প্রহরী। ইহা একপ্রকার রূপক মাত্র।

অনুবাদ : হিন্দুস্তান দেশে দুই হিন্দু নিকলিব
একজন চোর এক রক্ষক হইব।

অনুবাদটি কি সুখদায়ক ও মূলের অর্থ ব্যঞ্জক হইয়াছে ?

মূল ঃ 'দিগর আয পয় দোস্তাঁ যিল্লঃ করদ
কেহ্ হল্‌বা বহ তনহা নবায়স্ত খ্‌ূরদ—'

—দ্বিতীয়তঃ (বা পক্ষান্তরে) কবি ফিরদাউসী স্বীয় বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু (উচ্ছিষ্ট) রাখিয়া গিয়াছেন। কেননা 'হালওয়া' একা একা খাওয়া সমীচীন নয়।

অনুবাদ ঃ মিত্রকুল লাগি থুইল কিঞ্চিত কিঞ্চিত
মিষ্ট দ্রব্য একসর ভক্ষণ অনুচিত।

—অনুবাদ মোটের উপর ভাল হইয়াছে।

এছাড়া অনুবাদ বলিয়া কথিত শ্লোকগুলি একেবারে এলোমেলো—ভাবের দিক দিয়াও, অর্থ এবং মূলের সহিত সামঞ্জস্যের দিক দিয়াও। তদুপরি, মূলের অন্তত ঃ

'আয়ঁী আশনা রূয়ে তর দাস্তাঁ'···হইতে আরম্ভ করিয়া 'হদীসে কুহন বা বদ্ তাযহ্' করদ' পর্যন্ত মোট তেরোটি বয়তের সঠিক ও পূর্ণ অনুবাদ থাকিলে ভাল হইত, কেননা এইস্থানে ঐ কথাগুলির ঐতিহাসিক মুল্য আছে খুব বেশী।

১০। খোয়াজ খিজির কর্তৃক নিযামীকে উপদেশ দান।

নিযামী—৭৮ বয়ত, আলাউল—৩৬ শ্লোক।

এখানে নিযামী যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই ঃ

গত রাত্রে খাজা খিযি্র স্বপ্নে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—ওহে আমার উপদেশ প্রার্থী আমার ভক্ত নিযামী, শুনলাম তুমি নাকি রাজাদের সম্বন্ধে কাব্য রচনা করিতে চাও। বেশ ভাল কথা। তোমার কাব্যে শুধু সত্য ঘটনাবলীই সন্নিবেশিত করিও। অসত্যের ধারে কাছেও যাইও না। তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ববর্তীগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা বাদ দিও। কারণ একটা মুক্তাকে দুইবার বিঁধা উচিত নয়। অবশ্য যে কথাগুলি না নিয়া পারা যায় না, সেকথাগুলি নিও। তুমি কষ্ট কবি নও বরং জাত-কবি। কাজেই তোমার পক্ষে 'অদ্ভুত' ঘটনাবলী কাব্যে লিপি-বদ্ধ করা সম্ভবপর। তুমি সিকান্দর সম্বন্ধে কাব্য রচনা কর। দেখিবে, সাক্ষাৎ সিকান্দর (নিযামীর পৃষ্ঠপোষক শাহ্ নুসরতুদ্দিন স্বয়ং) তোমার কাব্যের খরিদ্দার হইবেন। এতে তোমার যশ, খ্যাতি ও মর্যাদা বাড়িবে এবং এই মূল্যবান কবিতার পুরস্কার স্বরূপ ধনরাজিও মিলিবে। কথা ছিল ভাল, অকপট। মনে স্থান পাইল। পছন্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম মানস-দর্পণে সিকান্দরের প্রতিচ্ছবিই ভাসিয়া উঠিল। মনকে বলিলাম, সিকান্দর সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা কর। কেননা, তিনি একাধারে যোদ্ধা ছিলেন, মহা প্রতাপশালী সম্রাটও ছিলেন। অসি মুকুট দুইটারই ধনী। তাঁহাকে কেহ কেহ (ক) সিংহাসনের মালিক দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া থাকে। আর তাঁহার সভাসদের কেহ কেহ (খ) হাকীম বা বড় দার্শনিক বলিয়া আখ্যা দেন। কেহ কেহ আবার (গ) তাঁহাকে নবী (যুলকরনাইন) মানে। আমি (নিযামী) সিকান্দর সম্বন্ধে এই তিনটি মতবাদই মানি। এই তিন মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমি কাব্য রচনা করিব। প্রথমে তাঁর রাজত্ব ও দিগ্বিজয়ের কথা বলিব। তৎপর তাঁর দর্শন সম্পর্কে কাব্য রচনা করিব। সর্বশেষে তাঁর নুবুয়তকে বিষয়বস্তু করিয়া কাব্য রচনা করিব। 'কেহ্ খা্নদ্ খুদা নীষ পয়গম্বরশ' কেননা স্বয়ং খোদাও তাঁহাকে পয়গাম্বর (যুলকরনাইন) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

এখানে আবার নিযামী মাঝে মাঝে তাঁহার ('মমদূহ') পৃষ্ঠপোষক নসরত শাহর প্রশংসাও তুলনামূলক ভাবে করিয়াছেন এবং ইশারা ইঙ্গিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সিকান্দর বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলাউলের অনুবাদ পাঠ করিলেও এসব কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এখানে নিযামীর আটাত্তরটি বয়ত ও আলাউলের ছত্রিশটি শ্লোক পাওয়া যায়।

নিযামীর প্রথম বয়তটি এইরূপ :

'মুরা খিযরে ত'লীম গর বুব্‌দ দোশ
বহ্ রাযী কেহ আামদ পেযীর আয় গোশ —'

—গতরাত্রে খিয্‌র আমাকে এমন একটি রহস্য (গুপ্তভেদ) তালিম দিলেন যাহাকে কান অভ্যর্থনা জানাইল অর্থাৎ যাহা মনঃপুত ও শ্রুতিমধুর হইল।

সর্বশেষ বয়তের প্রথম ('মিসরা') পংক্তিটি এরূপ :

'সফালীনহ্ জামীকে ময় জানে উস্ত''—(হে সাকী, ঐ) মাটির পেয়ালা (-য় সুরা ঢাল) সুরা যাহার প্রাণ।

আলাউলের এই অনুবাদগুলি বেশ ভাল হইয়াছে :

'মগ্‌ আঁচেহ দানা-এ পেশীনহ্ গুফ্‌ত
কেহ্ য়ক দুর নশাদ দুস্‌রাখ সুফত—'
—অন্য কার বচন না কহিও কথাএ
এক মুক্তা দুই রন্ধ্র করণ না যাএ।

''দুই ছিদ্রে এক মুক্তা বিঁধন ন যাএ'' হইলে ভাল হইত।

'চু নয়রূএ বকরে আামাঈস্ত হস্ত
কহর বেব্‌হ রা মিয়ালাএ দস্ত—'

অকুমারীর মনে যেমন শক্তি ধার
প্রতি বিধবার অঙ্গে না পরশে মার।

'তু গওহর কন. আয কানে ইস্‌কন্দরী
সেকন্দর খোদ আায়দ বজওহর খরী—'

তুহ্মি হৈল সিকান্দরী খালের খোদক
সিকান্দর আপে হৈব সে রত্ন পোষক।

'চু দেলদারী খিযরম আামদ বগোশ
দেমাগে মুরা তাযহ্ তর করদ হোশ—'

খোয়াজের বাক্য যদি কর্ণগোচর হৈল
অধিকে অধিক বুদ্ধি উঝলতা হৈল।

'মযঁী সরসরী স্বয়ে আঁা শহর য়ার' হইতে 'কেহ খান্দহ্ খুদা নীয পয়-গম্বরশ' পর্যন্ত আটটি বয়তের অনুবাদ'—ছোট নৃপ নহে সেই রাজ রাজেশ্বর' হইতে' 'এক এক প্রতি হৈল বহু পরিশ্রম।' 'পর্যন্ত শ্লোকগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। মূলের সহিত মিল আছে। 'চুনাঁ গুয়দ ঈ নামহ্-এ নগযে রা' হইতে 'চু দুশমন যনদ তীর নাব্‌ক বুব্‌দ' পর্যন্ত তিনটি বয়তের অনুবাদ—"এমত মহন্ত গ্রন্থ রচিলুঁ কমল' হইতে কর্ণ শেলের চরিত।" পর্যন্ত বেশ মূলানুসারী হইয়াছে। আবার—'নিশাত আন্দর আারদ বখানন্দ গাঁ' হইতে 'বদস্তে আব্‌রদ হর উম্মেদীকেহ্ হস্ত' পর্যন্ত পাঁচটি বয়তের অনুবাদ—"পাঠক সবের মনে হউক আনন্দ' হইতে 'কেবল শোকর।" পর্যন্ত মোটামুটি ভাল হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোথাও কোথাও মূলের খণ্ড খণ্ড (মিস্‌রা) পংক্তি নিয়া এক একটা শ্লোক করা হইয়াছে। আবার কোন কোন জায়গায় মূলের ভাবের ও Spirit-এর সহিত মিল রাখিয়া শ্লোক রচনা করা হইয়াছে।

১১. রোসাং রাজস্তুতি
১২. রোসাং রাজের অভিষেক
১৩. কবির আত্মকথা

এখান হইতে মূলের (ক) 'দর মদহে পাদশা নুসরত-উদ্দীন গুয়দ' ও (খ) খিতাব 'বহ্ বাদশাহ বতরীকে ইলতিফাত' অংশটুকু বাদ

দিয়া—(ক) রোসাঙ্গ-রাজ স্তুতি, (খ) রোসাঙ্গ রাজের অভিষেক (গ) কবির (আলাউল) আত্মকথা—এসব বিষয় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নিযামী ও সিকান্দরের নাম করিতে গিয়া আপন ('মহদূহ') পৃষ্ঠপোষক নস্‌রতুদ্দীন বাদশাহের প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্রূপ আলাউল রোসাঙ্গ রাজের গুণগান গাহিয়া স্বীয় নিমক হালালীর (কৃতজ্ঞতার) পরিচয় দিয়াছেন।

১৪· ।কাহিনীর সার।

এখানে নিযামীর মোট উননব্বইটি বয়ত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পঁচিশটি বয়ত ভূমিকা স্বরূপ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকাতে নিযামীর এই কাহিনী রচনার ধরন ও স্বরূপের বৃত্তান্ত দেওয়া আছে এবং তাহার সূত্রগুলিরও উল্লেখ আছে। আলাউল এ ভূমিকার অনুবাদ করেন নাই (বা আমরা তাঁহার অনুবাদ পাই নাই)। এখানে আলাউলের মোট পঁয়ত্রিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। এখানে "মজলিস নবরাজ" স্তুতি-বাক্যের দুইটি শ্লোক যোগ করিলে উহার সংখ্যা সাঁইত্রিশে গিয়া দাঁড়ায়। নিযামীর অন্য শিরোনামার অন্তর্গত 'সুবে্ মখযনে আবার-দম' হইতে 'যন্‌ম কওসে ইকবাল ইস্‌কন্দরী' পর্যন্ত পাঁচটি বয়তের উনাপুরা-ভাবে তিন শ্লোকে অনুবাদ করিয়া আলাউল এই শিরোনামাতেই জুড়িয়া দিয়াছেন (বা লিপিকাররাই এ অঘটন ঘটাইয়াছে)।

কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনায় দুইজনেরই প্রায় মিল আছে। আলাউলের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি তেমন ক্ষতিকর নয়। মূলভিত্তিক অনুবাদগুলির প্রায় সবকয়টি ভাল হইয়াছে। অনুবাদের কয়েকটা নমুনা দিতেছি।

মূল ঃ বহর তখতগাহে কেহ্ বনেহাদ পয়
নেগহ্ দাশ্‌ত আাঈ'নে শাহানে কয়—

অনুবাদ ঃ যেই যেই রাজ্য মারি নিজ বশ কৈলা
যে দেশের সেই নীতি অখণ্ড রাখিলা।

মূল : নখস্তী ঁ কস উ শুদ কেহ্ যেব্‌র নেহাদ
বরুব্‌ম আন্দরূঁ সিককহ্-এ যর নেহাদ—
বফরমানে উ যর গরে চীরহ্ দস্ত
তিল্লাহাএ যর বর সরে নকরঃ বস্ত—

অনুবাদ ঃ প্রথমে মারিল "সিক্কা" রুমদেশান্তরে
সুবর্ণ রঞ্জিত কৈলা রজত উপরে।

এই শ্লোকটি মূলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিরই অনুগামী এবং প্রথম ও তৃতীয় পংক্তি বেমালুম গায়েব। এ ধরনের কারসাজি আলাউলের অনুবাদে বিরল নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়।

মূল ঃ খিরদ নামহ্ হারা যে লফযে দরী
বয়ওনাঁ যবাঁ করদ কিসব্‌ত গরী—

অনুবাদ ঃ বুদ্ধির কিতাব যথ ফারসীতে আছিল
ইউনানীর ভাষে তারে সুশোভিত কৈল।

অনুবাদটি চমৎকার হইয়াছে—একেবারে শাব্দিক।

মূল ঃ বুরীদ আয জহাঁ শোরশ্‌ যঙ্গে রা
যে দারা সতদ তাজ ব্‌ আওরঙ্গে রা

অনুবাদ ঃ নিজ বলে প্রথমে মারিল জঙ্গীরাজ,
মহানৃপ দারা হস্তে লৈলা তখ্‌ত তাজ।
—খুব ভাল হইয়াছে।

মূল ঃ যে সওদা-এ হিন্দ্‌ যে সফরা-এ রুস
ফরুশস্ত 'আলম চু বয়তুল-'আরূস—

—হিন্দুস্থানের কালিমা ও রুশের হল্‌দে রং ধরাধাম হইতে ধুইয়া মুছিয়া ধরিত্রীকে বিবাহ-বাসরের মত উজ্জ্বল ও ঝকমকে ধবধবে করিয়া তুলিল।

অনুবাদ ঃ রুসি পরতাসি হিন্দু আর করি বল
ধুইয়া করিল জগ অধিক উজ্জ্বল।

প্রথম পংক্তির অর্থ বুঝা গেল না।

মূল ঃ চু 'উমরশ ফরসে রানদ বর বিস্তে সাল
বশাহন্‌শহী বর দুহ্‌লে যদ্‌ দবাল—'
দিগর রহ্‌ কেহ্‌ বর বিস্তে আফযোদ হফত
বহ্‌ পয়গাম্বরী রখ্‌তে বর বিস্তে ব্‌ রফত—

অনুবাদ ঃ রুমদেশ নৃপতি হইয়া অব্দ বিশে
পয়গাম্বরী পাইলেক বৎসর সাতাইশে।

মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বটে। তবে "অব্দ বিশে" 'সিকান্দরের কুড়ি বৎসর বয়সে' একথা বুঝায় কিনা জানি না।

মূল ঃ 'আযাঁ রোযে কুশদ বহ্‌ পয়গম্বরী
নবিশ্‌তন্দ তারীখে ইস্‌কন্দরী—'

অনুবাদ ঃ যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গাম্বরী
সেই হন্তে লিখএ তারিখ সিকান্দরী।

বেশ সুন্দর হইয়াছে অনুবাদটি।

,সুখন রা বআন্দযহ্‌-এ দার পাস
কেহ্‌ বাব্‌র তবঁ্‌া করদনশ দর কিয়াস—

অনুবাদ ঃ তেন কহ যেন নহে অধিক সংশএ
বুধজনে মনে ভাবি প্রত্যয় করএ।

বেশ ভাল হইয়াছে।

মূল ঃ 'সেকান্দর শহে হফতে কিশব্‌র নমান্দ
নমান্দ কসে চু সেকন্দর নমান্দ—

অনুবাদ ঃ শাহা সিকান্দর গেল সপ্ত-দ্বীপ পতি
কেহ না রহিব সকলের এই গতি ।

অনুবাদটি বেশ ভাল হইয়াছে। তবে "সপ্ত-দ্বীপ" স্থলে সপ্ত-রাজ্য বা সপ্ত-দেশ হইলে ততোধিক ভাল হইত। কেননা, ফার্সীতে 'কিশব্‌র' (আরবীতে 'ইঁকলিম') এর অর্থ দেশ বা রাজ্য, দ্বীপ নয়।

নিযামীর পঞ্চ-কাব্য (খম্‌সা) রচনার তরতীব অর্থাৎ কোন্‌টার পর কোন্‌টা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বয়তগুলির অনুবাদ সঠিক ভাবেই করা হইয়াছে, যথা ঃ

নিযামীর আদিগ্রন্থ মখজনুল আসরার
ঈশ্বরের চিত্র গুপ্ত কথার ভাণ্ডার।
খুস্‌রুর শিরিঁ-কথা দুয়জ কিতাব
লাএলী মজনু তিন এশ্‌ক পরস্তাব।
চতুর্থেত হপ্ত পয়কর অনুপাম
পঞ্চমে রচিল এই সিকান্দর নাম।

মূলে আছে ঃ সুবে্‌ মখযন আাব্‌রদম আব্‌ব্‌ল পেচ
কেহ্‌ সুস্তী নকরদম দরা কারে হীচ—
ব্‌য্‌ চরবে ব্‌ শীরী তুরা আঙ্গিখ্‌তম
বশীরী ব্‌ খসরূ দর আবিখ্‌তম—
ব্‌ যাঁ জাসরা পরদহ্‌ বেরূঁ যদম
দুরে 'ইশকে লয়লা ব্‌ মজনূ যদম—
চু আয 'ইশকে মজনূ বহ্‌ পরদাখ্‌তম্‌
সুবে্‌ হফতে পয়কর ফরসে তাখতম—
কনূঁ বররিসাতে সুখন গস্তরী
যনম কওসে ইকাবালে ইসকন্দরী—

নিযামীর পাঁচ বয়তের অনুবাদ তিন শ্লোকে করা হইয়াছে। ইহা আলাউলের কৃতিত্ব।

১৫· । সিকান্দরের জন্ম বৃত্তান্ত ।

এখানে নিযামীর মূল পার্সী সিকান্দর নামায় মোট উনসত্তরটি বয়ত আছে। আর আলাউলের অনুবাদে পাওয়া যায় মোট বিয়াল্লিশটি শ্লোক, যদিও আলাউলের শ্লোক সংখ্যা মূলের বয়ত-সংখ্যা হইতে সাতাইশটি কম তথাচ অনুবাদে কাহিনীর কোন অংশ বাদ পড়ে নাই। তবে সিকান্দরের বংশ পরিচয়ে দুইজনের কথায় এক "মতবাদের" গরমিল বা পার্থক্য দেখা যায়। আলাউলের বর্ণনায় সিকান্দরের বংশ পরিচয় নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :

১· সিকান্দর রুমদেশের এক সতী সাধ্বী রমণীর ছেলে। গর্ভাবস্থায় সে স্বামী ও শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং এক বিরানা জঙ্গলে (বা মাঠে) সন্তান প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফয়লকুচ এই মাতৃহারা শিশুটিকে সেখান হইতে কুড়াইয়া আনিয়া দত্তক পুত্র-রূপে গ্রহণ ও লালন পালন করিলেন। পরে যুবরাজ বানাইলেন।

২· সিকান্দর দারারই বংশজাত এবং ফয়লকুচের পালক পুত্র।

৩· সিকান্দর ফয়লকুচের ঔরসজাত সন্তান।

নিযামী ও আলাউলের উক্ত দ্বিতীয় মতবাদটির বর্ণনায় পার্থক্য আছে। আলাউল বলেন :

কেহ বলে দারার বংশেত উৎপত্তি
আনিয়া পালিল ফয়লকুচ নরপতি।

এক্ষেত্রে নিযামী বলিয়াছেন : (প্রথম মতবাদ লেখার পর)

দিগর গূনহ দহকাঁ আযর পুরস্ত
বদারা কুনদ নসলে উ পায় বস্ত—

—অগ্নিউপাসক মোড়ল দারার বংশ-পরিচয় অন্যভাবে দিয়াছে। মোড়লে দারার বংশ-পরিচয় কি ভাবে দিল তাহা নিযামী পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তারপর তিনি বলিতেছেন :

'যে তারীখহা চু গেরফতম কিয়াস
হম্ আয নামহ্-এ মরদে ঈষদ শবাস—
দরআঁ হর দূ গুফতার চুস্তী নবুদ
গযাফে সুখন রা দরুস্তী নবূদ—
দরুস্তে আঁ শুদ আয গুফতহ-এ হর দিয়ার
কেহ্ আয ফীলকওস আমদ আঁ শহরয়ার—'

—আমি ইতিহাস পর্যালোচনা করিলাম এবং ফিরদাউসীর শাহ-নামাও দেখিলাম। (তারপর) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে—প্রথম ও দ্বিতীয় মতবাদের কোন সারবত্তা নাই। গুজবের কোন সততা (বা সত্যতা, মূল্য) নাই। প্রতি দেশের কিংবদন্তী মতে ইহাই সঠিক (বলিয়া মনে হইল) যে সিকান্দর ফয়লকুচেরই ঔরসজাত সন্তান। তিনি আরও বলেন ঃ

'দিগর গুফ্‌তহা চুঁ 'আয়্যারে নদাশ্‌ত
সুখন গূ বরাঁ ই'তিবারে নদাশ্‌ত—'

—অন্য বৃত্তান্তগুলি মাপকাঠিতে আসে না বিধায় কবি নিযামী উহাতে বিশ্বাস স্থাপন (বা গুরুত্ব আরোপ) করিল না।

নিযামী তৃতীয় মতবাদটির বর্ণনা এইভাবে দিয়াছেন ঃ

চুনীঁ' গুয়দ আঁ পীরে দেরীনহ্-এ সাল
যে তারীখে শাহাঁ পেশীন-এ হাল—
কেহ্ বযমে খাসে মলক ফীল্‌কওস
বুতে বূদ পাকীযহ্-এ নও 'আরূস···
বমেহরশ শবে শাহ দর বর গেরফত
যে খুরমাএ শহ্ নখলে বন বর গেরফত—

—পুরাযুগের বাদশাদের ইতিবৃত্তে সেই বৃদ্ধটি (ঐতিহাসিক) এইমত বলে যে—ফয়লকুচ বাদশার (অন্তঃপুরে) বিশিষ্ট আসরে সৌন্দর্যের

প্রতিমা একটি পূত পবিত্র নবযৌবনা (নববধূ ?) ছিল। একরাত্রে বাদশা অতি আদরে তাহার সহিত সহবাস করিল এবং ইহাতে সে অন্তঃসত্ত্বা হইল। (নিযামীর বর্ণনা কি সুন্দর ও সাবলীল !) অথচ আলাউলে :

কেহ বলে দারার বংশেত উৎপতি
আনিয়া পালিল ফয়লকুচ নরপতি।

এইকথা বলার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে,

শুনিয়া কহিল দুই মত অদ্ভুত
মহন্তে কহিল নিষ্ঠা ফয়লকুচের সুত।

ইহা একেবারে ঝাপসা এবং সেই সঙ্গে misleading-ও বটে। আলাউলের "পঞ্চ অব্দে পড়িবারে দিল ছত্রশালা।"—এইকথাটা নিযামী বলেন নাই। নিযামী বলেন, 'গহ্‌বারহ বর মরকব আ্যাবারদ পায়' দোলনা হইতে পা খাড়ার উপর রাখিল এবং ময়দানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

১৬। সিকান্দরের বিদ্যাভ্যাস।
(ও সিংহাসনারোহণ)

এখানে সিকান্দরের বিদ্যাশিক্ষার বৃত্তান্ত নিযামী এইভাবে দিয়াছেন:

নেশান্দশ বেদানশ দর আমূখতন ·· ··
লকূ মাজস আঁকু খিরদমন্দ বুব্‌দ
আরস্তব্‌ী দানাশ ফরসন্দ বুব্‌দ—
ব-আমূযে গারী বহ্‌উ রঞ্জ বুরদ
দর আমূখতশ আঁচেহ্‌ নতবা শুমরদ—

আলাউলও তাই বলিয়াছেন, যথা :

ইউনানী হাকিম এক নকুমাখিস নাম
যার পুত্র আরস্ত তালিস গুণধাম।
যত্নে তানে আনিয়া সঁপিল সিকান্দর
নানাগুণ পাট-বিদ্যা শিখাইল বিস্তর।

মূলে—'লকুমাজেস' পাঠান্তরে 'নকুমাজেস'

ইহার পরে নিযামী ও আলাউলের প্রকাশভঙ্গিতে তেমন কোন মিল না থাকিলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। তবে আলাউলের পরিবর্জন ও পরিবর্ধনটা লক্ষণীয়। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি পরের কথা আগে এবং আগের কথা পরেও বলিয়াছেন। তাই কথাগুলো একটু আগে পাছে হইয়া গিয়াছে।

[সিকান্দরের সিংহাসনারোহণ]

নিযামী বলেন : 'মলক ফীলকওস আয জহাঁ রখতে বুরদ
বশাহ্‌নশহে নও জহাঁ রা সপরদ—

আলাউল বলেন : নৃপ ফয়লকুচ যদি স্বর্গে চলি গেল।
রুমেতে নৃপতি হৈল শাহা সিকান্দর
অন্যায়-কুলিশ কৈলা দেশের অন্তর।

এখানেও নিযামী ও আলাউলের রচনার সারমর্ম প্রায় একই দেখা যায়। তবে দুই ভাষার স্বভাব সুলভ রীতি অনুসারে দুইজনের রচনা ভঙ্গীতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা দূষণীয় নয়।

এবারে আলাউলের অনুবাদের কতিপয় নমুনা দিতেছি :

মূল : চুনাঁ যী কবাঁ যীস্তন সাজিয়াঁ
তুরা সুদ ব্‌কস বা নবাশদ যিয়াঁ—

—এমন ভাবে জীবনযাত্রা (বা যাপন) কর যাতে যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার লাভ (হিত) হয় এবং (অন্য) কাহারো ক্ষতি (বা অনিষ্টসাধন) না হয়।

অনুবাদ : সুজন সকলে কর্ম করে অনুমানি
আপনার লাভ হএ, নহে পর হানি।

'হর আঁচেহ্ আয পেদর মায়হ্ আন্দ্খতে
গুযারশ কুনা দরব্য় আমূখতে—

অনুবাদ : পিতাস্থানে যতেক সঙ্কট বিদ্যা পাএ
শাহা সিকান্দর স্থানে সকল জানাএ।
—চমৎকার হইয়াছে।

মূল : তুরা দওলত উরা হুনর য়াব্র-স্ত
হুনরমন্দ বা দওলতী দর খোর-স্ত—

অনুবাদ : যেন তুহ্মি ভাগ্যধর সেহ বিদ্যাধর
ভাগ্য বুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।
বেশ ভাল হইয়াছে।

মূল : কেহ্ শাহী চূ বর মন কুনদ সুগলে রাস্ত
ব্যীরে উ বুবদ বরমন ইযদে গূ-আস্ত—

অনুবাদ : মুঞি নৃপ হৈলে পাত্র আরস্ত সুজান
ঈশ্বর ইহার সাক্ষী যদি হএ আন।
—খুব ভাল হইয়াছে।

মূল : 'সর আঞ্জাম কেহ্ ইকবাল য়ারী নমূদ
বর 'আহদে শাহ্ উস্তব্যরী নমূদ—'

অনুবাদ : শাহা সিকান্দর যদি নৃপতি হইলা
গুরুর বচন হস্তে তিল না নড়িলা।
—ভাল হইয়াছে।

[সিংহাসনে]

মূল ঃ হমশ হোশে দেল বুব্‌দ ব্‌ হম যোরে দস্ত
বদ° ী হরদ্‌ বর তখতে বায়দ নিশস্ত—'

অনুবাদ ঃ বল বুদ্ধি অধিক, বিদ্যাএ সচকিত
সেই মহাজন পাটে বসিতে উচিত।

—ভালই হইয়াছে।

মূল ঃ আরস্তূ কেহ্‌ দস্তূরে দরগাহে ব্‌দ
বহর নেক ব্‌ বদ মহরমে শাহে ব্‌দ—
সেকন্দর বতদবীরে দানা ব্‌যীর
বকম রোযে গারে শুদ আফাক গীর—

অনুবাদ ঃ আরস্ত আছিল তান মুখ্য পাত্রবর
ভাল মন্দ যুক্তি কথা কৃতির দোসর।
সিকান্দর বুদ্ধিমন্ত পাত্রের যুকতি
অল্প দিবসে হইল সর্ব মহীপতি।

বিংশতি বৎসর যদি হৈল পূরণ
বহু ভাতি বিচারিল বিজয় লক্ষণ।

—একথাটি মূলে কোথাও পাওয়া গেল না।

১৭· । যঙ্গীরাজ্য সম্বন্ধে গোহারী।

এখানে—যঙ্গীদের উৎপাত অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিসরবাসীরা সিকান্দরের নিকট আসিয়া ফরিয়াদ জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিরও বর্ণনা দেয়। মিসরবাসীদের মুখে যঙ্গীদের আকৃতি ও প্রকৃতির যে বর্ণনা নিযামী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ হুবহু বর্ণনা আলাউল দেন নাই। তিনি কিছু কথাও বাড়াইয়াছেন, যথা ঃ

"অর্ধ রাজ্য করিল নিপাত" (ত্রিপদীর ৮ম চরণ)

১. ধবল দশন পাঁতি ... ... বৃদ্ধ চিন।
২. সে সকল বনবাসী ... . হইল নিধন।
৩. গোপাল বিহীনে গোঠ .... ব্যাঘ্রহ ডরাএ।
৪. ন্যায়বস্তু দয়াধর ... ... সমতুল।
৫. আছে রুম পাটেশ্বর ... ... তার মূল।
৬. হাবশীকুল হীন জাতি ... ... নাহি বধ।
৭. মরিলে শহীদ হএ ... ... আছে পদ।

অবশ্য আলাউলের বর্ণনাটাও সত্যভিত্তিক এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপাঠ্য ও মুখরোচকও বটে।

মিসরবাসীদের ফরিয়াদ শুনিয়া সিকান্দর এই সম্পর্কে আরস্তুর পরামর্শ চাহিলে তিনি যঙ্গীদের দমন করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সিকান্দর উযীরের উপদেশ মত যঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন এবং খুব সুবিধাজনক একস্থানে ঘাটি নির্মাণ করিলেন। এই শিরোনামায় আলাউল এসব কথার অবতারণা করেন নাই। তিনি এসব বৃত্তান্ত পরবর্তী শিরোনামায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (হয়ত ইহা লিপিকারদেরই ত্রুটি)

১৮. ।যঙ্গীদের বিরুদ্ধে সিকান্দরের যুদ্ধযাত্রা।

নিযামী যাহা পূর্ববর্তী শিরোনামায় বলিয়াছেন আলাউল তাহা এখানেই লিখিয়াছেন। দুই-একটা ছাড়া সব অনুবাদই মূলভিত্তিক এবং খুব ভাল হইয়াছে।

১৯/২০ ।প্রভাত : যুদ্ধারম্ভ।

এখানেঁ নিযামীর বর্ণনা হইতে আলাউলের বর্ণনাটি একটু সংক্ষিপ্ত। অথচ আলাউলের অনুবাদে কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই এবং ধারা-বাহিকতাও বজায় আছে। তবে দুইজনের বর্ণনার বিশেষ ক্রিয়া

যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জার নামকরণে একটু পার্থক্য দেখা যায়। ইহা আমার মতে তেমন দূষণীয় নয়। কারণ, ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাভঙ্গী একটু আলাদা ধরনের বৈকি এবং এরূপ হওয়া স্বাভাবিকও বটে। উভয়ের বর্ণনায় দুই-একটা কথা আগে পাছেও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কোন কোন স্থানে নিযামীর বর্ণনা তেমন পরিষ্কার নয়—একটু চিন্তাসাপেক্ষ। অপরপক্ষে আলাউলের বর্ণনাও মাঝে মাঝে ঘোলাটে হইয়া আছে, তবে তেমন অবোধ্য নয়। নিযামী, পলঙ্গর পরাভূত হইয়া মৃত্যু বরণ করিবার আগ পর্যন্ত, দুই বাহিনীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ সমরের কথা বলেন নাই। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (Dual fighting)-র কথাই বলিয়াছেন। আলাউল ইহার আগেও দুই-একবার রুমী ও যঙ্গী বাহিনীর সাক্ষাৎ মুখোমুখি যুদ্ধের কাহিনী শুনাইয়াছেন।

আরস্তু কর্তৃক সিকান্দরকে যঙ্গীর কাঁচা মাংস ভক্ষণের ভান করিয়া যঙ্গীর মনে ত্রাস সঞ্চার করার পরামর্শ দেওয়ার বর্ণনাটা নিযামীর মত আলাউল বিস্তারিতভাবে দেন নাই। যঙ্গী বন্দীদের সামনে একটা যঙ্গীর কাঁচা মাংস খাওয়ার ভান করার পর বাকী বন্দীগুলির সঙ্গে সিকান্দরের আচরণ নিযামী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: মূল: 'চূ মারা বসেহ্‌রা রহা করদ শাঁ' অর্থাৎ ধৃত বাকী যঙ্গীদিগকে সাপের মত সাহারা প্রান্তরে ছাড়িয়া দিল। বস্ এইটুকু। পক্ষান্তরে আলাউল বলিয়াছেন:

(সিকান্দরে) নিজ ভাবে ইঙ্গিতে কহিলা রক্ষকেরে
শিথিলে রাখহ যেন পলাইতে পারে।
সময় পাইয়া জঙ্গী ধাইল সত্বর।

আলাউলের এই বর্ণনায় সিকান্দরের অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, সাহারাতে লইয়া তাহাদের রেহাই দিলে যঙ্গী ও যঙ্গী-রাজের মনে তেমন ত্রাসের সঞ্চার হইত না। কারণ, তাহারা মনে করিতে পারিত যে যঙ্গী-মাংস খাওয়াটা সিকান্দরের ভান ও ফন্দি মাত্র, আসলে সে নরখাদক নয়।

যোরাচা ও পরে পলঙ্গরের লক্ষ ঝক্ষ ও তাহাদের সমর-সজ্জা এবং সিকান্দরের জবাব ইত্যাদির বর্ণনায় দুই জনের মধ্যে কিছুটা

গরমিল দেখা যায়। তবে ইহা ধর্তব্য নয়। আলাউলের মতে সিকান্দর যঙ্গী ভাষা জানিতেন ঃ

"জঙ্গী-ভাষে কহে সুপকার ঠাঁই
এমত সুস্বাদ মাংস কভু নাহি খাই।"

কিন্তু নিযামীকে পড়িয়া ইহার পাত্তা পাওয়া গেল না। আলাউলের মতে পলঙ্গর ছিল যঙ্গী-রাজ। নিযামী কিন্তু তাহাকে সিপাহসালার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যঙ্গীদের পরাভূত করিয়া সিকান্দর তাহাদের যে ধনসম্পদ পাইলেন, সেকথা নিযামীর মতো আলাউল এখানে না বলিয়া পরবর্তী শিরোনামায় বলিয়াছেন।

২১· । সিকান্দরের জয়লাভ ও ধনপ্রাপ্তি ।

এখানে আলাউল সিকান্দর কর্তৃক যঙ্গী-রাজ্য লুটতরাজের বর্ণনা দেওয়া পর এই বলিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন ঃ

সব জঙ্গীদেশ আর ফরাঙ্কি বর্বরী
মিশ্র আদি সর্বদেশ নিজ বশ করি।
বিজয় করিয়া নিয়মিত করি কর
রুমদেশ চলি আইল যেথা নিজ ঘর।

এবং বাকী কথাগুলি পরবর্তী শিরোনামায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

২২· । দারার সঙ্গে বিরোধের সূচনা ।

এখানে নিযামীর মোট একশত তেত্রিশটি বয়ত পাওয়া যায়। আলাউল ইহাঁ মোট একশত তিন শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন। তবে ইহাতে কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই। প্রায় সব কথাই আসিয়া গিয়াছে। সব বয়তের শাব্দিক অনুবাদ করা হয় নাই। মোটের উপর

অনুবাদ মূলের ভাব ভিত্তিক হইয়াছে। মন্দ হয় নাই। মূল হইতে যাহা বাদ দেওয়া চলে তাহা বাদ দিয়া মাঝে মাঝে কিন্তু কিছু নিজ হইতেও বাড়াইয়া দিয়াছেন, যেমন ঃ—"আর নৃপ সবেরে পাঠাইছে অনুরূপ' হইতে সর্ব দিন সমানে না যাএ এহি কাল।" পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্লোক। আর "মনে ভাবে এথ ধন দিলুঁ নৃপ লাগি হইতে' নিশ্চয় দারার সঙ্গে রচিব সমর।" পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্লোক। অবশ্য এ দশটি শ্লোক বাড়িয়া যাওয়াতে তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ ইহা ভাব-সম্প্রসারণই বটে। তবে ইহার পূর্বে সিকান্দরের উপহার দেখিয়া দারার মনে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা আলাউল এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

বহু মূল্য বহু দ্রব্য পুঞ্জে পুঞ্জে দেখি
নৃপতি দারার মন আগে হৈল সুখী।
অবশেষে মনে ভাবে হই বিষাদিত
এথ ধন পাঠাইয়াছে মোহোর বিদিত।

যাহা নিযামী এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

'সেকুহীদহ্ দারা যে নয্‌লে চুনাঁ
হসদ রা বরূ তেযতর শুদ 'ইনাঁ—
পেযীরফতে গঞ্জীনহ্-এ বে-কিয়াস
পেযীরফতহ্ রা নাম আয ব্‌য় সেপাস—'

—এই উপঢৌকনে দারা এত (ই) ভীত সন্ত্রস্ত হইল (যে) ঈর্ষা তাহাকে পরাভূত করিল। (ঈর্যার লাগাম দারার উপর গুরুতরভাবে তেজস্বী হইল—অর্থাৎ তাহার ঈর্ষারূপ ঘোড়া বল্গাহারা হইল)। দারা ঐ অপরিসীম ধনভাণ্ডার গ্রহণ করিল (কিন্তু) উহার বিনিময়ে বা প্রতিদানে (সিকান্দরকে) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল না। (বরং এই আচরণ করিল যে)

'নহ্ বর জাএ খোদ পাসখে সায করদ
দরে কীঁ পূশীদহ্ রা বায করদ—

—একটা অবান্তর উত্তর দিয়া পাঠাইল। (এতে করিয়া) দারা (সিকান্দরের প্রতি তাহার অন্তরের) লুক্কায়িত ঈর্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দিল (অর্থাৎ উত্তরে দারার হিংসুটে ভাবটা সিকান্দরের নিকট পাইল প্রকাশ)। নিযামী বলেন ঃ সিকান্দর কর্তৃক প্রেরিত উপহার পুঞ্জ (ভাণ্ডার) দেখিবামাত্র দারা ভীত সন্ত্রস্ত 'সেকুহীদ' হইল এবং অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইল। আর আলাউল বলেন ঃ

ঐ উপহার সম্ভার দেখিয়া

"নৃপতি দারার মন আগে হৈল সুখী।"

অনুবাদ মোটামুটি ভাল হইলেও কয়েক জায়গায় যা তা হইয়াছে—যথা সিকান্দরের সভাসদগণ তাহাকে ইরান আক্রমণ করিবার জন্য এইভাবে উস্কানি দিল ঃ

'সিয়াহী গেরেফ্‌তী সপেদী বগীর
চুনাঁ আবলকী বায়দত না গযীর—'

কাল লইলা (অর্থাৎ যঙ্গীদের জয় করিলা), সাদা লও (অর্থাৎ ইরানও হস্তগত কর), এইভাবে কালগোরা মিশ্রণ (ছাড়া) তোমার গত্যন্তর নাই। ('আবলক') ধূসর অর্থাৎ কালো গোরা সংমিশ্রিত রং যাহাকে চট্টগ্রামী ভাষায় মাইস্যা রং বলা হয়।

আর আলাউল সিকান্দরের মুখে কি বলেন, দেখুন ঃ

শ্যামল নাশিলুঁ এবে নাশিব ধবল
আবলক্ মিশ্রিত সব করিব উজ্জল।

নিযামী লেখেন ঃ 'যবুঁ করদনে দুশমন আসাঁ গেরেফত
হিসাবে খিরাজে খুরাসাঁ গেরেফত—'

—শত্রুকে পরাভূত করা (টা) সিকান্দর সহজ (ভাবে) গ্রহণ করিল (অর্থাৎ সহজ মনে করিল)। খুরাসানের করের হিসাব লইল (কারণ) অর্থাৎ খুরাসান বিজয়ের বাসনা মনে মনে পোষণ করিল।

আলাউল কি বলেন, শুনুন ঃ

যেন জঙ্গী মারিলুঁ মারিব খোরাসান
কার শক্তি দাণ্ডাইব মোর বিদ্যমান।

নিযামী লিখেন : 'গযীদ খিবা খারেগাঁ চুঁ দেহম
বখোদ বর চুনী খারী চুঁ নেহম—'

—সুদখোরদের জিযীয়া কেমনে দিব? এমন অসম্মানি নিজের উপর কেমনে রাখিব? (অর্থাৎ এ অপমান মাথা পাতিয়া লইব না।)

আলাউল বলেন :

লভ্য ভক্ষকেরে কর কি লাগিয়া দিব
আপনা কাহিল হেন কিসকে জানিব।

দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ কি?

২৩· । দর্শন আবিষ্কার।

এখানে নিযামীর মোট তিরিশটি বয়ত পাওয়া যায়। আর আলাউলের আছে মাত্র সতেরটি শ্লোক।

সিকান্দর কর্তৃক আয়না আবিষ্কারের বর্ণনা তাহারা দুই জনে প্রায় এক মতই দিয়াছেন।

২৪· । দারার রায়বার।

'খিরাজ খাস্তন দারা আয সেকন্দর ব্‌ জব্‌াব দাদন উ'

এখানে নিযামীর একশত পাঁচটা বয়ত পাওয়া যায় যাহার অনুবাদ আলাউল মোট সাতাত্তরটি শ্লোকে করিয়াছেন। অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও ভাবভিত্তিক হইলেও মূলের প্রায় সব কথাই আসিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে আলাউলের বর্ণনাটা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হইয়াছে। ভূমিকাদিতে কিছুটা পরিবর্জন ও পরিবর্ধনত হইবেই। দুইজনের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।

আলাউলের বর্ণনাতে বুঝা যায় : সিকান্দরের নিকট দারার প্রেরিত চৌগান, গোলা (Hokey Ball) ও তিল 'কঞ্জদ' এর তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত—এইগুলি দেখিবা মাত্র স্বয়ং সিকান্দর বুঝিতে পারিয়া তদীয় সভাসদগণকে তাহা বুঝাইয়া বলিল। আর নিযামীর বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে দারার রায়বারই সভাস্থলে এই হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া বলিয়াছিল।

মূলে ঃ 'যমানহ্ দিগর গূনহ আঈন নেহাদ' হইতে 'তাবহ্গশ্‌ত' পর্যন্ত এই দুই বয়তের অনুবাদ আলাউল, ''এক ভাতি নাহি রএ জগতের রীত' হইতে ''নিকালিব আক্ষি'' পর্যন্ত মোট ছয়টি শ্লোকে করিয়াছেন। ইহা নিযামীর রচনার চেয়ে অধিকতর পরিষ্কার ও Pinching হইয়াছে। সব কয়টি মূল ভিত্তিক অনুবাদ যে ভাল হইয়াছে তেমন নয়, তবে কয়েকটি ভাল অনুবাদের নমুনা দেওয়া গেল ঃ

মূল ঃ 'হমহ্ সালহ্ গওহর নখীযদ যে সঙ্গ
গহী স্থলহে সাযদ জহাঁ গাহে জঙ্গ—'

অনুবাদ ঃ প্রতি অব্দ শিলা হন্তে নহে রত্ন লাভ
ক্ষেণেক মিত্রতা হএ ক্ষেণে শত্রুভাব।

মূল ঃ 'ফেরেস্তাদহ্ কী দাস্তাঁ গোশ করদ
সুখনহা-এ খোদ রা ফরমূশ করদ—'

অনুবাদ ঃ রায়বারে যদি এই বচন শুনিলা
আপনার বচন সমস্ত পাসরিলা।

মূল ঃ 'ফলক কাঁ চেহ্ যুলমে আশকারা কুনদ
কেহ্ ইস্‌কন্দর আহেঙ্গে দারা কুনদ—'

অনুবাদ ঃ দেখ আকাশের গতি, সংসারের রীত
সিকান্দর যুদ্ধে ইচ্ছে দারার সহিত।

মূলের কাছাকাছি অনুবাদ ঃ

'যে মন আচেঁহ নায়দ আঁরা মখাহ্
চুনাঁ বাশ বা মন কেহ্ বাদশাহে শাহ্—

—যাহা আমাকে দিয়া হইবে না, তাহা আমার কাছে চাহিও না। আমার সঙ্গে এমন ভাবে থাক যেমন রাজা রাজার সাথে (থাকে)।

অনুবাদ ঃ যেই বস্তু না পাবে, মাগিতে না জুয়াএ
পিরীতি রাখহ যেন রাজাএ রাজাএ।

'বখন্দীদ ব্‌ গুফত আন্দর আঁ যহর খন্দ
কেহ্‌ আফসুস বর কারে চরখে বুলন্দ—'

—হাসিল এবং সেই বিষাক্ত হাসিতে বলিল যে আফসোস (ধিক) উচু আকাশের কাজে।

অনুবাদ ঃ পাছে কাষ্ঠ হাসি কহে, শুন পাত্রগণ
ক্ষুদ্র শিশু কহে মোরে হেন দুর্বচন।

এই অনুবাদে মাত্র মূলের Spirit-ই রক্ষিত হইয়াছে।

২৫. । দারার যুদ্ধযাত্রা।

নিযামী দারার যুদ্ধায়োজন ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা পূর্ববর্তী শিরোনামায় দিয়াছেন। আলাউল উহা আলাদা শিরোনামায় দিয়াছেন। মূলে এতদসংক্রান্ত মোট এগারোটি বয়ত পাওয়া যায়। এইবিষয়ে অনুবাদে দেখা যায় মোট বাইশটি ত্রিপদী শ্লোক। অনুবাদ ভাবভিক্তিক খুব ফলাও করিয়া করা হইয়াছে। অনুবাদ খুবই সুপাঠ্য ও ক্ষেত্রোচিত হইয়াছে।

২৬. । দারার অভিযান (ও সিকান্দরের সমরায়োজন)।

এখানে নিযামীর মোট চুরাশিটি বয়ত ও আলাউলের মোট ছাপান্নটি শ্লোক পাওয়া যায়। অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেও আসল কথা বাদ পড়ে নাই। আলাউলের স্বভাব সুলভ অনুবাদ হইয়াছে।

মিশ্রি আফারঙ্গ রুমী রুসি বর্বরী
জঙ্গী আদি সৈন্যচয় আইল অস্ত্র ধরি।

মূলে আছে ঃ 'যে মিসর ব্‌ যে আফরঞ্জহ্‌ ব্‌ রুম ব্‌ রুস' (মিসর, ফিরিঙ্গি, রুম ও রুস) আলাউল কিন্তু "বর্বরী জঙ্গী আদি" সৈন্য আনিয়া ও

সিকান্দরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাইয়াছেন। "মহাবীর মুখ্য তিন লক্ষ অশ্ববার (আস্ওয়ার!)" বলিয়া আলাউল সিকান্দরের অশ্বারোহী মুখ্য মহাবীরদের সংখ্যা কমাইয়া একেবারে অর্ধেক করিয়া দিয়াছেন। মূলে আছে:—'শশ সদ হযার' ছয়শত হাজার। এই হিসাবে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০,০০০ (ছয় লক্ষ) এর কোঠায়। ইহারা সবাই এক এক জন (মুফরদ. সব্‌ার) অদ্বিতীয় অশ্বারোহী, মুখ মহাবীর।

২৭. ।দারার মন্ত্রণাসভা।

এখানে নিযামীর একশত চৌষট্টি বয়ত ও আলাউলের সাতাত্তরটি শ্লোক পাওয়া যায। অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও ভাবমূলক। কোন কোন জায়গায মূলের Spirit-এর উপর নির্ভর করত: ক্ষেত্র-ভিত্তিক শ্লোক রচনা করা হইযাছে। তবে ইহাতে তেমন অঙ্গহানি হয নাই বটে, কিন্তু মূলের সেই হুঙ্কার-ঝঙ্কার ও ওজস্বিতা নাই। মূলের সজীবতার স্থলে অনুবাদে কিছুটা নির্জীবতাই পরিলক্ষিত হয়। দারার দাম্ভ ও আত্মগরিমা পূর্ণ বাক্যগুলির তেজস্বিতা অনুবাদে তেমন প্রতিফলিত হয নাই। "সময় বুঝিযা কহে বৃদ্ধজন কথা' হইতে' কহিলু ক্ষেম রোষ।" পর্যন্ত ষোলটি শ্লোক ভাবমূলক ও ক্ষেত্র ভিত্তিক। এখানে মাত্র আটটি শ্লোকই—"এক এক বয়ত হস্তে এক এক পয়ার" হিসাবে পুরাপুরি মূলভিত্তিক হইয়াছে। বাকীগুলি ভাব, Spirit ও ক্ষেত্রমূলকই বটে। অবশ্য এইগুলিকে বাঙলা ভাষার ধাত অনুসারে রচিত আলাউলের Naturalized version বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

২৮ ।সিকান্দরের নিকট দারার পত্র।

নিযামীর সাতাত্তরটি বয়ত। আলাউলের চল্লিশটি ত্রিপদী। ইহা আলাউলেরই নিজস্ব রচনা বলিলে তেমন ভুল হইবে না। অবশ্য ছিটাফোঁটা ভাবে মূলের ছোঁয়াচ আছে বৈ-কি? দুই-চারিটি মূলভিত্তিক খুব ভাল অনুবাদও পাওয়া যায়, যেমন:

১। চলিতে হংসের গতি … … … হৈলা বিস্মরণ।
২। সর্ব নৃপতির শির … … … হস্তপদ জান।
৩। নিজ মুখে নিজ হাতে … … … না হান।

৪। যৌবনের গর্বে তোর … … … তোর গল।
৫। ইস্ফিন্দার কঁইতন … … … তার পাছে।

২৯· । দারার পত্রের উত্তরে সিকান্দর।

এখানে নিযামীর ছিয়ানব্বইটি বয়ত ও আলাউলের সাতান্নটি শ্লোক পাওয়া যায়। ইহা মূলের ছায়া অবলম্বনে নিজস্ব রচনা। ভাবের ছোঁয়াচ আছে বটে, কিন্তু মোটেই মূলভিত্তিক নয়। অবশ্য রচনার বিষয়বস্তু অবান্তর নয়। এবং তিনি ক্ষেত্রোচিত বাক্য যোজনা করিতে দক্ষতার পরিচয়ই দিয়াছেন। মাঝে মাঝে দুই-চারিটা হুবহু মূলভিত্তিক অনুবাদও পাওয়া যায়, যেমন ঃ

'খুদা দাদত ঈ চেরহ্ কেহ্ হস্ত'

—সেই সে করিছে তোহ্মা উচ্চ সর্বমতে।

'নহ্ আয মাদর আাব্‌রদহ্—এ তাজ ব্ তখ্‌ত।

না আনিছ তাজ পাট মাতৃগর্ভ হোতে।

'দূশের গুরসন্‌হ্ আস্ত ব্ য়ক রানে গোর
কবাবে আঁা কসে রাস্ত কু রাস্তে যোর—'

দুই দিক মধ্য ভাগে আছে মৃগ এক
যেই বলবন্ত হএ সেই হরিবেক।

অনুবাদটি একটু ভাবভিত্তিক বটে, কিন্তু ভাল হইয়াছে। মূলে আছে 'গোর' (বন্যগাধা onager) অনুবাদে আছে "মৃগ"। মূলে আছে কবাব কিন্তু অনুবাদে উহার উল্লেখ নাই। মূলের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ এই—কবাব তাহারই (প্রাপ্য) যাহার আছে শক্তি—

কেহ্ য়া সর দেহম য়া সতানম্ কুলাহ্

কিবা শির দেওঁ কিবা কাড়ি লওঁ তাজ।

'বশাখে চেহ্‌ বায়দ দস্ত আবীখতন
কেহ্‌ নতবাঁ আয্‌ মেবহ্‌ বীখতন—'

সে ডাল ধরিয়া না নাড়িও কদাচিত
যাহা হস্তে এক ফল নারিবা ঝাড়িত।

'জহাঁদার চুঁ নামহ্‌ বা করদে গোশ
দেমাগশ যে গরমী দর আমদ বজোশ—'

সিকান্দর পত্র যদি কর্ণগত হইল
ক্রোধানলে দাঁরা-শির-মজ্জা উনাইল।

৩০. । দারা সিকান্দরের রণ।

মূলে একশত পঁচিশটি বয়ত ও অনুবাদে একশত আটাশটি শ্লোক পাওয়া যায়। মূলের পটভূমিতে ইহা আলাউলের নিজস্ব রচনা। মূলের অনুবাদ ইহা নহে, একথা বলিলে ভুল হইবে না। তবে, মূলের প্রচ্ছদপটে ক্ষেত্রোপযোগী করিয়া আলাউলের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাকে তাঁহার কৃতিত্বও বলা চলে। ইহা যে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হইয়াছে অবশ্য তেমন কথাও নয়। মূলের একথাগুলি বাদ দেওয়াতে কিছুটা কাহিনীর অঙ্গহানি হইয়াছে ঃ

নেবরদ আযমায়াঁ ঈরান সেপাহ্‌
গেরেফতন্দ বর লশকরে রূমে রাহ—
যেবুঁ গশতে রূমী যে পয়কারে শা
আজলে খাস্ত করদন গেরেফতারে শাঁ—

—ইরানী লস্কর রুমী সৈন্যের গতিরোধ করিল এবং তাহাদের দিকে ধাবিত হইল। ইরানীরা রুমীদের যুদ্ধে কাতর হইয়া পড়িল বা নাজেহাল হইল এবং মৃত্যু তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিল।

দারার বিশ্বাসঘাতক অনুচরদ্বয়ের চিত্রণেও তিনি একটু নতুনত্ব দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ

দৈবযোগে দোহান অপরাধী হৈল
যুদ্ধকাল ভাবি দারা কিছু না বলিল।

সিকান্দরের নিকট গিয়া তাহারা বলিল :

আহ্মি দোহো প্রতি তার মনে অতিক্রোধ
রাখিছে আহ্মারে দেখি তোমার বিরোধ।

—যাহা নিযাম বলেন নাই।

মূলের দুই-একটা চরণ ও বয়তের হুবহু অনুবাদও পাওয়া যায়। হয়ত নিযামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে।

৩১. ।দারার নিধন।

এখানে নিযামীর দুইশত বাইশটি বয়ত ও আলাউলের একশত একুশটি শ্লোক আছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যাহা করিয়াছেন এখানেও প্রায় তাহাই করা হইয়াছে। মূলের ভাবার্থ লইয়া ইহা তাঁহার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতে লেখা হইয়াছে। ইহাকে ভাবার্থে তথ্য-ভিত্তিক রচনা বলিলে ভাল হয়। বর্ণনাতে অবান্তর কিছুই নাই। এই রচনাটি সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যাখ্যান ও সম্প্রসারণ মূলকও হইয়াছে। কোন কোন জায়গায় মূলের কয়েকটি কথা বাদ যাওয়াতে কাহিনীর কিছুটা অঙ্গহানিও হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে ভাব সম্প্রসারণে যে শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা বেশ মানানসই হইয়াছে, শেষ ভাগে—"যদি মোরে আদেশিলা" হইতে "আছএ আহ্মার" পর্যন্ত দশটি শ্লোক মূলভিত্তিক ও বেশ ভাল অনুবাদ হইয়াছে।

মূল ও অনুবাদের তুলনামূলক বিচার করিলে মূলভিত্তিক অনুবাদের সংখ্যা নগণ্য। আবার, অনুবাদে এক বয়তে এক শ্লোক, দুই-তিন বয়ত মিলাইয়া এক শ্লোক, আবার দুই বয়তের দুই চরণ লইয়া এক শ্লোক রচিত হইয়াছে। দুই-চারিটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :

"বদী ইশ্ ব্ঃ দারন্দ শহ্রা শেকীব
য়কে বর দেলীরী য়কে বর ফেরীব—'

এহি মতে কেহ সত্য কেহ ভ্রমাইয়া
সবে মিলি দারারে রাখিল সান্ত্বাইয়া।

'বর আমদ যে কলবে দূ লশকর খরূশ
রসীদ আসমাঁ রা কিয়ামত বগোশ—'

উঠে দুই দিক হন্তে বীরের হুঙ্কার
আকাশের কর্ণে হৈল প্রলয় সঞ্চার।

'বর উফতাদ তপে লরযহ্ বর দস্ত ব্ পায়'
প্রলয় কম্পনে প্রকম্পিত হস্ত পাও।

'দরখ্তে কিয়ানী দর আমদ বখাক'
কয়ানী বংশের রক্ষ ভূমিতে লুটাইল।

'বনয্দে সেকন্দর গেরেফতন্দ জায়'
সিকান্দর শাহা পাশে রহিল আসিয়া।

'বিয়া তা ববীনী ব্ বাব্র কুনী
যে খূনশ সিমে বারগী তর কুনী—'
রিপু রক্তে আসি কর অশ্বপদ লাল।

যে কিছু কহিল আম্মি নহে কিবা হএ
আসিয়া দেখহ তবে হউক প্রত্যএ।

'সুলয়মানে উফতাদ
দর পায়ে মোর'
সোলেমান পড়িয়াছে
পিপীলিকা ঘাএ।

তনে মর্যবাঁ দীদ দর
খাক ব্ খূন'
দেখে দারা ধুলি রক্তে
হইছে মিশ্রিত

'কুলাহে কিয়ানী শুদহ্
সর নগঁ'
পড়িছে কায়ানী তাজ
হইয়া উলট।

… 'বফরমুদ তা আঁ।
দু সর হঙ্গ রা'
নিজ গণে সিকান্দর
বলিল ইঙ্গিতে
'বদারীদ বর জায়ে
খেশ উস্তব্‌রে-'
দোহ অপরাধী খল
যতনে রাখিতে।

'সর খস্তহ্‌ রা বর সরে
রান নেহাদ'
কোলে তুলি লইল
নৃপতি দারা শির
'ব্‌লেকঁী চেহ্‌ সুদস্ত
কাঈঁ কার বূদ'
শোচনে কি ফল,
গেল হস্ত হস্তে কাজ

'সেকন্দর ফরূদ আমদ
আয পুশতে বূদ'
অশ্ব হস্তে নামি
সিকান্দর বীর

'সেকন্দর বনালীদ কায়ে তাজদার
সেকন্দর মনম চাকর শহরয়ার—'
আক্ষেপিয়া কহিল কান্দিয়া বহুতর—মুঞি সিকান্দর জান শাহার কিঙ্কর।

৩২· । শ্মশান বৈরাগ্য ।

এই বিলাপগীতিটি আলাউলের নিজস্ব রচনা।

৩৩· । জীবন-তত্ত্ব ।

পূর্ববর্তী শিরোনামার অন্তর্গত নিযামীর তেতাল্লিশটি বয়তের সারমর্ম লইয়া মোট বারোটি শ্লোকে এই "জীলন তত্ত্ব"-টি রচিত হইয়াছে। আদতে কথা এক হইলেও দুই জনের প্রকাশভঙ্গীতে ঢের তফাৎ আছে।

৩৪· । সিকান্দর ও জ্ঞানী বৃদ্ধের আলাপ ।
(নীতি-তত্ত্ব)

এখানে নিযামীর মোট দুইশত বয়ত ও আলাউলে মাত্র একশত ছয়টি শ্লোক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আবার পাঁচটিতে "নবরাজ মজলিস"-এর প্রশংসা।

মূলের ভাব অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাকে আলাউলের সার্থক রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। অবশ্য কয়েক জায়গায় মূলের বিপরীত ভাবও পাওয়া যায় যেমন মূলে আছে ঃ

'দিগর বারে গুফতা বমন গুয়ে বায
কেহ্ বাযুয় বহমন চেরা শুদ দরায—
চেরা কুশতে বহমন ফরামরয রা
বখ্ন গরকে করদ আঁ আলবুর্যরা—
চেরা মু বদানশ নদাদন্দ পন্দ
কযাঁ খাপান দূর দারদ গেরন্দ—
চুনাঁ দাদ পাখে জহাঁ দীদহ্ মরদ
কেহ্ বহমন বহ্ আঁ আযদহ্ বাঁ চেহ করদ—
সর আঞ্জাম কাশফতহ্ শুদ বাহে উ
দুমে আযদহা শুহ্ ব্তন গাহে উ—'
'কেহ্ দীনন্দ কু পায়ে দর খ্ন ফশরদ
কযাঁ খ্নে সর আঞ্জাম কয়ফর নবুরদ—'

এই বয়তগুলিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বুদ্ধিমানদের পরামর্শ না শুনিয়া বাহমন রুস্তম-পুত্র ফরামুর্যকে বিনাদোষে খুন করিয়াছিল। উগ্রতার বশীভূত হইয়া নিরপরাধ ফরামুর্যকে খুন করার পরিণামে বাহমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আর, এ বিষয়ে আলাউল বলেন :

কেনে ফরামুর্জেরে মারিল বাহ্মন ?
রুস্তমে শাসিয়া দিল সর্ব বসুমতী
মারিল তাহার পুত্র কাহার যুকতি।
কহিলেক, ফরামুর্জ অপরাধী হইল
বাহমন শাহা সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
তেকারণে মারিল, না ধরি কার বোল
ছন্ন বুদ্ধি হই শীঘ্রে কালে দিল কোল।

বাহমন যদি একটা অপরাধীকে মারিয়া থাকে তবে সে কি অত্যাচারী হইবে? অপরাধীকে সাজা দেওয়াত ছন্নবুদ্ধিতা বা উগ্রতা নয়। সিকান্দর উক্ত জ্ঞানী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলিল :

'ফরূ পূরদ আয গরদশে রোযেগার
জহাঁজ্ঈ রা আঁচেহ আয়দ বকার—'

যুদ্ধ বলিয়া দেউক : সময় বুঝিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি কাজ করিলে উহা দিগ্বিজয়ী বীরের উপকারে আসে (বা কাজে লাগে)। প্রশ্নটি আলাউল এইভাবে উত্থাপন করিয়াছেন

"নৃপতি হইলে যুক্ত কেমন আকার।" জিজ্ঞাস্য কি ?

'আগর দওলতশ নামদে রহনুমাএ
নশুদে সরে খসমে রা যেরে পাএ—'

অতি ভাগ্যবলে সিকান্দর মহাবীর—অশ্বপদতলে কৈল রিপুদল শির। ভাব-ভিত্তিক খুব ভাল অনুবাদ।

'সর তখতে জমশীদ জায়ে তু বাদ
সরীরে সরা খাকে পায়ে তু বাদ—'

বুলিলা জামশেদ পাটে তোহ্মা হৌক যোগ্য—নৃপকুলশির আসি হৌক পদতল। শ্লোকটা এইরূপ হইলে মূলভিত্তিক অনুবাদ হইত :

জমশিদের পাট তোহ্মা হৌক যোগ্য স্থল
নৃপকুল শির তোর হউক পদতল। [পদধূল]

'নহ্ বখ্শুদ হরগিয খুদাব্‌ন্দ হশ্‌
বর্‌াঁ বন্দহ কু শুদ খুদাব্‌ন্দে কশ্‌—

"না রাখে ঈশ্বর বধী যেজন পণ্ডিত—

চু পয়রোয বাশী মশু রস্ত খেয—
কমন বস্তহ বর খসমে রাহে গরেয—'

জয় পাইলে ভয়কের পৃষ্ঠ না লউক—
ধাইবার পন্থ তার বন্ধ না করৌক।"

৩৫. । সিকান্দরের ইসলাম প্রচার।

নিযামীর পঁয়তাল্লিশটি বয়ত ও আলাউলের ছাব্বিশটি ত্রিপদী পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্তসারে অনুবাদ তথা রচনাটা খুব ভালই হইয়াছে।

৩৬· । মায়াবীর যাদু ।

নিযামীর বাহাত্তরটি বয়ত ও আলাউলের প'য়ষট্টি শ্লোক পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত হইলেও অনুবাদটি ভাল হইয়াছে, কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই। রচনাটা মূলের ভাবানুসারী বটে কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের হইতে তিনি কিছু কথা বাড়াইয়াছেন, যেমন: "দিব্য রঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গে নয়ানে তরঙ্গ" হইতে "তন্ত্রে মন্ত্রে রূপে হরে চতুরের প্রাণে।" পর্যন্ত মোট দশটি শ্লোক, যাহাতে সাম বংশীয়া কন্যা "আযরহুমায়ুন"-এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোনপ্রকার ক্ষতি হয় নাই বরং ইহা আলাউলের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কাহিনীর তেমন অঙ্গহানি না হইলেও মূলের একথাটা বাদ না দিলে সোনায় সোহাগা হইত: 'আযর হুমায়ুন"-কে সিকান্দরের নিকট লইয়া আসিয়া বলীনাস বলিল 'যদি মোরে দান কর প্রাণ'ধিক লাভ।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল:

'ব্‌গর খিদমতে শাহ্‌ রা দর খোরস্ত
মুরাহম খুদবন্দ ব্‌হম খাহরস্ত—'

—শাহা যদি মেয়েটিকে আপন অন্তঃপুরে রাখিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন তবে রাখিতে পারেন। তখন সে আমার কর্ত্রীও হইবে, ভগ্নীও হইবে।

"মহাবুদ্ধিমন্ত শাহা বুঝিল কারণ—সত্য সর্প হইলে কেনে অগ্নির গঠন।" আলাউলের একথা নিযামী বলেন নাই। দুই-একটা মূলভিত্তিক অনুবাদ:

'যে ক'রে যমীঁ বর কুশদ চাহে রা
ফরূদ আাব্‌রদ যে আসমা মাহে রা—'

মহী হস্তে টানিয়া তুলিতে পারে কূপ—স্বর্গচন্দ্র পারে ভূমে নামাইতে স্বরূপ।

'মহল রা বশূয়দ সিয়াহী যে রুএ,
শুব্দবর হিসারী বয়ক তারে মূএ—'

শনির মুখের কালি ধুইতে পারে লেশে—গড় বান্ধি যুদ্ধ করে একগাছি কেশে।

৩৭. । সিকান্দরের ইসফহান প্রবেশ।

[দ্রষ্টব্য :—মূলের সিকান্দরের ইস্‌ফহান উপস্থিতি ও রৌশনকের জন্য প্রস্তাব দান" এই শিরোনামার বিষয়বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ৩৭—৪২ পর্যন্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।]

এখানে রচনায় মূলের ভাবের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে বটে কিন্তু "শীতকালে সিকান্দর তথা হন্তে শীঘ্রতর (ঠিক পাঠ সেফাহানে) সিফাহানে করিল প্রবেশ।" ইহার কি ভাব? "শীতকালে' একথা কোথায় পাইলেন? আর, "তথা হন্তে" বলায়—কোথা হইতে?—এই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। "তেঁইসে রাখিল প্রাণ। না করিয়া বিষ পান। আজি কৃপা হইল বিদিত।"—ইহা আলাউলেরই অবদান। অবশ্য ক্ষেত্রোচিত হইয়াছে।

৩৮. । সিকান্দর-রৌশনক বিবাহের উত্তোগ

এই খণ্ডে দুই জনের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। তবুও আলাউলের রচনাটা মূলের ভাবভিত্তিক হইয়াছে। আলাউলের অতিরঞ্জনও মাঝে মাঝে উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু "দেশ হন্তে এক অব্দ কর খণ্ডাইল।" মূলে পাওয়া না গেলেও বিশ্বাসযোগ্য। কয়েকটা ভাল অনুবাদের নমুনা :

'শবস্তানে দারা যে মাতম বহ শুস্ত
বজায়ে বনফ্‌শহ্‌ গুলে সুরখে রুস্ত—

শোক হন্তে ধুইলেক দারার বসতি—নীলোৎপল খণ্ডি হইল রক্তোৎপল জ্যোতি।

'আগর সব দর আরদ বদী' শুগলে শাহ
সরে রওশনক রা রেসানন্দ বমাহ—'

যদি শাহা এই কার্য মনে কৈল স্থির—স্বর্গে পরশিব তবে রৌশনক শির।

'আগর বন্দহ্ গীরদ সর আফগন্দহ্-ঈম
ব্‌গর জুফতে সাযদ হমাঁ বন্দহ্-ঈম—'

যবে দাসী করএ করিব পরিচর্যা—সেই মতে সেবকিনী যদি করে ভার্যা।

'বকাবীনে খসরূ রিয়া দাদহ্-ঈম
কেহ্ আয তুখমহ্-এ খসরবাঁ যাদহ্-ঈম—'

শাহার সম্ভোগে আম্মি অতিশয় রতা—নৃপতি দুহিতামাত্র নৃপতি বনিতা।

'রুখে শহ্ বর আফরূখত আয খুররমী
কেহ্ সয়দে জব্‌াবে খোশ আস্ত আদমী—'

শুনিতে শাহার মন হৈল উজ্জ্বল—আনন্দ হইল চিত্ত লাবণি কমল।
মনুরথ শুভবার্তা অতি মনোরম— শ্রবণ পরশে যেন সুধা বৃষ্টি সম।
''এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল'' কথাটি মূলে নাই।

৩৯. । সিকান্দর-রৌশনক বিবাহ।

ইহা আলাউলের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। ক্ষেত্রভিত্তিক এই সংযোজনটা খুবই মানানসই হইয়াছে।

৪০. । বিবাহ-অনুষ্ঠান।

মূলের সহিত ইহার তেমন মিল নাই। মূলের বর্ণনা এইরূপ ঃ

'বরোযে কেহ তালি ''বরামন্দ বূদ
নযরহা সাযাব্‌ারে পয়রব্‌ন্দ বূ্দ—
জহাঁজ্‌ঈ বর রুসমে আবায়ে খেশ

পরীযাদ রা করদ হমতায়ে খেশ—
বরুসমে কিয়া নীষ পয়মাঁ গেরেফত
ব্‌ফা দর দেল ব্‌ মেহর দর জাঁ গেরেফত—
দর আঁ বয়’আত আয বহরে তমকীনে উ
বমুলকে ‘আজম বস্ত কাবীনে উ—’

—অর্থাৎ যখন সবাই এই বিবাহে একমত, একদিন ফলন্তরাশি ও শুভলগ্নে সিকান্দর স্বীয় পূর্বপুরুষদের রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান মাফিক রৌশনককে আপন জীবন সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিল (অর্থাৎ স্বীয় প্রথানুসারে রৌশনকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল)। আবার কায়ানী বংশের প্রথানুসারেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল (অর্থাৎ বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিল)। মনে বিশ্বস্ততা ও প্রাণে ভালবাসা রাখিল (অর্থাৎ স্থান দিল)। রৌশনকের সম্মানার্থ সমগ্র ইরানই তাহার দেন-মহর (বা যৌতুক) ধার্য করিল।

৪১. । ক’নের রূপ।

ইহা আলাউলের নিজস্ব সম্পদ। মূলের সহিত ভাবের মিল রাখিয়া খুব ফলাও করিয়া রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা যেন মূলের ব্যাখ্যা।

৪২. । ক’নে সমর্পণ ও বিদায়।

মূলের ভাব অবলম্বনে রচনাটা খুবই ভাল হইয়াছে। বর্ণনাটাও বিস্তারিত হইয়াছে। কয়েকটা কথাও বাড়ানো হইয়াছে তবে উহা অবান্তর হয় নাই।

৪৩. । রৌশনক’র মকদুনিয়া যাত্রা ও সন্তান লাভ।

[দ্রষ্টব্য—এখানে মূলের দুইটা শিরোনামাকে এক করা হইয়াছে। ১. ইরানে সিকান্দরের রাজ্যাভিষেক ও ২. আরস্তুর সঙ্গে রৌশনককে ইউনানে প্রেরণ।]

এখানে প্রথমে রাজ্যাভিষেক পর্বের ভূমিকাটি (বাক্-স্তুতি) নাম মূলের ভাব-অবলম্বনে সংক্ষেপে অনুবাদ করা হইয়াছে। তারপর ইস্তরথ [ইস্তখর] হইয়া সিংহাসনারোহণ ও রাজরাজড়াদের রায়বার প্রেরণের কথাটি মূল হইতে লইয়া বাকী কথাগুলি নিজের হইতেই বাড়াইয়া দিয়াছেন। অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ইরানী জনসাধারণ ও অন্যান্য রায়বারদের লইয়া সভা করিয়া সিকান্দর যে ভাষণ দিয়াছিল এবং পরে ইরানী জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে যে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলিল তাহা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হইয়াছে। (নিযামীর চুরাশিটি বয়ত)। রাজ্যাভিষেক ও রায়বার আসার কথাগুলিও অনুবাদ নয় বরং তাহার নিজস্ব রচনা। আবার বলেনঃ "কথ কালে রৌশনক হৈলা গর্ভবতী— নিজ পাটে রুমে পাঠাইতে হৈল মতি।" ইহা মূলের বিপরীত। রৌশনক গর্ভবতী হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রুমে পাঠানো হয় নাই, বরং সিকান্দরের দিগ্বিজয়ের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই বেচারিকে রুমে পাঠাইতে হইল। "কন্যা সম্বোধিয়া শাহা কহিলা বিশেষ" হইতে "শাহা সিকান্দর।" পর্যন্ত দশটি শ্লোক আলাউলের নিজস্ব সম্পদ, মূলের সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তারপর মূলের নয়টি বয়তের অনুবাদ—"আরস্তু সহিতে কন্যা" হইতে "কার্য্যেত নিপুণ।" পর্যন্ত মোট চারিটি শ্লোকে করা হইয়াছে। সিকান্দর দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার সংকল্প করিলে আরস্তু তাহাকে যে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছিল তাহাও অনুবাদে নাই। এ সম্পর্কে নিযামীর ষাটটি বয়ত পাওয়া যায়। এই অংশটা আলাউলের নিজস্ব রচনা বলিলে অনুচিত হইবে না।

৪৪. । সিকান্দরের দিগ্বিজয় ।

ক. । মক্কা যিয়ারত ।

এখানে ভূমিকার বায়ান্নটি বয়ত বাদ দেওয়া হইয়াছে। তারপর মূলের ভাব অবলম্বনে যিয়ারত পর্বটি রচনা করা হইয়াছে। "যথেক কাফির ছিল দ্বীনেতে আনিল।' মূলে কোথাও পাওয়া গেল না। সিকান্দরের "ইয়ামন" যাওয়ার কথাটি বাদ পড়িয়াছে।

খ । এরাক প্রভৃতি বিজয় ।

আরামনীদের বিরুদ্ধে আযর বাদগানীদের ফরিয়াদের মধ্যে মূলে একথাটি নাই ঃ (ইরাক বিজয়ের কথা বাদ পড়ে নাই ।)

"আহ্মি আস্থে যে সব হইছি মুসলমান—
সবানেরে হিংসায় না করে বস্তুজ্ঞান।
যদি শাহা এ সবেরে ন করহ নষ্ট—
মুসলমানি দ্বীন তবে করিবেক ভ্রষ্ট।"

এই পর্বের বাকী কথাগুলি অতি সংক্ষেপে নিজ ভাষায় রচনা করিয়াছেন। সিকান্দরের 'তফলিস' বসাইবার কথা বাদ পড়িয়াছে।

গ. । বর্দা' রাজ্যের শোভা ।

ইহা আলাউলের নিজস্ব রচনা। অবশ্য "হেমন্তে বসন্ত সম ··· মলয়া সমীর।" ইহাতে মূলের ভাব ও ছোঁয়াচ আছে। আর "অন্যায় বর্জিত দেশ ··· আনন্দে গোঞাএ।" -তে মূলের একটু ঝলক পাওয়া যায়।

ঘ । বর্দা রানী নওশেবা ও সিকান্দর ।

পাণ্ডুলিপিতে মূলের দুইটি শিরোনামা ১. সিকান্দরের বর্দারাজ্যে গমন ও ২. দূত বেশে নোশাবার নিকট যাওয়া, একত্র করা হইয়াছে। "বর্দা'-রানী" ইহা প্রধানত মূলের ভাব লইয়াই রচিত হইয়াছে। "দিব্য অস্ত্র দিব্য বাস ত্রিশ হাজার" মূলে সংখ্যার উল্লেখ নাই। "যোগ্যবর না পাইয়া নাহি করে পতি।" ইহা আলাউলের Interpreta tion মূলে ফেরেস্তা আছে কিন্তু তিনি বলেন ঃ "নরচক্ষে সে সবেরে দেখিতে কি পারে।" এতদসত্ত্বেও কয়েকটি অনুবাদ মূলভিত্তিক হইয়াছে, যথা : 'ব্‌গর বীনদ উফ্‌তাদ যে বালা বহ্‌ যের' 'স্বর্গ হস্তে পড়এ দেবতা যদি হেরে।" অবশ্য ফেরেস্তা অর্থ যদি দেবতা হয়। 'বহঙ্গামে সখতী ব'য়ত নেব্‌ায' "অসময়ে লোক পালে করি দান ধর্ম।" লোক অর্থে

(র'য়ত) প্রজা এই যদি হয়। 'কয আ্যাশুবে শহব্‌ত জুদামান্দহ্‌'—কেহ না জানএ পতি রতি রসবার্তা।'' 'জুদামন্দহ্‌' (আলাদা, বা সরিয়া রহিয়াছে) এর অর্থ যদি ''না জানএ'' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। 'তফাখুর বনসলে কিয়ানে আ্যাব্‌রদ'—''কয়ানী বংশেত জন্ম গর্ব ধরে অতি''। 'রফীকে বজুয বাদহ্‌ ব্‌ বাজ বুব্‌দ'—যন্ত্র গীত বিনে ইষ্ট নাহি অন্য জনে? 'রফিক'-এর অর্থ যদি সাথীর পরিবর্তে ''ইষ্ট'' বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। দিগর খানহ্‌ দারদ যে সঙ্গে রুখাম' ⋯ 'কেহ্‌ মুরগে ফরূদ আব্‌রদ বহ্‌ আ্যাব' পর্যন্ত তিনটি বয়তের অনুবাদ—' আর এক দিব্য গৃহ আছে অন্তঃপুরী'' হইতে ''ন্যায় ধর্ম নীত।'' পর্যন্ত সাড়ে তিনটি শ্লোক।

চ নও শানহ্‌ দানস্ত কাওরঙ্গে শাহ ⋯
যমা তাযমান বেশতর শুদ নিয়ায।

পর্যন্ত এগারোটি বয়তের অনুবাদ—''নওশবা শুনিয়া শাহার আগমন'' হইতে ''কন্যাআদি সেই স্থল দেখিতে নয়ানে।''—পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্লোক। আলাউলের কাজটা মোটের উপর কৃতিত্বপূর্ণ হইয়াছে।

[নোশাবার কাছে সিকান্দরের দূত বেশে গমন]

মূলের মোট দুইশত দশটি বয়তের অনুবাদ মোট একশত উনিশটি শ্লোকে করা হইয়াছে। অনুবাদ খুব সংক্ষিপ্ত ও ভাবমূলক হইয়াছে। স্থানে স্থানে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কিছু কথা বাড়াইয়াছেন। রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের প্রায় সব ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে এবং কাহিনীর তেমন অঙ্গহানি হয় নাই। রচনা ভাবভিত্তিক হইলেও কতিপয় মূলভিত্তিক অনুবাদও পাওয়া যায়। দুই-চারিটার নমুনা দেওয়া গেল :—

'কেহ্‌ সদ আ্যাফরী বরতু শাহে দেলীর
কেহ্‌ পয়গামে খোদ খোদ গুযারী চুঁ শের—

''কন্যা বোলে ধন্য সাহসিক যোগ্য রায়—নিজ মুখে নিজবার্তা কহ সিংহ প্রায়।''

'মুরা খান্দী ব্‌ খোদ বদাম আমদী
নযর পুখতহ্‌তর কুন কেহ্‌ খাম আমদী—

আক্ষারে ডাকিয়া আপে দড় ফান্দে পৈলা—দড় চিতে চাহ অনুচিত কর্ম কৈলা।" [যদি খাম = কাঁচা'র অর্থ "অনুচিত" ধরা হয়]। 'কমর চুঁ নবস্তী বদরাগাহে মন' "কি লাগি সাক্ষাতে তুহ্মি না আইস সভাএ"?

সেকন্দর চেহ্‌ গুঙ্গ চুনাঁ বেকস আস্ত
কেহ্‌ হম্মালে পয়গামে খোদ খোদ বস আস্ত
বদরগাহে উ বেশ আয আঁা-স্ত মরদ
কেহ্‌ উরা কদম রঞ্জহ্‌ বায়স্ত করদ—

'বার্তা কহিবারে কি মনুষ্য নাহি তার—আপনে কহিবে তিনি নিজ বার্তা সার। সুকথকবৃন্দ কথ আছে তার রাজ্যে—কি কারণে পদে দুঃখ দিব এহি কার্যে।'

। সিকান্দর সভায় নওশবা।

এখানে আলাউল কি করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজের ভাষায় শুনুন:

মহন্ত নিযামী শাহা পুরুষ প্রধান
কহিছেন্ত 'ধিক এহি সভার বাখান।
সেসব বাঙলা ভাষে দুষ্কর কহন
পরিশ্রমে কহিলেহ সঙ্কট বুঝন।
কেতাবেত এহি কথা অধিক কর্কশ
পণ্ডিতে ঝগড়া বিচারিলে পাএ দোষ।
একেক বয়ত লৈয়া ঝগড়া বহুল।
কেহ হএ কেহ নহে বোলে বিজ্ঞকুল।
বহু পরিশ্রমে আহ্মি এথেক কহিলুঁ
কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িলুঁ।

একেত নিযামীর প্রত্যেকটি বয়ত বাঙলা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করা দুরূহ ব্যাপার, তদুপরি এক এক বয়তের অর্থ লইয়াও অনেকখানে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে বৈকি।

চ । সিকান্দরের সংকল্প।

মূলের উনিশটি বয়তের সারমর্ম মোট পনেরটি ত্রিপদীতে করা হইয়াছে। এবং "কি মাত্র কথার সূত্র তিল না এড়িলুঁ।"—কথা সার্থক হইয়াছে।

ছ. । ভূগর্ভে তিলিসমাত যোগে ধনরত্ন রক্ষণ।

মূলের ভাব অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হইয়াছে। তবে মূলে "বাবল আবার নামে ... রাখিল গাড়িয়া।" এই শ্লোক দুইটির পাত্তা পাওয়া গেল না। "দেশে আসি ... বিচারি না পাএ।" পর্যন্ত কথা-গুলিরও হদিস পাওয়া গেল না। হয়ত ভিন্ন সংস্করণে তিনি উহা পাইয়া থাকিবেন। বিচিত্র কি?

জ. । সাধুব সহায়তায়-সিকান্দরের পার্বত্য গড় অধিকার।

মূলের ভাবের সাথে মিল রাখিয়া আলাউল ইহা রচনা করিয়াছেন। দরবেশের দোয়ায় সে দুর্ভেদ্য পার্বত্য গড় কিছুটা ধবসিয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া গড়পতি ('দযবান' গড় রক্ষক) সিকান্দরের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ করত গড়ের চাবি সিকান্দরের সামনে রাখিয়া দিল এবং বলিল তুমি গড়ের সর্বেসর্বা। গড়পতির আত্মসমর্পণ ও চাবি বুঝাইয়া দিবার কথা উল্লেখ না থাকাতে কাহিনীর একটু অঙ্গহানি হইয়াছে বৈকি।

ঝ. । সিকান্দরের সরির যাত্রা ও কয়-পাট-জাম দর্শন।

আলাউলের রচনা খুব ভাল হইয়াছে। মূলের সব ভাবই যেন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে মূলভিত্তিক অনুবাদ রূপে ধরিয়া লওয়া

যায়। তবে "বিশেষ বিবাহ কৈল দারার দুহিতা—একে নৃপকুলশীল আরও কুটুম্বিতা।" "তথনে চলিলা শাহা সঙ্গে বলিনাস—বাছিয়া সেবক লৈল জন চারি পাঁচ।"—একথাগুলি মূলে পাওয়া গেল না। হয়ত অন্য সংস্করণে থাকিবে।

ঞ. । ইস্তরখ [ইস্তখর] বিজয়।

মূলের আটত্রিশটি বয়তের অনুবাদ মোট চৌদ্দটি ত্রিপদীতে করা হইয়াছে। মূলের ভাবপ্রকাশ পাইয়াছে।

ট. । সিকান্দরের খুরাসান বিজয়।

নিযামীর সত্তরটি বয়ত ও আলাউলের ছত্রিশটি শ্লোক। রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কয়েকটা কথাও পাওয়া যায়, যাহা মূলে পাওয়া গেল না। (হয়ত অন্য সংস্করণে আছে) যথা ঃ

"মুসলমান সঙ্গে তবে আরম্ভিল রণ।"

—আর কেহ লোভে কেহ ত্রাসে ইমান আনিল
দীনে না আইল যথ নিধন করিল।

"তথাহন্তে নিশাপুরে আইল সিকান্দর—শুদ্ধভাবে দেখে মাত্র এক-ভাগ নর।"

"দুই ভাগ নর আছে দারাভাব লৈয়া—কপট না ছাড়ে নানা ভাতি দুঃখ পাইয়া।"

আলাউলের মতে নিশাপুরবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ সিকান্দর ও দুই ভাগ মৃত দারার পক্ষপাতী হইল। নিযামী বলেন ঃ

দূ বহরহ্ জহাঁ রবা দরাঁ শহরে য়াফত
হব্ৰা খাহে খোদ রা য়কে বহরে য়াফত—

দিগর বহরহ্ বু তব্‌্লে দারা বজন্দ—
দমে দু সতীশ আশকারা বদন্দ—

অর্থাৎ সিকান্দর দেখিল নিশাপুরীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে এবং অপরদল (মৃত) দারারই ঢাক ঢোল বাজাইতেছে।

এখানে কয়েকটি মূলের হুবহু অনুবাদও পাওয়া যায়, যথাঃ

'চু দুশমন খবর য়াফত কামদ পলঙ্গ
বস্থরাখে দর শুদ চু রুবাহে লঙ্গ—'
—শত্রুএ শুনিল যদি মহা ব্যাঘ্র আইল
খোট শৃগালের প্রায় গাতে প্রবেশিল।

'বহ্ আব্‌্রেগী দর খুরাসান গেরীখত'—খোরাসান দিকে ধাইল ছারখার হইয়া।

'বহ্ পহল্‌্ যবানশ হেরা নাম করদ'—পাহ্‌লবীর ভাষে থুইল 'হেরা' তার নাম।

'যে দারা মলক রায়তে দাশ্‌্তন্দ
ফলক যেরে আঁ রায়তে আস্তাশতন্দ—
—এক বানা দারার আছিল উচ্চতর
তার তলে গগন ভাবিত সব নর।

ঠ. । হিন্দুস্থান বিজয়।

নিযামীর একশত উনসত্তরটি বয়ত ও আলাউলের পঁচাত্তরটি শ্লোক রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের প্রায় সব কথা আসিয়া গিয়াছে। কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই, ধারাবাহিকতাও বজায় আছে। "বহু অকুমারী বালা বহুল কিঙ্কর" কথাটি মূলের মধ্যে পাওয়া গেল না।

ড. । কনৌজ বিজয়।

নিযামীর আঠায়োটি বয়ত ও আলাউলের আঠায়োটি ত্রিপদী। ভাবভিত্তিক রচনা বটে, তবে খুব বেশী কিছু বাদ পড়ে নাই। এদেশের

আবহাওয়া হাতী ঘোড়া পশ্বাদির পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া সিকান্দর তাড়াতাড়ি চীনের দিকে রওয়ানা হইল, একথা আলাওল কিন্তু বলেন নাই।

চ । চীন অভিযান।

নিযামীর নব্বইটি বয়ত আর আলাওলের আটচল্লিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত ভাষান্তরে মূলের প্রায় সব ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। মূলের ভাব ভিত্তিক এ রচনাটি খুব চমৎকার হইয়াছে। মূলের সংক্ষিপ্তসার হইলেও কিন্তু কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই।

ণ. । খাকানের নিকট সিকান্দরের পত্র।

নিযামীর অষ্টাশিটি বয়ত আর আলাওলের আটত্রিশটি শ্লোক পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের ভাব-অনুসরণে রচনাটা মন্দ হয় নাই। সিকান্দরের পত্র পাইয়া খাকান এক "বৃদ্ধতম"-কে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সাথে পরামর্শ করিল। "বৃদ্ধতম" যুদ্ধ না বাধাইবার যুক্তি দিল এবং তাহারই পরামর্শে খাকান পত্রের উত্তর লেখাইল। মূলে কিন্তু ঐ "বৃদ্ধতম" -এর উল্লেখ নাই। আলাওলের হাতে যে সংস্করণটি ছিল তাহাতে হয়ত একথা থাকিতে পারে।

'চু নামহ্ বখানী নসাযী দেরেঙ্গ
নুমাঈ বমন সুরতে সুল্‌হ ব্‌ জঙ্গ—'

—পত্র পড়ি না করিও তিলেক বিলম্ব
শীঘ্রে লেখ কিবা সন্ধি কিবা যুদ্ধারম্ভ।

মূলভিত্তিক এই অনুবাদটি খুবই সুন্দর হইয়াছে।

হেযবরানম আহুয়ে চীন দীদহ্-আন্দ
কম আহুয়ে ফরবহ্ চুনাঁ দীদহ্-আন্দ—

—মোর ব্যাঘ্রকুল চীন-মৃগ দরখনে
বোলে হেন পুষ্ট মৃগ নাহি অন্য স্থানে।

'আগর তরসী আয তেগে বুররানে মন
মপেচাঁ সর আয খতে ফরমানে মন—

—মোর খড়্গ ত্রাস যদি মনে ধর ধীর
মোর আজ্ঞা হস্তে তবে না ফিরাও শির।

অনুবাদটি একটু ভাবভিত্তিক হইলেও বেশ ভাল হইয়াছে।
'নহ্ বর জঙ্গে যে ইরান যমী আামদীম'—ইরান থাকিয়া যুদ্ধহেতু নাহি আসি।

ত॰ ।খাকান রাজের পত্রোত্তর।

নিযামীর নিরানব্বইটি বয়ত ও আলাউলের আটত্রিশটি শ্লোক পাওয়া যায়। রচনা মূলানুসারী হইয়াছে বটে কিন্তু সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া মূলের প'য়ত্রিশটি বয়ত বাদ দেওয়াতে কাহিনীর যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছে। মহাপাত্রের সঙ্গে খাকানের আলোচনা—আর সিকান্দরের সাথে তাঁহার যুদ্ধ-না-করার পরামর্শদান ইত্যাদি বিষয় বোধ হয় আলাউল-অনুদিত সংস্করণে ছিল না, তাই বাদ পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে আলাউলের এই শ্লোকটির সূত্র মূলে পাওয়া গেল না ঃ

কালি মোর রায়বার যাইব শাহা পাশ
যেকিছু মনের মর্ম কহিব সরস।

যদি সত্যই খাকান এরূপ বলিয়া থাকেন, তবে ছলনাটা মন্দ হয় নাই।

'বয়াঁ' 'আযমে শুদ কাব্‌রদ সরবরাহ্
বরুসমে রসূলা শুব্‌দ নযদে শাহ—
ববীনদ জহাঁদারী-এ শাহ রা
হমা সর ফরাযানে দরগাহে রা—'

নিযামীর এই দুইটি বয়তের অনুবাদ এভাবে করা হইয়াছে :

… … ভাবিলেক নিজ মনে
রায়বার রূপ ধরি যাইতে আপনে।
দেখিতে শাহার দর্প সামন্ত সাজন
কথ কথ নৃপ সঙ্গে আছএ কেমন।

এছাড়া মূলের আটটি বয়ত ও পাঁচটি পংক্তির মূলভিত্তিক অনুবাদও পাওয়া যায় যথা ঃ

'কেহ্ য়াদ আ্যাফরী বর তু আয করদে গার'
ঈশ্বর দক্ষদ বহু তোহ্মার উপর—
'যে দরয়া বদরয়া তু করদী নশস্ত
বর ঈরানে ব্‌ তুঁরা তুরা হস্তে দস্ত—

জলস্থল ভ্রমিয়া সকল কৈল বশ—ইরান তুরাণ আদি যথেক কর্কশ।
(এটা অবশ্য হুবহু অনুবাদ না হইলেও প্রায় কাছাকাছি হইয়াছে।)

'গেরেফতী জহাঁ জুমলঃ ব্যলা ব্‌ যের
হনূযত শুদ দেল যে পয়কার সমর—'

জিনিলা সকল রাজ্য উধ্ব' কিবা হেট—অদ্যাপিহ যুদ্ধ হস্তে না ভরএ পেট।
'ইনাঁ বায কশ্‌ কায্‌দহা বর রহ্‌ আস্ত'—"অশ্ব পালটাও পন্থে মহা অজগর।"

'তুরা হস্তে বা মন বসে সফুতহ্‌ গোশ,
"আহ্মি হেন তোহ্মার সেবক আছে কথ।"
'মন ব্‌ তু যে খাকীম ব্‌ খাক আয যমী
হমাঁ বহ্‌ কেহ্‌ খাকী বুব্‌দ আদমী—'

আহ্মি তুহ্মি আদি নর মৃত্তিকা নির্মাণ—সেই ধন্য যেই নর মৃত্তিকা সমান।

'চু কতরঃ বদরয়া দর আন্দাখতন্দ
দিগর কতরঃ যূ বায নশনাখতন্দ—'

বিন্দুজল পড়ে যদি সিন্ধুর মাঝার—জলে জলে মিশি যায় নারে চিনিবার।

'কব্‌রী দেল মশু গর চেহ্ দস্তত কব্‌রী-স্ত
কেহ্ হুকমে খুদা বরতর আয খসরুব্‌রী-স্ত—'

উচ্চশির হই মনে না করিও দড়—রাজগর্ব হস্তে ঈশ্বরের অবজ্ঞা বড়।
'তুরা ঈযদা যে বহরে 'আদল আফরীদ'—ন্যায় লাগি তোমারে সৃজিছে জগদীশ।

'নেকু রায় চুঁ রায়েরা বদ কনুদ
খরাবী দর আবাদী—এ খোদ কুনদ—'

জ্ঞানবন্ত করে যদি অজ্ঞানের কাম—আপনার বসতি নাশে নিঃসরে দুর্নাম।
'বগরমায়ে গরম ব্‌ সরমায়ে সরদ'—উষ্ণকালে উষ্ণতা শীতকালে শীত।

'সেকন্দর বইনসাফে নাম আরব আস্ত
ব্‌গর নয় যে মা হরয়ক ইসন্দর-আস্ত—'

ন্যায় হস্তে সিকান্দর নামের ভরম—নহে, প্রতিদেশ নৃপ সিকান্দর সম।
[অবশ্য যদি "নামের ভরম" 'নাম আব্‌র' (বিখ্যাত)-এর অর্থে হয়]

মপনদার কয মন নিয়ায়দ নেবরদ
বরআম বয়ক্ জনবশ আয কুহে গরদ—

যুদ্ধে ঊন হেন মোরে না ভাবিও চিতে—তিলেক ঢুলনে পারে। পর্বত নাড়িতে।

খ. । রায়বার বেশে খাকান রাজ।

(ক) নিযামীর পঁচিশটি বয়ত ও আলাউলের আঠারোটি ত্রিপদী পাওয়া গেল। মূলের ভাব অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রচনাও খুব ভাল। সংক্ষিপ্ত হইলেও সারমর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। সিকান্দর খড়্গ পাশে রাখিল, একথা মূলে নাই।

দ । সিকান্দর ও খাকানরাজ (নিভৃতে) ।

নিযামীর একশত পঞ্চাশটি বয়ত ও আলাউলের ছেষট্টি শ্লোক পাওয়া গেল। মূলের ভাব অবলম্বনে ইহা আলাউলের নিজস্ব রচনা। রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের প্রধান প্রধান অংশগুলি হইতে তেমন কিছু বাদ যায় নাই। রায়বারবেশী খাকান বিদায় গ্রহণ কালে সিকান্দরের নিকট "ভূমি চুম্বি অব্দ কর মাগিল খাকান—মুক্ত করি শাহা সুপ্রসাদ দিলা দান।"—একথাটি এখানে মূলে পাওয়া গেল না। তবে পরবর্তী কালে যখন খাকান সসৈন্যে সিকান্দরের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তখনই শাহ খুশী হইয়া তাহাকে (রেহা করদশ অ'া দখলে রকসালহ নীয') 'নিয়মিত অব্দকর তখনে ক্ষেমিল।' মূলে এরূপ আছে।

ধ. । শিল্প কথা ।

নিযামীর দুইশত আটত্রিশটি বয়ত ও আলাউলের তিহাত্তরটি শ্লোক পাওয়া গেল। মূলের পটভূমিতে অতি সংক্ষিপ্ত রচনা। এত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে মূলের অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে যাহাতে কাহিনীর যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছে। "বলিনাস আসি দেখি বুঝিল প্রবন্ধ।" একথাটি মূলে পাওয়া গেল না।

ন. । সিকান্দরের রূস যাত্রা ।

মূলে ইহা পূর্ববর্তী অঙ্ক শিরোনামার অন্তর্গত। আলাউলের চৌদ্দটি ত্রিপদী। মূলের ভাবের সাথে মিল রাখিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। রচনাটা ভাবের দিক দিয়া মন্দ হয় নাই।

প. । রূস-পীড়ন সম্বন্ধে গোহারী ।

মূলে অষ্টাশিটি বয়ত ও আলাউলের সাঁইত্রিশটি শ্লোক পাওয়া গেল। মূলের ভাব অবলম্বনে রচিত। ভাবের দিক দিয়া রচনাটি তেমন মন্দ

হয় নাই। সংক্ষিপ্তসারে কাহিনীটা বর্ণিত হইলেও উহার তেমন অঙ্গহানি হয় নাই।

ক· । রুসের সঙ্গে সিকান্দরের সংগ্রাম।

মূলের ভাবার্থ লইয়া ও মাঝে মাঝে কিছুটা নিজস্ব সম্প্রসারণে এই বিরাট পর্বটা রচিত হইয়াছে। কাহিনী ঠিকই আছে। ভাষার দিক দিয়া নিযামীর এ অংশটি একটু জটিল বৈকি। কিন্তু বাঙলা ভাষায় আলাউল ইহাকে যে ভাবে রূপান্তরিত বা ভাষান্তরিত করিয়াছেন, ইহা সত্যই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। উভয়ই নিজ নিজ ভাষায় ও বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত।

ভ· । রুস যুদ্ধে সিকান্দরের জয়।

মূলের ভাব লইয়া এই পর্বটা একটু বিস্তারিতভাবে রচনা করা হইয়াছে। কিন্তালের ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি কথা নিযামী আলাউলের মত তত লম্বা করিয়া লেখেন নাই।

ম· । আব-ই-হায়াত।

মূলের ছায়া অবলম্বনে এই আবেহায়াত পর্বটা রচিত হইয়াছে। রচনাটা ভালই হইয়াছে।

য· । আব-ই-হায়াতের জন্য যাত্রা।

নিযামীর তিনশত ষোলটি বয়ত ও আলাউলের একশত ষোলটি শ্লোক পাওয়া যায়। মূলের ভাবটা লইয়া সংক্ষিপ্তসারে রচিত হইয়াছে। রচনা ভাল হইয়াছে। মূলের সারমর্ম আসিয়া গিয়াছে। দুই-তিনটা ভাল অনুবাদও পাওয়া যায়, যথা :

- দরু রফতে শায়দ বহরে সাঁ কেহ্ হস্ত
  বহ্ বাব আমদন রহ্ কেহ্ আরদ বদস্ত—'

—জ্ঞানী বোলে দুঃখে কষ্টে পারি প্রবেশিতে
ফিরিয়া আসিতে হেতু না পারি বুঝিতে।

'বন্‌'ঈ দিগর গুফতহ্‌-আন্দ ঈ' সুখন—"জ্ঞানীসব কহিছেন্ত আর একমতে।" 'কেহ্‌ ইলয়াস বা খিযর হমরাহে বুব্‌দ' = "ইলিয়াস ছিল তথা খিজির সহিতে।"

'সতদ্‌ সঙ্গে যূ শহর য়ারে জহাঁ
সপারন্দহ্‌-এ সঙ্গে যূ শুদ নেহাঁ—'
—শিলা পাই যত্নে শাহা বান্ধিয়া রাখিলা
শিলা দাতা সেইক্ষণ আলোপ হইলা।

র. ।সিকান্দরের স্বদেশ যাত্রা।

'তবে পুনি শাহার' হইতে 'করিতে কি শক্তি।'—পর্যন্ত পূর্ববর্তী এক শিরোনামারই বিষয়বস্তু। "দিন দুই তিন ··· শিলার তুলন।" —মূলে ইহার হদিস পাওয়া গেল না। "তথা হস্তে ··· সুরঙ্গিম ইয়াকুত।"—শ্লোকটি মূলে পাওয়া যায়। সিকান্দরের স্বদেশযাত্রার আসল কাহিনীটি এই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেল না।

।আলাউলের অনুবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

অনুবাদ বড় কঠিন কাজ। দুইটি ভাষায় পুরা দখল না থাকিলে অনুবাদে কৃতকার্য হওয়া বড়ই মুস্কিল। তদুপরি যদি যে ভাষা হইতে অনুবাদ করা হয় সেই ভাষা যে ভাষাতে অনুবাদ করা হয় সেই ভাষার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী হয়, তবে কাজটা আরও দুরূহ হইয়া পড়ে। একভাষার বাকরীতি আবার অন্যভাষার বাকরীতির সাথে সবখানে মিলিয়াও যায় না। এসব কারণে অনুবাদকারীরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

নিযামীর সিকান্দরনামা অনুবাদ করিতে গিয়া আলাউল বলেন ঃ

মহন্ত নিযামী শাহা পুরুষ প্রধান
কহিছেন্ত ধিক এহি সভার বাখান।

সেসব বাঙলা ভাষে দুষ্কর কহন
পরিশ্রমে কহিলেক সঙ্কট বুঝন।
বহু পরিশ্রমে আমি এথেক কহিলুঁ
কি মাত্র কথার সুত্র তিল না এড়িলুঁ

কাজেই, তিনি সম্পূর্ণ সিকান্দর নামাটি "এক এক বয়ত হস্তে এক এক পয়ার" হিসাবে অনুবাদ করিতে পারেন নাই। করিতে পারাও সম্ভব নয়। কারণ, বাঙলা ভাষার চেয়ে পার্সী ভাষা ঢের বেশি সমৃদ্ধিশালী, সুতরাং তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও অভূতপূর্ব। তাঁহার "বহু পরিশ্রম"-এর ফল পর্য্যালোচনা করিলে, নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

১ মূল বয়তের অনুবাদ পূর্ণ শ্লোকে বা ত্রিপদীতে।
২ মূলের সহিত সম্পর্ক হীন নিজস্ব শ্লোক, অবশ্য Spirit বজায় রাখিয়া।
৩ মূল বযত একেবারে এড়াইয়া যাওয়া।
৪ একাধিক বয়তের ভাবধারা লইয়া একটা শ্লোক।
৫ দুই বয়তের দুই অংশ লইয়া একটি শ্লোক।
৬ এক বয়তের অনুবাদ এক পংক্তিতে।
৭ মূলের ভাব সম্প্রসারণে শ্লোক রচনা।
৮ মূলের মতানুসারে ক্ষেত্রোচিত শ্লোক রচনা।

———

পরিশিষ্ট—ঘ

। কবি আলাউলের জীবন-তথ্য ।

কবি আলাউলের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে যা বলা ও বিশ্বাস করা যাবে তা এই : ফরিদপুরের জালালপুরস্থ মুলুকপতি মজলিস কুতবের পদস্থ কর্মচারী (অমাত্য) ছিলেন কবির পিতা। কবি পিতার সঙ্গে জালালপুরেই বাস করতেন। বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয়, জালালপুর কবির জন্মভূমি বা কবির পিতার পিতৃভূম বা স্থায়ী নিবাসস্থল ছিল না। ব্যক্তিগত বা সরকারী কাজে পিতা জলপথে কোথাও যাচ্ছিলেন এবং পুত্র আলাউল ছিলেন পিতার সহযাত্রী। হার্মাদ হস্তে পিতা প্রাণ হারালেন, আর পুত্র রোসাঙ্গে আশ্রিত হলেন। অশ্বারোহী সৈনিক ও সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবেই তিনি রোসাঙ্গস্থ মুসলিম অমাত্য, সচিব ও ধনী-মানী সমাজে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তারপর কাব্যে-সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ মন্ত্রীরা প্রতিপোষণ দিয়ে দিয়ে পর পর কাব্যগুলো অনুবাদ করিয়ে নেন। ১৬৬০ সনে শাহ্‌জাহান-পুত্র সুজার বিদ্রোহে জড়িত সন্দেহে সরকার তাঁকে সত্তরদিন কারারুদ্ধ রাখে। আলাউল সিকান্দরনামায় শারীরিক জীর্ণতার ও আর্থিক দারিদ্র্যের (ভিক্ষাবৃত্তির) কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। কাজেই অমাত্যের বৃত্তিভোগীর পক্ষে রোসাঙ্গ ত্যাগ করা ছিল অসম্ভব। ১৬৭৩ সনে কবি যখন সিকান্দরনামা রচনা সমাপ্ত করেন, তার সাত বছর আগে উত্তর চট্টগ্রাম [সঙ্খু নদীর তীর অবধি] মুঘল অধিকারে (১৬৬৬ সনে) আসে। কাজেই বৃত্তিভোগীর পক্ষে ভিন্ন রাজ্য উত্তর-চট্টগ্রামে এসে বাস করা অসম্ভব। জোবরা গাঁয়ের আলাউলের দীঘি ও কবর কোন স্থানীয় আলাউলের স্মারক মাত্র। আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে কবি আলাউল ছিলেন (এবং এখনো) জনপ্রিয় লোকশ্রুত কবি। কবির খ্যাতিই নাম সাদৃশ্য গত বিভ্রান্তির উৎস।[১]

---

১. বিস্তৃত আলোচনা মৎ-সম্পাদিত 'তোহফা'র ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

আলাউল রচিত গ্রন্থাবলী, গ্রন্থোক্ত রচনাকাল, আদেষ্টা প্রভৃতি ছকে দেখানো হল :

ক্রমিক সংখ্যা	মূল লেখক	রচনার নাম	আদেষ্টা অমাত্য	রচনা কাল	রোসাঙ্গ রাজ
১.	মালিক মুহম্মদ জায়সী	পদ্মাবতী	মাগন ঠাকুর	১৬৫১ খ্রীঃ	সাদউ মণ্ডদার ১৬৪৫-৫২ খ্রীঃ
২.	[সম্ভবতঃ অজ্ঞাত রূপকথা]	রতন কলিকা-আনন্দ বর্মা [সতীময়নার পরিশিষ্ট রূপে রচিত]	শ্রী মন্ত সোলায়মান	১৬৫৯ খ্রীঃ	থিরিসান্দ সুধম্মা শ্রী চন্দ্র সুধর্মা ১৬৫২-৮৫ খ্রীঃ
৩.	উৎস আলেফ লায়লা	সয়ফুলমুলুক-বদি-উজ্জামাল	প্রথমাংশ-মাগন ঠাকুর শেষাংশ-সৈয়দ মুসা	১৬৫৮ খ্রীঃ ১৬৬৯ খ্রীঃ	ঐ
৪.	মিযামী গঞ্জাবী	সপ্তপয়কর	সৈয়দ মুহম্মদ খান	১৬৬০ খ্রীঃ	ঐ
৫.	ইউসুফ গদা	তোহ্ফা	শ্রী মন্ত সোলায়মান	১৬৬৪ খ্রীঃ	ঐ
৬.	নিযামী গঞ্জাবী	সিকান্দরনামা	নবরাজ মজলিস	১৬৭০ খ্রীঃ	ঐ
৭.	মৌলিক রচনা	রাগতালনামা	—	—	—
৮.	ঐ	পদাবলী	—	—	—

ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত

। মধ্যযুগের সাহিত্য ।

১. লায়লী মজনু—দৌলত উজির বাহরাম খান
২. মধুমালতী—মুহম্মদ কবির
৩. নীতিশাস্ত্র বার্তা—মুজাম্মিল
৪. রাগতালনামা—আলাউল
৫. চন্দ্রাবতী—মাগন ঠাকুর
৬. শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী—শা'বারিদ খান
৭. নসিয়ত নামা—আফজল আলী
৮. সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল—দোনা গাজী
৯. সৈয়দ সুলতানঃ তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ
১০. বাঙলার সুফী সাহিত্য—বিভিন্ন কবির রচনাংশ
১১. মধ্যযুগের কাব্য সংকলন— ঐ
১২. বাউল তত্ত্ব— ঐ
১৩. মধ্যযুগের রাগতালনামা— ঐ
১৪. হিন্দু কবির পদ-সাহিত্য— ঐ
১৫. সওয়াল সাহিত্য— ঐ